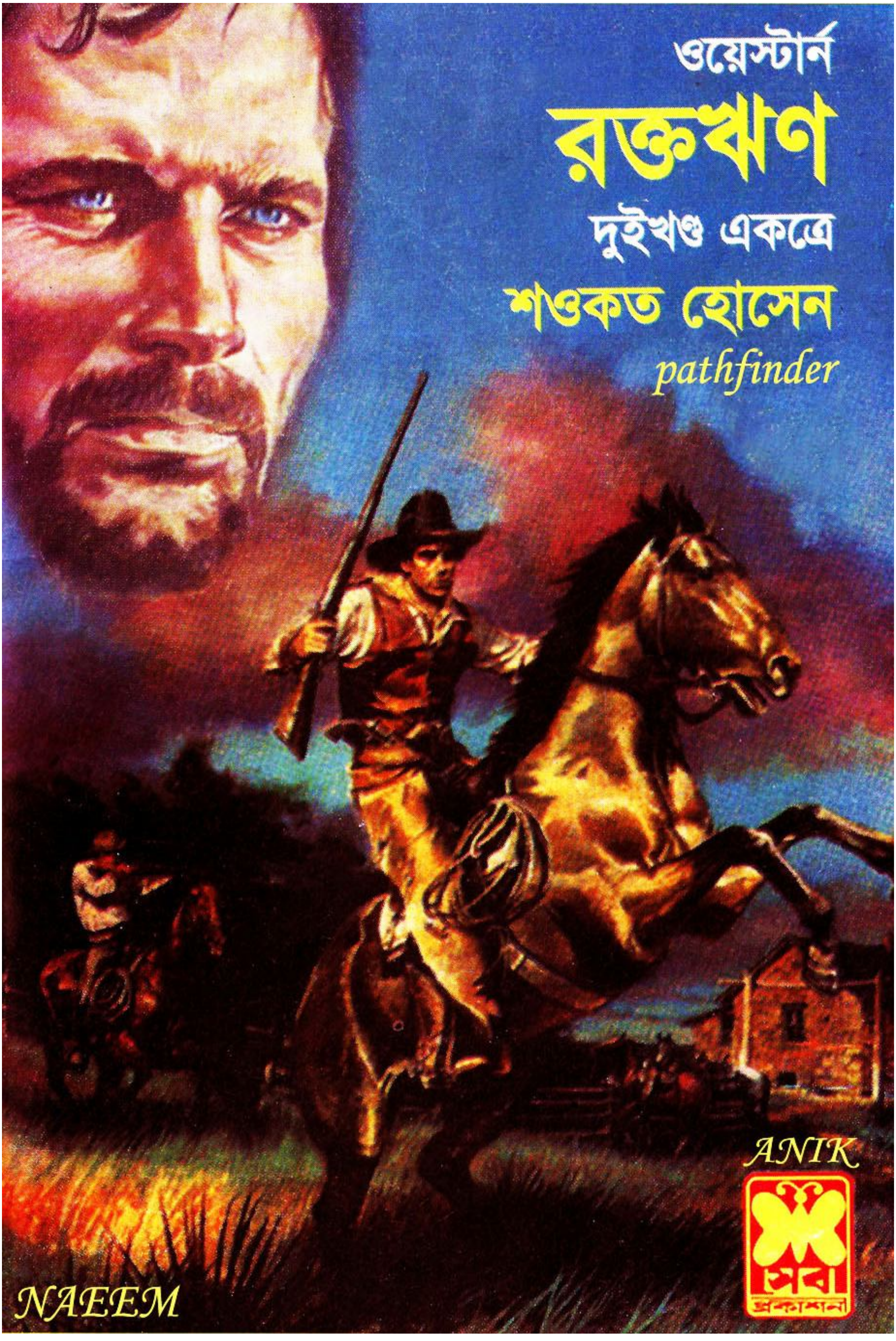

ওয়েস্টার্ন
রক্তঋণ
দুইখণ্ড একত্রে
শওকত হোসেন
pathfinder
ANIK
সেবা
প্রকাশনী
NAEEM

ওয়েস্টার্ন

দুইখণ্ড একত্রে

শওকত হোসেন

রক্তঋণ

'নৃশংসভাবে খুন হলো বৃদ্ধ বিল মোরহেড।
মৃত্যুর আগে তার 'লেযি-এম' র‍্যাঞ্চটা লিখে দিল
সে আত্মপ্রত্যয়ী যুবক পল মার্কসকে।
হত্যাকারীর পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়াল মার্কস।
প্রতিজ্ঞা করল, প্রাণ গেলেও বুড়ো র‍্যাঞ্চারের
বিশ্বাসের অমর্যাদা করবে না কিছুতেই।
তাই মৃত্যু পরোয়ানা জারি হলো ওর নামে।
এদিকে উইলটা উধাও।
বেদখল হয়ে গেছে লেযি-এম।
স্পষ্ট বুঝতে পারছে মার্কস,
অধিকার রক্ষার জন্যে অস্ত্রের আশ্রয় নেয়া ছাড়া
আর উপায় নেই।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন
রক্তঋণ

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

RAKTOREEN
Part-I&II
By:Saokot Hossain

পঁয়ষট্টি টাকা

প্রকাশিত কয়েকটি ওয়েস্টার্ন

কাজী শাহনূর হোসেন	
স্বর্ণসন্ধানী-১	২৬/-
স্বর্ণসন্ধানী-২	২৬/-
বদলা	২৬/-
কারসাজি	২৬/-
শয়তানের চক্র	২৬/-
লোভের ফাঁদে	২৬/-
মৃত্যুপ্রতীক্ষা	২৬/-
নির্জন প্রান্তর	২৯/-
জাতশত্রু	২৭/-
তাহের শামসুদ্দীন	
শ্যেনদৃষ্টি	২৬/-
কাজী মায়মুর হোসেন	
ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১	৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)	
উৎখাত	২৭/-
লুটেরা	২৭/-
প্রত্যাবর্তন	২৮/-
শায়েস্তা	২৭/-
অদৃশ্য ঘাতক	২৮/-
ধাওয়া	২৮/-
দুর্গম যাত্রা	২৮/-
প্রহসন	২৬/-
দূরের পথ	২৬/-
সমন-২	২৭/-
ইফতেখার আমিন	
প্রায়শ্চিত্ত	২৭/-
টিপু কিবরিয়া	
অশুভ চক্র	২৬/-
মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ	
ভবঘুরে	২৬/-
যমদূত	২৮/-
মাসুদ আনোয়ার	
আশ্রয়	৩০/-
গোলাম মাওলা নঈম	
দুঃসাহস+শোধ+ত্রাস	৯৮/-
লড়াকু	১০৩/-
দাবদাহ	১০০/-
ইসমাইল আরমান সম্পাদিত	
মুক্তবাতাস	৬৫/-
দেশান্তর	৯৩/-
শওকত হোসেন	
দমন+নিষিদ্ধ প্রান্তর	৭৩/-

রক্তঋণ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

বেলা দুটো বাজার ঠিক চার মিনিট বাদে ওঅর্ম ক্রিক শহরে পৌঁছুল স্টেজ কোচ। স্টেজ ড্রাইভার গিল ল্যাম্বি সন্তুষ্ট, সেজ ঝোপে ঢাকা বিরান প্রান্তরের ওপর দিয়ে প্রায় তিরিশ মাইল পথ বিনা বাধায় পেছনে ফেলে আসতে পেরেছে। লোক হিসাবে এমনিতে গম্ভীর প্রকৃতির ল্যাম্বি, কিন্তু এই মুহূর্তে তার চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ স্পষ্ট। ছয়ঘোড়ায় টানা স্টেজ কোচটাকে স্টারলাইট হোটেলের সামনে দাঁড় করাল সে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে জানোয়ারগুলো, ক্লান্তিতে কাঁপছে থরথর করে।

ড্রাইভারের আসনে গিল ল্যাম্বির পাশে বসে পল মার্কস। এবার আড়মোড়া ভাঙল সে, হাতের ঝাপটায় কাঁধের ওপর পুরু হয়ে জমা ধুলো ঝাড়ল, তারপর শুকনো রসিকতার সুরে গিলকে বলল, 'ড্রাইভার হিসেবে সত্যি তোমার জুড়ি নেই, গিল, কিন্তু সময় কাটানোর সঙ্গী হিসাবে তুমি একেবারে যা-তা। ফোর্ট ডেভলিন থেকে এ পর্যন্ত আসার সময় আমার সঙ্গে সব মিলিয়ে দশটা কথা বলেছ কিনা সন্দেহ!'

'কথা বলা একটা বদ অভ্যাস,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল ল্যাম্বি। 'বেহুদা কথা বলা আর সময় নষ্ট করা একই কথা, আমি তা করতে চাই না।'

হাসল পল মার্কস। 'কথাটা পিট রোডসের কানে গেলে দারুণ মন খারাপ করবে বেচারা,' ঠাট্টার সুরে আবার বলল সে।

পিট রোডস এ-শহরের ল-ইয়ার।

মার্কসের কথার কোন জবাব দিল না ল্যাম্বি।

আসনের নিচের লাগেজ বুট থেকে বেহাল চেহারার একটা গ্রিপস্যাক বের করে আনল মার্কস, ছুঁড়ে দিল নিচে, তারপর নিজেও নামল। দীর্ঘ গড়ন মার্কসের, পাজোড়া লম্বা, রাইডার সুলভ সরু কোমর। রোদে পোড়া বাদামী চেহারা, চওড়া চোয়াল, চোখ জোড়ার রঙ পাথুরে ধূসর।

ঘাড় ফিরিয়ে চিরপরিচিত শহরটাকে এক নজর দেখল মার্কস। বেশ কটা দিন বাইরে থাকার পর আবার চেনা পরিবেশে ফিরে আসতে পেরে খুশি।

মানুষ যে কেন অল্প কয়েক দিনের জন্যে বাইরে কোথাও গেলে সে ফিরে আসার পর সব বদলে যাবে বলে আশা করে? আপন মনে প্রশ্ন করল ও। কেন

বলতে পারবে না, পরিচিত পৃথিবীর কোন পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে না মার্কস। সব সময় মনে একটা শঙ্কা: হঠাৎ যদি কোনদিন রাতের অন্ধকারে ওর আশপাশটা আমূল বদলে যায়? ভয়টা একেবারে ছেলেমানুষি, আপনমনে আবার ভাবল পল মার্কস। কথাটা মনে হতেই দুচোখ মৃদু নেচে উঠল ওর।

যা হোক কিছুই বদলায়নি ওঅর্ম ক্রিকের। আজ বিকেলের ওঅর্ম ক্রিক শহরের সঙ্গে ওর চেনা শহরের কোন পার্থক্য নেই। আগের মতই আছে সব। ধূলি-ধূসরিত শহরের একমাত্র রাস্তাটায় নজর বোলাল মার্কস, দালান কোঠার পুব দিকটায় তির্যকভাবে কালো ছায়া পড়তে আরম্ভ করেছে, দীর্ঘায়িত হচ্ছে আস্তে আস্তে। হিচর‍্যাকগুলোয় বেশ কয়েকটা কাউপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে, গোটাকতক বাকবোর্ডও চোখে পড়ল। স্যাম'স স্টোরের পোর্চে বরাবরের মত ঘুমিয়ে আছে স্যাম ওয়েলডনের পোষা কুকুর-বাস্টার। দরজার এক পাশে পাতা বেঞ্চটায়, ওভার হ্যাংয়ের নিচে, বারান্দায়, বসে বিশালকায় চর্বিবহুল এক লোক—জ্যাক পয়ার, এক মনে পাইপ টানছে আর জরিপ করছে শহরটা।

শহরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে চেরোকি মালভূমির বিস্তৃত ঢালের শুরু, অনেকখানি জায়গা নিয়ে আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠে গেছে, মিশে গেছে গাছে-ছাওয়া অন্ধকার চূড়ার সঙ্গে; মাঝখানে কয়েক মাইল রোদে পোড়া খোলা প্রান্তর।

উঁচু মালভূমি থেকে ঢাল বেয়ে মৃদু হাওয়া নেমে আসছে, ঘূর্ণি তুলছে রাস্তার ধুলোয়। নাকে লাগছে সিডার আর পাইনের শুকনো অথচ মিষ্টি সুবাস।

হ্যাঁ, ফিরে আসতে পেরে পল মার্কস আনন্দিত।

হাত বাড়িয়ে গ্রিপস্যাকটা তুলে নিল মার্কস, তারপর উঠতে শুরু করল হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে। আচমকা থমকে দাঁড়াল বারান্দায় উঠে। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল ওর। লিয়া রেনিসনের সঙ্গে দেখা হলেই এরকম ঘটে। হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে মেয়েটা। পোর্চের ওপর দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে পল মার্কসের দিকেই এগিয়ে এল সে।

মুহূর্তের জন্যে মার্কস ভাবল, মেয়েটা বুঝি ওর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছে এখানে; উৎফুল্ল হয়ে উঠতে চাইল মন। কিন্তু পরক্ষণে হতাশ হতে হল ওকে, কারণ মেয়েটার চোখে উদ্বেগের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এই মেয়ে, গম্ভীর হয়ে ভাবল মার্কস, কোনদিন কোন পুরুষের দিকে ছুটে যাবার মত নয়। ওর বেলায় তো প্রশ্নই আসে না। কারণ ম্যাট রেনিসনের মেয়ে লিয়া, রেনিসনদের শীতল স্বভাব পেয়েছে সে-ও।

হাত তুলে মাথার টুপি স্পর্শ করল পল মার্কস, বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম, লিয়া।' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ও, কিন্তু বুঝতে পারল ব্যর্থ হয়েছে প্রয়াস।

অন্য কোন কারণে উৎকণ্ঠায় ভুগছে মেয়েটা, ওর দিকে মনোযোগ দেয়ার মত মানসিক অবস্থা নেই। মার্কসের সামনে এসে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল লিয়া, কিন্তু তা-ও কেবল উদ্বেগের জন্যেই, বুঝতে বেগ পেতে হল না।

'পল, এখুনি রিয়ালটো-তে যাও!' বলে উঠল লিয়া। 'ওখানে বিল মোরহেডকে আটকেছে ওরা, খুব জ্বালাতন করছে!'

'ওরা মানে?'

'ফ্লোরেনরা! অ্যালও আছে ওদের সঙ্গে। ওখানে মদ গিলছিল ওরা, বিল মোরহেডকে পেয়ে ছেঁকে ধরেছে। বাবা এসেছে ভেবে খবরটা জানাতে এসেছিল ডাস্টি এলিয়ট। বাকবোর্ডে চেপে আমি আর এলিয়ট এক সঙ্গে এসেছি র‍্যাঞ্চ থেকে। বাবারও আসার কথা, বিল মোরহেডের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কি নাকি আলাপ আছে। কিন্তু বাবা এখনও আসেনি, আমার ভয় লাগছে। তুমি তো জানো ফ্লোরেনরা কেমন—'

'হ্যাঁ, জানি!' খানিকটা কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল পল মার্কস। 'ফ্লোরেনদের স্বভাব আমার জানা আছে! বিল মোরহেডের সঙ্গে নিশ্চয়ই পুরনো তর্কটাই ফের শুরু করেছে—জোর করে কিংফিশার ক্রিক ড্রাইভ ট্রেইল বন্ধ করার জন্যে রাজি করাতে চাইছে ওকে, তাই না?'

মাথা দোলাল লিয়া, ঢেউ উঠল তার কালো চুলে।

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'ঠিক ধরেছ!'

লিয়া রেনিসনের দৃষ্টিতে সীমাহীন উদ্বেগের ছাপ দেখতে পেল মার্কস, সেই সঙ্গে বুঝতে পারল খুব কমই ওর এত কাছাকাছি এসেছে মেয়েটা। বার দুয়েক এক সঙ্গে নাচার সুযোগ হয়েছিল ওদের। কিন্তু সেটা স্যাম ওয়েলডনের অয়্যারহাউসে যখন সন্ধ্যায় নাচের আসর বসত তখনকার কথা। সেসব বন্ধ হয়ে গেছে—অনেক দিন হয় আর নাচতে আসে না লিয়া।

মেয়েটার অনেক আচরণেরই মানে বুঝতে পারে না পল মার্কস। লিয়া রেনিসনের মধ্যে অসাধারণ অথচ চাপা এক ধরনের সৌন্দর্য রয়েছে। বাতাসের আগে ঘোড়া হাঁকাতে দেখেছে ও মেয়েটাকে, তখন প্রাণবন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে সে, আনন্দে প্রাণ খুলে হাসে; সম্ভবত ওই সামান্য সময়টুকুতে সে কোন ধরনের মুক্তির স্বাদ পায়। কিন্তু তারপরেই আবার উধাও হয়ে যায় সেই হাসি, গম্ভীর হয়ে যায় মেয়েটা, দূরের অচেনা কোন মানুষের মত মনে হয় তখন। সারাক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকে। প্রায় বছরখানেক ধরে মেয়েটার এই গম্ভীর আর উদাস ভাব দেখা যাচ্ছে; ক্রমশ যেন বদলে যাচ্ছে ও।

কোমল লাবণ্যময় চেহারা লিয়া রেনিসনের, তবে চিবুকের গঠনে যেন ঠিকরে পড়ছে প্রবল আত্মমর্যাদা-বোধ আর ব্যক্তিত্ব। এই মেয়ের নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

সামনে এগোনোরই সাহস হবে না কারও। তবু অনেকবার পল মার্কস ভেবেছে: আচ্ছা, মেয়েটাকে যদি আচমকা বেপরোয়াভা নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ওই রক্তিম ঠোঁট জোড়ায় চুমু খায় কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে? শীতল অথচ ভয়ঙ্কর এক ধরনের ক্রোধ ছাড়া বোধ করি আর কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। ওর মধ্যে কোন রকম আবেগ কি জেগে উঠবে? মনে হয় না।

ওর চিন্তা ধারা যেন ধরতে পারল লিয়া, হঠাৎ তাকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখে বুঝতে পারল মার্কস। ওর কাঁধের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল লিয়া।

'আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না তো!' প্রায় তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল মেয়েটা। 'কি বললাম শুনতে পাওনি! রিয়ালটো-তে মহা ঝামেলা বাধতে যাচ্ছে! বিল মোরহেড বেচারা বোধ হয় বিপদে পড়েছে। জলদি যাও ওখানে!'

লিয়ার কণ্ঠস্বরে এক ধরনের কাঠিন্য ফুটে উঠল। যেন ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা লেগেছে, শিউরে উঠল পল মার্কসের সারা শরীর, সংবিৎ ফিরে পেল সে। পরক্ষণে তাল মেলাল মেয়েটার সঙ্গে, পাল্টা মেজাজ দেখাল।

'ডাস্টি গেছে কোথায়?' কঠিন শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

'ড্যান অরসনকে খুঁজতে গেছে বোধ হয়। কিন্তু ডাস্টি কোথায় গেছে না গেছে তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি ছাড়া আর কেউ ওখানকার ঝামেলা সামাল দিতে পারবে না। একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব।'

'অন্তত একটা কাজ জানি শুনলেও মনে শান্তি পাওয়া যায়,' বাঁকা স্বরে বলল পল মার্কস, তারপর গ্রিপস্যাকটা পোর্চের ওপর ফেলে রেখে ঘুরে দাঁড়াল, পা বাড়াল সিঁড়ির উদ্দেশে। রাস্তায় নেমে এল।

রাস্তা অতিক্রম করতে শুরু করল, হাঁটার ভঙ্গিতেই বোঝা যায় খেপে আছে সে। নিজের প্রতি তো বটেই, লিয়া রেনিসন আর বিশেষ করে ফ্লোরেনদের প্রতিও রাগ লাগছে। ওর সম্পর্কে লিয়া রেনিসনের মনোভাব নিয়ে কোন না কোনভাবে মাথা ঘামায় বলে রাগ লাগছে নিজের ওপর। লিয়া রেনিসনের ওপর রাগ, কারণ মেয়েটা সব সময় শীতল সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে—ওর প্রতি মেয়েটার আচরণ কেমন যেন প্রাণহীন—একটা পর-পর ভাব। ফ্লোরেনরা ওকে রাগিয়ে তুলেছে, কারণ ওরা ফ্লোরেন!

ওর মুখের বাদামী ত্বক টানটান হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়, পাথুরে-ধূসর চোখজোড়া আরও গম্ভীর হয়ে গেছে।

ফ্লোরেনের বাচ্চা ফ্লোরেন! বিড়বিড় করে গাল বকল পল মার্কস। হতচ্ছাড়া, অপদার্থের দল! সারাক্ষণ ঝামেলা বাধাতে ওস্তাদ। স্রেফ ম্যাট রেনিসনের ভাগ্নে হবার কারণে এযাবৎ এখানকার লোকজন ওদের মাস্তানি মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে। কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। অথচ ওই তিন বদমাশকে যদি লটকে

দেয়া যেত, দুনিয়াটা এক রকম বেহেশত হয়ে যেত! হ্যাঁ, হতচ্ছাড়া ফ্লোরেনদের লটকে দেয়াই দরকার!

রাগে জ্বলছে পল মার্কস। দড়াম করে ধাক্কা মেরে রিয়ালটো-র স্যুইং ডোর খুলে ফেলল ও। কাঁধের ধাক্কায় স্যাঁৎ করে দুপাশে সরে গেল কবাটজোড়া। ভেতরে পা রাখল মার্কস।

সবার আগে চোখ গেল ডাস্টি এলিয়টের দিকে।

ওকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডাস্টি এলিয়ট, তারপর বলল, 'ওহ্, এসেছ তাহলে!'

ডাস্টি এলিয়টের ওপাশে বার বরাবর ফুট দশেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল অ্যাল রেনিসনকে। একেবারে বখে গেছে ছেলেটা, কাউকে পাত্তা দেয়ার দরকার মনে করে না। প্রতি মুহূর্তে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চায়: সে-ই সুবিশাল ওঅর-হ্যাচেট আউটফিটের উত্তরাধিকারী, ম্যাট রেনিসনের আদরের দুলাল।

প্রায় মাতাল হয়ে আছে অ্যাল, মার্কসকে ঢুকতে দেখেও আমল দিল না, বরং বারের ওপাশে আরও খানিকটা দূরের দলটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ফ্লোরেনদের দেখা যাচ্ছে ওখানে। স্পেন্স, গার্ড আর জন ফ্লোরেন-বিল মোরহেডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। নানা কায়দায় খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে বিলকে, অশ্লীল রসিকতা করছে। তা সত্ত্বেও শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বিল মোরহেড।

সামনে পা বাড়াল পল মার্কস।

ডাস্টি এলিয়টের পাশে এসে থামল ও। নিচু কণ্ঠে ডাস্টিকে জিজ্ঞেস করল, 'ড্যান অরসনকে আনতে পারনি?'

'না, শহরের বাইরে কোথায় যেন গেছে ড্যান,' মাথা নেড়ে জবাব দিল ডাস্টি এলিয়ট। 'ম্যান—কি বলব—তোমাকে দেখে যে কি খুশি হয়েছি—বোঝাতে পারব না! ব্যাপারটা খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে, পল। প্রায় ঘণ্টাখানেক হল মোরহেডের সঙ্গে এরকম তামাশা করে চলেছে শয়তানগুলো। প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে বাড়িয়ে তুলছে অত্যাচারের মাত্রা। অনেকক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছে বিল, কিন্তু আর সহ্য করতে পারছে না, হাল ছেড়ে দিতে শুরু করেছে। এসবে আমার কোন স্বার্থ নেই যদিও, তবু আমার মনে হয় এখুনি আমাদের নাক গলানো দরকার।'

'কাজটা আমার,' বলল পল মার্কস। তারপর কি ভেবে আবার যোগ করল, 'একজন অনুরোধ জানিয়েছে!'

এগিয়ে গিয়ে অ্যাল রেনিসনের পাশে থামল পল মার্কস। অ্যালের গায়ে কনুইয়ের একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'ওদের থামতে বলো, অ্যাল!' শান্ত শোনাল

ওর কণ্ঠস্বর।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যাল রেনিসন। অতিরিক্ত মদ পান করার ফলে চিবুকটা ঝুলে পড়েছে তার। খেপে যাওয়ায় কাঁপতে শুরু করল ওর চোখমুখ।

'থামতে বলব মানে?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'থামতে বলব কোন্ দুঃখে? ব্যাটাকে ঠিক দাওয়াই-ই দিচ্ছে ওরা। ব্যাটা সামনের গ্রীষ্মেও সমভূমির আউটফিটগুলোর কাছে আবার আমাদের মত স্লোপ র‍্যাঞ্চারদের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। গতবারও একই কাণ্ড করেছিল! আর তুমি বলতে এসেছ মানা করতে—কাভি নেহী!'

'মানা করো—নইলে বাধা দিতে বাধ্য হব আমি!' কাটা কাটা স্বরে বলল পল মার্কস।

'নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে!' আবার খেঁকাল অ্যাল রেনিসন। 'দূরে কোথাও সরে যাও!' ভারি শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'এটা আমার হুকুম, মার্কস; আমি অ্যাল রেনিসন হুকুম করছি তোমাকে!'

পরিষ্কার অসন্তোষের সঙ্গে তরুণ রেনিসনের আপাদমস্তক জরিপ করল পল মার্কস। 'আমার ওপর মাতব্বরি ফলাতে এসো না, অ্যাল,' চাপা কণ্ঠে পাল্টা জবাব দিল ও। 'তোমার দৌড় কতটুকু জানা আছে আমার—নিজেকে খামোকা বিরাট কিছু ভাবতে যেয়ো না! ঠিক আছে, তুমি যখন ওদের মানা করতে রাজি নও—আমি নিরুপায়!'

কথাটা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল মার্কস, কিন্তু এক কদম এগিয়েই থামল আবার, কারণ ওর পিঠের ওপর গোলাকার কি যেন চেপে বসেছে; অ্যাল রেনিসনের কণ্ঠের হিংস্র সুরও ওর দাঁড়িয়ে পড়ার আরেকটা কারণ।

'নিজের চরকায় তেল দিতে বললাম না তোমাকে! এরপর কিন্তু মুখে বলব না!' খেঁকিয়ে উঠল ছেলেটা।

চাপা কণ্ঠে খিস্তি করছে ডাস্টি এলিয়ট, শুনতে পেল মার্কস। রেগে গেছে কাউবয়।

ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমেই ডাস্টি এলিয়টের দিকে তাকাল ও, ইশারায় সাবধান করল তাকে, যাতে বোকার মত কিছু করে না বসে। এবার কাঁধের ওপর দিয়ে নিচের দিকে চোখ ফিরিয়ে মার্কস দেখতে পেল অ্যাল রেনিসন পিঠে পিস্তল ঠেসে ধরলেও হ্যামার কক করেনি, বুড়ো আঙুলও রাখেনি ওটার ওপর।

আর দেরি করল না মার্কস, ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল, চোখের পলকে জাপ্টে ধরল অ্যালের পিস্তল-ধরা-হাতটা, মচকে দিল পরক্ষণে। অ্যালের হাত থেকে আপসে খসে পড়ল পিস্তলটা। অন্য হাতে ওটা লুফে নিল মার্কস। অ্যাল রেনিসনের

কব্জিটা ধরে আরও জোরে চাপ দিল। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল অ্যাল।

ওকে ছেড়ে দিল এবার মার্কস। টলোমলো পায়ে দরজার দিকে পা বাড়াল অ্যাল। পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে।

'ওর ওপর নজর রাখো, ডাস্টি,' গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল মার্কস।

অ্যালের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া পিস্তলটা আলগোছে ধরে আবার জটলার দিকে দৃষ্টি ফেরাল পল মার্কস। ওর পুরো শরীর দাউদাউ করে জ্বলছে এখন রাগে।

অতীতে অ্যাল রেনিসনের অনেক বাজে কথা মুখ বুজে সহ্য করেছে ও—অনেক কষ্টে তার গায়ে হাত তোলা থেকে বিরত রেখেছে নিজেকে। কিন্তু আজ ওর গায়ে অস্ত্র ঠেকানোর দুঃসাহস দেখিয়েছে ছেলেটা! সব কিছুরই একটা সীমা আছে! ম্যাট রেনিসনের ছেলে হয়েছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি! ফ্লোরেনরা যদি বাড়াবাড়ি করে ওদেরও আজ উচিতশিক্ষা দিয়ে দেবে, মনে মনে ভাবল মার্কস।

বিল মোরহেডকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় পল মার্কসের স্যালুনে প্রবেশকে আমল দেয়ার দরকার মনে করেনি ফ্লোরেনরা, অন্তত অ্যাল রেনিসনের আর্তনাদ কানে যাবার আগে পর্যন্ত নয়।

এখন যুগপৎ বিস্মিত এবং অনিশ্চিত চেহারায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে ওরা, মার্কসের দিকে তাকিয়ে আছে।

সংক্ষেপে জোরালো নির্দেশ দিল ওদের পল মার্কস।

'মানে মানে কেটে পড়ো এখান থেকে। বিল মোরহেডকে জ্বালিয়ো না, বন্ধ করো এসব!'

তিন ফ্লোরেনের মাথা যেন একই ক্ষুরে কামানো। একই ছাঁচে ফেলে বানানো হয়েছে ছেলেগুলোকে। তামাটে একটা ছাপ রয়েছে তিনজনের চেহারায়, তিনজনেরই মাথার চুল কুচকুচে কালো। ছোট ছোট চোখ; দাগে ভরা মুখ।

ওদের দেখলেই মার্কসের মনে হয় পূর্ব পুরুষের কোন বদগুণ বোধ হয় ফিরে এসেছে রক্তে। মায়ের দিকের কারও নয় সেটা: কারণ ওদের মা—অনেক আগেই মারা গেছেন মহিলা-ম্যাট রেনিসনের একমাত্র বোন। ম্যাট রেনিসনকে ফ্লোরেনদের বাপ সম্পর্কে কখনও আলোচনা করতে দেখেনি পল মার্কস। নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে তার। মন্দ লোক ছিল বোধ হয়—রেনিসনদের সঙ্গে মেশার অযোগ্য!

হুইস্কির প্রভাবে ফ্লোরেনদের সমস্ত নীচতা বেরিয়ে এসেছে যেন।

ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, গার্ড ফ্লোরেন, হিসহিসিয়ে জবাব দিল, মেজাজ খিঁচড়ে গেছে তার।

'ভুল জায়গায় এসে পড়েছ তুমি, মার্কস বাবাজি! হতে পারে তুমি ওঅর-হ্যাচেটের ফোরম্যান, কিন্তু তাই বলে আমাদের ওপর খবরদারি করার অধিকার দেয়া হয়নি তোমাকে! যাও, রাস্তা মাপ!'

'কাজটা তোমাদের করতে বলেছি আমি!' ধমক দিয়ে বলল মার্কস।

ডাস্টি এলিয়টের কণ্ঠস্বর শোনা গেল পরিষ্কার।

'আমি পলের সঙ্গে আছি! যে কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি! যা করার বুঝে শুনে করো!' চাপা হুমকি প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

মচকানো কব্জি ডলতে ডলতে একটা পোকার টেবিলের ধার ঘেঁষে আবার ফিরে আসতে যাচ্ছিল অ্যাল রেনিসন। কিন্তু সে চক্কর শেষ করার আগেই তার সামনে পৌঁছে গেল ডাস্টি এলিয়ট, কাঁধ ধরে চাপ দিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

'চুপ করে বসে থাকো,' সতর্ক করল ডাস্টি, 'নইলে একেবারে ভর্তা বানিয়ে দেব!' ধমক দিল। 'ভাঙা ডালে বসে আছ তুমি, বাছা, যখন তখন পড়ে যেতে পারো!'

খিস্তি করে উঠল অ্যাল, তবে চেয়ার ছেড়ে উঠল না।

ফ্লোরেনদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে পল মার্কসের পাশে চলে এল এবার বিল মোরহেড। মাঝারি গড়নের মানুষ, বয়সের কারণে খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছে; মাথার চুল রূপালি। বিল মোরহেডের কাছে কোন অস্ত্র নেই। ওর চেহারায় অসংখ্য ভাঁজ, চোয়াল ভেঙে গেছে; তা সত্ত্বেও চেহারায় এক ধরনের স্বর্গীয় ঔদার্যের ছাপ রয়েছে। অন্তস্তল থেকে উঠে আসা এই চিহ্ন।

মার্কসের উদ্দেশে সে বলল, 'আমার জন্যে তুমি বিপদে পড়ো তা আমি চাই না, পল। ওরা বোধ হয় আমাকে একটু বেশি দুর্বল করে ফেলেছিল, বেকায়দা অবস্থায় পেয়েছে তো! থাক গে, এখন আর কোন চিন্তা নেই।'

এখনও রাগ পড়েনি মার্কসের। ও বলল, 'আমার খুব খুশি লাগছে, বিল-শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করতে পেরে। আরও আগেই কাজটা করা উচিত ছিল।'

মোরহেডের মাথার ওপর দিয়ে ফ্লোরেনদের দিকে তাকাল পল।

'আমি কি বলেছি তোমরা শুনেছ,' বলল ও, 'দূর হয়ে যাও এখান থেকে! প্রস্তো!'

মার্কসের ধারণা ছিল যদি কখনও শোডাউন হয় বড় ভাই গার্ড ফ্লোরেনই সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, তাই কড়া নজর রাখল তার দিকে।

কিন্তু ওকে হতবাক করে দিয়ে অ্যাকশনে নামল স্পেন্স। ছেলেটা রগচটা—বদমেজাজি—কথাবার্তার ধার তেমন ধারে না; তার বাঁকানো ঠোঁটজোড়া যেন ভেঙচি কাটছে, বিষাক্ত অন্তরের পরিচয় দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। কোন রকম জানান

না দিয়েই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল স্পেন্স ফ্লোরেন। দৃষ্টিতে নগ্ন আক্রোশ ফুটে উঠেছে তার।

গার্ডকে পাশ কাটিয়ে স্পেন্সের দিকে এগিয়ে গেল পল মার্কস, অ্যাল রেনিসনের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া পিস্তলটা হাতে ধরে রেখেছে, তৈরি; ইচ্ছে করলে স্পেন্সকে জায়গাতেই ঝেড়ে দিতে পারত, কিন্তু তা করল না, পরিস্থিতি এখনও ততটা নাজুক হয়ে দাঁড়ায়নি। এমন কিছু করতে হোক, চায় না মার্কস। সামনে ঝুঁকল মার্কস, পিস্তল ধরা হাতটা সোজা বাড়িয়ে দিল সামনে, অনেকখানি দূরত্ব, তবু নাগাল পেল স্পেন্সের, পিস্তলের ব্যারেলটা দিয়ে তার মাথার একপাশে সজোরে আঘাত হানল।

মার খেয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল স্পেন্স ফ্লোরেনের চোখজোড়া। তার সূচাল চোয়াল ঝুলে পড়ল। বিনা বাক্যব্যয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল সে।

চট করে এবার ডানে ঘুরল মার্কস, আক্রমণ চালাল গার্ডের ওপর। ধাক্কা মেরে বারের ওপর আছড়ে ফেলল তাকে, বাম হাত দিয়ে ঠেসে ধরে রাখল। হাতের পিস্তল নাচিয়ে গার্ড আর জনের মধ্যে একটা বৃত্তচাপ তৈরি করে কাভার করল দুজনকে। নড়াচড়ার সাহস পেল না জন ফ্লোরেন।

আবার কথা বলল মার্কস।

'অনেক সহ্য করেছি আমি!' কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'আর কেউ বন্দুকের দিকে হাত বাড়ালে কপালে খারাবি আছে বলে দিলাম! একদম নড়াচড়া করবে না কেউ—খবরদার!'

ঠিক এই সময় ফাঁক হয়ে গেল স্যালুনের ব্যাট উইং ডোর। স্বভাবজাত ঋজু ভঙ্গিতে দ্রুত পায়ে ভেতরে এল ম্যাট রেনিসন, চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ছাপ, যেন কিছুতেই তার কোন যায় আসে না। যখন কথা বলল কর্তৃত্বের সুর ফুটে উঠল কণ্ঠে।

'হচ্ছেটা কি এখানে?' জানতে চাইল সে।

জমাট নীরবতা বিরাজ করল মুহূর্তের জন্যে।

বুড়ো বিল মোরহেড কথা বলে উঠল এবার, কণ্ঠে তার কিঞ্চিৎ ক্লান্তির ছাপ। 'বলতে পারো আদব কায়দা শেখানোর একটা চেষ্টা চলছে, রেনিসন।' মার্কসের দিকে ফিরে আবার বলল, 'তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, পল।'

বার বরাবর সামনে এগিয়ে এল ম্যাট রেনিসন। বাইরের রোদের কড়া আলো থেকে স্যালুনে আধো অন্ধকারে আসার পর কঠিন বাদামী চোখজোড়া বার কয়েক পিটপিট করে সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। চলার ওপরই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। স্পেন্স ফ্লোরেনের দিকে নজর যেতেই পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকল একটু। তারপর চাপা গলায় মার্কসকে জিজ্ঞেস করল, 'পিস্তল দিয়ে

মেরেছ?’

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিল মার্কস। ‘ওকে মেরেছি, কারণ আমাকে হত্যা করার জন্যে পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল সে।’ অ্যাল রেনিসনের পিস্তলটা দুহাতে বার দুই চালাচালি করল ও। ওটার দিকে একবার তাকাল রেনিসন। মার্কস আবার বলল, ‘অ্যালের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি। আমার মেরুদণ্ডের ওপর এটা ঠেসে ধরেছিল সে। আমি আবার এসব পছন্দ করি না তো—এমনকি অ্যালের বেলাতেও নয়।’

‘এসব আমার মোটেই ভাল লাগছে না, মিস্টার মার্কস,’ কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল ম্যাট রেনিসন। ‘উঁহুঁ, মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না!’ শেষ কথাটায় বিরক্তি প্রকাশ পেল। কড়া নজরে মার্কসের দিকে তাকাল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল পল মার্কস। ‘আমারও একই অবস্থা,’ বলল ও। ‘কিন্তু অ্যাল আর ফ্লোরেনরা গলা পর্যন্ত রেড-আই গিলে মাতাল অবস্থায় খুব জ্বালাচ্ছিল বিল মোরহেডকে। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ বিলের কাছে কোন অস্ত্র নেই, সাধারণত নিজের কাছে অস্ত্র রাখে না ও। ওদের বাড়াবাড়ি আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাই বাধা দিয়েছি বাধ্য হয়ে। আর তাতেই—’ চুপ করে গেল মার্কস।

ম্যাট রেনিসন চাপা স্বভাবের মানুষ; আজ পর্যন্ত যদিও তার তল খুঁজে পায়নি পল মার্কস, কিন্তু লোকটাকে যতটুকু জানে ও, তা থেকেই বুঝতে পারছে রেনিসনের কঠিন বাদামী দুচোখের আড়ালে সীমাহীন ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। তার পাতলা ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে বেসেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে সে। অ্যালের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে গেছে, তার ওপর তার ভাগ্নেরা একটা কাজে হাত দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে; বোধ হয় সেজন্যেই খেপে গেছে। কিন্তু মার্কস জানে ওর ওপরই রাগ ঝাড়ার চেষ্টা করবে র‍্যাঞ্চার। আজকের ঘটনার পরিণামে ওকে হয়ত চাকরি খোয়াতে হবে।

যা হবার হবে, ভাবল মার্কস। রেনিসনের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকল ও। দুঃখ প্রকাশ করল না, ক্ষমাও চাইল না। কেন তা করবে? কোন অপরাধ তো করেনি সে, বরং অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছে। অসহায় মোরহেডকে রক্ষা করেছে একদল মাতালের খপ্পর থেকে।

বারটেন্ডারের দিকে তাকাল এবার ম্যাট রেনিসন।

‘তোমার বক্তব্য কি?’ জানতে চাইল সে।

বারের ওপর দুহাত বিছিয়ে দিল বারটেন্ডার এড গ্রেভ, তারপর সামনে ঝুঁকে সরাসরি জবাব দিল।

‘পল সত্যি কথাই বলেছে। আমি নিজের কানে শুনেছি অ্যালকে ও বলছিল সে যাতে ফ্লোরেনদের বলে মোরহেডকে ছেড়ে সরে যেতে। কিন্তু আমল দেয়নি

অ্যাল, উল্টে ঝাড়ি দিয়েছে। পল নিজেই শেষে ওদের বাধা দেয়ার জন্যে এগিয়ে যায়, তখন অ্যাল পিঠের ওপর পিস্তল ঠেসে ধরে। ওর কাছ থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নেয় পল মার্কস। ফ্লোরেনদের চলে যাবার জন্যে নির্দেশ দেয়। এবারও ওর কথা উপেক্ষা করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায় স্পেন্স ফ্লোরেন, বাধ্য হয়ে ওকে আঘাত করেছে পল। ইচ্ছে করলে অবশ্য ওকে মেরে ফেলতে পারত, সেই ক্ষমতা তার ছিল। ওর জায়গায় আমি হলে তা-ই করতাম। এ-ই হচ্ছে আসল ঘটনা।'

গার্ড ফ্লোরেনের দিকে তাকাল এবার রেনিসন। গোক্ষুর সাপের মত হিসহিস করে বলল, 'তুমি আর জন মিলে স্পেন্সকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। সোজা র‍্যাঞ্চে চলে যাবে। আমার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত এক কদমও নড়বে না ওখান থেকে, বুঝেছ?' একটু থামল সে, তারপর আবার যোগ করল, 'অ্যাল, স্টারলাইটে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো, যাও!'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল গার্ড ফ্লোরেন, কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই বাদ সাধল ছোট ভাই জন, বলল, 'চুপ থাকো। আমার সঙ্গে ধরো স্পেন্সকে। এখানে আমাদের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। আর ঝামেলা করে কাজ নেই এখন, পরে দেখা যাবে!'

অর্ধ-চেতন স্পেন্সকে দুজনের মাঝখানে ধরাধরি করে দাঁড় করাল ওরা, প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে। রাস্তায় গিয়ে নামল।

এদিকে এতক্ষণ পিস্তল থেকে গুলি বের করছিল পল মার্কস। খালি অস্ত্রটা পোকার টেবিলের ওপর দিয়ে অ্যালের দিকে ঠেলে দিল ও। 'তোমার বন্দুক, অ্যাল,' বলল।

তিতিবিরক্ত চেহারায় একবার ওটার দিকে তাকাল অ্যাল রেনিসন, তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে। তারপর ফ্লোরেনদের পথ ধরল, বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে।

বিল মোরহেডের দিকে তাকাল ম্যাট রেনিসন। 'তোমার সঙ্গে ওরা দুর্ব্যবহার করায় আমি যারপর নাই দুঃখিত, মিস্টার মোরহেড,' বলল সে। 'তবে আশা করি ঘটনাটা আমাদের আলোচনাকে ব্যাহত করবে না। কি বলো?'

'আমার তো মনে হয় না আলোচনার আর দরকার আছে,' বলল বিল মোরহেড, 'তাতে লাভ হবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।' শান্ত কণ্ঠে আস্তে আস্তে কথা বলছে সে। 'তুমি আমাকে কি অনুরোধ করতে এসেছ আমি জানি, রেনিসন,' একটু থেমে আবার বলল, 'কিন্তু আমার জবাব নেতিবাচক। এখন কিংবা অন্য কোন সময়ই কিংফিশারমুখী ট্রেইলটা বন্ধ করতে পারব না আমি। যাই বলো না কেন। ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইলসহ সমভূমির অন্যান্য আউটফিটেরও

তোমার কিংবা আমার মত সমান অধিকার আছে গ্রীষ্মকালে চেরোকি মালভূমিতে গরু চরানোর। আমি ইতিমধ্যে স্টিগার আর কার্লাইলের সঙ্গে দেখা করে ওদের জানিয়ে দিয়েছি বরাবরের মত এবারও ওরা গ্রীষ্মে ওখানে গরুর পাল নিয়ে যেতে পারবে। আমি আমার ওয়াদা ভাঙতে পারব না।' আলোচনা শুরু করার আগেই শেষ করে দিল মোরহেড।

পায়ের পাতা আর গোড়ালির ওপর দুলল ম্যাট রেনিসন, তার চোখজোড়ায় যেন বাদামী আগুন খেলা করছে।

'এটাই তাহলে তোমার শেষ কথা?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, এটাই আমার শেষ কথা,' জবাব দিল মোরহেড। 'আমরা একমত হতে পারছি না, সেজন্যে আমি দুঃখিত, রেনিসন। কিন্তু আমি আমার সব প্রতিবেশীর সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। কাউকে দুঃখ দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমাকে খুশি করার জন্যে আর সবার অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারব না আমি। আমার রেঞ্জে ওদের পূর্ণ অধিকার আছে।'

জবাব না দিয়ে বিল মোরহেডের দিকে পেছন ফিরল রেনিসন, কাটা কাটা স্বরে পল মার্কসের উদ্দেশে বলল, 'এবার আমরা ফিরব, মিস্টার মার্কস। তুমিও চলো, এলিয়ট!' নির্দেশ দিল সে।

স্যালুন থেকে বেরিয়ে গেল ম্যাট রেনিসন—যেভাবে এসেছিল ঠিক তেমনি অবিচল পদক্ষেপে।

মার্কসের উদ্দেশে ফিসফিস করে ডাস্টি এলিয়ট বলল, 'রাজা মুখ খুলেছে! রাজা দীর্ঘায়ু হোক!'

একটা গ্রন্থিল হাত পল মার্কসের উদ্দেশে বাড়িয়ে দিল বিল মোরহেড। 'তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ম্যান,' বলল সে। 'তোমার বসের সঙ্গে মতের মিল হয়নি বলে আমার ওপর নিশ্চয়ই রাগ করবে না?' জানতে চাইল।

বুড়ো র‍্যাঞ্চারের বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকাল মার্কস, গম্ভীর হাসল। 'নিজের মত প্রকাশের অধিকার সবার আছে। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসার যোগ্য। মত পাল্টিয়ো না আবার। আমি তোমাকে সমর্থন করি।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

দুই

রিয়ালটো থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামার পর ডাস্টি এলিয়টের কাঁধে হাত রাখল পল

মার্কস। 'সাবধানে থেকো, কাউবয়,' বলল ও, 'বসকে নিয়ে লোকজনের সামনে এরকম রসিকতা করলে আর চাকরি থাকবে না! আবার পথে নামতে হবে তোমাকে!'

'হাহ্!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল এলিয়ট। 'আমার চাকরি যাবার চিন্তা করছ তুমি! আশ্চর্য, তোমার তো নিজেরই এখন চাকরির ধান্ধায় পথে নামা দরকার। আজ কি করেছ তুমি জানো? আমাদের মহামান্য বসের উত্তরাধিকারী মাননীয় অ্যালের গায়ে তো হাত তুলেইছ, তার ওপর আবার তার আহ্লাদের এক ভাগ্নের খুলিটা প্রায় দু'ফাঁক করে দিয়েছ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই বরং চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়ো, ফ্রেন্ড!' একটু হাসল সে, তারপর আবার বলল, 'তবে যা-ই বলো, পল, মাঝে মাঝে ম্যাট রেনিসনের ডাঁট-ফাট দেখলে রাগে আমার গা জ্বলে যায়—বমি চলে আসে! কত কষ্টে যে নিজেকে সামলাই! আসলে লোকটা কি রকম বলো দেখি? এতদিন হল ওঅর-হ্যাচেটে কাজ করছি অথচ আজও তাকে চিনতে পারলাম না। নিজের চারদিকে যেন একটা দেয়াল তুলে রেখেছে, ডিঙানোর জো নেই।'

'ঠিক আমার মনের কথাই বলেছ তুমি, ডাস্টি,' বলল পল মার্কস। 'স্যালুনে আমার পাশে দাঁড়ানর জন্যে ধন্যবাদ।'

প্রবল রাগে নাক সিটকাল এলিয়ট, তারপর বলল, 'আশ্চর্য, তোমার পাশে দাঁড়াব না তো কার পাশে দাঁড়াব? অ্যাল আর ফ্লোরেনদের পাশে! কখনও না!' ঘৃণা প্রকাশ পেল তার শেষ কথাটায়।

হঠাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এল ওদের। স্যাম ওয়েলডনের স্টোর আর লিং ফংয়ের এ-ওয়ান হ্যাশ-হাউসের মাঝখানের গলিপথ দিয়ে শহরের প্রধান সড়কে উঠে এল ডেপুটি শেরিফ ড্যান অরসন। রাস্তা অতিক্রম করার সময় কাঁধের ওপর দিয়ে কৌতূহলী চোখে একবার তাকাল সে। জেল হাউসের সামনে স্যাডল থেকে নেমে হিচর‍্যাকে ঘোড়া বাঁধল। গার্ড আর জন ফ্লোরেন স্পেন্সকে ধরাধরি করে স্যাডলে তোলার চেষ্টা করছে, লক্ষ্য করল। প্রাণপণ বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে স্পেন্স, কিন্তু পেরে উঠছে না ভাইদের সঙ্গে; তার অস্পষ্ট আর কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, অশ্রাব্য খিস্তি করছে সে। ঘোড়া রেখে ফ্লোরেনদের উদ্দেশে এগিয়ে গেল অরসন।

স্টারলাইট হোটেলে এইমাত্র উধাও হয়েছে অ্যাল রেনিসন। এখন ভারি পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে ম্যাট রেনিসন।

স্টেজ ড্রাইভার গিল ল্যাম্বি তার ক্লান্ত ঘোড়ার দলটাকে নিয়ে আনুমানিক দুশো গজ দূরে বাস স্পারজনের লিভারি আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্যালুনে কি ঘটেছে, এখনও বোধ হয় জানাজানি হয়নি। স্যাম ওয়েলডনের স্টোরের দরজার পাশে রাখা বেঞ্চে যথারীতি বসে আছে জ্যাক পয়ার, নেভানো

পাইপটা ঝুলছে মুখে; মনে হচ্ছে নিজের ভাবনায় ডুবে আছে সে; কোন কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই যেন। কিন্তু তার দুচোখের ভারি পাতার আড়ালে আবছা বিদ্রূপের ছাপ ফুটে উঠেছে। যেন এই পৃথিবী আর চারপাশের লোকজনের চলাফেরা তার কাছে হাস্যকর ঠেকছে।

'ওঅর-হ্যাচেট থেকে বিদায় করে দিলে কোথায় যাব, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি সে-কথা ভাবছি, পল,' বলল ডাস্টি এলিয়ট। পল মার্কসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'কোন ব্যাপারে একবার মাথা ঘামানো শুরু করলে একেবারে পাগল হয়ে যাও তুমি!' বলল মার্কস, অনুযোগের সুর কণ্ঠে। 'খুব খারাপ অভ্যাস! অযথা চিন্তা কোরো না, কাউবয়। তোমার ওপর বিপদ আসার থাকলে আসবেই—ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু যতক্ষণ কিছু না হচ্ছে ততক্ষণ কেন খামোকা মাথা খারাপ করছ? এত চিন্তার কি আছে?'

'চিন্তা করছি না,' অস্বীকার গেল ডাস্টি, 'আসলে ভাবছি।'

'বেহুদা—এই মুহূর্তে অন্তত ভাববার মত কিছু ঘটেনি,' বলল মার্কস।

'আরে,' গজগজ করে উঠল এলিয়ট, 'মোটেই অনর্থক না। তুমি আর আমি—বিশেষ করে তুমি—এমন একটা কাজ করেছি ওঅর-হ্যাচেটের কাউহ্যান্ডের হাতে যা হবার কথা না। এবং এই কাজটা করার পর আর চাকরিও থাকার কথা নয়। তুমি যদি মনে করে থাকো রিয়ালটো-র ঘটনার পর ম্যাট রেনিসন তোমাকে জামাই আদরে রাখবে, বলতে বাধ্য হচ্ছি, বোকার স্বর্গে বাস করছ! তোমাকে বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না!'

হোটেলের সিঁড়ির কাছে আসার পর থামল মার্কস, কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, 'দেখা যাক, কি হয়।'

রাস্তা বরাবর একবার নজর বোলাল ও। ইতিমধ্যে স্যাডলে উঠে বসেছে স্পেন্স। ড্যান অরসন তার অফিসের সামনে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে নির্লিপ্ত চেহারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফ্লোরেনরা শহর থেকে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল ডেপুটি শেরিফ। স্যাডলের ওপর প্রায় নুয়ে পড়েছে স্পেন্স ফ্লোরেন। ওরা অদৃশ্য হবার পর ঘুরে দাঁড়াল অরসন, অফিসে ঢুকে পড়ল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে হোটেলে ঢুকল পল মার্কস।

ফয়ে-তে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ম্যাট রেনিসন। অ্যালকে দেখতে পেল না ও। তবে সামনের একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লিয়া, বাইরে কি যেন দেখছে। মেয়েটার চেহারা ম্লান হয়ে আছে, বোঝা যায় উদ্বেগে ভুগছে। আদৌ সে কোন কিছু দেখেছে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ জাগল পল মার্কসের মনে।

ম্যাট রেনিসন যখন কথা বলল বেশ অবাক হল মার্কস, কারণ একটু আগে

রিয়ালটোতে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে সরাসরি ওকে যে বিশেষ কাজে ফোর্ট ডেভলিনের কাছে হর্স র‍্যাঞ্চ কান্ট্রিতে পাঠানো হয়েছিল সে-ই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করল র‍্যাঞ্চার।

'আমাদের নতুন ক্যাভি-হার্ডের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করতে পারলে, মিস্টার মার্কস?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

মিলিটারি কায়দায় আনুষ্ঠানিক ঢঙে কথা বলা ম্যাট রেনিসনের স্বভাব। ফোরম্যানের সঙ্গেও এই সুরেই কথা বলে সে। বাক-ভঙ্গিটা র‍্যাঞ্চারের কঠোর, অনমনীয় ব্যক্তিত্বেরই অংশ। ইণ্ডিয়ান-ওঅরে ক্যাভালরির অফিসার হিসাবে অনেকগুলো বছর দায়িত্ব পালন করার ফলেই বোধ হয় হয়েছে এমন, ভাবল মার্কস।

'কাজ শেষ করেই এসেছি আমি,' মাথা দুলিয়ে বলল ও। 'তিরিশটা ঘোড়া আনার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়েছে। পনেরটা লিককের আর বাকি পনেরটা ব্রাউনসনের কাছ থেকে আনা হবে। ঘোড়াগুলোর বয়স তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। প্রত্যেকটা ঘোড়াই চমৎকার। পিঠে স্যাডল চাপিয়ে নিজে পরখ করে দেখেছি আমি। তারপর দাম দিয়েছি। ঘোড়াগুলো তোমার পছন্দ হবে, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। টাকাগুলো জলে গেছে—একথা কখনই মনে হবে না। আগামী দুসপ্তার মধ্যে ওগুলো র‍্যাঞ্চে পৌছে দেবে বলে জানিয়েছে লিকক আর ব্রাউনসন। এদিক থেকে চিন্তার কোন কারণ নেই।'

ম্যাট রেনিসনের চুল থেকে শুরু করে ভুরু, গোঁফ আর চমৎকার করে ছাঁটা ছাগলদাড়ি সব ইস্পাত-ধূসর; তার মাথাটা ছোট ছোট হাড়ে গড়া; আর ত্বক তামাটে হলেও মেয়েদের মত মসৃণ। লোকটার মনের মধ্যে অহংকারের তীব্র একটা স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছে। তাকে টলানোর সাধ্য নেই কারও। পল মার্কস কথা বলার সময় ওর ওপর স্থির হয়ে থাকল তার দৃষ্টি, একবারের জন্যেও সরল না।

মার্কসও তাকিয়ে থাকল তার চোখের দিকে। লোকটার মনে কি ভাবনা চলছে বোঝার চেষ্টা করল। আজ পাঁচ বছর হয় রেনিসনের চাকরি করছে ও, অথচ এখনও তার কঠিন খোলস ভেদ করে মনের আসল খবর জানতে পারেনি। দুর্বোধ্য একটা চরিত্র। বিরল।

'খুব ভাল, মিস্টার মার্কস,' বলল রেনিসন। 'তবে দুঃখজনক ব্যাপার হল ওঅর-হ্যাচেটের প্রতি একই ধরনের আনুগত্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছ তুমি আজ রিয়ালটো-তে,' যাগ করল সে।

শীতল হয়ে গেল মার্কসের চোখজোড়া, কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠল সেখানে।

'রিয়ালটো-র ঘটনার সঙ্গে ওঅর-হ্যাচেটের প্রতি আমার আনুগত্যের কি

সম্পর্ক বুঝলাম না!' বলল ও। 'ওখানে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে উত্ত্যক্ত করা হচ্ছিল, ব্যাপারটা আমি সহ্য করতে পারিনি বলে বাধা দিয়েছি, ব্যস। এখানে আনুগত্যের প্রশ্ন আসছে কেন?'

'তুমি ওখানে নাক না গলালেও পারতে,' আবার বলল ম্যাট রেনিসন। 'কেন নিজেকে জড়াতে গেলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মার্কস, জবাব দিল না কোন। জানে, লাভ নেই। ম্যাট রেনিসনের সঙ্গে তর্ক করা অরণ্যে রোদনের সামিল। তোমাকে তার কথা মানতে হবে নয়ত উপেক্ষা করতে হবে: দ্বিতীয় পথটাই বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল মার্কস।

সহসা অদ্ভুত এক ধরনের উষ্ণতার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল ওর মনে, কারণ জানালার ওখানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লিয়া রেনিসন, কথা বলে উঠল সে, বাবাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'আমার কথাতেই নিজেকে জড়িয়েছিল ও, বাবা। আমি বলার আগে রিয়ালটোতে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানা ছিল না ওর, তখন মাত্র স্টেজে চেপে শহরে ফিরে এসেছে। ও যা করেছে সম্পূর্ণই আমার অনুরোধ রক্ষার জন্যেই করেছে। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে আমার হয়েছে। ওকে খামোকা কথা শুনিয়ো না।'

আধ পাক ঘুরল ম্যাট রেনিসন, কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু পরক্ষণে তার ঠোঁটজোড়া চেপে বসল, কোন কথা বের হল না মুখ দিয়ে। মুখের চারপাশের পেশী আড়ষ্ট হয়ে গেছে, যেন একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে র‍্যাঞ্চারের চেহারা। লোকটার মনে ক্রোধ জেগে উঠলেও নিজেকে পুরোপুরি সামলে না ওঠা পর্যন্ত মুখ বুজে থাকল; আবার যখন কথা বলল অস্পষ্ট এবং শুকনো শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'এ নিয়ে পরে কথা বলব, ঠিক আছে?' বলল সে। 'আপাতত এখানে আমাদের কাজ শেষ। লিয়া, আশা করি র‍্যাঞ্চে ফিরে ঘরেই পাব তোমাকে। ব্যস, আর কিছু বলার নেই আমার, মিস্টার মার্কস।'

প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানল ম্যাট রেনিসন, নাকচ করে দিল মার্কসকে।

ম্যাট রেনিসন আর মার্কসকে পাশ কাটিয়ে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেল লিয়া, কারও দিকে তাকাল না। হোটেলের পোর্চে গিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ডাস্টি, বাকবোর্ড নিয়ে এসো!'

বেরিয়ে এল মার্কস। বাস স্পারজনের লিভারি আস্তাবলে একটা ঘোড়া রয়েছে ওর। হোটেলের পোর্চে যেখানে গ্রিপস্যাকটা ফেলে গিয়েছিল সেখান থেকেই ওটা আবার তুলে নিল। ডাক দিল ডাস্টিকে। রাস্তা বরাবর এগিয়ে আসছে কাউবয়।

'লক্ষ্মী ছেলের মত র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাও এটা। ধরো!' বলে গ্রিপস্যাকটা ডাস্টির উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল মার্কস। লুফে নিল ডাস্টি, আগের মতই হাঁটতে থাকল।

কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানাতে শুরু করল এবার মার্কস। ওর পাশে পোর্চে দাঁড়ানো একহারা গড়নের মেয়েটার উপস্থিতির ব্যাপারে পুরোপুরি সজাগ। লিয়ার দিকে না তাকিয়েই কথা বলল মার্কস।

'আমার পক্ষে কথা বলে বেশ সাহসের পরিচয় দিয়েছ তুমি, লিয়া। তবে আমার জন্যে যদি বাবার সঙ্গে তোমাকে তর্ক করতে হয়ে থাকে সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লিয়া রেনিসন। 'ওটা কোন ব্যাপার নয়। বাবা এমনিতেও খেপে ছিল। যেভাবেই হোক আমাদের সবার গায়ে তার ঝাপটা লাগতই। কিছু করার ছিল না। ইয়ে, বিল মোরহেড কোন আঘাত পায়নি তো?'

'ওকে একটা টোকাও দিতে পারেনি কেউ,' বলল মার্কস।

'এটুকু অন্তত লাভ হয়েছে,' বলে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল লিয়া রেনিসন, তারপর আবার যোগ করল, 'ধন্যবাদ, পল।'

'বাদ দাও,' বিড়বিড় করে বলল মার্কস। 'আমি নিজেও বিল মোরহেডের একজন ভক্ত। এই প্রাচীন পৃথিবীতে ওর মত মানুষ পাওয়া কঠিন, লিয়া। আমি আসলে চিন্তা করছিলাম, তোমাকে হাসতে দেখি না আজ কতদিন। অনেক দিন হয়ে গেল নাচের আসরে আসতে দেখি না তোমাকে। অনেকদিন, লিয়া! পুরনো দিনগুলো ফিরিয়ে আনার জন্যে আমার দিক থেকে কি কিছু করার আছে? অন্তত দিনকাল এখন যেমন চলছে তাকে বদলানোর মত কিছু কি করা যায় না?' শেষের দিকে ভারি হয়ে এল ওর কণ্ঠস্বর।

লিয়ার দিকে তাকাতেই তার চেহারায় রঙের খেলা দেখল ও।

কিন্তু মাথা নাড়ল লিয়া, বলল, 'দিনকালের কোন দোষ নেই, পল। আসলে যা কিছু খারাপ তা মানুষের মধ্যেই!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

এই প্রত্যাশিত জবাব দিয়ে আর দেরি করল না লিয়া, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, ডাস্টি এলিয়টের সঙ্গে যোগ দেবে বলে এগিয়ে গেল রাস্তা বরাবর।

ওয়েলডনের স্টোরের সামনের হিচ-র‍্যাক থেকে বাকবোর্ড নিয়ে এগিয়ে আসছে ডাস্টি এলিয়ট। সে লিয়ার পাশে পৌছুতেই সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত অথচ অনায়াস ভঙ্গিতে বাকবোর্ডে উঠে বসল মেয়েটা।

চট করে বাকবোর্ড ঘুরিয়ে নিল এলিয়ট, রওনা দিল ওঅর-হ্যাচেটের উদ্দেশে।

ধীর পদক্ষেপে লিভারি বার্নের দিকে এগিয়ে গেল বিশালদেহী পল মার্কস, চিন্তার ঝড় চলছে মনে। আচ্ছা, লিয়া ওর শেষ কথাগুলোয় কি বোঝাতে চাইল? কথাগুলো কি ওর উদ্দেশেই বলা? নাকি এমনি কথার কথা বলেছে? অতীত হাতড়ে মেয়েটাকে আঘাত দেয়ার মত কোন কথা কখনও বলেছে কিনা মনে

করার চেষ্টা করল মার্কস, পারল না। শেষে গম্ভীরভাবে আপনমনে উপসংহারে পৌঁছুল সে: মেয়েদের মনের কথা বুঝতে পারা পুরুষের কাজ নয়, এরচেয়ে বরং আকাশের তারাগুলোর ওপাশে কি আছে জানা অনেক সহজ!

পনেরো মিনিট পর নিজের জিন চাপানো ঘোড়া নিয়ে আবার যখন রাস্তায় ফিরে এল মার্কস, ম্যাট রেনিসনকে স্যাম ওয়েলডন'স্ স্টোরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল। র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

স্টোরের বারান্দায় মুহূর্তের জন্যে থেমে জ্যাক পয়ারের সঙ্গে কি যেন আলাপ করল রেনিসন। এখনও দরজার পাশের বেঞ্চেই বসে আছে লোকটা।

স্যাডলে উঠে বসল পল মার্কস। ক্রমশ ওপর দিকে উঠে যাওয়া ঢাল বরাবর চেরোকি মালভূমি অভিমুখে ঘোড়া ফেরাল, ছুটল সামনে। এক সময় দূরে হারিয়ে গেল মার্কসের ঘোড়াটা।

শহরের রাস্তা এখন জনশূন্য। দালান কোঠার ওপাশে ছায়াগুলো আরও গাঢ় আর লম্বা হয়েছে।

অবশেষে ওয়েলডন'স্ স্টোরের দরজার পাশের বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিশালদেহী জ্যাক পয়ার, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ধীর পদক্ষেপে রাস্তা বরাবর এগোতে শুরু করল।

তার চোখজোড়াকে কেবল সতর্ক বলে মনে হচ্ছে। সে-ই অদ্ভুত বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি ফুটে রয়েছে সেখানে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে ওঅর্ম ক্রিক শহরে।

তিন

পরদিন সকাল, হিমেল হাওয়ায় ওঅর-হ্যাচেটের বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল পল মার্কস। অনেক রাত অবধি জেগে ছিল ও কাল, যখন-তখন সুবিশাল র‍্যাঞ্চহাউস থেকে ম্যাট রেনিসন ডেকে পাঠাবে, এই আশঙ্কায়। কিন্তু ওর আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

র‍্যাঞ্চারের এই অস্বাভাবিক নীরবতা অশুভ সঙ্কেতের মত মনে হয়েছে ডাস্টি এলিয়টের।

'রাগ বাড়িয়ে তুলছে সে,' শুয়ে পড়ার আগে মার্কসকে বলেছে সে, 'নিশ্চিত থাকতে পারো আগামীকাল সকাল বেলায়ই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে এখানে। তোমার কপালে খারাবি আছে, বলে রাখলাম আমি, পল!'

যাহোক, ভাবল পল মার্কস, এখন তো সকাল হল, হোক যা হবার; একটুও চিন্তা করবে না ও। কি আসে যায়, আপনমনে বলল; গতকাল বিকেলে রিয়ালটো-তে অন্যায় কিছু করেনি যে তার জন্যে অনুতাপ করতে হবে। সুতরাং রেনিসনের কাছে তার জন্যে কিছুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবে না ও। চাইবেও না। ব্যাপারটা যদি ম্যাট রেনিসনের মনঃপূত না হয়ে থাকে, ঠিক আছে, দুনিয়ায় জায়গার তো আর অভাব নেই! না হয় চলে যাবে এখান থেকে! যে কোন ট্রেইল বরাবর বেরিয়ে পড়লেই হল!

তবে এখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় অবশ্য একটা দুঃখ থেকে যাবে। মন খারাপ করবে লিয়া রেনিসনের জন্যে। মেয়েটা অবশ্য কখনোই তার আচার-আচরণে এমন কোন আভাস দেয়নি যে মনে হতে পারে পল মার্কসকে সে তার বাবার অপরাপর কাউবয় থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে; তবে মার্কস জানে একবার লিয়া রেনিসনের মত একটা মেয়ের সান্নিধ্যে যাবার পর কোন পুরুষের পক্ষে তাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, তা সে যত দূরেই থাক না কেন। সন্দেহ নেই, অতীতে লিয়ার কোন কোন আচরণে মার্কসের মনে বিশ্বাস জেগেছিল ওর প্রতি মেয়েটা দুর্বল বুঝি, কিন্তু পরে ভুল ভেঙেছে; সরল মনেই ওর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলেছে লিয়া কখনও-সখনও। শেষ পর্যন্ত মার্কস বুঝে গেছে আসলে এক-তরফাভাবে লিয়াকে ভালবাসে সে, ওর প্রতি মেয়েটার কোন দুর্বলতা নেই। তাই এখন বোধ হয় সময় এসেছে-নিজেকে সামলে নেয়ার, আপনমনে ভাবল মার্কস, সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

কুক শ্যাকের দিকে তাকাল মার্কস। স্টোভ পাইপটা দেখা যাচ্ছে ছাদে, কাঠ পোড়া হালকা-নীল ধোঁয়ার একটা রেখা বেরিয়ে আসছে পাইপ গলে, পাইন রেজিনের সুগন্ধ মিশে আছে তাতে। বোঝা যাচ্ছে, ওঅর-হ্যাচেটের বাবুর্চি ঘুম থেকে উঠে নিজের কাজে লেগে পড়েছে।

কুক-শ্যাকের দিকে পা বাড়াল মার্কস। কেবিনের দরজা লাগোয়া একটা ওঅশ-বেসিন আছে, পানি ঢালল সেটায়, তারপর হামলে পড়ল, রুক্ষ মেজাজে ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টা মারতে শুরু করল চোখে মুখে।

পানির ঝাপ্টায় শরীরের সমস্ত ক্লান্তি আর অবসাদ যেন দূর হয়ে গেল। রক্ত জমে উঠল মুখে, চিনচিনে এক ধরনের অনুভূতি হল। পানির ঝাপ্টায় মুখ ধোয়ায় ব্যস্ত থাকায় টের পেল না মার্কস, একটা ঘোড়া কোরাল-ফেন্স ঘেঁষে প্রায় নিঃশব্দে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ধোয়া শেষ হলে খসখসে একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছার সময় ডেপুটি শেরিফ ড্যান অরসনের উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল সে। পশমী কাপড়ের নিচে ঢাকা পড়ে আছে লোকটার শরীর, তবু হিম বাতাসে কুঁকড়ে গেছে সে; দুহাত আড়াআড়িভাবে স্যাডলহর্নের

ওপর ফেলে রেখেছে। ঢাল বেয়ে উঠে আসার পরিশ্রমে রীতিমত হাঁপাচ্ছে অরসন আর তার ঘোড়া; শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে নাক দিয়ে যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে জানোয়ারটার, ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে জমে যাচ্ছে জলীয়বাষ্প-কণা।

তোয়ালের আড়াল থেকে তাকিয়ে হাসল পল মার্কস।

'হাই, ড্যান!' বলল ও, 'এই কাক-ভোরে এসে হাজির হয়েছ, ব্যাপার কি? কেউ আবার আইনের লেজ মাড়িয়ে দেয়নি তো?' জানতে চাইল হালকা চালে।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ড্যান অরসন, বোঝা গেল না কি ভাবছে সে।

'ঠিকই অনুমান করেছ,' বলল ডেপুটি। 'বিল মোরহেডকে অ্যাম্বুশ থেকে গুলি করেছে ওরা!'

ঝট করে তোয়ালে নামাল মার্কস, বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অরসনের দিকে।

'কি বলছ, ড্যান—ঠাট্টা করছ না তো! অ্যাম্বুশ থেকে গুলি করেছে—বিল মোরহেডকে? অবিশ্বাস্য!'

'বুড়ো বিল মারা গেছে, পল,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল অরসন। 'গতকাল রাত আটটার দিকে টলতে টলতে আমার অফিসে এসে ঢোকে সে, গুলিতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কোনমতে। পায়ে হেঁটে এসেছিল বিল—খোদা জানেন, কিভাবে সম্ভব হয়েছে সেটা। ডাক্তার হ্যামেলও অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার অফিসে আসার পর আর মাত্র আধ ঘণ্টা জীবিত ছিল বিল মোরহেড।'

আন্দাজের ওপর তোয়ালে চালিয়ে দ্রুত ঘাড় আর মুখ মুছতে লাগল পল মার্কস, বেশিরভাগ জায়গা তোয়ালের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে আচমকা বেমক্কা একটা ঘুসি খেয়ে বুঝি তাল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। অবশেষে আস্তে আস্তে কঠোর হয়ে উঠল ওর মুখ, দৃঢ় হয়ে চেপে বসল চোয়াল, গম্ভীর ছাপ পড়ল চেহারায়। দুচোখে বিষণ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠল। যখন কথা বলল, রাগে দুঃখে ভারি শোনাল কণ্ঠস্বর।

'খোদার গজব পড়ুক হতচ্ছাড়া বজ্জাত আততায়ীর মাথায়! কত ভালমানুষ ছিল বিল মোরহেড...আর তাকে কি না এভাবে শেষ করে দিল!...বেচারা বিল!...' মিলিয়ে গেল ওর গলার আওয়াজ, আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল, কি বলছে বোঝা গেল না।

অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছে মার্কস, এখানে-ওখানে ওর দৃষ্টি ঘুরে বেরালেও দেখছে না কিছুই।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল মার্কস।

'স্যাডল থেকে নামো, ড্যান,' বলল ও, 'দেখে তো মনে হচ্ছে কড়া এক কাপ

কফি না হলে আর চলবে না তোমার!'

বয়স হয়েছে ড্যান অরসনের, ক্লান্ত হয়ে গেছে সে, কিছুটা বিহ্বলও। স্যাডল থেকে নামল সে। জীবনে বেঈমানী আর নৃশংসতা অনেক দেখেছে, দেখে শুনে আস্তে আস্তে কম কথার মানুষে পরিণত হয়েছে, অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে রুক্ষ ব্যবহারে, সব সময় সশস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করে। স্যাডল হর্নের সঙ্গে লাগামটা পেঁচিয়ে দিল ডেপুটি, তারপর জাতভাইদের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল ঘোড়াটা। স্টেক-অ্যান্ড-রাইডার ফেন্সের ওপাশে বেশ কয়েকটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে।

কুক-শ্যাকের অভ্যন্তরে উষ্ণ পরিবেশ। নাশতার জিভে-পানি-আসা গন্ধ লাগছে নাকে।

ড্যান অরসনের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে শুভেচ্ছা জানাল বাবুর্চি ডিফ ব্লেয়ার। একটা কালো কফিপট ঠেলে দিল ওদের দিকে। বিরাট একজোড়া কাপে কফি ঢেলে নিল পল মার্কস। অরসনের দিকে ঠেলে দিল একটা। কাপটা তুলে নিল ডেপুটি, এমনভাবে ধরল দুহাতের তালুর মাঝখানে যেন কফির উষ্ণতার স্বাদ পেতে চায়।

'রুটিন চেকে বেরিয়েছি আমি,' মার্কসের উদ্দেশে বলল অরসন, চুমুক দিল কফিতে। 'গতকাল বিকেলে শহর থেকে সোজা র‍্যাঞ্চেই তো ফিরে এসেছিলে, পল?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, ড্যান, সোজা র‍্যাঞ্চে ফিরে এসেছি।'

'আর ডাস্টি?'

'লিয়াকে নিয়ে বাকবোর্ড চালিয়ে ফিরেছে ও,' বলল মার্কস। 'ফিরে এসে আমি ওকে বাকবোর্ড থেকে ঘোড়া আলাদা করতে দেখেছি।'

'ম্যাট রেনিসন?' আবার জানতে চাইল ডেপুটি।

'আমার আসার ঘণ্টা খানেক পরে ফিরেছে সে। অ্যালও ছিল সঙ্গে।'

'আউটফিটের অন্যদের ব্যাপারে কদ্দূর জানো তুমি?'

'আরও খানিক বাদে ফিরে আসে জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিং—রিমের নিচে শেল কান্ট্রিতে কাজ করছিল ওরা, ছড়িয়ে পড়া গরু রাউন্ড আপ করার জন্যে ওদের পাঠিয়েছিলাম আমি।' একটু থেমে মার্কস আবার বলল, 'কিন্তু ওদের পক্ষে তো একটা মাছিও মারা সম্ভব নয়!'

কফির কাপে লম্বা একটা চুমুক দিল ড্যান অরসন, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল, 'ঠিক,' সায় দিল তারপর, 'ওরা তেমন মানুষ নয়। সত্যি বলতে কি, পল, তোমার কিংবা ডাস্টির ব্যাপারেও আমার মনে কোন সংশয় নেই। আমি তোমাদের কাউকে সন্দেহও করছি না। আমি প্রশ্ন করছি যাতে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেকটা দাবার বোর্ডের দিকে তাকানো বলতে পারো। কিন্তু—আচ্ছা, ফ্লোরেনদের সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

বিশাল কাঁধজোড়া ঝাঁকাল মার্কস। 'এবার কিন্তু সত্যি সত্যি জেরা করতে শুরু করে দিয়েছ তুমি, ড্যান,' বলল ও। 'তবে ওদের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই আমার। আমার অবস্থা তোমার মতই।' দম নেয়ার জন্যে একটু থামল ও, তারপর যোগ করল, 'তবে এটুকু মনে আছে, রিয়ালটো-র ঝামেলার পর ওদেরকে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিল রেনিসন, বলে দিয়েছিল ওর হুকুম ছাড়া যেন না বেরোয়। তারপরই শহর ছেড়ে চলে যায় ওরা। এ পর্যন্ত জানি আমি। এরপর যদি ওরা কিছু করেও থাকে আমার জানার উপায় নেই।'

'রিয়ালটো-তে কি ওরা বিল মোরহেডকে খুন করার হুমকি দিচ্ছিল, কি মনে হয় তোমার?' জানতে চাইল ড্যান অরসন। 'এ ধরনের কোন কথা কি কানে গেছে তোমার?'

মাথা নাড়ল পল মার্কস। 'নাহ্, তেমন কিছু শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না,' বলল। 'ওকে খেপিয়ে তোলার কসরত করছিল ওরা, খুব জ্বালাতন করছিল। কিন্তু সেটা ওদের স্বভাবের কারণে নাকি বিল মোরহেডকে হত্যা করার একটা ছুতোর খোঁজে তা বলতে পারছি না। তবে আমি ওখানে যাবার পর অত্যন্ত দ্রুত মোড় নেয় ঘটনা। তখন আমার সঙ্গেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে অ্যাল আর ফ্লোরেনদের কথাবার্তা। এ-ব্যাপারে বারটেন্ডার এড গ্রেভের কাছ থেকে হয়ত আরও কিছু তথ্য পেতে পারো তুমি। কথা বলেছ নাকি ওর সঙ্গে?'

মাথা দোলাল ড্যান অরসন। 'কাল রাতেই এডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুমি যা বলেছ ঠিক তা-ই জানিয়েছে সে।'

ডিফ ব্লেয়ার স্টেক আর আলু বোঝাই দুটো প্লেট টেবিলের ওপর দিয়ে ওদের দিকে ঠেলে দিল। খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল মার্কস আর অরসন। কুক শ্যাকে কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল।

ওদের খাওয়া শেষ হবার আগেই ওঅর-হ্যাচেটের অন্য রাইডাররা জড়ানো পদক্ষেপে একে একে ঢুকতে শুরু করল কুক-শ্যাকে, ঘুম-ঘুম দৃষ্টি প্রত্যেকের চোখে। বাইরের ঠাণ্ডায় কয়েক মুহূর্ত থাকতেই অসাড় হয়ে গেছে যেন তাদের শরীর। ড্যান অরসনকে দেখে মাথা দুলিয়ে শুভেচ্ছা জানাল ওরা। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাশতার টেবিলে।

নিজের প্লেট খালি করার পর পল মার্কসের উদ্দেশে সামান্য মাথা দোলাল ড্যান অরসন। বাইরের দিকে পা বাড়াল তারপর, এগিয়ে গেল ঘোড়ার দিকে। ওকে অনুসরণ করে বাইরে এল মার্কসও।

ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট রোল করল অরসন, ধরাল; তারপর

জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা কুয়াশা-ভেজা খড়ের ছোট একটা গাদায় ছুঁড়ে ফেলল, অস্পষ্ট 'ছ্যাৎ' শব্দ তুলে নিভে গেল আগুন।

'বিল মোরহেডের মৃত্যু সংবাদ ছাড়াও আরেকটা কথা বলতে এসেছিলাম আমি, পল,' বলল ডেপুটি শেরিফ। 'কথাটা হচ্ছে, পিট রোডস বলেছে তুমি যেন একবার তার সঙ্গে দেখা করো, জরুরী কথা আছে। বিল মোরহেড কিভাবে আমার অফিসে এসেছে সেটা তো তোমাকে বলেছি। কিন্তু একটা কথা তখন বলিনি। মৃত্যুর আগে একটা উইল করে গেছে বিল। আমি আর ডাক্তার হ্যামেল দুজনই ওর ক্ষতস্থান পরিচর্যা করে ব্যান্ডেজ বাঁধার চেষ্টা করেছিলাম, বাধা দিয়ে সে বলেছে, তাতে নাকি আর ফায়দা হবে না—সময় শেষ হয়ে গেছে। ও অবশ্য সত্যি কথাই বলেছিল বলে মনে হচ্ছে এখন। মারা যাচ্ছে, বুঝে গিয়েছিল সে। পিট রোডসের সঙ্গে কথা বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল বিল মোরহেড, বারবার তাকে ডেকে আনতে বলছিল।

'যা হোক, আমি পিট রোডসকে ডেকে আনার পর দ্রুত তাকে কি করতে হবে বলে দেয় বিল মোরহেড। একটা লিগ্যাল-পেপারে সব লিখে নেয় রোডস। ওটাই বিলের উইল। উইলে সই করা পর্যন্ত ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ডাক্তার হ্যামেল বাধ্য হয়ে একটা ওষুধ দিয়েছিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ওটায় স্বাক্ষর দিতে পেরেছিল বিল। নিজের চোখে আমাকে আর ডাক্তারকে সাক্ষী দিতে দেখেছে সে, তারপরই ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। উইলটা তোমার জন্যে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হবার কথা, পল, কারণ ওই উইলের মাধ্যমে তোমাকেই সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেছে বিল মোরহেড।' নাটকীয়ভাবে কথা শেষ করল অরসন।

সিগারেট তৈরি করছিল পল মার্কস, ড্যান অরসনের কথা শেষ হবার পর কয়েক সেকেন্ড লাগল পতিক্রিয়া হতে, যেন ঠিক মত শুনতে পায়নি। অবশেষে ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ও, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'খুব বাজে একটা রসিকতা হয়ে গেল, ড্যান!'

'মোটেই রসিকতা নয়, পল,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল অরসন। 'উইলটা আমি পড়েছি। জেনে শুনেই বলছি।'

পল মার্কসের হাত থেকে অর্ধেক বানানো সিগারেটটা হঠাৎ খসে পড়ল, ঝরঝর করে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল বাদামী তামাক পাতা।

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব, ড্যান!' বলল মার্কস, 'মেলে না তো! কেন—' কথাটা শেষ করল না ও।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল ড্যান অরসন। 'কি করে হয় জানি না আমি, তবে হয়েছে এটা বলতে পারি। খানিকটা আঁচ করতে পারলেও সঠিক বলতে পারব না কেন কাজটা করেছে বিল। যাকগে, কথা হল, বিল মোরহেডের রেঞ্জ, গরুর পাল,

ব্র্যান্ড, হেড-কোয়ার্টার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট—মোটের ওপর তার তাবৎ বিষয়—আশয়—এখন তোমার হতে যাচ্ছে, পল। উইলটা পিট রোডস ওর সেফে তুলে রেখেছে। এ নিয়ে আলাপ করার জন্যেই তোমাকে দেখা করতে বলেছে সে। আমি পিটকে বলে এসেছি তোমাকে খবরটা দিয়ে যাব। এবার যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে আমার ওদিকে। একটা মানুষ—নিরীহ ভাল মানুষকে—নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ-তল্লাটে বিল মোরহেডের মত ভাল মানুষ আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ওর খুনীর ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে পারব না আমি।' প্রতিজ্ঞার সুর ধ্বনিত হল ডেপুটির কণ্ঠে।

মার্কস জানে বাগাড়াম্বর করছে না ড্যান অরসন, তেমন লোক সে নয়। প্রথম দেখায় তাকে খুব একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয় না। অনেক বছর ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছে সে, তাছাড়া স্বল্পভাষী বলে এলাকায় একটা নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে তার। তবে তার চোখজোড়া সম্পূর্ণ অন্যরকম। দেখার ক্ষমতা থাকলে যে কেউ বুঝতে পারবে, যুক্তি প্রয়োগ করে সতর্ক পদক্ষেপে এগোয় সে প্রতিটি কাজে। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বেড়ানোর মত মানুষ না অরসন। তবে প্রয়োজনের সময় কর্তৃত্ব প্রয়োগে কোন রকম ইতস্তত বা দ্বিধা করে না। আজ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেনি মার্কস। তাই ওর কথা বিশ্বাস করল, তিলমাত্র সন্দেহ জাগল না মনে।

স্যাডলে উঠে স্থির হয়ে বসল ড্যান অরসন। ওকে বিদায় জানাতে ইচ্ছা করছে না পলের। ডেপুটির হাঁটুর ওপর একটা হাত রাখল ও।

'ব্যাপারটা আমাকে হতবাক করে দিয়েছে, ড্যান, সত্যি বলছি। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কেন…অনেকদিন ধরে চিনি বিল মোরহেডকে। ওকে বেশ পছন্দও করতাম, আমার বিশ্বাস আমাকেও সে পছন্দ করত। কিন্তু বিলের চোখে তো সবাইই ভাল মানুষ; ওর সঙ্গে কেউ সামান্য ভাল ব্যবহার করলেই মুগ্ধ হয়ে যেত, সরল মনের মানুষ ছিল তো! কিন্তু আমাকে কেন বেছে নিল?'

'গতকাল রিয়ালটো-তে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তুমি, তার বিপদ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলে, ঠিক কিনা?' ওকে মনে করিয়ে দিল অরসন।

'তা হয়ত নিয়েছিলাম,' বলল মার্কস, 'কিন্তু তাতে কি? আমি না থাকলে হয়ত ডার্স্টি এলিয়ট সাহায্য করত। আর ফ্লোরেনরা বিল মোরহেডের সঙ্গে বেশি খারাপ ব্যবহার করছে দেখলে হয়ত এড গ্রেভই শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করত। এখানে আমার কোন মহত্ত্ব নেই। একদম মাতালের খপ্পর থেকে বাঁচানোর জন্যে কেউ তার র‍্যাঞ্চ লিখে দেয় নাকি!'

'অমায়িক স্বভাবের মানুষ ছিল বিল মোরহেড,' বলল অরসন, 'অনেকেই

হয়ত দুর্বল মনে করত।' একটু থামল ডেপুটি। 'কিন্তু অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি নিরুপায় হয়ে উঠলে সবচেয়ে দুর্বল মানুষটাও দারুণ লড়াকু হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেকবার ঘটেছে এমন। অনেক বুনো বেপরোয়া ছেলেদের দেখবে খালি বাহাদুরী ফলায়, হম্বিতম্বি করে, কিন্তু তাদের কায়দা করা খুব একটা কঠিন হয় না, দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, কারণ তাদের বেশিরভাগই পেশী শক্তির ওপর নির্ভরশীল; তাই ঝটপট যদি ওদের সামনে সশস্ত্র অবস্থায় হাজির হতে পারো দেখবে একেবারে মিইয়ে গেছে: বাঘের মত গর্জন করার বদলে তখন বেড়ালছানার মত কোঁ-কোঁ শুরু করে দিয়েছে একেকজন, গোলমাল করার কথা ভুলে গেছে বেমালুম। কিন্তু যাদের আমরা দুর্বল মনে করি, তারা খুব চিন্তা ভাবনা করে লড়াই চালায়, হুট করে কিছু করে না এবং লড়াই শেষে দেখা যায় শত্রুকে কোণঠাসা করে ফেলেছে তারা, দিশাহারা করে ফেলেছে। বিল মোরহেড কোনদিন অন্যের গায়ে হাত তোলার মত মানুষ ছিল না, কিন্তু হিসাব নিকাশ করলে দেখবে বরাবর সবার মাথার ওপর ছিল সে।'

ড্যান অরসনের জন্যে বেশ লম্বা বক্তৃতা হয়ে গেল। তবে এ থেকে তার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পেল মার্কস। খানিকটা বিভ্রান্ত বোধ করলেও অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে।

চলে গেল ডেপুটি শেরিফ, গম্ভীর চেহারায় তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল পল মার্কস। অনেকক্ষণ। চিন্তায় ডুবে গেছে।

ওদিকে পুবে দূরের চেরোকি মালভূমির কাঁধের ওপাশে রূপালি রঙ ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। দিক চতুর্বাল পুড়িয়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওখানে সূর্য-দেব, এই মুহূর্তে যদিও উষ্ণ আলো বিলোচ্ছে। রঙের লুকোচুরি খেলার দিকে তাকিয়ে থাকলেও কিছুই দেখছে না পল মার্কস, ডেপুটি শেরিফের দিয়ে যাওয়া তথ্যটা হজম করার চেষ্টা করছে।

কেন ওকে বেছে নিল বিল মোরহেড? বারবার খুঁচিয়ে চলেছে প্রশ্নটা।

কুক-শ্যাক থেকে বেরিয়ে এল জেড কারসন আর ডাস্টি এলিয়ট। নাশতার পর টানার জন্য সিগারেট বানাচ্ছে।

ডাস্টি জানতে চাইল, 'সাত সকালে ড্যান অরসনের আগমনের হেতু কি, পল?'

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল মার্কস। 'তোমাদের চমৎকার একটা সকাল বরবাদ করে দিতে আমার খারাপ লাগছে, বয়েজ, তবু কথাটা না বলে পারছি না—কাল রাতে কারা যেন ড্রাই-গালশ করেছে বিল মোরহেডকে!'

'না!' ককিয়ে উঠল ডাস্টি এলিয়ট, যেন তার পেটে ঘুসি মেরেছে কেউ। 'কি আবোল-তাবোল বকছ, ফেলাহ্! বিল মোরহেড খুন হয়েছে?'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল পল মার্কস। 'হ্যাঁ, ডাস্টি, খুন করা হয়েছে তাকে।'

ডাস্টি এলিয়টের চেহারা গোলাকার, লালচে একটা আভা রয়েছে; আর এত প্রাণবন্ত চোখ বোধ হয় পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই আছে। তার ধূসর চোখের তারায় অবিরাম খেলা করছে আশার আলো। আশাবাদী মানুষ সে। প্রবল তুষার ঝড়ের মাঝেও সে সোনালি সূর্যের ঝলকানি দেখতে পায়। এমনই ডাস্টি এলিয়টের চরিত্র। কিন্তু এখন তার সব চাঞ্চল্য উবে গেছে, দারুণ বেদনায় কুঁচকে গেছে চেহারা। অনেকক্ষণ কথা জোগাল না মুখে। অবশেষে বলে উঠল, 'খুবই খারাপ কথা! জঘন্য! কত ভাল মানুষই না ছিল বিল। কোন্ হারামজাদা—কখন—কোথায়—?' মার্কসের দিকে প্রশ্ন-মাখা দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'কাল শেষ বিকেলে কি সন্ধ্যার দিকেই হবে,' জবাব দিল মার্কস, 'তবে ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটেছে জানি না। ড্যানও বলতে পারেনি। কোনমতে আহত অবস্থায় শহরে ফিরতে সক্ষম হয়েছিল বিল, ড্যানের অফিসেই গিয়েছিল সে, কিন্তু ওখানে যাবার পর আর বেশিক্ষণ বাঁচেনি সে।'

'তবে তো কাজটা কার সে সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছে ড্যান? ওকে হয়ত বলেছে বিল।'

মাথা নাড়ল মার্কস। 'তাহলে কোথায় খোঁজ করতে হবে জানত ড্যান অরসন। কিন্তু বিল ওকে জানাতে পারেনি। নিজেই জানত না হয়ত সে।'

নাশতার পর পুরোপুরি হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছিল এলিয়ট আর জেড কারসন, দিনের পরিশ্রমের জন্যে তৈরি করে নিয়েছিল নিজেদের। কিন্তু মোরহেডের মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর যেন পাথর বনে গেল তারা।

ছেলেমানুষ-ই বলা যায় জেড কারসনকে, বিশের কোঠায় বয়স, কাষ্ঠ কণ্ঠে সে বলল, 'যে লোক এমন জঘন্য কাজ করেছে তার গলাটা দড়িতে বেঁধে লম্বা করে দিতে পারলে আর কিছু চাইব না আমি, অনেকবার বিল মোরহেডের লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে গেছি আমি। প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছে সে; কড়া গরম কফি খাইয়েছে, এটা-সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করেছে। ওর কেবিনে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পর্যন্ত দিয়েছে। ইশ্, কেমন যে লাগছে আমার…' ধরে এল কারসনের গলা।

ঘুড়ে দাঁড়াল সে, কুয়াশা-ভেজা মাটিতে অক্ষম ক্রোধে একটা লাথি চালাল।

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে পর্দা টানানো দরজা বন্ধ হবার শব্দ ভেসে এল। বেরিয়ে এল অ্যাল রেনিসন। সোজা এগিয়ে এল ওদের দিকে। রাগ আর আত্মবিশ্বাস খেলা করছে তার চেহারায়, দুচোখের দৃষ্টিতে বিজয়ীর ছাপ। কাছে আসার পর কাটা কাটা স্বরে কথা বলল সে।

'বাবা তোমাকে ডাকছে, মার্কস,' বলে এবার কারসনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। 'আমার ক্লে ব্যাংক গেল্ডিংটা ধরে এনে স্যাডল চাপাও তো, কারসন!' হুকুম দিল।

তারপর খানিকটা বেসামাল পদক্ষেপে এগিয়ে গেল কুক-শ্যাকের দিকে।

তার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল জেড কারসন, 'চাকরিটা আমার পছন্দ বলে—তবে খুব দেরি নেই, শিগগিরই মনের ঝাল মিটিয়ে নেব আমি, ব্যাটাকে কোরালের সঙ্গে ঠেসে ধরে পিটিয়ে একেবারে যদি তক্তা না বানিয়েছি তো কি বললাম!' অস্থিরভাবে কাঁধ ঝাঁকাল সে, তারপর বিকৃত গলায় অ্যালকে অনুকরণ করে বলল, 'আমার ক্লে ব্যাংক গেল্ডিংটা ধরে স্যাডল চাপাও তো, কারসন!...হুঁ! যেন তার পোষা কুত্তার সঙ্গে কথা বলছে! ফাজিল কোথাকার!'

'একটু সমঝে কথা বলো, কিড,' সাবধান করল পল মার্কস। 'ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো তোমার জন্যে নতুন নয়, আগেও তো করেছ।'

স্পারের ঝুন-ঝুন আওয়াজ তুলে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল কারসন। বিড়বিড় করে বলল, 'ইচ্ছে করছে স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে একটা বার বসিয়ে দিই—দারুণ মজা হত তাহলে! মিস্টার অ্যাল রেনিসনকে ছুঁড়ে দশ হাত দূরে ফেলে দিত ঘোড়াটা!'

মৃদু স্বরে এবার কথা বলল ডাস্টি এলিয়ট। 'শেষ পর্যন্ত এই সক্কাল বেলায় তোমাকে তলব করল ম্যাট রেনিসন? মনে হচ্ছে মনস্থির করে ফেলেছে সে। আজই বোধ হয় একটা ফয়সালা হয়ে যাবে, পল।' জবাব শোনার আশায় মার্কসের দিকে তাকাল সে।

'বোধ হয়, ডাস্টি,' সায় দিল মার্কস। 'তবে খুব বাড়াবাড়ি বোধ হয় করবে না সে এখন। এই মুহূর্তে কারও ঝাড়ি হজম করার মত মানসিক অবস্থা নেই আমার—হয়ত আমার একটা খবর শুনিয়ে উল্টে তাকে 'থ' বানিয়ে দিতে পারব আজ।' হেঁয়ালির সুরে যোগ করল ও।

'শুনে রাখো, পল-তোমাকে যদি আজ বিদায় করে দিতে চায় রেনিসন আরও লোক পাবে তোমার সঙ্গে,' বলল এলিয়ট। 'আমিও বিদায় নেব এখান থেকে।'

'তুমি বললেই তো হবে না,' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল মার্কস। 'আমি তোমাকে সঙ্গে নেব কিনা সেটা দেখতে হবে।'

ম্যাট রেনিসন আর লিয়া মাত্র নাশতার টেবিলে বসেছে, এই সময় টুপি হাতে ভেতরে ঢুকল পল মার্কস।

ফ্যাকাসে হয়ে আছে মেয়েটার চেহারা, লক্ষ করল ও, তার নীরব চাউনি দেখেই বুঝতে পারল র‍্যাঞ্চ হাউসে বেশ বড় ধরনের ঝড় বয়ে গেছে। স্পষ্ট কাঠিন্য ফুটে আছে ম্যাট রেনিসনের ঠোঁটজোড়ায়। পল মার্কস ভাবল, শুধু ওকে

বরখাস্ত করার উদ্দেশ্যে তলব করা হলে এতটা কঠোর হত না র‍্যাঞ্চারের চেহারা, আরও গূঢ় কোন কারণ আছে; সম্ভবত লোকটা তার কর্তৃত্ব আর অধিকারের ওপর হামলাকারীকে পাল্টা আঘাত করার জন্যে আর সময় নষ্ট করতে চাইছে না।

'আমাকে ডেকেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল মার্কস।

'হ্যাঁ!' ছুরির ফলার মত ধারালো শোনাল ম্যাট রেনিসনের কণ্ঠস্বর। 'আজ পাঁচ বছর হয় আমার র‍্যাঞ্চে চাকরি করছ তুমি, মিস্টার মার্কস,' মিলিটারি চালে বলল র‍্যাঞ্চার, 'এর মধ্যে গত দুবছর আমার ফোরম্যানের দায়িত্ব পালন করেছ। স্বীকার করি, ফোরম্যান হিসাবে তোমার কাজ সন্তোষজনক। সেজন্যেই এতদিন তোমার কোন কোন আচরণ আপত্তিকর ঠেকলেও উপেক্ষা করে গেছি আমি, কিছু বলিনি। কিন্তু গতকাল তুমি সব সীমা অতিক্রম করে গেছ। একদিকে তুমি এমন একটা লোকের পক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছ যে কি না আগাগোড়া চেরোকি মালভূমি ব্যবহার প্রশ্নে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে, অথচ সহযোগিতা করলে আমরা দুপক্ষই লাভবান হতাম; আবার অন্যদিকে আমার ছেলের গায়েও তোমার নোংরা হাত তুলেছ তুমি, আর গান ব্যারেলের আঘাতে আমার এক ভাগ্নের মাথা প্রায় ফাটিয়ে দিয়েছ। কোন মতেই এসব ক্ষমা করা যায় না, মিস্টার মার্কস! আগেও বেশ কয়েকবার র‍্যাঞ্চ পরিচালনার রীতি-নীতি নিয়ে তর্ক করেছ, মনে আছে?'

পল মার্কসের দৃষ্টি যেন ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। দীর্ঘ সময় কোন জবাব দিল না ও। অনেকদিন ধরে ওই কাঠখোট্টা নিষ্ঠুর লোকটার সীমাহীন অহংকার আর অদ্ভুত কায়দা কানুন সহ্য করে এসেছে, ব্যাপারটাকে ও অনেকটা হালকাভাবেই গ্রহণ করেছিল, এক ধরনের আমোদ পেত যেন। ধরে নিয়েছিল লোকটার চালচলনে সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের তীব্র প্রভাব পড়েছে, ব্যস; যদিও প্রশিক্ষণের ফলে বাহ্যিকভাবে সে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও তার হৃদয় প্রসারিত হয়নি। ব্যাপারটা এতদিন এভাবে নিজের কাছে ব্যাখ্যা করেছে বলেই রেনিসনের ব্যবহার খুব একটা আমল দেয়ার দরকার মনে করেনি।

কিন্তু আজ তার কঠিন বাদামী চোখজোড়ার দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে যেন অনেক নতুন জিনিস আবিষ্কার করল মার্কস, যা আগে কখনও লক্ষ্য করেনি। হতবাক হয়ে গেল ও। ম্যাট রেনিসনের মাঝে চরম স্বার্থপরতা, নীচতা আর সেই সঙ্গে এক ধরনের হীনমন্যতাও দেখতে পেল মার্কস। কঠোর আনুষ্ঠানিকতার বর্মের আড়ালে এতদিন চাপা পড়েছিল এসব, জানতে দেয়া হয়নি কাউকে। এখন প্রবল ক্রোধের জোয়ারে আড়াল ভেসে গেছে তার। রেনিসনের মধ্যে আরেকটা খারাপ লক্ষণও দেখতে পেয়েছে পল: ম্যাট রেনিসন নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ।

সহসা শব্দ করে হেসে উঠল পল মার্কস, বিরস বিদ্রূপ মেশানো হাসি। ওর

হাসির শব্দ কেমন যেন অপার্থিব শোনাল কামরার নীরবতায়।

ওকে হাসতে দেখে হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ম্যাট রেনিসন, চেয়ারে ঝট করে সোজা হয়ে বসল। একটু আগেও টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছিল সে হাতজোড়া—পলকে মুঠি পাকিয়ে ফেলল। রেগে কাঁই হয়ে গেছে।

'আমার মুখের ওপর হাসছ?' সক্রোধে জানতে চাইল রেনিসন।'

'হ্যাঁ,' কায়দা করে জবাব দিল মার্কস, 'তোমার মুখের ওপরই হাসছি, কারণ আজ তোমার অহংকারের অসারত্ব, ঠুনকো দেমাগ আর বিবেকের কদর্য রূপ পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। তোমার ভালমানুষ সাজার চেষ্টা দেখেও আমার হাসি চলে আসছে। চেহারাটা তুমি সব সময় এমন করে রাখো যাতে তোমার আসল রূপ কেউ জানতে না পায়। নিজেকে আড়াল করে রাখার জন্যেই এত কোশেশ তোমার! হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়া যাক। ওই বখে যাওয়া ছেলেটা যাকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিচ্ছ তুমি, কাল আমার পিঠে পিস্তল ঠেসে ধরার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এতদিন অপদার্থটার অনেক দুর্ব্যবহার সহ্য করেছি আমি, কিছু বলিনি। কিন্তু তাই বলে সে আমার দিকে পিস্তল ধরবে আর আমি তাকে এমনি-এমনি ছেড়ে দেব সেটি হবার নয়। তোমার ছেলে হয়েছে তো কি হয়েছে! কাল ওর হাত থেকে শুধু পিস্তল কেড়ে নিয়ে আমার তো ধারণা তোমার একটা বিরাট উপকার করেছি আমি। আসলে উচিত ছিল ওটার ব্যারেল অ্যালের গলায় ঠেসে দেয়া, তাহলেই উচিত সাজা হত তার। অপদার্থ মাতাল একটা! আর তোমার আদরের ভাগ্নে স্পেন্স ফ্লোরেনও আমাকে খুন করার জন্যেই পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল। সবাই সাক্ষী আত্মরক্ষার খাতিরে চাইলে ওর খুলি উড়িয়ে দিতে পারতাম আমি। এড গ্রেভ তো বলেছে তোমাকে। কিন্তু ওকে না মেরে আরেকটা উপকার করেছি তোমার। স্রেফ বেহুঁশ করে ছেড়ে দিয়েছি ছেলেটাকে!

'আর এখন তুমি কি করছ? কোথায় অ্যাল আর স্পেন্স ফ্লোরেনকে তাদের অপরাধের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি দেবে, তা নয়, বরং উল্টে ওদের চামড়া বাচানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছ; আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছ যেন তুমি এ-পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ—বিরাট এক জমিদার আর আমি তোমার এক নগণ্য খাদেম, কেঁচোর চাইতেও অধম। এখানেই ভুল করে ফেলেছ তুমি! আমি হাসছি বলে তাতে অবাক হবার কি আছে?'

আর কোনদিন কোন কাউহ্যান্ডের মুখে এধরনের কথা শোনার দুর্ভাগ্য হয়নি ম্যাট রেনিসনের, তার জন্যে নতুন অভিজ্ঞতা। আসলে এর আগে কোনদিনই কেউ তার সৌজন্যের পুরু বর্ম ভেদ করে চরিত্রের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করতে পারেনি। ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হল স্বভাবতই। রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করল

রেনিসনের চেহারায়। ছোট হয়ে গেল চোখজোড়া; ঠোঁট দুটো আরও চেপে বসল, রক্ত সরে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত মূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার, কথা জোগাল না মুখে। রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

এতবড় একটা ঘটনার একমাত্র নীরব সাক্ষী লিয়া রেনিসন, ওর চেহারাও ফ্যাকাসে আর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আচমকা ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

মুহূর্তের জন্যে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল মার্কসের। কিঞ্চিৎ কোমল হয়ে এল যেন ওর দৃষ্টি, পরক্ষণে আবার ধোঁয়াটে পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

অবশেষে যেন ভাষা খুঁজে পেল ম্যাট রেনিসন। শক্ত হয়ে চেপে বসা ঠোঁটের ফাঁক গলে কথা বেরিয়ে এল। এতদিনের ভদ্রতা আর স্পষ্টতার ভান তিরোহিত হল তার। বিশ্রী ভাষায় কথা বলতে লাগল সে।

'মিস্টার মার্কস, এই মুহূর্তে তোমাকে ছাঁটাই করলাম আমি। এখন থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে আমার র‍্যাঞ্চ থেকে চলে যাবে তুমি! আর কোনদিন আমার রেঞ্জের ত্রিসীমানায় যেন ছায়া না দেখি তোমার! আমার মেয়ে লিয়ার সঙ্গে আর কখনও কথা বলতে পারবে না তুমি। আমার সঙ্গে—আমাদের সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক এখানেই শেষ! তোমার ভালর জন্যে বলছি, এ-এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবে! বুঝতে পেরেছ?' ধমকের সুরে জানতে চাইল সে।

জবাব না দিয়ে অবিচল হাতে একটা সিগারেট তৈরি করল পল মার্কস, তারপর চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলে ওর সামনে চেয়ারে বসে থাকা র‍্যাঞ্চারকে আপাদমস্তক জরিপ করল। ম্যাট রেনিসনের কথাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকেছে ওর কানে। লোকটা কি সত্যিই ধরে নিয়েছে কর্মচারীদের সঙ্গে যেমন করে ঠিক তেমনি একজন স্বাধীন লোকের ওপরও সে ক্ষমতা ফলাতে পারবে? চাপিয়ে দিতে পারবে নিজের সিদ্ধান্ত?

একটানা কয়েক মিনিট বড় বড় বুলি শোনা আর প্রচণ্ড রাগ লক্ষ্য করার পর এতদিন না দেখা অনেক কিছু যেন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেল মার্কসের কাছে। হ্যাঁ, এই প্রথম ম্যাট রেনিসনের খোলস ভাঙতে সক্ষম হয়েছে সে। বাদামী ওই চোখ জোড়ার গম্ভীর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকটার আসল পরিচয় উন্মোচিত হয়ে পড়েছে সহসা। এবং সেটা কোন অর্থেই সুন্দর নয়—কুৎসিত, কদর্য একটা চরিত্র। বল্গাহীন ঘৃণার আগুনে জ্বলছে লোকটার মন। তার কর্তৃত্ব অস্বীকার করার পর এখন ওকে এই ঘৃণার অনলে দগ্ধ হতে হবে, সন্দেহ নেই। হোক, পরোয়া করি না, ভাবল মার্কস্।

ও যখন কথা বলল একটুও কাঁপল না কণ্ঠস্বর। 'তুমি না বললেও চলে যেতাম আমি। তবে তুমি আমাকে বিদায় করে দেয়ায় কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছি, যদিও আমার কাছে এখন আর তার মূল্য নেই। আসলে এমনিতেও যেতে হত আমাকে। একটা খবর বোধ হয় জানো না তুমি, রেনিসন। আজ খুব ভোরে এখানে এসেছিল ড্যান অরসন। একটা দুঃসংবাদ দিয়ে গেছে ও। বিল মোরহেড মারা গেছে। অ্যাম্বুশ করে হত্যা করা হয়েছে তাকে।'

কথাটা বলার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাট রেনিসনের দিকে তাকিয়ে থাকল মার্কস, র‍্যাঞ্চারের প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্যে। একেবারে পাথর বনে গেল রেনিসন। এক মুহূর্ত, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'মোরহেড মারা যাওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছি, তা বলব না, অতটা ভণ্ড আমি নই। কারণ অনেকদিন ধরে আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। আচ্ছা, বিল মোরহেডের মৃত্যুতে আমার হাত আছে বোঝাতেই বোধ হয় কথাটা বলেছ তুমি?' প্রশ্ন করল রেনিসন, চাপা বিদ্রূপের সুর ধ্বনিত হল তার কণ্ঠে।

'তা নাও হতে পারে,' চট করে জবাব দিল মার্কস। 'তবে এখন তোমার সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যার জন্যে তোমাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারছি না। এই প্রথম বোধ হয় তোমার আসল চেহারা জানতে পেরেছি আমি, রেনিসন। উঁহুঁ, এমন একটা অপরাধের ক্ষেত্রে তোমাকে সন্দেহ না করে পারব না আমি। আসলে আরও অনেক ব্যাপারেই সন্দেহ করা যেতে পারে তোমাকে। একটা কথা নিশ্চিত বলতে পারি, বিল মোরহেডের হত্যাকারী যে-ই হোক না কেন তাকে ফাঁসিতে ঝুলতেই হবে, নইলে মরতে হবে গুলি খেয়ে। আমরা যারা বিল মোরহেডকে চিনতাম তাদের প্রত্যেকে ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্যে সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ও, তোমার জন্যে আরেকটা খবর আছে। অবশ্য এ খবরে তুমি হয়ত খুব একটা খুশি হতে পারবে না।' একটু থামল মার্কস।

ওর দিকে তাকাল রেনিসন।

'কোন রকম হুমকি দেয়ার ইচ্ছা থাকলে,' কাঁধ ঝাকাল সে, 'ভুলে যাও। ওসব শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। ওসবের তোয়াক্কা আমি করি না। এবার তুমি যেতে পারো, মিস্টার মার্কস, গুড বাই!'

'যাচ্ছি—অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে চলে যাচ্ছি!' পাল্টা জবাব দিল পল মার্কস, ঠাণ্ডা গলায়। 'তবে আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম,' আবার যোগ করল ও, 'তা হলঃ বিল মোরহেডকে যেখানে অ্যাম্বুশ করা হয়েছিল সেখানে মারা যায়নি সে। আহত অবস্থায় শহরে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সরাসরি ড্যান অরসনের অফিসে গিয়ে হাজির হয় সে। দু'দুজন সাক্ষী, যারা এ এলাকায় অত্যন্ত সম্মানিত,

তাদের সামনে একটা উইল করে মারা যায় মানুষটা। বিল মোরহেড ওই উইলটার মাধ্যমে তার র‍্যাঞ্চসহ সমস্ত কিছু আমাকে লিখে দিয়ে গেছে। কথাটা কি কোন বিশেষ অর্থ বহন করে তোমার কাছে, রেনিসন?' প্রশ্ন করল মার্কস।

অর্থ বহন করে কি-না জানতে রেনিসনের জবাবের প্রয়োজন হল না। বসা অবস্থা থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ম্যাট রেনিসন। টেবিলের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকল সে। 'একেবারে মিথ্যা কথা!' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'একটা ডাহা মিথ্যা কথা বললে তুমি, মার্কস! আমাকে বোকা বানাতে চাও, না?'

আবার নিষ্ঠুরের মত হাসল পল মার্কস। 'তুমি ভাল করেই জানো, রেনিসন, তা নয়। অবশ্য তোমার কাছে আমার কথা মিথ্যা মনে হওয়াই এখন স্বাভাবিক। এবার তাহলে যাই আমি। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হয়ে যাব আমি। অদ্ভুত ব্যাপার, তাই নয় কি রেনিসন, কিভাবে মানুষের বিপদ একের পর বাড়তেই থাকে!'

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল পল মার্কস, র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বের হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকল ম্যাট রেনিসন, নড়তেও ভুলে গেছে, দরজার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। এইমাত্র ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে মার্কস।

অবশেষে টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রেনিসন, আবার, আবার! সব রাগ ঝেড়ে দেয়ার চেষ্টা করল টেবিলের ওপর। পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসা তার পাতলা ঠোঁট-জোড়া বেঁকে হিংস্র হয়ে গেছে। র‍্যাঞ্চারের অবদমিত ক্রোধ আগ্নেয়গিরির লাভার মত বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। অশ্রাব্য খিস্তি করছে সে, অস্পষ্ট বলে আরও কদর্য হয়ে যাচ্ছে শব্দগুলো। আশপাশে কেউ না থাকায় ম্যাট রেনিসনের মুখোশ খসে পড়েছে পুরোপুরি, বেরিয়ে পড়েছে আসল চেহারা, দর্শনের অযোগ্য; পরিচিত কেউ এখন তাকে দেখলে বোধ হয় মূর্ছা যাবে।

চার

ওঅর-হ্যাচেট থেকে বিদায় নেয়ার সময় কোন রকম তাড়াহুড়ো করল না পল মার্কস। পাঁচ বছর এখানে চাকরি করার পর দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের চাইতে অপ্রয়োজনীয় উটকো জিনিসপত্র জমেছে বেশি। এতদিন বুঝতে পারেনি। আবার যদি পথে নামতে হত, যদি আবার চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন হত,

তাহলে হয়ত বেশিরভাগই ফেলে রেখে যেত। কিন্তু এখন একটা নিজস্ব হেডকোয়ার্টার হয়েছে ওর, সেখানেই যাচ্ছে—ওঅর-হ্যাচেট থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বিল মোরহেডের লেযি-এম আউটফিট, তাই প্রায় সবই নিয়ে চলল সঙ্গে। নিজেকে অনেকটা কান্ট্রি-প্যাডলারের মত লাগছে। সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র বাঁধা রয়েছে স্যাডলের সঙ্গে।

জিনিসপত্র গোছগাছ করার সময় ওকে সাহায্য করেছে ডাস্টি এলিয়ট। ডাস্টিকে ওঅর-হ্যাচেটে থাকতে রাজি করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ওকে। তাকে বুঝিয়েছে অন্তত আরও কিছুদিন ওখানে থাকা দরকার তার। চাকরি ছেড়ে দেয়ার জন্যে রীতিমত খেপে উঠেছিল কাউবয়।

'আপাতত এখানেই থাকো তুমি,' ডাস্টিকে বলেছে মার্কস, 'আমি আগে কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নিই। তোমাকে কাজে লাগানোর একটা উপায় করতে পারলেই খবর দেব আমি, তখন ঝটপট আমার ওখানে গিয়ে হাজির হতে পারবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গম্ভীর চেহারায় রাজি হয়েছে ডাস্টি এলিয়ট ওর প্রস্তাবে।

'কিন্তু,' ওকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, 'এখন থেকে আর ম্যাট রেনিসনের চোটপাট মুখ বুঝে সহ্য করব না আমি। তার আদরের দুলালেরও পরোয়া করব না। অ্যাল এমনকি আড়চোখে আমার দিকে তাকালেও অ্যায়সা মার লাগাব যে চিরদিনের জন্যে ট্যারা হয়ে যাবে বাবাজির চোখ। এই র‍্যাঞ্চে মাত্র একজনের ধমক এখন সহ্য করব আমি। লিয়ার। কিন্তু ওই মেয়েটা তেমন আচরণ করবে না। বেচারা লিয়ার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগে, পল। মেয়েটার সঙ্গে ওর বাপ আর ভাইয়ের কোন মিল নেই। অসম্ভব ভাল সে। ম্যাট রেনিসনের মত বাপ আর অ্যালের মত ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে গিয়ে নিশ্চয়ই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে বেচারাকে!'

এ কথায় মাথা দুলিয়েছে মার্কস। 'এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত, ডাস্টি,' বলেছে গম্ভীর চেহারায়।

বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে মজুরি আনার জন্যে আবার র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়েছিল মার্কস।

র‍্যাঞ্চহাউসের এক কোণের একটা কামরাকে অফিস হিসাবে ব্যবহার করে র‍্যাঞ্চার, সেখানে পুরনো টেবিলে আড়ষ্ট চেহারায় বসে ছিল রেনিসন। ততক্ষণে নিজেকে আবার সামলে নিয়েছে সে, অবশ্য তখনও তার নাকের দুপাশে লালচে একটা আভা দেখা যাচ্ছিল। একটা প্রশ্ন বোধ হয় খোঁচাচ্ছিল লোকটাকে, মার্কসকে পে-চেক দেয়ার সময় প্রশ্নটাকে ভাষা দিতে বাধ্য হল সে।

'তুমি বলছিলে তুমিই এখন লেযি-এম-এর মালিক। তা সমভূমির র‍্যাঞ্চারদের প্রতি কি নীতি গ্রহণ করার কথা ভাবছ, মিস্টার মার্কস? ওদের কি কিংফিশার ক্রিক দিয়ে সামার রেঞ্জে গরুর পাল নিয়ে যেতে দেবে, বিল মোরহেডের মত?'

মাত্র এক কথায় জবাব দিয়েছে মার্কস। 'বোধ হয়।'

ডেস্কের ওপর আড়ষ্ট আঙুলে তাল ঠুকছে ম্যাট রেনিসন। 'তাহলে মারাত্মক ভুল করবে তুমি, মিস্টার মার্কস। ভেবে দেখো ভাল করে।'

একথা শুনে তীব্র অসন্তোষের সঙ্গে রেনিসনের দিকে তাকিয়েছে মার্কস, তারপর জবাবে বলেছে, 'বিল মোরহেডের মত অত সহজে খুন করা যাবে না আমাকে, কথাটা জেনে রাখো, রেনিসন। বন্ধু বিলের মত চট করে মানুষকে বিশ্বাস করি না আমি। সুতরাং কেউ যদি আমার সঙ্গে ঝামেলা বাধাতে যায় উচিতশিক্ষা পেয়ে যাবে। যে-ই ঝামেলা করতে যাক দারুণভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে। আশা করি তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছ?'

ঘুরে চট করে আবার বেরিয়ে এসেছে মার্কস। শীতল হিসাবী র‍্যাঞ্চারের বাদামী চোখের আড়ালে কুৎসিত ঔদ্ধত্য আর মিথ্যা অহংকার সহ্য করতে পারছিল না। দেখতে ইচ্ছা করছিল না লোকটার মুখোশ-আঁটা চেহারা।

ওঅর-হ্যাচেট থেকে বেরিয়ে পশ্চিমের ঢাল বরাবর ঘোড়াকে এগিয়ে যেতে দিয়েছে পল মার্কস, আপন ইচ্ছায়। এক সময় কিংফিশার ক্রিক অতিক্রম করল ও, বুচারনাইফ রিজের গা বেয়ে উঠে এল চূড়ায়, তারপর লেযি-এম গামী একটা ট্রেইল ধরল।

ইচ্ছা করলে বিল মোরহেড অনেক বড় ক্যাটলম্যান হতে পারত। কারণ একটা বিশাল রেঞ্জের মালিক ছিল সে, এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ গরু পোষার ক্ষমতা ছিল তার। কিন্তু তা করেনি মোরহেড।

কারণ বিল মোরহেড ছিল সেইসব সৌভাগ্যবানের একজন, যারা সহজ সরলভাবে জীবন যাপনের পথ বেছে নিয়ে চলার পথের অনেক অনাহূত ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পেরেছে। বিল মোরহেড বিশ্বাস করত: একজন মানুষের খুব বেশি খাদ্যের প্রয়োজন নেই, প্রচুর পোশাক-আশাক না হলেও দিন চলে যায়, আর একটা বাংকই রাতে ঘুমোনোর জন্যে যথেষ্ট—নকশা করা পালঙ্কের দরকার নেই। মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটলেই হয়, এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে অন্যায় মনে করত সে।

তাই কেবল বিরাট কিছু হওয়ার জন্যে সহায় সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলার পথ বেছে নেয়নি বিল মোরহেড। কারও সাহায্য না নিয়েই নিজের রেঞ্জের দেখাশোনা করেছে, ইচ্ছা মাফিক জীবন যাপন করে এক ধরনের স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ

করেছে। তার জীবনাচরণে কোন রকম জটিলতা ছিল না। নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করলে বিরোধ জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল বলে তা-ও করেনি মানুষটা। একেবারে সাধারণ মানুষের মত দিন কাটিয়েছে। তার চাহিদাও ছিল খুব সামান্য। নিজে বাঁচো, অন্যকেও বাঁচতে দাও—এই দর্শনে বিশ্বাস করত সে। সব মিলিয়ে এ-ই ছিল বিল মোরহেড।

কিন্তু, ঘোড়া নিয়ে এগোতে এগোতে ভাবল পল মার্কস, তারপরও বেঁচে থাকতে পারেনি বিল, তাকে বাঁচতে দেয়া হয়নি। অ্যাম্বুশ থেকে গুলি করে ওরা তাকে হত্যা করেছে! কাউকে হত্যা করার এর চেয়ে জঘন্য কৌশল আর হতে পারে না। আচ্ছা, 'ওরা' কারা? ফ্লোরেনরা হতে পারে। হতে পারে ম্যাট রেনিসন—অবশ্যই নিজের হাতে কাজটা করেনি সে, তবে তার পরিকল্পনা আর নির্দেশ মোতাবেকই ঘটেছে হয়ত ব্যাপারটা। অসম্ভব নয়।

চিন্তাটা সুখের নয়, কারণ যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে খানিকটা হলেও বিলের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লিয়া রেনিসনের নাম জড়িয়ে যায়—কালিমা পড়ে মেয়েটার ওপর। কিন্তু লিয়াকে ছোট করে, এমন চিন্তা হজম করা পল মার্কসের জন্যে কঠিন। জোর করে চিন্তাটা দূরে সরিয়ে দিল ও। নিরেট প্রমাণ না পেলে এভাবে চিন্তা করে ফায়দা হবে না।

জিনিসপত্র লেথি-এম হেডকোয়ার্টারে রেখে কোরালে কোন ঘোড়া বা গরু অভুক্ত অবস্থায় আছে কিনা দেখতে হবে, ভাবল মার্কস, যদি থাকে ওগুলোর ব্যবস্থা করার পর ওঅর্ম ক্রিকে যাবে পিট রোডসের সঙ্গে দেখা করতে। বিল মোরহেডের উইলের ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

লম্বা লম্বা নিবিড় শ্যুগার-পাইনের আকাশ ছোঁয়া রাজকীয় ছায়ায় একটা বিস্তৃত বেঞ্চ-ল্যান্ডে লেথি-এম হেডকোয়ার্টার দাঁড়িয়ে আছে। র‍্যাঞ্চটা ফাঁকা দেখবে বলে আশা করেছিল মার্কস, কিন্তু কাছাকাছি আসতেই র‍্যাঞ্চহাউসের আশপাশে ছ'সাতটা স্যাডল হর্স দেখতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে রেকাবের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। কেবিনের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ওগুলো।

এই সময় কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে রাইফেল বাগিয়ে বেরিয়ে এল এক রাইডার, অস্ত্রটা তাক করল মার্কসের উদ্দেশ্যে।

'আর সামনে বেড়োনা, ফ্রেন্ড,' সংক্ষেপে ওকে সতর্ক করে দিল সে, 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো ওখানে?'

হুমকিটা ফাঁপা নয়, বুঝতে পারল পল মার্কস।

পাঁচ

রাশ টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল পল মার্কস, চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দৃষ্টি, আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠছে চোখের তারা। রাইফেলধারী রাইডারকে চিনতে পারছে না ও। ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে অস্ত্র নাচাচ্ছে লোকটা, একটু সন্দেহ হলেই নির্ঘাত গুলি করে বসবে। এবার আরেকজন লোক বেরিয়ে এল। হালকা পাতলা গড়ন তার। একে চিনতে পারল মার্কস। সতর্ক রাইফেলঅলার পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। ব্রেস স্টিগার, সমভূমির অন্যতম ক্যাটলম্যান। এতক্ষণে স্বস্তির সঙ্গে আবার সহজ হয়ে স্যাডলে বসল পল মার্কস। যা আশঙ্কা করেছিল পরিস্থিতি ততটা নাজুক না, যা হোক!

'ব্যাপারখানা কি, স্টিগার?' জানতে চাইল ও।

প্রশ্নটা করার সময় আবার সামনে এগোতে শুরু করল। এবার ওর বুকের দিকে অস্ত্র তাক করল প্রথম রাইডার। কিন্তু ব্রেস স্টিগার একটা হাত বাড়িয়ে একপাশে ঠেলে দিল রাইফেলের ব্যারেলটা। তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল যেন নীরবতায়।

'ওকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, বাক,' বলল সে। 'আমি ওকে চিনি।' একটু থেমে এবার মার্কসের কাছে জানতে চাইল। 'তুমি একা?'

'একা,' মাথা দুলিয়ে বলল মার্কস। 'কিন্তু তোমরা এখানে এসেছ কি জন্যে?' পাল্টা প্রশ্ন করল।

'বিল মোরহেডের খবর পাওনি তুমি?' বলল স্টিগার।

'তা পেয়েছি, সেজন্যেই তো আসা,' জানাল মার্কস।

'আমাদের আসার কারণও এক,' বলল স্টিগার, তারপর আবার যোগ করল, 'শেষ রাতের দিকে খবরটা জানতে পাই আমি, ব্যস, ঝটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আগেভাগে এসে দখল করে নিতে হবে র‍্যাঞ্চটা, আর কেউ হাজির হবার আগেই; তো আজ ভোর হবার আগেই হাজির হয়েছি লোকজন নিয়ে।'

'অর্থাৎ,' বলল পল মার্কস, 'এবার নির্ধারিত সময়ের আগেই চেরোকি মালভূমির ওপর সামার রেঞ্জে গরুর পাল নেয়ার কথা চিন্তা করছ তোমরা, তাই ওখানে যাবার পথটা পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে চাইছ, নাকি?'

'বিলকুল ঠিক,' বলল স্টিগার। 'কিন্তু রেনিসন কি মতলবে পাঠিয়েছে তোমাকে বলো তো?' জিজ্ঞেস করল সে, 'র‍্যাঞ্চটা দখল করার জন্যে—যাতে

ট্রেইলটা আটকাতে পারে, তাই না? তোমার স্যাডলের পেছনে বাঁধা মালপত্র দেখে তো মালুম হচ্ছে বেশ কিছুদিন এখানে থাকার মতলব নিয়েই আসা হয়েছে!' মাথা দুলিয়ে মার্কসের রসদপত্রের বস্তাটার দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাটলম্যান।

আস্তে করে মাথা নাড়ল মার্কস, বলল, 'র‍্যাঞ্চের দখল নিতে এসেছি বটে, তবে রেনিসনের হুকুম মোতাবেক নয়। ওঅর-হ্যাচেটের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। আজ সকালে ওখান থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

সমভূমির অধিবাসী ব্রেস স্টিগারের গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে; শেকড় সন্ধানী মানুষ সে জন্মগতভাবেই; কোথাও একবার গ্যাঁট হয়ে বসলে তাকে নড়ানো অসম্ভব। প্রকৃতি তাকে কঠিন করে গড়ে তুলেছে। কারও কথায় সহজে ভোলার নয়। মার্কসকেও বিশ্বাস করল না সে।

'শুনতে চমৎকার লাগছে বটে কথাটা!' ব্যঙ্গের সুরে বলল স্টিগার। 'এমনও হতে পারে এটা ম্যাট রেনিসনের একটা চাল। তুমি যদি রেনিসনের হুকুম মোতাবেক দখল নিতে না এসে থাকো তাহলে কার স্বার্থে কাজটা করতে চাইছ?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সে।

'কারও না, নিজের জন্যেই দখল নিতে এসেছি,' শান্ত কণ্ঠে স্টিগারকে জানাল মার্কস। 'কারণ র‍্যাঞ্চটা এখন আমার। লেযি-এম আউটফিটের সব কিছু মৃত্যুর আগে একটা উইল করে আমাকে লিখে দিয়ে গেছে বিল মোরহেড। বোধ হয় জানো না তুমি?'

'না,' চটপট জবাব দিল স্টিগার। 'তোমার কথা ঠিক কিনা খতিয়ে দেখতে হবে আমাকে। ব্যাপারটা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না আমার!'

'আমারও না!' বলে উঠল রাইফেলধারী লোকটা, বাক যার নাম। 'এলোক ওঅর-হ্যাচেট হ্যান্ড, তাই না?' জানতে চাইল সে।

'শেষবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাই ছিল,' বলল ব্রেস স্টিগার। 'ওর নাম পল মার্কস,' যোগ করল সে, 'ওঅর-হ্যাচেটের সেগানদো।'

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন রাইডার কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। দরজা গলে কড়া কফির সুবাস এসে লাগল মার্কসের নাকে। খুব সকালে এখানে এসেছে, তাই এখন নাশতার তোড়জোড় করছে লোকগুলো, বুঝতে পারল ও।

মেজাজ সামলে রাখল। ওদের আচরণের মানে জানে ও। সহজ ব্যাপার। কিংফিশার ক্রিক আর বুচারনাইফ রিজের মাঝখানে দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেইল দিয়ে এতদিন ধরে মালভূমির সামার রেঞ্জে গরুর পাল নিয়ে গেছে ওরা। ট্রেইল উন্মুক্ত থাকার ব্যাপারটা ওদের কাছে অত্যন্ত জরুরি। ওই ট্রেইলটা একবার বন্ধ হয়ে গেলে মহা মুসিবতে পড়ে যাবে ওরা। গ্রীষ্মকালে কেবল সমভূমির ঘাসের ওপর

নির্ভর করে গরু পোষা যাবে না। প্রচুর গরু মারা পড়বে খাদ্যের অভাবে।

বিল মোরহেড যতদিন বেঁচে ছিল হার্ড ট্রেইল ব্যবহারের ব্যাপারে কোন বাধা পেতে হয়নি। কিন্তু এখন সে মারা যাবার পর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, লোকগুলো তাই নিশ্চিত হতে চাইছে যেন আর কেউ এসে তাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে বেকায়দা অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারে।

'তোমাকে বিশ্বাস করানোর বোধ হয় একটাই উপায় আছে, ব্রেস,' শান্ত কণ্ঠে স্টিগারের উদ্দেশে বলল মার্কস। 'এক কাজ করা যাক, তোমার লোকদের র‍্যাঞ্চটা পাহারা দিতে বলে আমার সঙ্গে ওঅর্ম ক্রিকে চলো। নিজেই পিট রোডসের সঙ্গে আলাপ করে নিঃসন্দেহ হতে পারবে। দরকার মনে করলে উইলটা পড়ে নিয়ো। তোমার কাছে কিছুই গোপন করছি না আমি। সত্যি, ওঅর-হ্যাচেটের সঙ্গে এখন আর কোন সম্পর্ক নেই আমার।'

আবারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পল মার্কসকে জরিপ করল ব্রেস স্টিগার, অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল শেষ পর্যন্ত।

'কথাটা অবশ্য মন্দ বলোনি,' স্বীকার করল সে। 'ঠিক আছে, সেটাই ভাল হবে।' এবার সঙ্গীদের দিকে নজর ফেরাল স্টিগার। 'এখানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো তোমরা, বয়েজ,' বলল সে। 'আমি না ফেরা পর্যন্ত কাউকে পা ফেলতে দেবে না! যত অজুহাতই দেখাক! ঠিক আছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সবাই।

এবার একটা ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল স্টিগার।

স্যাডল থেকে নামল পল মার্কস। 'আমি জিনিসপত্র নামাচ্ছি,' বলল ও, 'এখানেই রেখে যাব এগুলো, বুঝতেই পারছ, আবার ফিরে আসার কথা ভাবছি আমি।'

স্টিগারের সঙ্গীদের কঠিন সন্দেহ মেশানো দৃষ্টির সামনে স্যাডল থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে কেবিনের এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখল মার্কস। প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু মেনে নেবে না এরা, আপন মনে ভাবল ও। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে আবার স্যাডলে উঠে বসল মার্কস, তারপর স্টিগারকে বলল, 'ঠিক আছে, ব্রেস, এবার চলো। সময় নষ্ট করে কাজ নেই।'

র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। বেঞ্চ-ল্যান্ডের কাঁধের ওপর থেকে নেমে এল, তারপর আঁকা-বাঁকা ট্রেইল ধরে ঢাল বেয়ে দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে চলল। নিচে মাইলের পর মাইল জায়গা জুড়ে নেমে গেছে বিস্তৃত ঢাল, ওদিকে এখনও সকালের হালকা কুয়াশার আস্তরণ দেখা যাচ্ছে, সকালের নবীন সূর্যের উত্তাপকে ঠেকিয়ে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন। দূরের বিস্তৃত সমভূমিকে মহাসমুদ্রের মত লাগছে। রুক্ষ কঠিন জায়গা; ঠিক ওখানকার মানুষগুলোর মতই।

ব্রেস স্টিগারই অবশেষে নীরবতা ভাঙল।

'বিল মোরহেডের মৃত্যু আর উইলের খবর কি করে জানলে তুমি, মার্কস?' জিজ্ঞেস করল ক্যাটলম্যান।

'ড্যান অরসন বলেছে,' অল্প কথায় জবাব দিল মার্কস। 'সাত-সকালে ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিল ডেপুটি। সত্যি বলতে কি প্রথমে ওর কথা বিশ্বাস করতে তোমাদের মত কষ্ট হয়েছে আমারও—মানে উইলের কথা বলছি আমি। কিন্তু ড্যান জোর দিয়ে বলেছে এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া, জানোই তো বাজে কথা বলার লোক নয় অরসন।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ব্রেস স্টিগার, 'তেমন লোক সে নয়।'

আবার নীরবতা নামল। মাইলের পর মাইল পথ পেছনে ফেলে এল ওরা। এক সময় মালভূমির সীমানা বরাবর বাঁক নিল। কোন কথা বলছে না ওরা।

ওঅর্ম-ক্রিকের কাছাকাছি পৌঁছে গেল দুজন।

স্টিগারই আবার নীরবতা ভেঙে কথা বলল।

'সুবিশাল এক দেশ এটা,' বলল সে, 'কোন নিশানা না রেখেই অনেক লোক হারিয়ে যায় এখানে। আবার এমন কিছু মানুষ থাকে যারা বিদায় নিলে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সব সময় তাদের অভাব অনুভূত হয়। বিল মোরহেড ছিল তেমনি মানুষ। কোনদিন অহংকার দেখাত না সে, নিজের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করেনি কখনও, বড় বড় বুলিও ছাড়েনি। তারপরও কি যেন ছিল ওর মাঝে, টানত সবাইকে। আমার চেনাজানা যে কোন লোকের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় চরিত্র ছিল মোরহেড। আমাদের সঙ্গে সব সময় ভাল ব্যবহার করত বলেই এসব বলছি না কিন্তু। তা নয় ব্যাপারটা। আমরা যে এত পরিশ্রম করি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলি-কেন? যাতে আরও বেশি আরামে থাকতে পারি সেজন্যে, তাই না? কিন্তু বিল মোরহেডের বেলায় এটা কঠিন কিছু ছিল না। আকাশ আর মাটির কাছের মানুষ ছিল সে, প্রকৃতির কাছ থেকেই সব আনন্দ-সুখ লাভ করেছে। জীবনে এমন চমৎকার কিছু জিনিস উপভোগ করেছে সে যার জন্যে কোন পয়সা খরচা করতে হয়নি তাকে। একেবারে অন্যরকম মানুষ ছিল সে। ওকে যে গুলি করেছে একবার যদি ব্যাটাকে হাতের কাছে পাই, পিস্তলটা ঠেসে দেব গলার ভেতর—মনে করব জীবনে বিরাট কোন পুণ্য করেছিলাম হয়ত যার বিনিময়ে খোদা আমার আশা পূরণ করেছে। হ্যাঁ—বিশ্বাস করো, মিথ্যা বলছি না আমি!' আবেগাপ্লুত হয়ে গেল স্টিগারের কণ্ঠস্বর।

সমভূমির ছিপছিপে লোকটার মুখে এধরনের কথা শুনে অবাক হল পল মার্কস। ঝট করে স্টিগারের দিকে একবার তাকাল সে। 'কথাগুলো স্পষ্ট করেই বলেছ তুমি, ব্রেস, জানি মিথ্যা বলোনি।'

একটা মোটা-সোটা পাইপ বের করল স্টিগার, তামাক ভরতে শুরু করল ওটায়।

'জানি, এ ব্যাপারে আমার মাথা ঘামানো ঠিক না,' বলল সে, 'তবু বলছি, র‍্যাঞ্চে তোমার কথা থেকে আমার ধারণা জন্মেছে উইলের কথা না শুনলেও বোধ হয় ওঅর-হ্যাচেটের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে তুমি, মনস্থির করে ফেলেছিলে একেবারে। তোমার সঙ্গে ম্যাট রেনিসনের বোধ হয় কোন ঝামেলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল মার্কস। 'এসব ব্যাপার কেমন হয়ে থাকে, জানোই তো। ছোটখাট ঘটনা থেকে এক সময় বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে। ঠেকানো যায় না।'

'ম্যাট রেনিসন লোকটা কেমন যেন,' বলল স্টিগার, তবে তার কণ্ঠে কোন রকম বিদ্বেষ প্রকাশ পেল না। 'পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে থাকলেও বোধ হয় তাকে চিনতে পারব না আমি।'

'তুমি কেন, কেউই পারবে না।' শুষ্ক কণ্ঠে বলল মার্কস।

নিতান্ত আলস্যের সঙ্গে যেন একটা নতুন দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে ওঅর্ম-ক্রিক শহর। দালান-কোঠার জানালার কাঁচে রোদের আলো ঠিকরে যাচ্ছে; অলস ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে চিমনি দিয়ে বেরুনো ধোঁয়া।

স্যাম ওয়েলডনের স্টোরের দোতলায় পিট রোডসের অফিস। স্টোরের সামনে এসে ঘোড়া থামাল মার্কস আর স্টিগার। স্যামের পোষা বুড়ো কুকুর বাস্টার স্টোরের বারান্দার ওপর দিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এল মার্কসের দিকে, একটু থেমে ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও।

ইতিমধ্যে তার নির্দিষ্ট জায়গা—দরজার পাশে বেঞ্চে—এসে বসে পড়েছে জ্যাক পয়ার, মাথা দুলিয়ে ওদের স্বাগত জানাল সে।

'গুড মর্নিং, জেন্টলমেন,' বলল আন্তরিক কণ্ঠে।

জবাবে মাথা দোলাল ওরাও, তারপর সিঁড়ি বেয়ে পিট রোডসের অফিসের দিকে উঠতে শুরু করল।

ব্রেস স্টিগার বলল, 'আজব চিড়িয়া, মানে জ্যাক পয়ারের কথা বলছিলাম। এমন কোন দিন নেই যেদিন শহরে এসে ওকে ওই বেঞ্চটাতে বসে থাকতে দেখিনি। স্রেফ বসে বসে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে। তাকে কোনদিন কোন কাজ করতে দেখিনি; কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি। তবু তার দিন চলে যাচ্ছে, দিনকে দিন চর্বির পাহাড় জমছে শরীরে। ব্যাপারটা গবেষণার দাবি রাখে কিন্তু! বিনা কাজে বেঁচে থাকা অবিশ্বাস্য ব্যাপার! টাকা পয়সা আসে কোত্থেকে!' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মার্কসের দিকে তাকাল ক্যাটলম্যান।

হাসল মার্কস। 'পিট রোডস জ্যাক পয়ারের নাম দিয়েছে শহরের

অনাকাঙ্ক্ষিত বিবেক।' বলল ও। 'যে লোক দুপেগ মদ খেয়ে অভ্যস্ত সে যদি হঠাৎ কোনদিন তিন পেগ খেয়ে ফেলে কিভাবে যেন সেই খবর পেয়ে যায় পয়ার। কোন কিছুই তার নজর এড়ায় না।'

অফিসে ডেস্কের ওপর পা তুলে বসে আছে পিট রোডস, এমনভাবে চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছে শরীরটাকে মনে হচ্ছে শোল্ডার ব্লেডের ওপরই সমস্ত ওজন ছেড়ে দিয়েছে। পিট রোডস লম্বা অথচ হালকা মানুষ, শরীরের জোড়াগুলো দুর্বল, টান লাগলেই যেন খুলে আসবে। তার চেহারায় এক ধরনের বুদ্ধির দীপ্তি খেলা করছে। লম্বাটে চেহারা, মাথায় অবিন্যস্ত বাদামী ঝাঁকড়া চুল।

অফিসের দরজা খোলাই ছিল, সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ল মার্কস আর স্টিগার।

'তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম, পল,' ওদের দেখে বলল রোডস, স্টিগারের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি কি বিশেষ কোন প্রয়োজনে এসেছ, স্টিগার?'

কাঁধ ঝাঁকাল সমভূমির ক্যাটলম্যান, তারপর বলল, 'আমাকে একটা জিনিস দেখাবে বলে এখানে নিয়ে এসেছে মার্কস-বিল মোরহেডের উইল!'

'ওহ?' মার্কসের দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল পিট রোডস।

লেযি-এম-এ আজ সকালের অভিজ্ঞতা তার কাছে ব্যাখ্যা করল পল মার্কস।

'ব্রেসকে আমার কথা বিশ্বাস করাতে পারিনি আমি,' উপসংহারে বলল ও, 'তাই আমার সঙ্গে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি ওকে যাতে নিজের চোখে দেখে নিঃসন্দেহ হতে পারে। বিশ্বাস না করায় আমি অবশ্য দোষ দিই না ওকে, কারণ ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেই এখনও অবিশ্বাস্য ঠেকছে। ড্যান অরসন যেমন বলেছে, উইলটা এত সহজ সরল মানতে পারছি না আমিও।'

'ড্যান তোমাকে ঠিক খবরই দিয়েছে, পল,' বলল পিট রোডস। কেঁচোর মত কিলবিল করে নিজের চেয়ার ছেড়ে আস্তে উঠে দাঁড়াল ল-ইয়ার, যেন একটা একটা করে শরীরের একেকটা অংশ উঠে আসছে। ছোট একটা আয়রন সেফের দিকে এগিয়ে গেল সে। অফিসের দূরবর্তী কোণে রয়েছে ওটা।

সেফ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ নিয়ে আবার ফিরে এল মার্কসদের কাছে।

'নিজে পড়তে চাও এটা, স্টিগার?' জিজ্ঞেস করল সে। 'নাকি আমিই পড়ে শোনাব?'

'আরে, তুমিই পড়ো, পিট!' বিরক্তি প্রকাশ করে বলল ব্রেস স্টিগার। 'আমার কোন আপত্তি নেই। কোন রকম ঝামেলা বা গ্যাঞ্জাম পাকাতে এখানে আসিনি আমি। আসলে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে গেছে যার কারণে একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছি আমি। এখন আশা করছি বিল মোরহেড মারা গেলেও কিছু কিছু ব্যাপার

আগের মতই থাকবে। তবে নিশ্চিত হতে চাইছি আরকি। তুমি পড়ে শোনাও ওটা।'

উইলটা পড়ল পিট রোডস।

পড়া শেষ হলে মাথা দোলাল স্টিগার। 'ঠিকই তো আছে মনে হয়,' 'বলল সে। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, পল। ঠিক আছে, আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি, আমার লোকজন নিয়ে সরে যাব লেযি-এম থেকে। রেঞ্জটা যখন তোমার, ওটা তোমারই হেডকোয়ার্টার।'

কথা শেষ করে বিদায় নেবে বলে ঘুরে দাঁড়াল ব্রেস স্টিগার। কিন্তু পল মার্কসের কথায় আবার থামতে হল তাকে।

'একটু দাঁড়াও, ব্রেস,' বলল মার্কস, 'পুরো ব্যাপারটা তোমার কাছে কিংবা আর কারও কাছে যেমন, ঠিক আমার কাছেও তেমনি অস্বাভাবিক। কিন্তু তারপরও সত্যি, সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। র‍্যাঞ্চটা আমাকে লিখে দিয়ে গেছে মোরহেড। কিন্তু র‍্যাঞ্চ ছাড়াও বোধ হয় একটা জিনিস দিয়ে গেছে সে আমাকে, উইলে যার উল্লেখ নেই—না বলা একটা দায়িত্ব বলতে পারো—বলতে পারো রক্তের ঋণ। আসলে আমাকে বিল তার বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেছে। বিল বিশ্বাস করত পৃথিবীতে সবাই সমান, এই মাটির ওপর সবার দাবি আছে। আমিও সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব। তুমি তো সমভূমিতে ফিরে যাচ্ছ, তুমিই খবরটা পৌঁছে দিয়ো সবাইকে। জো কার্লাইল সহ সবাইকে জানিয়ে দেবে এতদিন যারা মালভূমির সামার-রেঞ্জে ব্যবহার করে এসেছে তাদের জন্যে আগামীতেও উন্মুক্ত থাকবে ওটা, ঠিক বিল মোরহেড বেঁচে থাকতে যেমন ছিল। কোন পরিবর্তন হবে না।'

আধপাক ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ব্রেস স্টিগার, মার্কসের কথা শেষ হবার আগেই পুরোপুরি ঘুরে এগিয়ে এল আবার। চেহারায় পরিষ্কার স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে, সব কাঠিন্য ভেদ করে।

'সত্যি বলছ?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল সে।

মাথা দোলাল মার্কস। 'অবশ্যই,' বলল ও, 'বিল মোরহেডের যখন তাতে অসুবিধা হয়নি আমার বেলায়ও হবে না। নিশ্চিন্তে সামার-রেঞ্জ ব্যবহার করো তোমরা।'

হাত বাড়িয়ে দিল স্টিগার। 'খাঁটি একটা কথা বলেছ তুমি, পল-কোন তুলনা হয় না। অনেকের কাছেই খবরটা আশীর্বাদের মত মনে হবে!'

স্পারের আওয়াজ তুলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল ব্রেস স্টিগার। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

'আবার কারও জন্যে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে নিঃসন্দেহে!' বিড়বিড় করে

বলল পিট রোডস। উইলটা মাকসের দিকে এগিয়ে দিল। 'চোখ বুলিয়ে দেখো একবার!'

আস্তে আস্তে মনোযোগ দিয়ে উইলটা পড়ল পল মার্কস। মৃত্যুপথযাত্রী বিল মোরহেডের শেষ কথা ছিল এগুলো, যদিও লেখার সময় গুছিয়ে নিয়েছে রোডস, প্রয়োজন মাফিক আইনের ভাষা প্রয়োগ করেছে সে; কিন্তু কাগজটার নিচে আঁকাবাঁকা হরফে কোনাকুনিভাবে দেয়া স্বাক্ষরটা—ওটা বদলানোর কিংবা নকল করার সাধ্য কারও নেই। বিল মোরহেডেরই স্বাক্ষর। ওর জীবনের শেষ কাজ। উইলিয়াম এ. মোরহেড। নামটা এভাবেই লিখত সে সবসময়। বিলের স্বাক্ষরের নিচেই রয়েছে সাক্ষীদের স্বাক্ষর। পিট রোডস, ডক হ্যামেল আর ড্যান অরসন সাক্ষী দিয়েছে।

'উইলটা কি বৈধ, পিট?' পড়া শেষ করে জানতে চাইল মার্কস, 'আদালতে টিকবে?'

'কেয়ামত পর্যন্ত,' জানাল রোডস।

চিবুক চুলকাল পল মার্কস। 'কিন্তু আমাকে কেন বেছে নিল বুঝতে পারছি না। ওকে ভাল করেই চিনতাম আমি—সম্ভবত অন্য যে কারও চেয়ে একটু বেশিই—তবু আমার মাথায় ঢুকছে না। বিল মোরহেডের কি কোন আত্মীয়-স্বজন নেই কোথাও?'

মাথা নাড়ল পিট রোডস। 'না, পল,' বলল সে। 'এ ব্যাপারে বিলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। ব্যাপারটা নিয়ে আমিও কিন্তু যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করেছি। দুটো সম্ভাব্য কারণ মাথায় এসেছে আমার। একটু আগে তার একটার সত্যতার প্রমাণ দিয়েছ তুমি, বুঝিয়ে দিয়েছ বিল মোরহেডের বিবেচনায় খুঁত ছিল না। সমভূমির ক্যাটলম্যানদের জন্যে—সামার রেঞ্জ উন্মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তুমি। তোমার কোন কথা কিংবা আচরণে হয়ত বিল মোরহেডেরও মনে ধারণা জন্মেছিল তার অবস্থানের প্রতি তোমার নৈতিক সমর্থন রয়েছে। সেজন্যেই তোমাকে বেছে নিয়েছে সে, ভুল হয়নি তার। আর দ্বিতীয় কারণটা হল—স্বীকার করছি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি আমি—ম্যাট রেনিসনের মেজাজ—মর্জি আর চরিত্র সম্পর্কে তোমার চেয়ে পরিষ্কার ধারণা আর কারও নেই।'

ছোট হয়ে গেল মার্কসের চোখজোড়া। 'এসবের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?' জানতে চাইল।

কাঁধ ঝাঁকাল পিট রোডস। 'ফ্লোরেনদের কথা বাদ দিলে আর কাউকে চেনো তুমি—রেনিসন ছাড়া—যে চায়, কায়মনোবাক্যে চায়, কিংফিশার ক্রিক বরাবর চলে যাওয়া ড্রাইভট্রেইলটা বন্ধ হয়ে যাক? যাতে সমভূমির গরুগুলো আর সামার রেঞ্জে নেয়া না যায়?'

'নাহ্,' নিচু গলায় স্বীকার গেল মার্কস, 'চিনি না।'

'তো,' আবার বলল পিট রোডস, 'ম্যাট রেনিসনের মাথাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তাটা—সারাক্ষণ। আসলে সুদূরপ্রসারী একটা পরিকল্পনা রয়েছে তার, অন্তত আমার তাই ধারণা, কারণ মানুষটা উচ্চাকাঙক্ষা ছাড়াও আরও অনেক রোগে ভুগছে—অহংকার তার একটা—সীমাহীন অহংকার। দুনিয়াটা হাতের মুঠোয় পেতে চায় সে, নিদেনপক্ষে ছোটখাট একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে সে, নিঃসন্দেহে। এই যে, দেখো!'

টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিল পিট রোডস, তারপর দ্রুত হাতে ম্যাপ আঁকতে শুরু করল একটুকরো কাগজে।

'এই যে, এটা হল চেরোকি প্ল্যাটো রিম,' আঁকা শেষ করে বলল সে, 'আর সমভূমি রয়েছে এখানে। মাঝখানের পুরোটাই স্লোপ-রেঞ্জ। কিংফিশার ক্রিকটা রিম থেকে এদিক দিয়ে সোজা নেমে এসেছে। আমার ধারণা অনুযায়ী কিংফিশার ক্রিকের মাইল পাঁচেক পশ্চিম থেকে নেমেছে ওঅর্ম-ক্রিক। কিংফিশারের পুব দিককার ঢাল ওঅর-হ্যাচেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে; ওদিকে ওঅর্ম-ক্রিকের পশ্চিমের গোটা এলাকা ফ্লোরেনদের দখলে। ওই দুটো রেঞ্জের মাঝখানে পড়েছে তোমার লেযি-এম রেঞ্জ। এতদিন বিল মোরহেডের ছিল, এখন ওটা তোমার। ওঅর-হ্যাচেট আর ফ্লোরেনদের রেঞ্জ যদি জোট বেঁধে লেযি-এম রেঞ্জ দখল করে নিতে পারে, দুটো রেঞ্জ একত্রিত করার পর কি দাঁড়াবে ব্যাপারটা বলতে পারো?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পল মার্কসের দিকে তাকাল ল-ইয়ার।

অস্থিরভাবে নড়ে উঠল মার্কস। 'পুরো চেরোকি টেরিটোরির একচ্ছত্র অধিপতি বনে যাবে ওরা,' বলল ও, 'ঢাল আর চূড়া ওদের দখলে চলে যাবে। এক কথায় এটাকে অনায়াসে একটা সাম্রাজ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেক দূরে বাড়িয়েছ তোমার আঙুলটা, পিট, এমন একটা দৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করছ যেখানে একজন মানুষকে অ্যাম্বুশ থেকে হত্যা করা হয়েছে।'

'যা ইচ্ছা বলতে পারো ব্যাপারটাকে,' বলল পিট রোডস, 'যা মন চায় তোমার। যদিও খুন-খারাবির ব্যাপারস্যাপার ড্যান অরসনের এখতিয়ারে, আর আমিও চাইব ও যেন আসল আসামীকে পাকড়াও করতে পারে। কিন্তু হত্যাকাণ্ড বাদে অন্যান্য যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না তুমি। যা অনিবার্য তার কথাই বলছি আমি। অন্ধ হলেই তো আর প্রলয় বন্ধ হবে না!'

'আমরা কিন্তু অন্য বিষয়ে আলোচনা করছিলাম,' রোডসকে মনে করিয়ে দিল মার্কস, 'বিল মোরহেড কেন আমাকে বেছে নিল বোঝার চেষ্টা করছিলাম আমরা।'

'তাই তো বলার চেষ্টা করছি আমি, পল, কারণ ম্যাট রেনিসনকে চেনো তুমি, তার চিন্তা ভাবনার প্যাটার্ন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখো। সুতরাং একমাত্র

তোমার পক্ষেই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। বিল মোরহেড তোমাকে একটা র‍্যাঞ্চের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে, পল, আর লড়াই করার জন্যে একটা ইস্যু দিয়ে গেছে। এমন একজন লোকের জায়গায় দাঁড়িয়েছ তুমি একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়ানোর অপরাধে যাকে অ্যাম্বুশ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। একটু রূঢ় হয়ে গেল কথাটা। তবে এটাই আসল কথা। তুমি বলেই বললাম। অন্তর দিয়েই কথাটা বিশ্বাস করি আমি।'

একটা সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল মার্কস, ওর দৃষ্টি গম্ভীর, চিন্তান্বিত। 'যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারব,' বিড়বিড় করে বলল ও, 'আমার মনের কথাও বলব তোমাকে।'

'আবার যুক্তির কথায় ফিরে আসি, পল,' বলল পিট রোড্স। 'হঠাৎ করে কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। একটা মানুষ দুর্ঘটনাক্রমে ঘোড়া থেকে পিছলে পড়ে গেলে ঘাড় মটকে মারা যেতে পারে সে। সেক্ষেত্রে আমরা তার অদৃষ্টের দোষ দিই, কিংবা অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু বিল মোরহেডকে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছে স্যাডল থেকে। তার মানে কারও না কারও হাত আছে এতে। স্রেফ মজা করার জন্যে নিশ্চয়ই এধরনের কাজ করে না কেউ, করে? গুপ্তহত্যার পেছনে একটা উদ্দেশ্য কাজ করে। বিশেষ মতলব থাকে। একটা লোক ওদের পরিকল্পনায় বাদ সেধেছিল, তাই ওরা তাকে সরিয়ে দিয়েছে। সেটা কি?'

অফিস কামরায় বার কয়েক পায়চারি করল পল মার্কস। 'ইশ্, পিট,' বিড়বিড় করে উঠল ও, 'তোমার উকিলের মাথাটায় বড্ড ধার, একটা কিছু পেলে একেবারে নিংড়ে সব রস বের করার জন্যে খেপে যাও—কিছু একটা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত থামাথামি নেই। তোমার ধারণা ঠিক হলে, বিল মোরহেড একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই তাকে হত্যা করা হয়েছে; সেক্ষেত্রে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে?' জানতে চাইল মার্কস।

'বিলের মতই, আর কি? সব সময় সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে তোমাকে। এখন থেকে নিচু হয়ে স্যাডলে বসো, পল, আর ন্যাড়া রিজগুলোর চূড়া যথাসম্ভব এড়িয়ে চলো; কারণ এবার তোমার পিছু নেবে আজরাইল, কাউবয়!'

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পুরনো একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল রোড্স, পরক্ষণে স্যাঁৎ করে ছুঁড়ে মারল অফিসের খোলা দরজার দিকে, একটা চাপা খসখসে শব্দ ভেসে এসেছিল ওদিক থেকে, ছোট হলওয়ে আর সিঁড়ির গোড়ায়।

'যাহ্, ভাগ!' চেঁচিয়ে উঠল রোডস। তারপর মার্কসকে জানাল। 'ধাড়ি ইঁদুরগুলোর যন্ত্রণায় আর পারছি না, পল! পুরো দালানটা দখল করে নিয়েছে শয়তানগুলো। রাতে একবার এখানে ঘুমিয়ে দেখো। কি আওয়াজ, যেন সিঁড়ির

এমাথা ওমাথায় রেসের ঘোড়া হাঁকাচ্ছে! স্টোরের স্যাম ওয়েলডনকেও পাগল বানিয়ে ফেলেছে বজ্জাতগুলো! যাক গে, যে কথা বলছিলাম, উইলের প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার। ফোর্ট ডেভলিনে গিয়ে জাজ আর্থারের কোর্টে রেকর্ড করা, ইত্যাদি আইনগত কিছু আনুষ্ঠানিকতা সারতে হবে। চিন্তা কোরো না, তোমার হয়ে আমি করে রাখব সব, পল। কাজগুলো শেষ হলে খবর দেব তোমাকে, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, খরচপাতি যা লাগে করবে, বিল করে দিয়ো আমার নামে। কষ্ট করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, পিট।'

'তোমার জন্যে—বিল মোরহেডের জন্যে কিছু করতে পারা আমার জন্যে আনন্দের ব্যাপার, পল। কিন্তু তুমি যেন মুহূর্তের জন্যেও ভুলো না কথাটা, তোমার ওপর এবার আজরাইলের নজর পড়েছে!'

ছয়

পিট রোডসের অফিস থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় পল মার্কস ভাবল স্যাম ওয়েলডনের স্টোর থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। শহরে এসেছে যখন কাজটা সেরে যাওয়াই ভাল। ওদিকে বিল মোরহেডের লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের গ্রাব-শেলফের কি অবস্থা জানে না ও। কি পরিমাণ খাবার মজুদ আছে ওখানে কে জানে! এখন নিজে একটা আউটফিটের মালিক সে, আরও অনেক কিছুর মত খাবার নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে ওকে, যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ওঅর-হ্যাচেটে থাকতে খাবারের প্রয়োজন হলে সময় মত সোজা কুক-শ্যাকে ঢুকে পড়লেই হত। রসদপত্র জোগাড় কি রান্নাবান্না, সবই ছিল অন্য লোকের দায়িত্ব, ওকে কখনোই মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু এখন হবে। নিজের হাতে রান্নার কাজ করতে পারবে তো সে? হালকা চালে আপনমনে প্রশ্ন করল মার্কস। দেখাই যাক!

স্টোরের দরজার পাশে আগের মতই আয়েস করে বসে আছে জ্যাক পয়ার, পুরনো পাইপটায় টান দিচ্ছে আপনমনে।

মার্কস এগিয়ে যেতেই মুখ তুলে তাকাল সে।

'বিল মোরহেডের মৃত্যুসংবাদটা অত্যন্ত দুঃখজনক, পল,' বলল জ্যাক, 'বড় ভাল মানুষ ছিল!'

'হ্যাঁ!' সায় দিল মার্কস, 'বড় ভাল মানুষ ছিল। শহরের নতুন কোন খবর আছে, জ্যাক?' জানতে চাইল ও।

জ্যাক পয়ারের ঠোঁটে মুহূর্তের জন্যে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল।

'লোকজন বলাবলি করছে—গতকাল বিকেলে নাকি স্পেন্স ফ্লোরেন দারুণ এক প্যাঁদানী খেয়েছে,' বলল লোকটা, 'আর অ্যাল রেনিসনের গায়ে কার যেন নোংরা হাতের নিষ্ঠুর আঘাত লেগেছে। এমন একটা ঘটনা ঘটার পর তো আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার কথা—সেটা দেখব বলেই বসে আছি আমি।'

'ধন্য আশা কুহকিনী, জ্যাক!' শুষ্ক কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল পল মার্কস, 'পৃথিবীর মানুষগুলোর ছোটখাট ঘটনায় আকাশের তারা খসে পড়ে না।'

স্টোরে পা রাখল মার্কস।

পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল জ্যাক পয়ার, রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল।

স্টোরের অন্ধকার কোণে একটা ঝাড়ু দিয়ে বাক্সের স্তূপের পেছনে একনাগাড়ে বাড়ি মেরে চলেছে স্যাম ওয়েলডন, হিংস্র চেহারায় খিস্তি করছে অবিরাম।

দেখে হেসে ফেলল মার্কস, উৎসাহ জোগাল তাকে। 'আরও জোরে, স্যাম! আরও জোরে!'

বিরক্ত চেহারায় ক্ষান্ত দিল স্টোরকিপার, হাত দিয়ে ঘামে ভেজা কপাল আর ভুরু মুছল। 'কি বলব, বিশ্বাস করবে না, একেকটা ইঁদুর প্রায় কয়োটের সমান!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'এইমাত্র আমার কাউন্টারের ওপর দিয়ে ছুটে গেল! আমার দিকে তাকিয়ে মুখও ভেঙিয়েছে হারামজাদা! উঁহুঁ, একটা বেড়াল আনার ব্যবস্থা না নিলে আর চলছে না; নাহ, একটায় কোন কাজ হবে না, অন্তত ডজন খানেক লাগবে; তা নাহলে হতচ্ছাড়া ইঁদুরগুলো পুরো দালানটাই দখল করে ফেলবে একদিন। পালাতে হবে আমাকে।'

'গোটা দুয়েক র‍্যাটলস্নেক আনলে কেমন হয়, স্যাম?' ঠাট্টার সুরে বলল মার্কস, হাসছে, 'পাহাড়ে একবার এক ওল্ডটাইমারের কাছে শুনেছিলাম ঘরের আঙিনায় গোটা কয়েক র‍্যাটলস্নেক ছেড়ে দিলে ইঁদুরের বংশ নাকি নাশ হয়ে যায়। বুদ্ধিটা তোমার কাজে লাগবে, স্যাম, চেষ্টা করে দেখতে পারো। বললে আমিই তোমার জন্যে একজোড়া সাপ জোগাড় করে দিতে পারি!'

'র‍্যাটলস্নেক! আমার স্টোরে!' আঁতকে উঠল স্যাম ওয়েলডন, 'মাথা খারাপ!'

একএক করে জিনিসের নাম বলে গেল পল মার্কস, কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ওয়েলডন। 'তুমি আবার ভেব না খদ্দের তাড়াতে চাইছি আমি,' বলল সে, 'কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করো, তুমি যেসব জিনিসের নাম বললে তার অনেক

কিছুই গতকাল লিয়া রেনিসন আর ডাস্টি এলিয়ট নিয়ে গেছে ওঅর-হ্যাচেটের জন্যে!'

'ওঅর-হ্যাচেটের জন্যে এসব কিনছি না, স্যাম, নিজের জন্যে নিচ্ছি,' বলল মার্কস।

'বলো কি!' বলে উঠল ওয়েলডন, 'অন্য কোথাও আস্তানা গাড়ছ নাকি?'

'ঠিক ধরেছ।' এবার বিল মোরহেডের বিস্ময়কর উইলের কাহিনী স্টোরকিপারকে জানাল মার্কস।

'ইয়া খোদা!' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল স্যাম ওয়েলডন, 'বলোকি, চিন্তাও করা যায় না! হঠাৎ একটা র‍্যাঞ্চের মালিক বনে যাওয়া! বাজি ধরে বলতে পারি, দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিলে তুমি খবরটা জানার পর!'

'এখনও নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না আমার,' স্বীকার গেল মার্কস। 'তবে র‍্যাঞ্চের মালিকানা লাভ করার চেয়ে যদি বিল মোরহেডকে জীবিত অবস্থায় পেতাম বরং আরও বেশি খুশি হতাম আমি। তল্লাটের সবগুলো র‍্যাঞ্চের মালিক হলেও বিল মোরহেডের অভাব কোনদিন ভুলতে পারব না!'

'তা ঠিকই বলেছ তুমি, পল,' গম্ভীর গলায় বলল স্যাম ওয়েলডন, 'জানি আমি। বিল মোরহেডকে আমার চেয়ে বেশি পছন্দ করত না কেউ। কি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হল বেচারার! এজাতীয় ঘটনা দেখার পর আমার মাথায় প্রশ্ন আসে কিছু সাপ দুপায়ে হেঁটে বেড়ায় কিভাবে দুনিয়ার বুকে? আমি কিন্তু কাউকে তোয়াজ করে কিচ্ছু বলি না, কিন্তু না বলে পারছি না, একজন ভাল মানুষ তার মতই আরেকজন ভাল মানুষকে তার র‍্যাঞ্চ দিয়ে গেছে!'

প্রায় আধঘণ্টা পর ওঅর্ম-ক্রিক শহর থেকে বেরিয়ে এল পল মার্কস, ওর স্যাডলের পেছনে রসদ বোঝাই একটা বস্তা; এছাড়া স্টির‍্যাপ-ফেন্ডারের কাছে ঝুলছে একটা রাইফেল বুট, তাতে একটা আনকোরা উইনচেস্টার শোভা পাচ্ছে। ওয়েলডনের স্টোর থেকেই কি ভেবে কিনেছে শেষে অস্ত্রটা। কেনার সময় কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত ছিল পল মার্কস, কারণ অনেক দিন হয়েছে পায়ের কাছে রাইফেল বয়ে বেড়ায় না ও। কিন্তু বিগত চব্বিশ ঘণ্টার অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো কুরে কুরে খাচ্ছিল ওকে, তাছাড়া পিট রোডসের সাবধানবাণীও তখন বাজছিল কানের পর্দায়। অকস্মাৎ, যেন এক রাতেই আমূল বদলে গেছে চেরোকি প্ল্যাটো রেঞ্জ, যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এমন কিছু ঘটতে পারে, কারও চিন্তাতেও আসেনি।

সকালের রোদে যেন এখনও ঝিমোচ্ছে প্রাণহীন ওঅর্ম-ক্রিক শহর, সেটাকে পেছনে ফেলে এল পল মার্কস। পথ ঘাট খাঁ খাঁ করছে। এমনকি জ্যাক পয়ারকেও তার নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পায়নি ও। কোথায় উধাও হয়ে গেছে খোদা মালুম!

আস্তে ধীরে লেযি-এম আউটফিটের দিকে এগিয়ে চলল মার্কস। দুপুরের বেশ পরে পৌঁছুল সেখানে। কাছেপিঠে কোন ঘোড়া চোখে পড়ল না এবার। ওয়াদামাফিক লোকজন নিয়ে চলে গেছে ব্রেস স্টিগার। মনে মনে খুশি হল মার্কস।

কোরালের কাছে এসে ঘোড়া থামাল ও, নামল স্যাডল থেকে, রসদের বস্তাটাও নামাল স্যাডলের পেছন থেকে, তারপর কোরাল-গেটের নিচ দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ঘোড়াটাকে। এবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে নজর বোলাল চারপাশে। নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। এই র‍্যাঞ্চটা ওর জীবনে কি পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে বোঝার চেষ্টা করল ও।

চারদিক অস্বাভাবিক নীরব, বড় বেশি শান্ত। সূর্যের আলো ঝলমল করছে এখানে, উত্তাপ বিলোচ্ছে অকৃপণ। আকাশছোঁয়া শুগারপাইনগুলো জালের মত ছায়া দিচ্ছে। একজোড়া ডাগলাস কাঠবেড়ালী কিচিরমিচির শব্দে গান জুড়ে দিয়েছে হঠাৎ; একটা পাইনের গুঁড়ির চারপাশে একনাগাড়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছে পরস্পরকে। ওদিকে রেশমী ডানায় ভর দিয়ে মাথার ওপর চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে একটা ঝুঁটিঅলা জে-বার্ড। অভূতপূর্ব দৃশ্য! মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মার্কস।

কোন কিছুর মালিক হওয়ার ব্যাপারটা উপলব্ধি করা সহজ কথা নয়, আপনমনে ভাবল মার্কস। নিজেকে এখানে মানিয়ে নিতে হবে ওকে। এতদিন অন্য লোকের কাজ নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামিয়েছে ও, এবার নিজের জন্যে কিছু করা একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা হবে ওর জন্যে।

কোন কিছুর ওপর অধিকারবোধটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। বুঝতে হয়ঃ জিনিসটা আমার। এই উপলব্ধি আসে মাটির গভীর থেকে, মাথার ওপরের নীল অসীম আকাশ থেকে। বলামাত্রই হুট করে অনুভূতিটা জন্ম নেয় না। এত সহজ নয়। মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে কঠোর পরিশ্রমের ফলে যার সৃষ্টি হয়নি তার জন্যে এমন অনুভূতি জাগা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। প্রাপ্ত সম্পদকে তাই আরও সমৃদ্ধ করে তোলার দরকার হয়। তাহলেই দিনের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিটা প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, গভীরতা লাভ করে। এমন একটা ব্যাপার এটা যার জন্যে মানুষ শ্রম দেয়, জীবন বাজি রাখে; আর তার বিনিময়ে সীমাহীন পুরস্কারের অধিকারী হয়। তবে চূড়ান্ত বিচারে প্রথমে সেই পুরস্কার অর্জনের যোগ্যতা থাকতে হয়, জিতে নিতে হয় সেটা।

কোরাল ফেন্সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল পল মার্কস। সবচেয়ে ওপরের রেইল বরাবর ছুটে এল একটা চিপমুঙ্ক, অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। ওর গজখানেক দূরে থাকতে থমকে দাঁড়াল ওটা, রেইলের ওপর বসে জরিপ করতে লাগল আগন্তুককে তার ছোট ছোট দুচোখ দিয়ে। প্রাণ চঞ্চল ছোট্ট একটা প্রাণী, মার্কসের বুড়ো

আঙুলের চেয়ে সামান্য বড় হবে।

'নাহ্, ফেলার,' মোলায়েম কণ্ঠে ওটাকে বলল মার্কস, 'তুমি যাকে খুঁজছ সে আমি নই, আর কোনদিন সে আসতে পারবে না তোমাদের কাছে। তবে আশা করি আমরা এখানে ঠিকই মানিয়ে নিতে পারব। কোন সমস্যা হবে না, দেখো।'

রসদভর্তি বস্তাটা কাঁধে তুলে নিল মার্কস, তারপর পা বাড়াল কেবিনের দিকে। আজ ভোরে কেবিনের দেয়াল ঘেঁষে যেসব জিনিস রেখে গিয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে না সেগুলো-ব্রেস স্টিগার আর তার লোকেরা মিলে বোধ হয় ভেতরে রেখে গেছে, আপনমনে ভাবল মার্কস।

কেবিনের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ঠেলে কবাট-জোড়া পুরোপুরি খুলে ফেলল মার্কস, পা রাখল ভেতরে, পরক্ষণে পাশে কিছু একটা নড়ে ওঠার আভাস পেল; পলকে সবকটা ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল ওর; কিন্তু কাঁধের বস্তাটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল, শ্লথ করে দিল ওকে; ওটার কারণে দেখতে পেল না কিছু, বরং অত্যন্ত মূল্যবান একটা সেকেন্ড নষ্ট হয়ে গেল। বস্তাটা কাঁধ থেকে ফেলে ঘুরে দাঁড়াতে গেল মার্কস। আচমকা কিসের যেন বাড়ি পড়ল চাঁদিতে, নানা রঙের খেলা শুরু হয়ে গেল চোখের সামনে, দুনিয়াটা যেন বিস্ফোরিত হয়েছে। তারপরই অন্তহীন অন্ধকারে তলিয়ে যেতে শুরু করল মার্কস, শত চেষ্টা করেও সামলাতে পারল না।

সাত

ওঅর-হ্যাচেটের আবহাওয়ায় উত্তেজনার ছোঁয়া, গায়ে আঁচ লাগছে যেন।

পল মার্কসকে ওঅর-হ্যাচেট আউটফিট থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে।

আউটফিটের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সে চলে যাবার পর ডাস্টি এলিয়ট, জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিং তলে তলে জ্বলছে রাগে। ব্যস্ততার ভান করে কোরালে ঘুর ঘুর করছে ওরা, যদিও কোন কাজেই মন বসাতে পারছে না। অস্থিরতায় পেয়ে বসেছে সবাইকে।

'এখানে আমার আর থাকা হবে না!' হঠাৎ নীরবতা ভেঙে কথা বলে উঠল তরুণ কাউবয় ব্রেন্ট ফ্লেমিং, 'পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি। পল চলে যাবার পর এই আউটফিট থাকল কি না থাকল তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না। কোন মাথা ব্যথা নেই! যদিও ম্যাট রেনিসনের হাত থেকেই বেতনের টাকাটা নিতাম তবু আমার মনে হত—অনেক আগে থেকেই—আসলে বোধ হয় পল মার্কসের চাকরি

করছি আমি। কিন্তু এখন—' কাঁধ ঝাঁকাল ব্রেন্ট ফ্লেমিং, অসমাপ্ত রাখল কথাটা।

ওর দিকে তাকাল অপর তরুণ জেড কারসন।

'একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছ তুমি!' একমত হল সে, 'এখন আর আগের মত থাকবে না র‍্যাঞ্চটা! আসলে ম্যাট রেনিসনের প্রতি বিন্দুমাত্র আনুগত্য বোধ করছি না আমি। যেন তার কাছে আমার একটুও দায় নেই, এমনটা মনে হচ্ছে!'

চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়ল ডাস্টি এলিয়টের, একটা সিগারেট বানাল সে।

'অস্বীকার করার জো নেই,' বলল এবার, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত।' কণ্ঠস্বর ভারি শোনাল। 'কিন্তু পল এখানেই থাকতে বলে গেছে আমাকে, আপাতত; হয়ত সেজন্যেই বাধ্য হয়ে থাকতে হবে। অবশ্য বলা যায় না, আমাদের হয়ে রেনিসনই সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজটা সেরে দিতে পারে। লোকটার মনের অবস্থা বোঝা বড্ড কঠিন, তবে এটা অবশ্য নিশ্চিন্তে বলা যায়: ম্যাট রেনিসন আর যা-ই হোক নির্বোধ নয়। পল মার্কস সম্পর্কে আমাদের অনুভূতির কথা খুব ভাল করেই জানে। তাই আমাদের ছাঁটাই করে দিলে অবাক হব না।'

'যদি দেয়,' ঘোষণা করল ব্রেন্ট ফ্লেমিং, সোৎসাহে, 'আমার জন্যে সেটা দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে! অবশ্য আমাদের বিদায় করে দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবে রেনিসন, কারণ এখানকার কোন কাজে আর মন বসাতে পারব কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। আর কাজে মন না বসলে আমার মত অকর্মার ঢেঁকি আর একটাও পাবে না তুমি। বসিয়ে বসিয়ে খাইয়ে কি লাভ, বলো!'

'বিল মোরহেডের কথা ভেবে খারাপ লাগছে আমার,' প্রসঙ্গ বদলাল জেড কারসন। 'অবশ্য যতক্ষণ খুনের বদলা না নেয়া যাচ্ছে ততক্ষণ বুড়ো তার র‍্যাঞ্চটা আমাদের পল-কে লিখে দিয়ে গেছে মনে করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর কিছু না হোক এতে অন্তত কিংফিশার ক্রিক ব্যবহারের প্রশ্নে আগের ব্যবস্থাই বহাল থাকবে। সমভূমির র‍্যাঞ্চারদের জন্যে ক্যাটল ড্রাইভে কোন সমস্যা হবে না। চিন্তাটা সুবিধার নয় যদিও কিন্তু বিল মোরহেডের মৃত্যুতে যে ম্যাট রেনিসন আর ফ্লোরেনরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারে—চাইলেই কিন্তু কথাটা ভুলে থাকা যায় না। আর সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক—'

'চুপ করো, জেড!' ওকে বাধা দিয়ে কথা বলে উঠল ডাস্টি এলিয়ট। 'এ ধরনের কথা মুখেও এনো না! খবরদার! না জেনে কথা বলা ঠিক না! এখনও কেউ কিছু জানতে পারেনি—কোন প্রমাণ নেই। ড্যান অরসন যতক্ষণ একটা জবাব খুঁজে না পাচ্ছে ততক্ষণ এমন কিছু বলতে যেয়ো না যাতে করে তোমার বিপদ হতে পারে। সাবধান থাকাই ভাল, বুঝলে!'

'মানুষের চিন্তা তো বন্ধ করা যায় না!' বিড়বিড় করে বলল জেড কারসন,

'কেউ না কেউ তো বিল মোরহেডকে অ্যাম্বুশ থেকে গুলি করে মেরেছে, নাকি!'

'তা ঠিক, কেউ না কেউ,' সায় দিল এলিয়ট, 'কিন্তু তার পরিচয় আমাদের কারুরই জানা নেই, এটাও সত্যি! আর যতক্ষণ নিশ্চিত জানা না যাচ্ছে, অনুমানের ওপরই নির্ভর করতে হবে আমাদের। এ ধরনের ব্যাপারে আন্দাজে কথা বলা মোটেই ঠিক না, সবার জন্যেই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে!'

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল লিয়া রেনিসন, কিচেনের দরজায় দাঁড়াল, একটা টেবিল-ক্লথ ঝাড়ল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল না, মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা। উজ্জ্বল রোদের ভেতর দিয়ে চেরোকি রিমের চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকল নীরবে; তারপর টেবিল-ক্লথটা ভাঁজ করে ঘুরে দাঁড়াল, ঘরে ফিরে গেল আবার।

'মেয়েটা যে কি করে ওদের সহ্য করে যাচ্ছে, আমার মাথায় আসে না!' মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল ব্রেন্ট ফ্রেমিং, 'বাপ আর ভাইটার কথা বলছিলাম,' ব্যাখ্যা করল, 'ম্যাট আর অ্যাল রেনিসন লিয়ার সঙ্গে যা আচরণ করে, আমার মনে হয় অন্যান্য ব্যাপার বাদ দিলেও এই একটা কারণেই আমার পক্ষে ওদের সহ্য করা সম্ভব নয়। এক বছর আগেও কত হাসিখুশি ছিল মেয়েটা, দিল খোলা ছিল—তখনকার কথা আজও মনে পড়ে আমার। হ্যাঁ, তখনও ওর মাঝে গর্ব ছিল, কিন্তু সেজন্যে বরং মেয়েটাকে আরও শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হত। একেবারে অন্যরকম মনে হত তাকে। অথচ এক বছরের মধ্যে কত বদলে গেছে! এখন আর আগের মত হাসে না, সেই চঞ্চলতা আর ঔজ্জ্বল্য কোথায় জানি হারিয়ে গেছে। এখনও গর্বের সঙ্গে চলাফেরা করে সে, কিন্তু আগের সঙ্গে তার মিল নেই। এখন যেন বাইরের পৃথিবী থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে সে, চারপাশে একটা খোলস গড়ে তুলেছে, অতীতকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছে! হতচ্ছাড়া নাক-উঁচু বাপ আর কুকুরেরও অধম স্বার্থপর একটা ভাই—দুজনে মিলে প্রতি মুহূর্তে বিষিয়ে তুলছে মেয়েটার জীবন!'

অস্থিরভাবে শরীর দোলাল ডাস্টি এলিয়ট।

'তুমি আর জেড মানুষের মন খারাপ করে দিতে ওস্তাদ!' বলল সে, 'এখন এসব আলাপ বাদ দাও। এসো কিছু একটা করি, যে কোন কাজ। ব্যস্ত থাকলে মাথায় কুচিন্তা বাসা বাঁধতে পারবে না।'

'দাঁড়াও!' বলে উঠল কারসন, 'ওই দেখো ম্যাট রেনিসন আসছে। খোদা রক্ষা করো!'

অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে ম্যাট রেনিসন। কোরাল আর র‍্যাঞ্চহাউসের মাঝখানের ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সে। খুঁটির মত খাড়া, যেন শিরদাঁড়ার কাছে ইস্পাতের দণ্ড বেঁধে দেয়া হয়েছে। চেহারা গম্ভীর, মুখোশ পরে আছে বলে মনে হচ্ছে।

'মিস্টার এলিয়ট,' কাছে আসার পর সংক্ষেপে ডাস্টির উদ্দেশে বলল সে, 'এখন থেকে যতক্ষণ পরবর্তী নির্দেশ না দিচ্ছি ততক্ষণ ওঅর-হ্যাচেটের ফোরম্যানের দায়িত্ব পালন করে যাবে তুমি। মিস্টার পল মার্কসকে এখান থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। আমি আশা করব তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক কোনভাবেই তোমার বর্তমান দায়িত্ব পালনে প্রভাব বিস্তার করবে না। সবকিছুর আগে ওঅর-হ্যাচেট আউটফিটের স্বার্থ রক্ষার কথাই চিন্তা করতে হবে তোমাকে। ওঅর-হ্যাচেটের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য বোধ কাজ করতে হবে তোমার মধ্যে। বলে দেয়ার দরকার নেই বোধ হয়, আমার অন্য রাইডারদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য,' বলে জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিংকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে একবার ছুঁয়ে গেল সে। 'ব্যস, একথা বলার জন্যেই এসেছিলাম আমি!'

বক্তব্য শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাট রেনিসন, যেভাবে এসেছিল সেভাবেই আবার বিদায় নিল—ঋজু অথচ দ্রুত পদক্ষেপে। একবারের জন্যেও পেছনে তাকাল না।

তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে খিস্তি করে উঠল জেড কারসন। কোরাল-রেইলের ওপর সজোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল।

'বাহ্, বাহ্! পল মার্কসকে যেহেতু ওঅর-হ্যাচেট থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে, ম্যাট রেনিসন যেহেতু তার ওপর ক্ষুব্ধ, সুতরাং আমাদের সঙ্গেও তার আর সম্পর্ক থাকতে পারবে না, হাহ্, কি সুন্দর যুক্তি!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'আমাদেরকেও এখন পলের ওপর খেপে উঠতে হবে। নিকুচি করি তোমার, ম্যাট রেনিসন! আমি বরং পল মার্কসের কড়ে আঙুল ধরে ঝুলে থাকব, কারও যদি ইচ্ছা করে ম্যাট রেনিসনের গলা জড়িয়ে ধরে এখানে পড়ে থাকুক সে!'

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয়,' বলল ব্রেন্ট ফ্লেমিং, 'লোকটার মাথায় ছিট আছে!' একটু থামল সে, তারপর ফের বলল, 'বুঝতে পারছি এখানে আর থাকা হবে না আমার!'

'সত্যি বলতে কি,' সায় দিয়ে বলল ডাস্টি এলিয়ট, 'এরপর এখানে থাকতে বেশ কষ্ট হবে। কিন্তু—ওহ্, এখন বাদ দাও এসব। ওই ফীডশেডটা মেরামত করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসো, কাজে লেগে যাই।' আহ্বান জানাল নতুন ফোরম্যান।

তখনও মেরামত-কাজে ব্যস্ত ওরা তিনজন: কেউ হাতুড়ি চালাচ্ছে পেরেকে, করাত দিয়ে কাঠ কাটছে কেউ। দুপুরের খুব বেশি দেরি নেই। এমনি সময় ঘোড়া দাবড়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে এল অ্যাল রেনিসন। কোথায় গিয়েছিল কে জানে, ফেরার পথে এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম দেয়নি ঘোড়াটাকে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে তার ব্লে ব্যাংক গেল্ডিংটা হাঁপাচ্ছে রীতিমত, ঘেমে নেয়ে গেছে; দুপাশের কষা বেয়ে ফেনা

ঝরছে।

পেটে দুফোঁটা হুইস্কি পড়লেই বেসামাল হয়ে যায় অ্যাল রেনিসন, চকচক করতে থাকে চোখ। এবারও সেই একই আলামত লক্ষ করল ওরা।

গায়ের জোরে চাপড় কষতে কষতে ক্লে ব্যাংকটাকে দাঁড় করাল অ্যাল রেনিসন, লাফ দিয়ে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুকুম দিল জেড কারসনকে।

'অ্যাই, ধরো, স্যাডলটা খসাও এটার পিঠ থেকে! ভাল করে দলাইমলাই করে তারপর কোরালে রাখবে, বুঝেছ, কারসন?'

কোন কারণে—ক্রুদের মধ্যে কারসন বয়সে সবার ছোট বলেই হয়ত—সুযোগ পেলেই ওর ওপর চোটপাট দেখাতে কার্পণ্য করে না অ্যাল রেনিসন, নানা ফরমাশ খাটায় ওকে দিয়ে। একারণে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল জেড কারসনের মনে। এমনিতে হাসিখুশি ছেলে সে, অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে; গায়ে পড়ে কখনও কারও সঙ্গে লাগতে যায় না।

কিন্তু জেড কারসনের আজকের দিনটা শুরুই হয়েছে দুর্ঘটনা দিয়ে। সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগেই বিল মোরহেডের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনতে হয়েছে; তার পরপরই পল মার্কসের ওঅর-হ্যাচেট থেকে বিদায়ে অনেকটা তাল হারিয়ে ফেলেছে সে। বিল মোরহেডের অন্ধভক্ত ছিল কারসন, অসম্ভব শ্রদ্ধা করত; আর ওর বয়সটাই হচ্ছে মুগ্ধ হবার, তাই পল মার্কসকে নায়ক হিসাবে কল্পনা করে সে, বীরের মত তার পূজা করে। এখন দুজনকেই হারাতে হয়েছে তাকে, নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে তার জন্যে।

জেড কারসনকে মহারাজার মত হুকুম দিতে গিয়ে স্থান-কাল বিচার করেনি অ্যাল রেনিসন। প্রতিক্রিয়া হল তীব্র।

মেরামত-কাজের জন্যে একটা তক্তা নিয়ে ফীডশেডের দিকে যাচ্ছিল কারসন, আস্তে করে সেটা নামিয়ে রাখল সে, বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল অ্যালের দিকে, তারপর বিরস কণ্ঠে সোজাসাপ্টা জবাব দিল, 'তোমার ঘোড়ার জিন তুমিই খসাও! নিজে দলাইমলাই করো! কিভাবে একটা ব্রংক হাঁকাতে হয় যদি জানতে তাহলে আর দলাইমলাইয়ের কথা বলতে হত না তোমাকে! ভাগ এবার, জাহান্নামে যাও!'

জেড কারসনের মুখে এই জবাব আশা করেনি অ্যাল রেনিসন।

মুহূর্তের জন্যে 'থ' বনে গেল সে, আপনাআপনি ঝুলে পড়ল চোয়াল। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। কারসনের মত তুচ্ছ একজন কাউহ্যান্ড এভাবে ওর মুখের ওপর কথা বলছে! এই ভাষায়! হায় খোদা! হলটা কি?

অ্যালের চোখের নিচ থেকে লালচে আভাটা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল সারা

মুখে। সশব্দে বাড়ি খেল দুপাটি দাঁত, মুখ বন্ধ হয়ে গেল; কুৎসিতভাবে বেঁকে গেল এবার তার ঠোঁটজোড়া। দুহাত মুঠি পাকিয়ে কারসনের দিকে তেড়ে গেল সে।

'শালা, দুপয়সার চাকর—আজ আমি তোকে—'

বেশ উৎসাহের সঙ্গে অ্যাল রেনিসনের থুতনি নিশানা করল কারসন, সপাটে ঘুসি চালাল একটা। বেয়াড়া আঘাতে টলে উঠল অ্যাল, চলার ওপরই হোচট খেল, তারপর আছড়ে পড়ল মাটিতে। উঠে আবার হামলা করবে অ্যাল; জানে কারসন, তৈরি থাকল।

ফীডশেডের ছাদের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা মইয়ের ওপর দিকের একটা ধাপে দাঁড়িয়েছিল বলে মারপিট শুরু হবার আগেই বাধা দিতে পারেনি ডাস্টি এলিয়ট, হতাশায় প্রায় ককিয়ে উঠল সে। হুড়মুড় করে নিচে নেমে আসতে শুরু করল। এলিয়ট যখন মাটিতে পা রাখল ওর বাহু জাপটে ধরে বাধা দিল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। এগোতে পারল না ডাস্টি।

'থাক, ডাস্টি,' বলল ব্রেন্ট ফ্লেমিং, 'বাধা দিয়ো না। এমন কিছু ঘটবে আগে থেকেই জানি আমরা। অনিবার্য ব্যাপার বলতে পারো। একবার মারলেও যেমন কারসনের চাকরি যাবে তেমনি অ্যালকে অজ্ঞান করে ফেললেও যাবে—তো বাধা দিয়ে কাজ কি! আর, জেড যদি ওকে কায়দা করতে না পারে, আমিও হাত লাগাব!' ঘোষণা দিল সে।

বেশিক্ষণ মাটিতে পড়ে থাকল না অ্যাল রেনিসন। সাময়িকভাবে ঘোর লেগে গিয়েছিল তার চোখে, প্রথমে একটা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে দৃষ্টি সাফ করে নিল, তারপর ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে খিস্তি করতে করতে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, কারসনের দিকে তেঁড়ে গেল আবার।

জেড কারসনের তুলনায় খুব বেশি লম্বা নয় অ্যাল, তবে তার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল, তাছাড়া আত্মবিশ্বাস রয়েছে প্রবল। লালমুখো বেয়াড়া ছোকরাটাকে আজ উচিতশিক্ষা দিতে পারবে বলে ভাবছে। থুতনিতে শুরুতেই একটা আঘাত খেয়ে অবশ্য সতর্ক হয়ে গেছে সে। বুঝতে পারছে, প্রতিপক্ষকে সুযোগ দেয়া চলবে না।

হাত দুটো উঁচু করে ছুটে এল সে কারসনের দিকে, মারার ভঙ্গি করল, ধোঁকা খেয়ে স্থান বদল করল কারসন। অ্যাল যেখানে আশা করেছিল সেখানেই পেল তাকে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ শক্তিতে ওর চোখের নিচে একটা ঘুসি ঝেড়ে দিল সে।

ঘুসি খেয়ে কিঞ্চিৎ ভাঁজ হয়ে গেল কারসনের হাঁটু, কিন্তু পড়ল না সে।

এবার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যাল। কোরাল ফেন্সের ওপর ঠেসে ধরল প্রায়, দুহাত দিয়ে পাগলের মত মাথার চারপাশে আঘাত করতে লাগল। প্রথমে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল কারসন, এক মুহূর্ত, তারপর পাল্টা আক্রমণ

চালাল।

মার খেয়ে গুঙিয়ে উঠল অ্যাল, পিছিয়ে গেল এক কদম। দেরি না করে ডান হাত চালাল কারসন, একটা বিরাশি শিক্কার ঘুসি ঝেড়ে দিল অ্যাল রেনিসনের মুখে, থেঁতলে গেল ছেলেটার ঠোঁট দুটো।

অনুচ্চ কণ্ঠে কারসনকে উদ্দেশ্য করে ব্রেন্ট ফ্লেমিং বলে উঠল, 'জেড, ওর পেটের মাংস একেবারে নরম! ওখানে জোরসে মার লাগাও! খতম করো ব্যাটাকে!'

কথাটা কারসন শুনতে পেল। দুহাতে কাজ শুরু করল ও। একের পর এক আঘাত হজম করতে লাগল অ্যাল।

আচমকা হাত বাড়িয়ে কারসনকে জাপটে ধরল সে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কুস্তি লড়তে শুরু করল এবার ওরা। একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছু হটছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

অ্যাল তার অতিরিক্ত ওজনের সদ্ব্যবহার করার প্রয়াস পেল। কিন্তু ক্ষিপ্র এক বুনো বেড়ালের পাল্লায় পড়েছে সে, যার নাম জেড কারসন।

ধুলোর ঝড় উঠল, রক্ত গরম হয়ে গেল, মাথা চাড়া দিয়ে উঠল রাজ্যের ক্রোধ।

কারসনের সঙ্গে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারল না অ্যাল। হঠাৎ ওর কণ্ঠনালী হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল সে। দম বন্ধ হয়ে এল কারসনের, হাঁসফাঁস করতে শুরু করে দিল সে, চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা চিরে। একটা হাত বাড়িয়ে অ্যালের গলা জাপটে ধরল কারসন, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল তাকে। বাতাসের জন্যে ফেটে যাচ্ছে ফুসফুসটা, গড়ান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কারসন, দুহাত মুঠি পাকাল। আবার যখন আগে বাড়ল অ্যাল, তৈরি ছিল ও, স্যাঁৎ করে অ্যালের মুখে একটা ঘুসি চালাল।

কোরাল ফেন্সের ওপর আছড়ে পড়ল অ্যাল। দুচোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে এল তার।

আবার চেঁচিয়ে উঠল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। 'ঠিক আছে, কিড! শালাকে টাইট দাও এবার!'

অতি উৎসাহের কারণে অনেক দূরে চলে গেল তার গলার আওয়াজ।

অফিস কামরা ছেড়ে আবার বেরিয়ে এল ম্যাট রেনিসন, এক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে, তারপর কি হচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত এগিয়ে এল।

সে যখন কোরালের কাছে পৌঁছুল জেড কারসন তখন শেষ ছোঁয়া দিচ্ছে ওর শিল্পকর্মে।

এতক্ষণে শিক্ষা পেয়ে গেছে অ্যাল রেনিসন। কারসনের চেয়ে গায়ে গতরে বড় হলেও মার খেয়ে এখন প্রায় কান্নার মত আওয়াজ বেরোচ্ছে তার গলা দিয়ে। একটু আগের লড়াইয়ের সঙ্গে আসলে শরীরিক আকার কিংবা স্বাস্থ্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। জেড কারসন তরুণ কাউহ্যান্ড, জটিল এই সময়ে কঠিন কঠিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হচ্ছে তাকে প্রতি মুহূর্তে, টিকে থাকার জন্যে; অন্য দিকে অ্যাল রেনিসন ধনী র‍্যাঞ্চারের বখে যাওয়া সন্তান, জীবনযাপন তার কাছে সহজ স্বাভাবিক একটা ব্যাপার; অ্যাল যখন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেরিয়েছে ঠিক তখন কঠোর পরিশ্রমে ব্যস্ত ছিল কারসন। একহারা গড়ন জেড কাসনের, সারা শরীরে সাপের মত কিলবিল করছে পেশী, এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই কোথাও। কিন্তু অ্যাল রেনিসন এর উল্টো, তার শরীর আর মন দুটোই স্থূল। এতদিন কথাটা বুঝতে পারেনি সে, তবে এখন আর কোন সংশয় নেই তার মনে। এখন সে জানে সত্যিকারের সঙ্কটের মুখোমুখি হবার সামর্থ্য তার নেই।

ম্যাট রেনিসনও ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে সীমাহীন ক্রোধে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা, থরথর করে কাঁপতে লাগল, যেন তার অহংকারে কড়া ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে কেউ।

চট করে ডাস্টি এলিয়টের বাহু আঁকড়ে ধরল সে, রাগে তীক্ষ্ণ শোনাল তার গলার স্বর।

'থামাও ওদের! জলদি যাও! বন্ধ করো মারপিট!' নির্দেশ দিল এলিয়টকে।

এতক্ষণে ম্যাট রেনিসনের উপস্থিতি টের পেল ডাস্টি এলিয়ট, নির্দেশ কানে যাওয়ামাত্র যন্ত্রচালিতের মত সামনে পা বাড়াল সে আপনাআপনি। ঠিক এই সময় অ্যালের পেটে দমাদম কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল কারসন। শেষ হল মারপিটের। লুটিয়ে পড়ল অ্যাল, পড়েই থাকল; পরাস্ত, বিপর্যস্ত।

নাকের রক্ত মুছে ফিরে তাকাল কারসন, দেখল অগ্নিদৃষ্টিতে তাকে মাপছে ওঅর-হ্যাচেট আউটফিটের মালিক। বুঝতে পারল রাগে দিশা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে লোকটা।

'এত সাহস তোমার!' ধমকে উঠল রেনিসন। 'তুমি—'

'হ্যাঁ,' তাকে বাধা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কারসন, 'আমি তোমার ছেলেকে পিটুনি দিয়েছি। অনেকদিন ধরে এরকম কিছু ঘটবার অপেক্ষায় ছিলাম, দারুণ আনন্দ লাগছে এখন। এত আনন্দ বোধ হয় জীবনে আর কখনও পাইনি! আশ্চর্য কি জানো, এতদিন অ্যালকে মোটেই সহ্য করতে পারতাম না আমি। কিন্তু এখন খানিকটা হলেও মায়া লাগছে তার জন্যে। ছেলেটাকে তুমিই নষ্ট করে দিয়েছ আসলে, তা না হলে হয়ত সত্যিকার মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠত সে। না, তোমাকে আর বলতে হবে না, আমি জানি এখানে আমার দিন ফুরিয়েছে। তুমি

আমার পাওনা মিটিয়ে দিতে পারো ইচ্ছা করলে। কোন অসুবিধা নেই।'

কথা শেষ করে একটা হর্স-ট্রাফের দিকে এগিয়ে গেল জেড কারসন; মারপিটের ফলে সৃষ্ট ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রাগ ঝাড়ার জন্যে কাউকে দরকার ছিল ম্যাট রেনিসনের। আর কাউকে না পেয়ে আবারও ডাস্টি এলিয়টকে বেছে নিল। ডাস্টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি থাকতে কিভাবে ঘটল এটা? বাধা দিতে পারলে না? কিসের ফোরম্যান তুমি, অ্যাঁ? আমার মনে হয় না—'

এবার ডাস্টির মধ্যেও বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। 'আর বলতে হবে না!' ক্লান্ত সুরে জবাব দিল সে। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি! আর না! জেডের সঙ্গে আমিও চলে যাব।'

'আমিও!' ঘোষণা দিল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। 'আমাদের পাওনা চুকিয়ে দাও তুমি। র‍্যাঞ্চ চালানোর জন্যে অন্য রকম একদল পোষা কুকুর জোগাড় করতে হবে তোমাকে, রেনিসন!' ব্যঙ্গের সুরে বলল সে।

মুখের পানি মুছে কোরাল-ফেন্স ডিঙিয়ে বাংকহাউসের দিকে চলে গেল জেড কারসন।

ডাস্টি আর ফ্লেমিং তাকে অনুসরণ করল।

একা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার।

রাগ খানিকটা কমে এল তার, দুহাতে হাওয়ায় কয়েকটা ঘুসি চালাল সে।

কোরাল-ফেন্সের সঙ্গে লেপটে আছে যেন অ্যাল, আস্তে আস্তে সরে এল সে।

এবার ছেলের ওপর মেজাজ দেখাতে শুরু করল ম্যাট রেনিসন। 'আশ্চর্য! তুমি রেনিসন পরিবারের ছেলে হয়ে ছাপোষা একটা কাউহ্যান্ডের হাতে এভাবে পড়ে পড়ে মার খেলে! হেরে গেলে! তোমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে ছোকরা! ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে! তুমি, আমার ছেলে হয়ে—'

ঘুরে দাঁড়াল অ্যাল রেনিসন, বাপের মুখোমুখি হল, সোজা হয়ে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। ক্ষতবিক্ষত মুখ থেকে দরদর রক্ত ঝরছে। দ্রুত বুজে যাচ্ছে একটা চোখ, ফুলে উঠতে শুরু করেছে মুখটা। আঘাতের জায়গাগুলো এরই মধ্যে কালচে হতে শুরু করেছে। পেটের যেসব জায়গায় আঘাত লেগেছে সেখানকার পেশীগুলো আপনাআপনি তড়পাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সে। কিন্তু তার অক্ষত চোখটাতে এমন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে যার সঙ্গে পরিচিত নয় ম্যাট রেনিসন। বিস্মিত হল সে।

'হ্যাঁ, এভাবেই আমাকে মানুষ করেছ তুমি!' কর্কশ কণ্ঠে অনুযোগ করল অ্যাল। 'আমার মনটাকে তুমিই পঙ্গু করে দিয়েছ। রেনিসনদের বংশ মর্যাদার

গাদাগাদা কল্পকাহিনীই কেবল শুনিয়েছ আমাকে! সত্যিকার শিক্ষা দাওনি। আমার মনে ধারণা জন্মাতে চেয়েছ, রেনিসন বংশের গৌরব এমনই যে তার ওপর নির্ভর করে সারা জীবন পার করে দেয়া যাবে। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। ওই গৌরব আর কল্পকাহিনীর নিকুচি করি আমি! রেনিসন পরিবারে না জন্মালেই বোধ হয় ভাল হত আমার জন্যে! জেড কারসনের মত বুকে সাহসঅলা সাধারণ কাউহ্যান্ড হতাম যদি, অনেক ভাল হত!'

কথা শেষ করে কোরাল-ফেন্স বেয়ে উঠতে শুরু করল অ্যাল রেনিসন, কাজটা নির্বিঘ্নেই করতে পারল সে, কিন্তু ওপাশে নামতে গিয়ে পড়ে গেল দড়াম করে। হাঁটু আর দুহাতে ভর দিয়ে আবার উঠল, একটু বিশ্রাম নিল ওই ভঙ্গিতে, দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্যে মাথা ঝাঁকাল, তারপর প্রায় লাফ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এলোপাতাড়ি পা ফেলে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে গেল।

অ্যালের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাট রেনিসন, আপন ছেলেকেও যেন অচেনা ঠেকছে আজ। আচ্ছা, এসব কি হচ্ছে, ভাবল সে।

আট

পানির ঝাপ্টা লাগছে পল মার্কসের মুখে, ঠোঁটের ফাঁক গলে ঢুকে যাচ্ছে গলায়, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। খুলির ভেতর রণ-দামামা বাজছে যেন—নরক যন্ত্রণা বোধ করছে ও। কিভাবে জানে না, আস্তে আস্তে অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল মার্কস। আরেকবার পানির প্রবল ঝাপ্টা খেতেই পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল।

চোখ মেলে তাকাল সে, বার কয়েক পিটপিট করল পাতাজোড়া। চারপাশের জগৎ যেন পাক খাচ্ছিল এতক্ষণ, এবার থামল। অবশেষে পাশাপাশি তিনটা পরিচিত চেহারা দেখতে পেল মার্কস। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ওকে দেখছে তারা। ডাস্টি এলিয়ট, ব্রেন্ট ফ্লেমিং আর জেড কারসন। এলিয়টের হাতে একটা টিনের মগ, আবার পানির ঝাপ্টা মারতে যাচ্ছে সে।

তাড়াতাড়ি বাধা দিল মার্কস।

'আর লাগবে না!' বিড়বিড় করে বলল ও, 'যথেষ্ট হয়েছে! এবার রেহাই দাও—দম নিতে দাও একটু। মেরে ফেলার জোগাড় করেছ তো! কি-কি হয়েছে আমার?' জানতে চাইল, 'পড়ে গিয়েছিলাম ঘোড়ার পিঠ থেকে?'

'যদি পড়েও থাকো,' জবাব দিল এলিয়ট, 'বলতে হবে ঘোড়াটা তোমাকে

কোরাল থেকে ছুঁড়ে সোজা দরজার ফোকর দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। তবে আমার মনে হয়, গান-ব্যারেল অথবা পিক হ্যান্ডেলের আঘাতেই এ-অবস্থা হয়েছে তোমার। মাথায় আলু সাইজের একটা বল দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়াও, পানি ঢেলে দিচ্ছি আমি, চুপটি করে শুয়ে থাকো।'

চুপচাপ শুয়ে থাকল মার্কস, চোখ বন্ধ করে। মাথায় পানির অবিরাম ধারায় আরাম লাগছে এখন। পানির ধারা যেন আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে কুয়াশার পর্দা সরিয়ে নিল; ঘোর লাগা ভাবটা কাটিয়ে উঠল ও।

'এবার মনে পড়েছে,' বিড়বিড় করে বলল মার্কস, 'কেবিনের দরজাটা একটু ফাঁক হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার, কিন্তু হইনি; অন্য চিন্তায় ডুবে ছিলাম—যা হোক আমার জন্যে ঠিক দরজার আড়ালে ওত পেতে ছিল ওরা। আমার কাঁধে রসদের বস্তা ছিল, বাধা হয়ে দাঁড়ায় ওটা। বস্তাটা কাঁধ থেকে নামানোর ফুরসতই পাইনি আমি, তার আগেই মাথায় বাড়ি মারে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাই আমি। কিন্তু কে এবং কেন হামলা করল বুঝতে পারছি না। কাউকে দেখতে পাইনি। কিন্তু তোমরা হঠাৎ করে এখানে হাজির হলে কিভাবে?' জানতে চাইল ও।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে এলিয়ট বলল, 'চলে এলাম আরকি! এসেই দেখি ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছ তুমি। বলতে গেলে উলঙ্গই ছিলে।' জানাল সে।

'আচ্ছা?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মার্কস।

'হ্যাঁ। তোমার পকেটগুলো ওল্টানো অবস্থায় ছিল। শার্টের নিচের দিকটাও বের করা অবস্থায় পেয়েছি আমরা। সম্ভবত মানিবেল্ট বা ওই জাতীয় কিছুর জন্যে তোমার শরীরে তল্লাশি চালিয়েছে কেউ।' নিজের ধারণা প্রকাশ করল এলিয়ট।

কেবিনের একটা বাংকে শুয়ে দেয়া হয়েছিল মার্কসকে, কোনমতে উঠে বসল ও।

আহত মাথাটা দুহাত দিয়ে ধরে রাখল এক মুহূর্ত, তারপর পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

'কি কি খোয়া গেছে?' জানতে চাইল ডাস্টি এলিয়ট।

'স্যাম ওয়েলডনের স্টোরে আমার পে-অফ চেক ভাঙিয়ে জিনিসপত্র কিনেছিলাম, বেশ মোটা টাকা খরচ হয়ে গেছে তাতে; একটা রাইফেলও কিনেছি। খুব বেশি টাকা ছিল না পকেটে, গায়েব হয়ে গেছে সেগুলো। আচ্ছা, আমার সিক্স-গানটা নিয়ে গেছে নাকি ওরা?' জানতে চাইল মার্কস।

'না। ওই তো টেবিলের ওপর আছে,' জবাব এল।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে মাত্র তিরিশ পেসো খোয়া গেছে আমার। এই অল্প কয়েকটা টাকার জন্যে আমার মাথাটা থেঁতলে দেয়ার কি দরকার ছিল! চাইলেই তো আপসে দিয়ে দিতাম, খামোকা মাথায় বাড়ি খেতে যেতাম না।' আবার হাত তুলে মাথাটা ধরল মার্কস। দপদপ করছে। দারুণ জোরে মেরেছে!

'আমরা কিন্তু একেবারে পথের ফকির হয়ে যাইনি, পল,' ওকে আশ্বস্ত করে বলল ডাস্টি এলিয়ট, 'জেড, আমি আর ব্রেন্ট—আমরা তিনজনই আমাদের পাওনা বুঝে নিয়ে চলে এসেছি ওঅর-হ্যাচেট থেকে। তোমার এখানে যে পরিমাণ রসদপত্র আছে, তাতে—নাহ্, আমাদের অবস্থা খুব খারাপ বলা যাবে না?' শেষ করল এলিয়ট।

আবার মুখ তুলে তাকাল মার্কস। 'আমাদের!' সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'কি সব উল্টাপাল্টা বকছ তুমি—আমাদের মানে কি?'

এই প্রথম তিন রাইডারকে ভাল করে জরিপ করল পল মার্কস। জেড কারসনের ওপর কয়েক মুহূর্ত বেশি স্থায়ী হল ওর নজর।

একটা ঠোঁট থেঁতলে গেছে কারসনের, কালো হয়ে গেছে একটা চোখ; তারপরও সন্তোষের হাসি খেলা করছে চোখেমুখে। ব্যাপার কি বুঝতে বেগ পেতে হল না।

'আচ্ছা!' গজগজ করে উঠল মার্কস, 'বুঝতে পেরেছি! মাথা ঠিক রাখতে পারোনি তোমরা, মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। আত্মমর্যাদা বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। অ্যাল রেনিসনের সঙ্গে টক্কর লেগেছে তোমার, চেহারার বেহাল অবস্থা দেখে বেশ বুঝতে পারছি; মনের আশ মিটিয়ে ছেলেটাকে আজ প্যাঁদানী দিয়েছ তুমি।'

'অনেকক্ষণ বোধ হয় তার মুখে মাছি বসারও সুযোগ পায়নি,' সন্তোষের সঙ্গে জানাল জেড কারসন।

'ঠিকই বলেছে ও,' তাল মিলিয়ে বলল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। 'আমি সাক্ষী! ইশ, যদি আজ ওখানে থাকতে, পল। দারুণ মজা হয়েছে, অনেকদিন মনে থাকবে! আমি চিন্তাই করতে পারিনি জেডের শরীরে এত সাহস আর শক্তি লুকিয়ে আছে! আগে জানা থাকলে ভাল হত। অ্যালকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে একেবারে। বলতে কি মাথার ওপর তুলে আছাড় দিয়েছে। একেবারে শেষ হয়ে গেছে অ্যাল। মারপিটের নিদারুণ ফল দেখে বুড়ো রেনিসনের চেহারা কাঁদোকাঁদো হয়ে গিয়েছিল। লোকটা বোধ হয় কোনদিন ভাবেনি এমন কিছু হতে পারে!'

'সন্দেহ নেই,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল মার্কস, 'জেড কারসনকে বিদায় করতে গিয়ে আর সময় নষ্ট করেনি ম্যাট রেনিসন!'

'তা-ই করত সে,' সায় দিয়ে বলল ব্রেন্ট ফ্লেমিং, 'কিন্তু জেড ওকে সুযোগ

দেয়নি, আগেই এক হাত দেখিয়ে দিয়েছে। ও-ই চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছে। ফলে আমিও ওর সঙ্গে চলে আসার একটা সুযোগ পেয়ে গেছি আরকি।'

অস্পষ্ট গোঙানির মত একটা শব্দ করল পল মার্কস। 'এত মাথা গরম হলে চলে!' বিড়বিড় করে বলল ও। 'কিন্তু তুমি কেন চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলে?' এবার ডাস্টিকে জিজ্ঞেস করল।

বাঁকা হাসল এলিয়ট। 'কি জানো—আমি কিন্তু ফোরম্যান হিসাবে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি! হ্যাঁ, সত্যি! আমি একজন সাবেক ফোরম্যান। সব মিলিয়ে চার ঘণ্টার মত ফোরম্যান ছিলাম ওঅর-হ্যাচেটের। কিন্তু ম্যাট রেনিসন তার আদরের দুলালের সঙ্গে জেড কারসনের মারপিট কেন ঠেকালাম না বলে আমার ওপর মেজাজ দেখাতে আসতেই হঠাৎ মনে হল ফোরম্যানের চাকরি আমার জন্যে নয়। তাই আর দেরি করলাম না। জেড আর ব্রেন্টের সঙ্গে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। বুঝতে পারছি কাজটায় তোমার সদয় সম্মতি নেই। তবে এটাই হল আসল ঘটনা।'

মাথা দোলাতে গিয়েছিল পল, বন্ করে যেন ঘুরে উঠল পৃথিবীটা, চট করে আহত মাথা আঁকড়ে ধরল ও।

'আচ্ছা,' বলল শেষে, 'ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি আমি। বোধ হয় ঠিকই করেছ। জানি না কবে নাগাদ তোমাদের মত তিন তিনজন রাইডারকে মজুরি দেয়ার ক্ষমতা হবে আমার, কি পরিমাণ টাকা দিতে পারব তা-ই বা কে জানে! তবে তোমরা যদি আমার সঙ্গে থাকতে চাও, আর যাই করি তোমাদের অন্তত আমার রেঞ্জ থেকে বের করে দেয়ার কথা ভাবতে পারব না।'

'জাহান্নামে যাক তোমার মজুরি,' হাসতে হাসতে বলল কারসন। 'চিরকাল ভাল কোন আউটফিটে কাজ করার স্বপ্ন দেখে আসছি আমি। এবার সেই সুযোগ পেয়েছি, ব্যস, আর কিছু লাগবে না। এখন বলো করার মত কোন কাজ আছে?' জানতে চাইল সে, 'শুরু করে দিই তাহলে!'

'তা বোধ হয় আছে,' জবাব দিল মার্কস। 'এই কেবিনে দুজনের বেশি লোকের জায়গা হবে না। ছোট তো ঘরটা। আরও একটা কামরা লাগবে আমাদের। তার মানে আরেকটা কেবিন কিংবা বাংকহাউস বানাতে হবে। এই বেঞ্চল্যান্ডের পুব দিকে গাছপালার একটা সারি আছে, জুৎসই গাছ পাওয়া যাবে ওখানে। আমার মাথার দপদপানিটা একটু কমুক, তারপর একসঙ্গে এখানে গাছ কাটতে যাব আমরা—কেবিন বানানোর জন্যে।'

'কোথাও যাচ্ছ না তুমি, পল,' ঘোষণা দিল ডাস্টি এলিয়ট, শান্ত কণ্ঠস্বর। 'গাছকাটার কাজটা আমরা তিনজনেই করতে পারব। তুমি বরং বাংকে শুয়ে আরাম করো, সুস্থ হয়ে নাও।' জেড কারসনের দিকে ফিরল এবার এলিয়ট।

'আবার প্রথম থেকে জীবন শুরু করার কথা বলতে না তুমি? এবার চমৎকার একটা সুযোগ এসেছে তোমার হাতে। কাজে লেগে পড়ো। নিজের হাতে এখানকার মাটিতে মনের মত করে কেবিনটা বানাব আমরা। চলো কাজ শুরু করা যাক।'

চলে গেল ওরা তিনজন। আবার একা হয়ে গেল পল মার্কস। চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। চোখ জোড়া বন্ধ করে রেখেছে ও। আস্তে আস্তে কমে এল মাথার যন্ত্রণা, কেবল সামান্য ছায়া রয়ে গেল যেন। মাথাটাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে চিন্তা ভাবনা সব ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখল ও।

বাইরে থেকে ডাস্টি এলিয়ট, জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিংয়ের চলাফেরার আওয়াজ ভেসে আসছে। কোরালে যার যার ঘোড়া রেখে লেযি-এম-এ বসবাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। কেবিন তৈরির কাজে হাত দিতে যাচ্ছে। কারসনের শিসের শব্দ কানে এল ওর, মহা আনন্দে আছে ছেলেটা, ভাবল। ঠোঁট থেঁতলে যাওয়ায় আওয়াজটা অবশ্য একটু বেসুরো ঠেকছে। কান পেতে শুনতে লাগল মার্কস।

হঠাৎ অজানা আনন্দে ভরে উঠল ওর মন। তিনজন সত্যিকারের ভাল মানুষকে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছে ও। বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়াবে ওরা, সৎ বন্ধুর মত। প্রয়োজনে হয়ত ওর জন্যে প্রাণ দেবে, তেমন মন ওদের আছে। মার্কস জানত, ওঅর-হ্যাচেট থেকে ও বিদায় নেয়ার পর বেশিদিন ওখানে টিকতে পারবে না ওরা। চাকরি ছাড়তে বাধ্য হবে; কিন্তু সেটা যে এত দ্রুত ঘটবে ভাবতেও পারেনি। যাক, ভালই হয়েছে।

পরে, কেবিনের আশপাশে কোন শব্দ নেই, তবে বেঞ্চল্যান্ডের শেষ প্রান্ত থেকে গাছের গায়ে কুড়োল চালানোর চাপা শব্দ নিয়মিত বিরতিতে ভেসে আসছে পরিষ্কার বাতাসে। সরসর শব্দ তুলে লুটিয়ে পড়ছে একেকটা গাছ। খসখস করাত চালান হচ্ছে। এখান থেকে সেই শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে কেবিনের ভেতরের উষ্ণতায় কোথায় যেন উড়ে বেড়াচ্ছে একটা ডাঁশ-মাছি, ভন্-ভন্ আওয়াজ হচ্ছে। এই সব শব্দ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল মার্কস। গভীর ঘুম।

যখন ওর ঘুম ভাঙল, সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই। পা টিপে টিপে কেবিনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডাস্টি এলিয়ট। সাপার তৈরি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মার্কসের মাথার যন্ত্রণা এখন নেই বললেই চলে, ঘুমটায় বেশ উপকার হয়েছে। উঠে দাঁড়াল ও, হাঁটতে শুরু করল কেবিনের ভেতরে।

'কি জানো, পল,' কাজ করতে করতে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল এলিয়ট, 'একটা কথা বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার মাথায়। ব্যাপারটা কেমন যেন, অদ্ভুত। তোমাকে বেহুঁশ করে পকেট হাতড়ে যে-ই টাকা নিয়ে থাকুক, অন্য

কোন কিছুতে কিন্তু হাত দেয়নি সে—নাকি তারা? তাহলে কেন তোমাকে বেহুঁশ করতে গেল?' জানতে চাইল সে।

'আমিও তো সে কথাই ভাবছি,' বলল মার্কস। 'কেন?'

বিস্কুট-প্যানে ময়দা নিল ডাস্টি এলিয়ট, তারপর আবার বলল, 'কারও মাথায় বাড়ি মেরে যদি আমি তার জিনিসপত্র ছিনতাই করতে চাইতাম, অন্তত বিক্রি করার মত যা কিছু দেখতাম নিয়ে কেটে পড়তাম। সিক্স-শূটার, স্যাডল, ইত্যাদি কিছুই বাদ দিতাম না। বিক্রি করে বাড়তি কিছু টাকা জোগাড় করতে পারতাম। অবশ্য—' এইটুকু বলে থামল ডাস্টি এলিয়ট, চিন্তিত চেহারায় কয়েকবার চোখ পিটপিট করে খেই ধরল—'অবশ্য এসব জিনিস লোকজনের চিনে ফেলার আশঙ্কা থাকলে ভিন্ন কথা! মানে আমি বলতে চাইছি, ডাকাতি করে আমি যদি পালাতে না চাই কেবল তখনই এসবে হাত দেব না। এসবই একটা সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছে। তোমাকে হামলাকারী লোকটা স্থানীয় কেউ এবং এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা নেই তার। তোমার টাকা পয়সা নিয়ে গেছে, কারণ টাকায় কারও নাম লেখা থাকে না, কেউ চিনে ফেলার ভয় নেই। আর কিছু কিন্তু নেয়নি সে, খুবই সতর্ক ছিল।'

'একাধিক লোকও হতে পারে, তুমিই বললে,' বলল মার্কস।

'একজনই হোক কিংবা বারজন,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ডাস্টি, 'জবাব সেই একটাই। আরেকটা কথা। বিল মোরহেডকে যে কারণে সরিয়ে দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে তোমাকেও যদি খতম করার ইচ্ছা থাকত ওদের, তাহলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাজটা কেন করল না ওরা? নিশ্চিত একটা সুযোগ কেন হাতছাড়া করল?' মার্কসের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করল সে।

'এখুনি আমাকে মাথা ঘামাতে বলো না!' বলল পল, 'তাহলে ফের যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। এখন মাথাটা একটু ভাল আছে, যেচে আবার অসুস্থ হতে চাই না। একটু আরাম করতে দাও। পরে এসব নিয়ে চিন্তা করা যাবে।'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার খানিক আগে সাপার সারল ওরা। তারপর বাইরে এসে বসে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

'জায়গাটা,' বলল অল্পে তুষ্ট কারসন, 'মানুষের রক্তে যেন চুম্বকের মত টান দেয়, মনটাকে প্রশান্ত করে তোলে। সবকিছু শান্ত, নিরিবিলি। ইচ্ছা করলে যে কেউ নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পারে এখানে, আস্তে আস্তে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে তার সব ক্ষোভ, প্রশান্ত হয়ে উঠবে মন। এখন কিন্তু কারও ওপর আর রাগ লাগছে না আমার।'

'অ্যাল রেনিসনের ওপরও না?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল ব্রেন্ট ফ্লেমিং।

'নাহ্—এমনকি অ্যাল রেনিসনের ওপরও আর রাগ নেই এখন। অদ্ভুত

ব্যাপার। বুড়ো ম্যাট রেনিসনকে বলেছিলাম না, অ্যালকে যখন মারতে শুরু করি তখন মনে হচ্ছিল ছেলেটাকে বুঝি কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলব আমি, কিন্তু শেষের দিকে ওর জন্যে সত্যিই করুণা হচ্ছিল।'

অস্পষ্ট একটা শব্দ করল এলিয়ট। 'তবে, যা-ই বলো, তোমার করুণা দেখানোর কায়দাটা বেশ অদ্ভুত, সন্দেহ নেই,' বলল সে, 'শুরুর চেয়ে বরং শেষের দিকেই কিন্তু দ্বিগুণ নির্দয় হয়ে উঠেছিলে তুমি।'

'না-আ!' আত্মরক্ষার খাতিরে পাল্টা জবাব দিল কারসন। 'আসলে এভাবেই অ্যালকে বাঁচিয়ে দিয়েছি আমি। মারপিটটাকে বেশিদূর গড়াতে দিইনি। তুমি আর ব্রেন্ট কিছুই বুঝতে পারো না—মাথাভর্তি গোবর তো! তবে আমি জানি আমার কথার মানে ঠিকই ধরতে পেরেছে পল!'

'বোধ হয়, জেড,' মাথা দুলিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল পল মার্কস। 'ম্যাট রেনিসনের সঙ্গে একই ছাদের নিচে বসবাস করা নিশ্চয়ই কঠিন হয়ে গিয়েছিল তোমার জন্যে।'

মাত্র দুটো বাংক কেবিনে, কারসন আর ব্রেন্ট তাই রাতে ফীড-শেডে খড়ের গাদায় ঘুমোতে গেল।

সারা রাত নিরুপদ্রবে ঘুমাল মার্কস, ফলে সকালে অনেক সুস্থ হয়ে উঠল ও। ওর মাথা এখনও ফুলে আছে, তেতে আছে যেন চাঁদি, তবে ব্যথাটা এখন নেই, পুরোপুরি চলে গেছে।

নাশতা পর্ব শেষ হবার পর ডাস্টি, কারসন আর ব্রেন্ট আবার গাছ কাটবে বলে চলে গেল। কেবিনে রয়ে গেল মার্কস, হিসাব মেলানোর প্রয়াস পেল। গ্রাব শেলফে একটা পুরনো সিগার-বক্স পেল ও, ওটায় বিল মোরহেড তার সব কাগজপত্র রাখত। কুকুরের কানের মত ল্যাগব্যাগ অবস্থার কয়েকটা টালিবুকও পাওয়া গেল। দ্রুত ওগুলোয় চোখ বোলাল মার্কস, বুঝতে পারল এখন ছয়শোর কিছু বেশি গরু লেযি-এম ব্র্যান্ড গায়ে নিয়ে স্লোপরেঞ্জে চরে বেড়াচ্ছে। টালিবুক ছাড়াও পেইড-আপ নোট রয়েছে শেলফে—বেশ কয়েক বছর আগের। ফোর্ট ডেভলিনের *ক্যাটলমেন'স মার্কেন্টাইল ব্যাংক-এর* নোট। একই ব্যাংকের একটা চেক বইও পেল মার্কস, ওটা থেকে জানা গেল প্রায় আট হাজার ডলার জমা আছে মোরহেডের নামে ব্যাংকটায়।

মালিক হওয়ার অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করা আবার কঠিন হয়ে দাঁড়াল মার্কসের জন্যে। এই দলিলপত্রে লেখা সবকিছু এখন ওর। ওর—পল মার্কসের। এসবই ওকে দিয়ে গেছে বিল মোরহেড। মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের শেষ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। এইসব দলিল আর অর্থ একজন ভাল মানুষের সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের ফলাফল। অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধা খাটিয়ে টাকা আয় করতে

হয়েছে মোরহেডকে, আবার উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকতে হয়েছে তাকে। আট হাজার ডলার, আর একপাল গরু, ছয়শোরও বেশি গরু—একজন লোকের অনুপাতে মোটামুটি পর্যাপ্ত সম্পদ। অন্য কারও স্বার্থ হানি না করে, কারও ঘাড় না ভেঙে গড়ে তোলা হয়েছে। একটা সুবিশাল রেঞ্জ, এ পৃথিবীটারই ক্ষুদ্র একটা অংশ, একই রকম পরিশ্রম আর উদ্দেশ্য নিয়ে উন্নত করা হয়েছে। রক্ষা করা হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত এই কারণে জীবন দিতে হয়েছে মানুষটাকে। কাপুরুষের একটা গুলি প্রাণপ্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে তার।

চমৎকার রেঞ্জ, লম্বা লম্বা গাছ রাজকীয় একটা ছাপ এনে দিয়েছে এখানে; মিঠা পানি পরিপুষ্ট করে তুলেছে জায়গাটাকে, তরতাজা ঘাসে ঢেকে রেখেছে। সবই ওকে দিয়ে গেছে মোরহেড। এবং এখন আর কোন সংশয় নেই—বুঝতে পারছে মার্কস, রেঞ্জ ছাড়াও অনেক বেশি কিছু ওকে দিয়ে গেছে মোরহেড। একটা বিশ্বাস। কাগজপত্র আবার যথাস্থানে রাখার সময় আপনমনে বিড়বিড় করে মার্কস বলল, 'ঠিক আছে, বিল, তোমাকে আমি হতাশ করব না। দেখো। জীবন দিয়ে হলেও আমার দায়িত্ব পালন করব।' বাইরে এসে ঘোড়ায় জিন চাপাল মার্কস, তারপর ডাস্টি, কারসন আর ব্রেন্ট যেখানে কাজ করছে সেদিকে রওনা দিল।

'আমি একটু ঘুরে আসি,' ওদের বলল সে, 'দেখে আসি লেযি-এম ব্র্যান্ডের গরুগুলোর কি অবস্থা। পরে তোমাদের সঙ্গে হাত মেলাব আমি, কেমন?'

ওর ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়াল এলিয়ট। স্যাডলের সঙ্গে ঝোলানো রাইফেলটা লক্ষ্য করল। রাইফেলের স্টকে হাত রাখল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে,' একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে আবার যোগ করল, 'এটা কাছছাড়া কোরো না, পল। ভুলে যেয়ো না তোমার ওপর আজরাইলের নজর পড়েছে।'

ঠিক একই ধরনের কথা বলেছিল ওকে পিট রোডস, মনে পড়ল মার্কসের। মাথা দোলাল ও। 'চাঁদিতে অমন একটা বাড়ি খাওয়ার পর কথাটা এত সহজে ভুলছি না আমি।'

আস্তে ধীরে এগিয়ে চলল মার্কস। পশ্চিমে বাঁক নিয়ে ওঅর্ম ক্রিক পর্যন্ত এল ও, তারপর ঘুরে ঢাল বেয়ে রিমের দিকে উঠতে শুরু করল। রিম বরাবর কিংফিশার ক্রিক পর্যন্ত এগোল। সবশেষে দ্রুত ক্রিকের পশ্চিম তীর বরাবর ফিরতি পথ ধরল আবার। চলার পথে অনেক গরু দেখতে পেল। এগুলো এখন ওর। বিস্তৃত ঢালের ওপর চরে বেড়াচ্ছে কিছু, আবার কিছু বিশ্রাম নিচ্ছে। ঢেউ খেলানো ঢাল, ছোটখাট গহ্বর, বেসিন আর গাছপালার মাঝখানে খুদে মাঠগুলোতেও গরু দেখা যাচ্ছে। ক্রিকের কিনারে কয়েকটা গরুকে পানি খেতে দেখল ও। তরতাজা তাগড়া তাগড়া সব গরু। এখানে যে পরিমাণ ঘাস আছে তার সঙ্গে মালভূমির সামার রেঞ্জ থাকায় বর্তমানের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ গরু

পোষা সম্ভব। হ্যাঁ, ইচ্ছা করলে একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায় এখানে!

এগোতে এগোতে গরুর পাল আর রেঞ্জের কথা ভুলে গিয়ে চিন্তাধারাকে অন্যখাতে চলতে দিল মার্কস। ওর ওপর রহস্যজনক আক্রমণের কারণ বোঝার চেষ্টা করল। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা বিষয় উল্টেপাল্টে দেখার প্রয়াস পেল মনে মনে। সন্তোষজনক একটা জবাব সন্ধান করল নানাভাবে। সাধারণ ডাকাতি ছাড়া আর কিছু বলে মনে হচ্ছে না, অন্তত বিপরীত কোন প্রমাণ নেই। অন্য কিছু যদি হত, তাহলে ওকে জীবিত ফেলে রেখে যেত? কাজটা স্থানীয় কারও বলে মন্তব্য করেছে ডাস্টি এলিয়ট, কিন্তু তার কথা ঠিক নাও হতে পারে। বরং কোন ড্রিফটারের হয়ে থাকতে পারে কাজটা। ওঅন্টেড কেউ হয়ত চেরোকি পেরিয়ে এসেছিল এদিকটায়, কপর্দকহীন অবস্থায়; ক্ষুধার্ত ছিল সে—সে-ই সম্ভবত তার অপকর্মের তালিকাটা আরেকটু দীর্ঘ করেছে, ব্যস। পল মার্কসের পকেটের সামান্য কয়েকটা ডলার ছাড়া আর কিছু নেয়নি লোকটা, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না; হয়ত তার কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আগে থেকেই ছিল, ওর গুলো নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। তার স্যাডলটাও হয়ত মার্কসেরটার চেয়ে অনেক ভাল ছিল। অসম্ভব নয় মোটেই। সুতরাং এলিয়টের অনুমান টেকে না। যত চিন্তা করল মার্কস, ততই ব্যাপারটাকে স্রেফ একটা দৈব দুর্বিপাক বা কাকতালীয় ঘটনা বলে মনে হতে লাগল। ব্যাপারটা আপাতত ভুলে থাকাই ভাল, শেষে ভাবল ও।

পিট রোডস আর ডাস্টি এলিয়ট দুজনই ওকে সতর্ক করে বলে দিয়েছে, আজরাইল ওর পিছু নিয়েছে। কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়। কিন্তু বিল মোরহেডকে হত্যা করার পর ওরা ওকে হত্যা করল না কেন—শুধু মাথায় একটা বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে পকেটের সামান্য কটা ডলার নিয়ে কেটে পড়ল? কি কারণ থাকতে পারে? কারা হতে পারে? ফ্লোরেনরা বোধ হয় না। কারণ স্রেফ ওকে অজ্ঞান করে ক্ষান্ত হবার কথা নয় তাদের, বাগে পেয়েও শোধ না তুলে বিদায় নেয়ার বান্দা নয় তারা! যেভাবেই বিবেচনা করছে ও, একটাই যুক্তি সঙ্গত জবাব মিলছে: হঠাৎ হাজির হওয়া কোন ড্রিফটারই করেছে দুষ্কর্মটা!

কিংফিশার ক্রিকটা একটা ছোট গিরিখাতের ভেতর দিয়ে গেছে এখানে, প্রায় একশো গজের মত খাড়া নেমে গেছে নিচের দিকে। পানির তীব্র স্রোত আশপাশের সব শব্দ চাপা দিয়েছে।

খাড়া নিচের দিকে নেমে যাওয়া ট্রেইল ধরে আবার সমতলে আসার পর সহসা দ্বিতীয় রাইডারের উপস্থিতি টের পেল মার্কস। ঘোড়ার দ্রুত মাথা দোলানো আর চাপা চিঁহিঁ শব্দে সতর্ক হয়ে উঠল; স্যাডলে ঘুরে বসল, সতর্ক; বিপদের জন্যে প্রস্তুত। পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। পরমুহূর্তে থেমে গেল। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে। আর কেউ না, লিয়া রেনিসনকে দেখতে পাচ্ছে ও।

গিরিখাতের নিচে ক্রিকের পানিতে মুখ দাবিয়ে রেখেছে তার ঘোড়া।

চুপচাপ গম্ভীর চেহারায় ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে লিয়া।

মেয়েটাকে এখানে দেখবে আশা করেনি মার্কস।

নয়

ক্রিকের খাড়া সংকীর্ণ কিনারার দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল পল মার্কস, এগিয়ে গেল সেদিকে, পানির ওপর আওয়াজ তুলে ওপারে চলে এল। লিয়া রেনিসনের পাশে রাশ টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল ও। মাথায় টুপি পরেনি মেয়েটা, লক্ষ্য করল; পরনে ধূসর হুইপকর্ডের ডিভাইডেড স্কার্ট, গায়ে সিল্কের ব্লাউজ, গলার কাছে ছিপছিপে কাঁধ আর উজ্জ্বল তামাটে গ্রীবার বাঁক দেখা যাচ্ছে। মার্কসের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লিয়া, চোখের চারপাশে গাম্ভীর্যের একটা ছায়া দেখতে পেল ও। মন কেমন করে উঠল।

'লিয়া,' বলল মার্কস, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ভালই হল, খুশি হয়েছি আমি, কারণ তোমাকে একটা কথা বলব বলে অপেক্ষা করছি।' একটু থামল ও, গুছিয়ে নিল কথাগুলো, তারপর আবার বলল, 'গত দুতিনদিনে যা ঘটে গেছে তার পরিণতিতে আমরা কে কোন্ দিকে যাব জানি না। এও জানি না, এ ব্যাপারে তোমার কোন মাথা ব্যথা আছে কিনা। তবু তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই, ওঅর-হ্যাচেট ছেড়ে আসতে একটা কারণেই কষ্ট লেগেছিল আমার-তোমাকে আর দেখতে পাব না!'

হঠাৎ যেন বেপরোয়া হয়ে গেল পল মার্কস, নিজেকে ওর স্বাধীন, বন্ধনহীন মনে হচ্ছে। এতদিন ওঅর-হ্যাচেটের একজন কাউহ্যাণ্ড ছিল সে, বেতনভোগী কর্মচারী ছাড়া অন্য কোন পরিচয় ছিল না। চাকরির স্বার্থে কাজ-কর্ম কি কথা বলার সময় নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়েছে। কিন্তু এখন সেসব নিয়ম থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে ও। নিজেই এখন ক্যাটলম্যান—সুবিশাল একটা রেঞ্জের মালিকানা লাভ করেছে। তাই যে কারও সঙ্গে-সবার সঙ্গে-বিনা দ্বিধায় মন খুলে কথা বলতে কোন বাধা নেই!

'অনেক বার,' বলে চলল মার্কস, 'এমন হয়েছে, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি, পাওনা বুঝে নিয়ে ওঅর-হ্যাচেটের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বিদায় নেব বলে মনস্থির করে ফেলেছি, কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গেছে তোমার কথা, সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারিনি। রয়ে গেছি শেষ পর্যন্ত। কারণ তোমার কাছাকাছি

থাকতে পারা আমার জন্যে একটা বিরাট পাওয়া বলে মনে হয়েছে সব সময়। আর সবকিছুর তুলনায় তোমাকে র‍্যাঞ্চহাউস আর রেঞ্জের আশপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখে অনাবিল আনন্দ পেয়েছি আমি। ওখানে যখন ইচ্ছা হয়েছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি। কিন্তু এখন সেই সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত। এই কথাগুলোই তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম আমি!' চুপ করল মার্কস।

ওর ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল লিয়া রেনিসন, তাকিয়ে থাকল ক্রিকের জলধারার দিকে। মেয়েটার মুখ আর গালে লালচে একটা আভা যেন তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কোন কথা বলল না। অনেক সময় গড়িয়ে গেল। ম্লান হয়ে এল পল মার্কসের দৃষ্টি, উবে যেতে শুরু করল মনের উষ্ণতা। হতাশার ছাপ পড়ল চেহারায়। অসহায়ত্ব যেন গ্রাস করে নিতে লাগল ওকে।

'বুঝেছি,' অবশেষে বলল মার্কস, 'আমি দুঃখিত। তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে সত্যিই দুঃখিত আমি। আসলে বারবার ভুল হয়ে যায়, তুমি তো রেনিসনের—'

'ওই কথাটা বলো না দয়া করে!' আবার মার্কসের দিকে চোখ ফেরাল লিয়া। ওর দৃষ্টি দেখে কুঁকড়ে গেল যেন মার্কস। মনে হল মেয়েটা বুঝি চাবুক দিয়ে মেরেছে ওকে।

'না!' আবার গুঙিয়ে উঠল লিয়া, 'কখনও বলবে না। আমার ঘোড়া হাঁকিয়ে এখানে চলে আসার কারণ ওই নামটাই—রেনিসন নামটা ভুলে থাকতে চাই আমি। মন থেকে মুছে ফেলতে চাই রেনিসনদের সব কথা। তুমি সেটা বুঝতে পারলে না! বোঝার চেষ্টাও করোনি! কেউ করে না!' করুণ শোনাল কণ্ঠস্বর।

আবার ক্রিকের পানির দিকে তাকাল লিয়া রেনিসন। নীরব হয়ে গেছে। স্যাডলহর্নের ওপর হাতদুটো আলগোছে ফেলে রেখেছে ও; ছিপছিপে বাদামী হাত, কিন্তু এখন গিঁটগুলো উত্তেজনায় সাদা হয়ে গেছে।

কিছু বলতে পারল না মার্কস, যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। চট করে একটা সিগারেট বানাতে শুরু করল ও। একটু সামনের দিকে নুয়ে আছে লিয়ার মাথা। ঘোড়া হাঁকানোর সময় বোধ হয় আলগা হয়ে গিয়েছে এক গোছা চুল, এখন অলস ভঙ্গিতে গালের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে, লক্ষ্য করল। অনেক কম বয়সী লাগছে লিয়াকে, কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ।

হঠাৎ আবার কথা বলতে শুরু করল লিয়া, নিচু অথচ ভারি কণ্ঠে।

'প্রায়ই এদিকে ঘোড়া নিয়ে চলে আসি আমি। বিল মোরহেডের কাছে আসতাম এতদিন। আমার জন্যে অনেকটা আশ্রয়ের মত ছিল বিল। নিজের ঘরের অশান্তি থেকে পালিয়ে ওর কাছে চলে আসতাম। খুব ভাল ছিল বিল, ও সবই বুঝতে পারত। ও ঠিকই বুঝতে পেরেছিল, গরুর পাল, রেঞ্জ আর এসব বাড়িয়ে

তোলার নানান ফন্দিফিকির করা ছাড়াও মানুষের জীবনে আরও অনেক কিছু করার আছে। জমি-জমাই সব নয়। বিল জানত, কেবলই বড়, আরও বড় হবার প্রাণান্ত চেষ্টা চালানো, বিরাট ক্ষমতার মালিক হওয়া—অন্য সবার চেয়ে আরও ওপরে ওঠা—এসব বাদেও পাবার মত আরও অনেক মূল্যবান জিনিস আছে পৃথিবীতে।' থেমে দম নিল লিয়া। 'আ-আমি জানি না, বিল মোরহেড যদি না থাকত, যদি ও সব সময় আমাকে সান্ত্বনা না দিত, তাহলে এতদিন বাঁচতে পারতাম কিনা।'

'লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের শুগার-পাইনগুলোর ছায়ায় বসে গল্প করতাম আমি বিলের সঙ্গে। ডাগলাস কাঠবেড়ালীগুলো তখন নেমে আসত, বসে থাকত ওর হাঁটুর ওপর, ওর হাত থেকে খাবার খেত। চিপমুংকগুলো ঢুকে যেত ওর পকেটে, খাদ্য-কণা খুঁটে খুঁটে খেত তারা। কোরাল-ফেন্সের কাছে এসে ঘোড়াগুলো তাকিয়ে থাকত, বিল উঠে গিয়ে ওদের মাথায় হাত না বোলানো পর্যন্ত একটানা ডাকতে থাকত ওগুলো। বিশাল হৃদয়ের মানুষ ছিল মোরহেড। মানুষকে বোঝার ক্ষমতা ছিল ওর। অন্তরটা ছিল স্নেহের সাগর! আর—আর ওরা কিনা বিলের মত একটা মানুষকে হত্যা করল! মেরে ফেলল—'

কেঁদে ফেলল লিয়া রেনিসন, কান্নার দমকে রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। ব্লাউজের পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের পানি মুছল সে। বার দুই ঢোক গিলে সামলে নিল নিজেকে, তারপর আবার বলল: 'বিলের কাছে আসা, ওর কোমল কণ্ঠের কথা শোনা আমার কাছে কত স্বস্তিকর ব্যাপার ছিল বলে বোঝাতে পারব না তোমাকে। অর্থহীন অহংকার, অন্ধ স্বার্থপরতা, ঔদ্ধত্য আর অনমনীয় কর্তৃত্বের বেড়াজাল থেকে দূরে আসার একটা সুযোগ পেতাম। মিলিটারি প্যারেডের কায়দায় পরিচালিত একটা র‍্যাঞ্চ থেকে পালাতে পারতাম আমি। আমাদের ওখানে তো হাসা, গান—গাওয়া বিরাট কোন অপরাধের মত। যতক্ষণ ওখানে থাকি আমাকে মনে রাখতে হয় ফ্লোরেনরা আমার ফুপাত ভাই, ওদের সঙ্গে অবশ্যই অমায়িক ব্যবহার করতে হবে আমাকে, ওদের ঘৃণা করা সত্ত্বেও—হ্যাঁ, আমি ওদের ঘৃণা করি। ফ্লোরেনরা—সব সময় বড় বড় কথা বলে। এক পাল নেকড়ের মত বাঁকা পথে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়!'

আবার খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল লিয়া রেনিসন, শোক যেন সব বাঁধ ভেঙে উতলে উঠছে। চট করে আবার নিজেকে সামলে নিল ও, চুপ করে গেল।

বিস্মিত পল মার্কস। মেয়েটা হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়েছে দেখে বিচলিত বোধ করছে। বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। পরিচয়ের পর আজই প্রথম লিয়া ওর ব্যক্তিত্বের পর্দা সরিয়ে নিজেকে উন্মোচিত করেছে। লিয়ার চিন্তাভাবনা আর মানসিক অবস্থার সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে আজ। কিছু বলতে না পারলেও লিয়ার জন্যে সীমাহীন করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল ওর মন, মেয়েটার

বলার ভঙ্গি আর কণ্ঠস্বরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতার প্রকাশ ঘটেছে, বুঝতে পেরেছে ও। এই নিঃসঙ্গতা আগাগোড়া লিয়ার সঙ্গী হয়ে ছিল। এখনও আছে।

গরু আর পুরুষ মানুষের ভিড়ে একাকী একটা মেয়ে লিয়া। এমন একটা বাড়িতে ওকে বসবাস করতে হয় যেখানে আছে শুধু ম্যাট রেনিসনের অবিচল স্বেচ্ছাচারী সীমাহীন কর্তৃত্বের কালো ছায়া। জেলখানার সঙ্গে বাড়িটার খুব একটা পার্থক্য নেই আসলে। আক্ষরিক অর্থেই সামাজিকতার বালাই নেই ওখানে। এখন আর ওঅর্ম-ক্রিকের ড্যান্স পার্টিতে যাবারও সুযোগ পায় না লিয়া; হাত-পায়ের অদৃশ্য বেড়ি ভাঙার সাধ্য ওর নেই; কিন্তু তারপরও সারাক্ষণ এই বন্দীদশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বিদ্রোহ করে যাচ্ছে নীরবে, সবার অজান্তে। জীবনের অতি সাধারণ কিছু আনন্দের জন্যে সারাক্ষণ আঁকুপাঁকু করছে ওর মন, কিন্তু বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। ম্যাট রেনিসনের বিকার আর অশুভ প্রভাবে মনের দাবিকে চাপা দিয়ে রাখতে হচ্ছে সবসময়। এবং একটু আগেও এসব গোপন করে রেখেছিল সে মার্কসের কাছে—ম্যাট রেনিসনের মতই মেকি আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে।

চট করে হঠাৎ ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল লিয়া রেনিসন। ক্রিকের তীর বরাবর এগিয়ে গেল খানিকটা, তারপর থেমে ঘাড় ফিরিয়ে পলের দিকে তাকাল আবার। মার্কস লক্ষ্য করল মেয়েটার দুচোখে অশ্রু টলমল করছে, তিরতির করে কাঁপছে ঠোঁটজোড়া। বেশ শক্ত স্নায়ুর মেয়ে, মনে মনে স্বীকার করল মার্কস।

'আমার কথাগুলো শুনেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ, পল,' বলল লিয়া, 'এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি আমি। আজ তোমাকে এত কিছু বললাম, এসব তোমাকে বলতে পারব স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি কোনদিন। বোধ হয় হঠাৎ কোন বাঁধন খুলে গিয়েছিল আমার। তোমার কথা জানতে পেরেও খুশি হয়েছি আমি। অনেক আগেই হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম, তবু আজ তোমার মুখে শুনতে পেয়ে অসম্ভব ভাল লাগছে। যা হোক, এখন থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে, পল। সব সময় মনে রেখো ওরা—' একুট থামল মেয়েটা, তারপর আবার বলল—'বিল মোরহেডের কি পরিণতি করেছে ওরা!'

মার্কসকে সতর্ক করে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল লিয়া রেনিসন, দৌড়াচ্ছে ওর ঘোড়া। অল্ডার্স আর উইলো গাছগুলোর ফাঁকে মাঝে মাঝে একটা ঝলকের মত দেখতে পেল ওকে মার্কস। তাকিয়ে থাকল ও। দূরের ঢালের ওপর দিয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল মেয়েটা।

এবার আবার রওনা দিল পল মার্কস। চেহারা গম্ভীর, চিন্তান্বিত। হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল সে। যথাস্থানে ঘোড়া রেখে রেঞ্চল্যান্ডের শেষ মাথায়

গিয়ে ডাস্টি, ব্রেন্ট আর কারসনের সঙ্গে হাত মেলাল, নতুন বাংকহাউস নির্মাণের জন্যে গাছ কাটার কাজে। চুপচাপ কাজ করে চলল ও। হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ঘেমে নেয়ে উঠল, কিন্তু তোয়াক্কা করল না। রাগের সঙ্গে ক্রমাগত কুড়াল চালাচ্ছে। লিয়া রেনিসনের কথা মনে পড়ছে ওর, চোখের সামনে ভেসে উঠছে ক্রিকের তীরে ঘোড়ার পিঠে তার বসে থাকার ভঙ্গি; কত কথা এতদিন গোপন করে রেখেছিল মেয়েটা, মনে পড়ল, আজ সবই ওকে বলেছে। বিল মোরহেড আর ফ্লোরেনদের কথাও ভাবল মার্কস। সবশেষে মনে এল শীতল কঠিন একজন মানুষের কথা, যার ত্বক মেয়েদের ত্বকের মত মসৃণ, চোখজোড়া বাদামী, কঠিন দৃষ্টি সেখানে। লোকটার নাম ম্যাট রেনিসন।

সীমা ছাড়িয়ে পরিশ্রম করছিল মার্কস, ফলে দিন ফুরোবার আগেই আবার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল ওর আহত মাথায়। বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত দিল কাজে।

আস্তে আস্তে নীল পাউডারের মত ধোঁয়াটে কুয়াশা নামতে শুরু করল শুগার-পাইনের ফাঁকে ফাঁকে। ওরা যখন কাজ বন্ধ করে কেবিনে ফিরল ড্যান অরসনকে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, সঙ্গে তার শূন্য স্যাডল চাপানো একটা ঘোড়া, টেনে নিয়ে আসছে। দুর্বল দেখাচ্ছে ঘোড়াটাকে।

'টাউন-ট্রেইলের পশ্চিম দিকে কিছুটা ভেতরে জ্যাক পাইনের আড়ালে ঘোড়াটা পেয়েছি আমি,' বলল অরসন, 'গাছের সঙ্গে লাগাম পেঁচিয়ে গিয়েছিল।' ব্যাখ্যা করল। 'পাশ দিয়ে আসার সময় ডাক কানে আসে আমার। ধারণা করছি বিল মোরহেডকে এটার পিঠ থেকেই গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছিল। গুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ঘোড়াটা। বিল যখন আমার অফিসে আসে ওর সঙ্গে ঘোড়া ছিল না, তোমরা জানো, জ্ঞান ফিরে পাবার পর পায়ে হেঁটেই শহরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ও, এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতেও পেরেছিল, যদিও প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল মানুষটা। অনেকক্ষণ স্যাডল চাপানো অবস্থায় আছে ঘোড়াটা, ওটার পিঠের পরিচর্যা করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।'

জেড কারসন আর ব্রেন্ট ঘোড়াটার দায়িত্ব গ্রহণ করল। সাপার তৈরি করবে বলে চলে গেল ডাস্টি এলিয়ট।

ড্যান অরসন এবার পল মার্কসকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই তিনজন কি করছে এখানে? তোমাকে সাহায্য করার জন্যে ম্যাট রেনিসন ওদের ধার দিয়েছে, একথা বলো না যেন আবার!'

'প্রশ্নই ওঠে না!' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল মার্কস। তারপর ডাস্টি, জেড আর ব্রেন্ট কোন্ পরিস্থিতিতে ওঅর-হ্যাচেট থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিল ড্যান অরসনকে খুলে বলল।

'নতুন কিছু জানতে পেলে, ড্যান?' শেষে ডেপুটির কাছে জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল ডেপুটি শেরিফ, ক্লান্ত রোগা দেখাচ্ছে তাকে; অনেকখানি পথ ঘোড়া হাঁকিয়ে আসতে হয়েছে, বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পায়নি খুব একটা। 'জোরাল কিছু না,' বলল ডেপুটি, 'ফ্লোরেনদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। নানা ভাবে ওদের যাচাই করেছি। আচার আচরণে নির্দোষ ভাব করেছে ওরা, বলাই বাহুল্য। ওদের দায়ী করার মত কোন সূত্র পাইনি। তবে,' একটু থেমে যোগ করল অরসন, 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, ওখানে যতক্ষণ ছিলাম, পাঁঠা ঠাউরে আমাকে নিয়ে মনে মনে হেসে খুন হয়ে গেছে ওরা। বিল মোরহেডের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওরা জড়িত, একথা বলব না আমি, আবার ওদের কোন সম্পর্ক নেই তা বলাও ঠিক হবে না—আপাতত। আচ্ছা, কি ব্যাপার বলো তো?' হঠাৎ জানতে চাইল ডেপুটি, 'কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে তোমাকে। কি ব্যাপার? কোন অঘটন?'

সব তাকে খুলে বলল পল মার্কস। কিভাবে ব্রেস স্টিগার আর রাইডারদের সঙ্গে কেবিনে দেখা হল, তারপর স্টিগারকে নিয়ে শহরে গিয়ে বিল মোরহেডের উইলটা দেখার পর এখানে ফিরেই আচমকা আক্রান্ত হবার কথা জানাল। ওর পকেটে তল্লাশি চালানোর কথাও বলল ডেপুটিকে। বাদ দিল না কিছু।

'কে করল কাজটা, কেন এখনও কিছুই বুঝতে পারিনি আমি, ড্যান, তবে আমার মাথার যা অবস্থা করে গেছে, কোন দিন ভুলব না, মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারত—মারা যেতে পারতাম আমি! ডাস্টি একটা সম্ভাবনার কথা বলেছে অবশ্য। ওর ধারণা ঠিক হতেও পারে, যদিও আমার কাছে তা মনে হয়নি,' উপসংহারে বলল মার্কস।

'তা ডাস্টির ধারণাটা কি শুনি?' জানতে চাইল ড্যান অরসন।

'ও বলছে এখানকারই কেউ টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় আমার মাথায় বাড়ি মেরে পকেট ফাঁকা করার বুদ্ধি এঁটেছিল। এবং সেটাই করেছে। যদি তা-ই হয়ে থাকে বলতে হবে নিদারুণ হতাশ হতে হয়েছে বেচারাকে,' বলে চলল মার্কস, বাঁকা হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটে। 'ডাস্টির বিশ্বাস স্থানীয় কোন রাইডার করেছে অপকর্মটা, কারণ টাকা ছাড়া আর কিচ্ছুই খোয়া যায়নি আমার। পিস্তল বা অন্য কোন জিনিসে হাত দেয়নি সে।'

'ডাস্টির ধারণাটা নেহাত ফেলে দেয়ার মত নয়,' বলল ড্যান অরসন। 'টাকা পয়সা শনাক্ত করার কোন উপায় নেই। কিন্তু অন্য জিনিস সহজেই চেনা যায়। অবশ্য ডাস্টির ধারণায় একটা বিরাট গলতি আছে, সেটা হল, ওই লোকের তো জানার কথা নয় তোমার কাছে পঞ্চাশ ডলার নাকি পঞ্চাশ সেন্ট আছে?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ডেপুটি।

'অ,' বলল মার্কস, 'ওঅর-হ্যাচেট থেকে পাওনা বুঝে নিয়ে এখানে এসেছিলাম আমি।'

বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল ড্যান অরসন, অবশেষে মাথা নাড়ল সে। 'উঁহু,' বলল, 'মিলছে না তবু। বেতনের টাকা হাতে এলেই জমিদার বনে যায় না কাউহ্যান্ডরা। আমি অন্তত আজতক তেমন কাউকে দেখিনি। তবে, মনে করো,' এবার নিজের ধারণার কথা বলল ডেপুটি, 'যদি এমন হয়ে থাকে: কাউহ্যান্ডের পকেটে একটা র‍্যাঞ্চের মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র আছে ভেবে কেউ একজন—যে চায় না র‍্যাঞ্চটা সে পাক—' কথাটা শেষ করল না সে।

'বিল মোরহেডের উইলের কথা বলছ নিশ্চয়ই,' বলে উঠল পল মার্কস, 'হ্যাঁ, এদিক দিয়েও ভেবে দেখেছি আমি। কিন্তু অমন মূল্যবান একটা জিনিস বোকার মত পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াব এটা কি ভাবা যায়? তাছাড়া উইলটা তো মাত্র লেখা হয়েছে, উপযুক্ত আদালতে পেশ করে পাকা করিয়ে নিতে হবে ওটা, রেকর্ডভুক্ত করতে হবে—অনেক আইনগত আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়ে গেছে এখনও। কথাটা ওদের জানার কথা না?'

'হুম। হয়ত ঠিকই বলেছ। কিন্তু জানতেই হবে এমন কোন কথা নেই!' ক্লান্ত হাত তুলে একটা ভুরু চুলকাল ড্যান অরসন। 'অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি বেশির ভাগ লোকই আইন সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা রাখে না—অজ্ঞই বলা যায়। এই আমার কথাই ধরো—আমি অবশ্য আইন-কানুন কিছুটা বুঝি, কিন্তু আমি যা জানি না সেসব নিয়ে আস্ত একটা বই লেখা যাবে! অথচ দেখো আমার চেনাজানা সবার চোখে আমি চলমান জ্ঞানকোষ বিশেষ। আমি যতই ভাবছি ততই বিশ্বাসটা দৃঢ় হচ্ছে আমার, বিল মোরহেডের উইল ছিনতাই করারই উদ্দেশ্য ছিল ওদের!

'এই "ওরটা" কারা বলতে পারো, ড্যান?' জিজ্ঞেস করল মার্কস।

'কি জানি! ফ্লোরেনরা হতে পারে। কিংবা ম্যাট রেনিসন! আবার তার হয়ে কাজ করছে এমন কেউও হতে পারে।'

'তাহলে তো বিল মোরহেডের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাবে, নাকি?' বলল মার্কস।

'গেলেই বা কি? কেউ তো অবশ্যই খুন করেছে বিল মোরহেডকে! আর স্রেফ মজা লোটার জন্যে করা হয়নি কাজটা।' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ডেপুটি অরসন। 'অনেকগুলো ট্রেইল একসঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে, তবে এই জটলার মধ্যেই রয়েছে আসল ট্রেইল। আগে হোক পরে হোক ঠিকই সেটা খুঁজে বের করব আমি!'

কেবিনে ঢুকল ওরা, সাপার খেল। তারপর সিগার-বক্সটা নামিয়ে ড্যান অরসনকে বিল মোরহেডের রেখে যাওয়া দলিল-দস্তাবেজ দেখাল মার্কস। ওগুলো নিয়ে খানিকক্ষণ আলাপ চলল দুজনের মধ্যে। অবশেষে একটা বাংকে লম্বা হয়ে

শুয়ে পড়ল ড্যান অরসন, সিগারেট টানতে লাগল। অচিরেই নাক ডাকতে শুরু করল সে।

'আগের বয়স আর নেই ড্যানের,' মৃদু কণ্ঠে বলল ডাস্টি এলিয়ট, 'একটানা ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা চাদর দিয়ে দাও ওর গায়ে, পল! আজ রাতটা আমি ব্রেন্ট আর জেডের সঙ্গে ফীড-শেডেই কাটিয়ে দিতে পারব।'

ঘুমোনোর আগে অনেকক্ষণ নিজের বাংকে চিত হয়ে শুয়ে থাকল পল মার্কস, চিন্তিত। বিল মোরহেডের কথা ভাবল ও, তার উইলের কথাও চিন্তা করল। ফোর্ট ডেভলিন কান্ট্রি থেকে ফিরে আসার পর ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটা ঘটনা এক এক করে উল্টে পাল্টে দেখল ও মনে মনে। কিন্তু তারপরও সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না। সবশেষে লিয়া রেনিসনের কথা মনে পড়ল ওর। কিংফিশার ক্রিকের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় বারবার 'ওরা' শব্দটা উচ্চারণ করেছে মেয়েটা, ঠিক ড্যান অরসনের মত। ওরা? ফ্লোরেনরা হতে পারে—আবার হয়ত ওর বাবাই—কিংবা ওর বাবা আর ফ্লোরেনরা সম্মিলিতভাবেও করে থাকতে পারে কাজটা। অস্থিরভাবে নড়ে উঠল মার্কস। সামনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যা-ই ঘটুক, মনে মনে প্রার্থনা করল ও, লিয়ার নামের ওপর যেন কোন কালিমা না পড়ে!

নিকষ অন্ধকারে ঘুম ভেঙে গেল মার্কসের। ড্যান অরসনের নড়াচড়ার শব্দও পাওয়া গেল।

কেবিনের দরজা থেকে ডাকছে এলিয়ট।

'জলদি, পল, এদিকে এসো,' বলল ডাস্টি, 'অরসনকেও আসতে বলো। ওকে দরকার হবে!'

ব্ল্যাঙ্কেটটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলল মার্কস, হাতড়ে হাতড়ে ল্যাম্প বের করে জ্বালল। ঝটপট কেবিন থেকে বেরিয়ে এল দুজন।

ডেপুটি জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, ডাস্টি?'

'শহর থেকে বাস স্পারজন এসেছে,' বলল ডাস্টি, 'তোমাকে খুঁজছে, জরুরি খবর আছে নাকি!'

ওঅর্ম-ক্রিকের লিভারি বার্নের মালিক অন্ধকার শীতল রাতে এতদূর আসার পর এখন ঘোড়ার পিঠে নুয়ে পড়েছে প্রায়, হাঁপাচ্ছে তার ক্লান্ত ঘোড়াটা।

'ঠিক আছে, বাস,' গজগজ করল অরসন, 'বলো কি বলবে! কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'স্যাম ওয়েলডন তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে, ড্যান,' বলল লিভারিম্যান, 'তোমার খোঁজে সারা পাহাড় চুঁড়ে বেড়িয়েছি আমি। তারপর হঠাৎ মনে হল এখানে হয়ত পাওয়া যাবে, তাই দেখতে এলাম। শহরে তোমার

উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়েছে। পিট রোডস-মারা গেছে ও!'

'মারা গেছে!' পুনরাবৃত্তি করল ডেপুটি, 'মারা গেছে—পিট রোডস?'

'হ্যাঁ! কে যেন ওর পিঠে একটা ছুরি বসিয়ে দিয়ে অফিসের সেফটা লুট করে নিয়ে গেছে!' বলল বাস স্পারজন।

দশ

নিঝুম রাতে পেছনের ঢাল বেয়ে ওঅর্ম-ক্রিক শহরের দিকে এগিয়ে চলল ওরা নীরবে। পেরিয়ে গেল বেশ কয়েক ঘণ্টা। পল মার্কস, ড্যান অরসন, ডাস্টি এলিয়ট আর বাস স্পারজন—মোট চারজন যাচ্ছে শহরে। মার্কসের নির্দেশে লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে রয়ে গেছে জেড কারসন এবং ব্রেন্ট ফ্লেসিং।

তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া ধরে ওগুলোর পিঠে জিন চাপানোর সময় বিস্তারিত জানিয়েছে ওদের বাস স্পারজন। পিনোক্‌ল খেলার জন্যে স্টারলাইট হোটেলে রোজ সন্ধ্যায় মিলিত হত স্যাম ওয়েলডন, পিট রোডস আর হ্যাক ব্রীড। অলিখিত একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে এটা। কাল রাতেও যথারীতি খেলতে আসার কথা ছিল রোডসের, পরে কি একটা কাজের কথা বলে আর খেলতে যায়নি। ওয়েলডন তাই ওর জায়গায় খেলার জন্যে বাস স্পারজনকে ধরে নিয়ে যায়। ওয়েলডন আর স্পারজন যখন স্টারলাইটে যায় তখন ল-ইয়ারের অফিসে আলো জ্বলছিল। আবার রাত এগারোটায় পিনোক্‌ল খেলা শেষে ওয়েলডন আর স্পারজন যার যার লিভিংকোয়ার্টারের পথ ধরে, তখনও আলো জ্বলতে দেখা যায় অফিসে। ওরা তখন দোতলায় গিয়ে রোডসকে রাতটা রিয়ালটো-তে কাটিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

দোতলায় উঠে অফিস রুমে ঢুকেই দেখে ডেস্কের পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে পিট রোডস। ল-ইয়ারের ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর ছুরি চালানো হয়েছে। সেফের ডালা হাঁ করে খোলা ছিল আর নানা রকম আইনসংক্রান্ত কাগজপত্র ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় পড়েছিল চারপাশে।

শহরের বেশ কয়েকজনকে ড্যান অরসনের খোঁজে পাঠানো হয় সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ দেয়ার জন্যে। বাস স্পারজন তাদের একজন। হঠাৎ লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে খোঁজ করার কথা মাথায় এসেছে তার।

এই হল ঘটনার সারাংশ।

শীতল কঠিন ক্রোধে তলে তলে ফুঁসছে পল মার্কস। পিট রোডসের মত

একজন দরদী বন্ধু হারানোর দুঃখ প্রতিক্ষণে কালো মেঘ জমিয়ে তুলছে ওর মনে। প্রথমে বিল মোরহেড, তারপর পিট রোডস। দুজনকেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। অথচ ওদের মত ভাল মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই পাওয়া যায়। কাপুরুষের মত আড়াল থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল বিল মোরহেডকে; পিট রোডসকেও একইভাবে ছুরি মারা হয়েছে। কিন্তু কেন? কে করল কাজটা?

প্রশ্নটা মার্কসের মনে বারবার খোঁচা দিতে লাগল।

কালো বিশাল একটা মেঘ যেন পৃথিবীর ওপর শীতল ছায়া ফেলতে চাইছে।

বড়জোর ধারণা করতে পারে, কিন্তু কি প্রমাণ আছে ওর হাতে? নিজের ব্যর্থতার জন্যে হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। রাগে দাঁত কিড়মিড় করল মার্কস।

ওঅর্ম-ক্রিক শহরকে আর কোনদিন এত দূরের মনে হয়নি। পথের যেন শেষ নেই, ভাবল মার্কস।

অবশেষে একসময় শহরে পৌঁছুল ওরা। অন্ধকারে যথাসম্ভব দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়েছে।

পিট রোডসের অফিসে এখনও বাতি জ্বলছে। সোজা সেখানে গেল ওরা। স্যাম ওয়েলডন, হ্যাক ব্রীড আর ডাক্তার হ্যামেল নিহত বন্ধুর লাশ আর অগোছাল অফিসটা পাহারা দিচ্ছিল।

হ্যাক ব্রীডের চেহারা থমথম করছে, লক্ষ করল মার্কস। কামরার মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ডাক্তার হ্যামেল। ওপাশের দেয়ালের কাছে বসে আছে স্যাম ওয়েলডন, গোলগাল খর্বাকৃতি স্টোরকিপারের গালে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ার চিহ্ন রয়ে গেছে। কেঁদেছে লোকটা, একেবারে ভেঙে পড়েছে, দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে তাকে ঘটনাটা। পিট রোডসের মরদেহ একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

ডাক্তার হ্যামেলের দিকে তাকাল ড্যান অরসন।

ডাক্তার বলল, 'ওকে আমি পরীক্ষা করেছি, যতটা সম্ভব কম নড়াচড়া করে, ড্যান। জানি, ওকে মারা যাবার সময় যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেভাবেই দেখতে চাইবে তুমি। ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা মাত্র ঘাই মারা হয়েছে—খুব জোরে। আঘাতের অ্যাঙ্গেল থেকে আমার মনে হয়েছে, পেছন থেকে ছুরি চালিয়েছে খুনী। মনে হয় নিমেষে মৃত্যু ঘটেছে ওর—অন্তত সেরকমই বলা যায়। খুনীকে আবার দেখার সুযোগ বোধ হয় পায়নি বেচারা!'

চাদরটা একপাশে সরিয়ে দিল ড্যান অরসন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের চোখে দেখল সব কিছু, অভিব্যক্তিহীন গম্ভীর চেহারায়। অবশেষে মাথা দোলাল সে। 'ওকে এবার সরিয়ে নিতে পারো, ডক,' বলল।

ডাস্টি এলিয়ট, হ্যাক ব্রীড আর বাস স্পারজন ডাক্তারকে সাহায্য করল সিঁড়ি

দিয়ে লাশ নামানোর কাজে। এগিয়ে গিয়ে স্যাম ওয়েলডনের কাঁধে সহানুভূতিসূচক হাত রাখল ড্যান অরসন। খানিকটা বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিল ওকে। উঠে দাঁড়াল ওয়েলডন। এলোমেলো পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, থামল আবার।

'আমার সামান্য কিছু টাকা আছে, ড্যান, সব দিয়ে দেব তোমাকে, শুধু ওর খুনীটাকে ধরে দাও, শয়তানটা ফাঁসিতে ঝুলছে দেখতে চাই আমি, আর কিছু না!'

'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি, স্যাম,' বলল অরসন, 'তাই এধরনের কথা বলায় দোষ দিচ্ছি না। তবে একটা কথা মনে করিয়ে দিই তোমায়, পিট রোডস শুধু তোমার বন্ধু ছিল না, আমারও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।' হাত নাচাল ড্যান অরসন। 'এবার যাও। বিশ্রাম নাও। এখানে বসে থাকলে তো আর কোন লাভ হচ্ছে না!'

স্টোরকিপার বিদায় নেয়ার পর দরজা বন্ধ করে দিল ড্যান অরসন, পল মার্কসের উদ্দেশে বলল, 'এবার তল্লাশি শুরু করতে পারি আমরা। তবে ধরে নাও ওটা নেই—গায়েব হয়ে গেছে।'

তৈরি হয়ে সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেকটা কাগজ পরীক্ষা করে চলল দুজনে মিলে। বিল মোরহেডের উইলটা পাওয়া গেল না। শেষে ক্লান্ত কণ্ঠে ড্যান অরসন বলল, 'ওরা কেন এসেছিল বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। বোধ হয় পেয়েও গেছে!'

'অর্থাৎ ফের সেই "ওদের" প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হচ্ছে আমাদের!' কর্কশ কণ্ঠে বলল পল মার্কস। 'এ যেন ভূতের গল্পের মত! ড্যান, খুব তাড়াতাড়ি আসল অপরাধীকে শনাক্ত করতে হবে আমাদের। একটা ব্যবস্থা নিতে হবে!'

'আমার ইচ্ছায় তো কিছু হবে না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ড্যান অরসন। 'প্রমাণ বের করতে হবে আমাকে। আইনকে এভাবেই এগোতে হয়, পল। আমার হাত পা বাঁধা। অনেককেই সন্দেহ করতে পারি আমি, ঠিক, কিন্তু যতক্ষণ তার বিরুদ্ধে নিরেট প্রমাণ হাজির করতে না পারছি, কিচ্ছু করার উপায় নেই আমি নাচার। তবে চিন্তা করো না আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি।'

'আমিও!' বলল মার্কস, 'তবে আমার হাত পা বাঁধা থাকবে না। ড্যান, এবার ইঁটের বদলে পাটকেল নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছি আমি। এখন, এই ঘটনা থেকে, কেন আমার মাথায় বাড়ি মারা হয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি জানি আমার পকেট কেন হাতড়ানো হয়েছিল। উইলটাই খুঁজছিল ওরা। ওটা আমার কাছে নেই জানার পর বুঝে ফেলে পিট রোডসের সেফেই পাওয়া যাবে। তাই আবার এখানে চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু পিট রোডসকে হত্যা করা হল কেন? আমাকেই বা ছেড়ে দিল কেন? বুঝতে পারছি না! উইলটা আমাকে লেযি-এম আউটফিটের মালিক বানিয়েছে, পিটকে নয়!'

ডেস্কের পেছনে চেয়ারে বসে পড়ল ড্যান অরসন। পুরনো পাইপটা পরিষ্কার করতে শুরু করেছে সে, যেন ওটা এখন তার সমস্ত আনন্দের উৎসে পরিণত হয়েছে। 'এমনও হতে পারে ওদের দেখে ফেলেছিল পিট এবং ওর মুখ বন্ধ রাখতেই হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে ওরা। হয়ত কোন উসিলায় এখানে এসে পিট রোডসের সঙ্গে আলাপ করছিল ওরা, তারপর যেই পিট পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে অমনি হামলে পড়েছে ওর ওপর। পিটের সেফটা খুব মজবুত। একবার ওটার ডালা বন্ধ করে তালা আটকে দিলে শব্দ না করে কিছুতেই খোলা যাবে না। জোর করে খোলা হলে শহরের সবার কানে যেত তার শব্দ—ব্যাপার কি দেখার জন্যে ছুটে আসত লোকজন। কম্বিনেশন জানা না থাকলে সেফটা খোলার জন্যে হয় শাবল আর স্লেজ হ্যামার চালাতে হবে নইলে ডিনামাইট ফাটাতে হবে। কিন্তু খুনী যদি এমনি খোশ আলাপের অজুহাতে এখানে এসে থাকে, পিটের সঙ্গে বসে বসে গল্পের ভান করে থাকে—রাতে এখান থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পিট সেফে তালা মারে না—কথাটা যদি তার জানা থাকে—'

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল মার্কস, ড্যানের হয়ে তার কথাটা শেষ করল, 'সেফটা খোলা আছে দেখার পর পিটের অসাবধান হওয়ার অপেক্ষায় ছিল সে, সুযোগ পাওয়ামাত্র ছুরি চালিয়েছে। এখন সব কিছু গোপন থাকবে। কেউ কিছু টের পাবার আগেই নিরাপদে সরে পড়তে পেরেছে খুনী। হ্যাঁ, ড্যান, তাই হবে।'

'মনে হয়,' সায় দিয়ে বলল ড্যান অরসন, 'আরও ভাল কোন ধারণা যতক্ষণ মাথায় না আসছে এটার ওপর নির্ভর করেই চিন্তাভাবনা করতে হবে।'

একটা সিগারেট জ্বালাল এবার মার্কস। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও, কিন্তু দেখছে না কিছুই। 'উইলটা বোধ হয় পেয়ে গেছে ওরা,' বলল, 'আবার হতে পারে, ওরা উইলের নাগাল পায়নি। আগেই হয়ত পিট আইনগত ঝামেলা সারার জন্যে ফোর্ট ডেভলিনে জাজ আর্থারের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে।' ডেপুটির দিকে তাকাল এবার মার্কস।

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে অবশ্য,' সায় দিল ড্যান। 'এ ব্যাপারে শিগগিরই নিশ্চিত হতে পারব আমরা। কামরাটা এখন তালা মেরে রেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের। চলো, স্যাম ওয়েলডন ঘুমোনোর আগেই ওর কাছে যাওয়া যাক। একটা প্রশ্ন করার আছে ওকে।' প্রস্তাব দিল অরসন।

স্যাম ওয়েলডন অবিবাহিত, স্টোরের পেছনেই ওর লিভিং-কোয়ার্টার। ঘুরে স্টোরের পেছনে চলে এল মার্কস আর অরসন। আলো জ্বলছে কোয়ার্টারে। দরজার কড়া নাড়ল অরসন। স্টোরকিপারের এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল। লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে কে এসেছে দেখার চেষ্টা করল সে।

'তোমাকে আবার বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত আমি, স্যাম,' তাকে বলল

অরসন। 'কিন্তু আমি আর পল কয়েকটা জিনিস জানার চেষ্টা করছি। তুমি হয়ত একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। আমরা তোমার বেশি সময় নষ্ট করব না। তুমি আজ সন্ধ্যার দিকে পিনোক্ল খেলার জন্যে পিট রোডসকে স্টারলাইটে নেয়ার জন্যে দোতলায় গিয়েছিলে—তুমি, পিট আর হ্যাক ব্রীড তো রোজই খেলতে—কাজের কথা বলে আজ আসেনি পিট, তাই না?' প্রশ্ন করল ড্যান অরসন।

মাথা দোলাল স্যাম ওয়েলডন, লালচে চেহারায় বন্ধু হারানোর বেদনার ছাপ ফুটে আছে। 'ওকে জোর করে আমার সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। তাহলে এখন বেঁচে থাকত! সারা জীবনেও কথাটা ভুলতে পারব না। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন নিজেকে এজন্যে অপরাধী মনে হবে আমার!' নিজেকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল স্যাম। 'সব দোষ আমার!'

'নিজেকে দোষ দিয়ে কি লাভ, স্যাম!' বলল অরসন, 'তোমার কোন দোষ নেই। আমি যেটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা হল পিট রোডস কি কাজের জন্যে পিনোক্ল খেলতে পারবে না তা বলেছিল? কারও সঙ্গে দেখা করতে হবে কিংবা কেউ আসার কথা আছে—এমন কোন কথা?'

মাথা নাড়ল স্যাম। 'না, এরকম কিছু বলেনি পিট। ও বলেছিল বিশেষ একটা কাজে ফোর্ট ডেভলিনে যেতে হবে, তাই অফিসের খুচরো কাজ সেরে রাখতে চায়।'

'ধন্যবাদ, স্যাম। অনেক উপকার করলে তুমি। এটা জানতেই এসেছিলাম আমি আর পল। গুড নাইট, স্যাম।'

ধীর কদমে আবার বড় রাস্তায় উঠে এল ওরা।

'সন্দেহের আর অবকাশ নেই এখন,' বলল মার্কস, 'উইলটা হাতিয়ে নিয়েছে ওরা। ওটার ব্যাপারেই ফোর্ট ডেভলিনে যাবার কথা ছিল পিটের, আইনগত ঝামেলা সারার জন্যে। ওই উইলটা ছিল লেযি-এমের মালিকানার একমাত্র প্রমাণ যার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম আমি। ওটা গায়েব হয়ে গেছে। তার মানে লেযি-এম এখন যে দখল করে টিকে থাকতে পারবে শেষ পর্যন্ত সেই পাবে মালিকানা। এই মুহূর্তে যখন আমার দখলে আছে, সহজে ছাড়ছি না আমি।'

'সেটাই চাইত বিল মোরহেড,' সায় দিয়ে বলল ড্যান অরসন।

'আরেকটা জিনিস,' হিংস্র কণ্ঠে বলল মার্কস, 'এখন যে-ই লেযি-এমে ওঠার চেষ্টা করবে প্রমাণ হয়ে যাবে উইলটা তার কাছে আছে—অথবা উইলটা যে আমার কাছে নেই তথ্যটা সে জানে। তাহলে পিট রোডসের হত্যাকাণ্ডে তার জড়িত থাকার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে ঘটনাটাকে। বিল মোরহেডের হত্যা-কাণ্ডেরও কিনারা হয়ে যাবে।'

'ভাল বলেছ কথাটা,' অস্পষ্ট কণ্ঠে সায় দিল অরসন, 'তারপরও আমরা কিন্তু যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছি। ধরে নিলাম ম্যাট রেনিসনই লেযি-এম র‍্যাঞ্চ দখল করার চেষ্টা চালাল, তখন কি তুমি গিয়ে তাকে বলতে পারবে: 'এই যে, রেনিসন, তুমিই পিট রোডসকে খুন করেছ'? যদি বলোও, উল্টে তোমার মুখের ওপর হাসবে সে, তারপর পাল্টা জবাব দেবে: 'পারলে আগে প্রমাণ বের করো, তারপর এসো কথা বলতে!' ফ্লোরেনরা র‍্যাঞ্চ দখলের চেষ্টা চালালে তুমি যদি ওদের কারও বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তোলো সেই একই জবাব পাবে ওদের কাছ থেকেও। তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে তোমার? পল, তোমাকে একটা ব্যাপার অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কোন জিনিস ভাবা এক কথা, কিন্তু সেটা প্রমাণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন।' এবার চুপ করল অরসন।

অস্পষ্ট খিস্তি করল মার্কস। 'ড্যান, মনে হচ্ছে, অদৃশ্য দড়ি দিয়ে আমাদের হাত পা বাঁধা, দেখতে পাচ্ছি না, তাই বাঁধন কাটাও যাচ্ছে না।'

'আমাকে একথা বলছ তুমি!' বিস্ময়ের সঙ্গে বলল অরসন।

'একটা পথ অবশ্য খোলা আছে এখনও আমার সামনে,' বলল মার্কস, 'তুমি আর ডক হ্যামেল জীবিত সাক্ষী আছ যে, বিল মোরহেড আমার নামেই উইল করেছিল। আদালতে শপথ করে কথাটা বলতে পারবে তোমরা-উইলের বিষয়বস্তুও।'

'তা তো অবশ্যই এবং খুশি হয়েই করব সেটা,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল অরসন, 'কিন্তু কোন লাভ হবে না। আসল উইলটা না থাকায় একটা কাজই করতে পারবে আদালত, বিল মোরহেডের সম্পত্তির ওপর স্থিতাবস্থার আদেশ জারি করা। মানে কেউই পাবে না ওটা। এরপর টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হবে মামলা নিয়ে। চূড়ান্ত রায় পাবার অনেক আগেই চুল দাড়ি পেকে যাবে তোমার, বুড়ো হয়ে যাবে। একটু আগে যা বললে সেটাই করতে হবে তোমাকে। সবাইকে ঠেকিয়ে রেখে লেযি-এম দখল করে রাখো, যতদিন না রহস্যের একটা কূল-কিনারা হচ্ছে, অগ্রসর হবার মত একটা সূত্র না পাচ্ছি আমি। এখনও অন্ধ গলিতে ঢুঁড়ে মরছি, কঠিন পথ, কিন্তু একবার যখন চলতে শুরু করেছি, ঠিক পথটা শেষ পর্যন্ত ঠিকই খুঁজে বের করব, ততক্ষণ তোমাকে টিকে থাকতে হবে!'

হঠাৎ পল মার্কসের খেয়াল হল ওঅর্ম-ক্রিক শহর আর অন্ধকারে ডুবে নেই, দালান-কোঠাগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। ধূসর আলোয় ঘর-বাড়ির ছাদ আর দেয়ালের কোণগুলো দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। ভোর হচ্ছে।

ডাস্টি এলিয়টের খোঁজে পা বাড়াল পল মার্কস, অরসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

ড্যান অরসনের আর বাস স্পারজনের সঙ্গে পল মার্কস আর ডাস্টি এলিয়ট লেযি-এম থেকে বেরিয়ে যাবার পর আর ঘুমাল না দুই তরুণ কাউবয় ব্রেন্ট ফ্লেমিং আর জেড কারসন। বয়স কম বলে ছোটখাট ঘটনাই অভিভূত করে ফেলে ওদের। স্বভাবতই বাস স্পারজনের বয়ে আনা দুঃসংবাদ বিচলিত করে তুলল দুজনকেই। বিহ্বল ওরা। ফীড শেডের খড়ের গাদায় পাতা ব্ল্যাংকেটে শোবার জন্যে ফিরে না গিয়ে কেবিনে চলে এল, চুলো ধরাল, তারপর কফির পট চাপিয়ে দিল; নীরবে বসে কাপের পর কাপ কফি শেষ করে চলল। সিগারেট ধ্বংস করল অনেক কটা। টেবিল ল্যাম্পের হলদে আলোয় চাপা কণ্ঠে কথা বলল মাঝে—মাঝে, এটাসেটা নিয়ে।

কারসন আর ব্রেন্ট দুজনই চিনত পিট রোডসকে, পছন্দও করত। অবশ্য ল-ইয়ারকে যারা চিনত সবাইই তাকে পছন্দ করত। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। সেই মানুষটা আর নেই এখন। এই কঠিন সত্যিটা মেনে নেয়া কষ্টকর। বিল মোরহেডের মতই নৃশংসভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে!

'এই যে কেবিনটায় বসে আছি আমরা, এটাই সব ঘটনার মূল, জেড,' বলল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে ঘটনা মাত্র শুরু হয়েছে। আমি এখনও বুঝতে পারছি না আক্রমণকারী পল-কে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছে কেন? পেছন থেকে খুন করাই তো এখন এখানকার রেয়াজে পরিণত হয়েছে দেখা যাচ্ছে।'

'অনেকদিন একটা চমৎকার রেঞ্জ ছিল এটা,' গম্ভীর চেহারায় বলল কারসন। 'হঠাৎ করে কেমন যেন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। অপরিচিত দূরের অচেনা কোন রেঞ্জে এধরনের ঘটনা ঘটেছে শুনলে শরীরের রক্ত তেতে ওঠে, মনে হয় দারুণ কোন ব্যাপার! কিন্তু সেই একই ঘটনা তোমার চোখের সামনেই ঘটতে শুরু করলে—যদি দেখতে পাও তোমার পরিচিত মানুষগুলো পটাপট খুন হয়ে যাচ্ছে—পিট রোডস আর বিল মোরহেডের মত ভাল মানুষ—বোঝা যায় আসলে কত ভয়াবহ এসব। কত মারাত্মক! যখন নিজের বেলায় এসব ঘটে তখনই তার নোংরা, খারাপ চেহারা স্পষ্ট হয়ে যায়। পাথর বনে যেতে হয়, হালকা ঠেকে তখন মাথাটা। আচ্ছা, ব্রেন্ট, তুমি কখনও মানুষ মেরেছ—গুলি করে?' জিজ্ঞেস করল কারসন।

'না,' জানাল ব্রেন্ট ফ্লেমিং,' চাইও না কোনদিন। যতক্ষণ নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার আশা আছে। তবে এব্যাপারে আগে থেকে কিছু বলার জো নেই। বিশেষ করে যেভাবে এগোচ্ছে এখানকার ঘটনাপ্রবাহ, কিছুই নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে হয়ত, যখন দেখা যাবে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আগে গুলি করতে না পারলে হয়ত গুলি খেয়ে মরতে

হবে তোমাকেই! এই অবস্থায় আশা করি আমি গুলি চালাতে পারব।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল কারসন। 'ঠিক আমার মনের কথা বলেছ—আমিও মনে মনে চাই যাতে কখনও আমাকে গোলাগুলির আশ্রয় নিতে না হয়,' বলল সে, 'কিন্তু যদি দেখি অস্ত্র ছাড়া পল মার্কসকে রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই—একটুও দ্বিধা করব না—অস্ত্র হাতে নেব এবং সাধ্যমত কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।'

আরও অনেক কথা বলল ওরা। আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে অন্ধকার রাতের কালো ঘণ্টাগুলো। কেবিনের জানালার ফোকর গলে গুটিগুটি পায়ে ঢুকতে শুরু করেছে নতুন দিনের আলো। ক্রমশ ম্লান হয়ে গেল ল্যাম্পের আলো। অবশেষে নাশতা তৈরির কাজে হাত দিল ওরা।

নাশতা খেতে বসবে, এমন সময় দরজার ওপাশ থেকে অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল, তার পরপরই কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিল কে যেন।

'যেভাবে আছ ঠিক সেভাবেই থাকো!' বলল কণ্ঠটা, 'নড়েছ কি মরেছ! সাবধান!'

চমকে উঠে একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দুজন। গার্ড ফ্লোরেনের হাতে উদ্যত পিস্তল, ওটার মায্‌লের দিকে চোখ গেল। গার্ডের কাঁধের কাছেই প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকে সাহায্য করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে স্পেন্স ফ্লোরেন। স্পেন্সের চেহারায় ক্ষুধা আর দুচোখে ধূর্ত দৃষ্টি খেলা করছে। সে চাইছে ব্রেন্ট আর কারসন বোকার মত একটা কিছু করুক।

গান ব্যারেল নাচিয়ে মৃদু ইশারা করল গার্ড ফ্লোরেন। 'মাথার ওপর হাত তুলে উঠে দাঁড়াও তারপর এসো এদিকে!' নির্দেশ দিল সে।

হুকুম তামিল করা ছাড়া উপায় নেই, বুঝতে পারল ব্রেন্ট আর কারসন। গার্ড ফ্লোরেনের পেছন থেকে এগিয়ে এসে ওদের পিস্তল তুলে নিল স্পেন্স, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, চাঁদেরা!'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে এবার গার্ড বলল, 'ঠিক আছে, জন—এবার আসতে পারো তোমরা!'

এবার ব্রেন্ট আর কারসনের মুখোমুখি দাঁড়াল গার্ড। 'মার্কস আর এলিয়ট কোথায়? জবাব দাও!'

'শহরে গেছে,' জবাব দিল ব্রেন্ট।

'অনেক আগে বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই,' বাধা দিয়ে বলে উঠল স্পেন্স, 'কেন?'

'ঠিক ধরেছ, অনেক আগে, মাঝরাতের দিকে।'

'আমার সঙ্গে মিথ্যা বলবে না, খবরদার!' হিংস্র কণ্ঠে জবাব দিল স্পেন্স, 'চোপার দাঁত গুঁড়িয়ে দেব তাহলে! কেন গেছে—বিনা কারণে মাঝরাতে কেউ

শহরে যায় না!'

'কারণ আছে বলেই গেছে,' পাল্টা জবাব দিল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। স্পেন্স ধমক দেয়ায় কঠিন হয়ে উঠল ওর চোয়াল। 'ড্যান অরসনের সঙ্গে গেছে ওরা পিট রোডসের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। কে যেন ছুরি মেরে খুন করেছে ওকে! বাস স্পারজন খবরটা নিয়ে এসেছিল এখানে!'

এতক্ষণ চুপ করেছিল কারসন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে গার্ড আর স্পেন্সকে; ব্রেন্টের কথা শুনে ওদের চোখ বিস্ফারিত হল, লক্ষ করল ও।

'রোডসকে ছুরি মারা হয়েছে?' চড়া শোনাল গার্ডের গলার আওয়াজ।

'তা-ই জানিয়েছে স্পারজন।'

'কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রেন্ট। 'তুমিই আন্দাজ করার চেষ্টা চালাও! আমি বলতে পারব না।'

গার্ড ফের প্রশ্ন করার আগেই জন ফ্লোরেন সামনে এগিয়ে এল, চারজন রাইডার অনুসরণ করল ওকে। ওদের চেনে না ব্রেন্ট আর কারসন। তাদের উদ্দেশে গার্ড বলল, 'ওদের কায়দা করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি—মাত্র দুজন ছিল। মার্কস আর এলিয়ট শহরে গেছে নাকি!'

'এখানে দেখছি কফি বানানো হচ্ছে!' বলল অচেনা রাইডারদের একজন, 'ভালই মনে হচ্ছে আমার কাছে! এক কাপ খেয়ে নিলে হত না?'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জেড কারসনের দিকে এগিয়ে গেল জন ফ্লোরেন। 'শুনলাম তুমি নাকি অ্যাল রেনিসনকে পিটিয়ে লম্বা করে দিয়েছ!' ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তাতে অবশ্য দুঃখ পাইনি মোটেই। তারপরও যেহেতু আমার আপন মামাত ভাই ও, ওর পক্ষে ছোট একটা বদলা যদি না নিই মন খারাপ করবে ও!'

কাঁধ সোজা করে দাঁড়াল জন, তারপর কারসনের মুখ বরাবর সপাটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। কাপুরুষোচিত এবং অপ্রত্যাশিত আঘাতে দেয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কারসন। পেছনে সরে গেল ও, হাত নামিয়ে নিল। খ্যাপা ষাঁড়ের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ত হয়ত জনের ওপর, ছিঁড়ে তাকে কুটি-কুটি করে ফেলত, কিন্তু ব্রেন্টের চিৎকার ওর প্রবল ক্রোধের দেয়াল ভেদ করে কানে গিয়ে পৌঁছুল।

'জেড, সাবধান! এই অবস্থায় পারবে না তুমি! থামো, বয়!'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল জেড কারসন, রাগে সাদা হয়ে গেছে ওর চেহারা, কাঁপছে রীতিমত। তারপরও নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হল শেষ পর্যন্ত। হাত তুলে ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসা রক্ত মুছল ও। ফের ঘুসি মারতে গেল জন ফ্লোরেন, তাকে বাধা দিল গার্ড।

'রাখো, জন। এসব করার জন্যে এখানে আসিনি আমরা। এরজন্যে সাহসের দরকার হয় না! আবার যদি অমন কিছু করতে যাও কারসনকে তোমার ওপর লেলিয়ে দেব আমি—এবং সমান সমান সুযোগ দেয়া হবে দুজনকে। উচিতশিক্ষা হবে তোমার!'

'তাহলে,' বিড়বিড় করে বলল কারসন, 'দারুণ খুশি হব আমি। মুখ দিয়ে খালি একবার আওয়াজ দাও, ফ্লোরেন!'

স্পেন্স ফ্লোরেন এবার কথা বলল। 'তুমি চুপ থাকো, কারসন! তোমার সঙ্গে কথা বলছে না কেউ! ওদের কি ব্যবস্থা করবে, গার্ড?' জানতে চাইল সে।

'তল্পিতল্পা গুটিয়ে কেটে পড়ার সুযোগ দেব ওদের।' জেড আর ব্রেন্টের দিকে তাকাল গার্ড, 'যাও, ঘোড়া বের করে নিয়ে ভাগো জলদি! ইচ্ছা হলে মার্কসের কাছে আমাদের নামে বিচার দিতে পারো! ওকে বলো, র‍্যাঞ্চটা আমরা দখল করে নিয়েছি এবং ঠিক করেছি এখানেই থাকব। ওকে আমার হয়ে এটাও জানিয়ো যে, সে এলিয়ট বা তোমরা কেউ যদি ভুলেও কোনদিন ফের এখানে পা বাড়াও চিরদিনের জন্যে মাটি চাপা দিয়ে দেয়া হবে! ব্যস, এবার ভাগো।'

দশ মিনিট পর জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিংকে শহরের উদ্দেশে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগোতে দেখা গেল। একবার পেছন ফিরে তাকাল কারসন। 'আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিল মনে আছে, ব্রেন্ট? গোলাগুলি করার কথা আলোচনা করছিলাম না আমরা? বলেছিলাম অস্ত্র ব্যবহার করার ইচ্ছা নেই আমার, তাই না? মত পাল্টেছি আমি! আমার হাত নিশপিশ করছে! তর সইছে না!'

এগারো

হ্যাক ব্রীডের এ-ওয়ান ক্যাফেতে বসে নাশতা সারছিল পল মার্কস আর ডাস্টি এলিয়ট। দরজা ঠেলে ভেতরে এল দুই তরুণ কাউবয় ব্রেন্ট ফ্লেমিং আর জেড কারসন। বিস্মিত চেহারায় চোখ ছোট করে ওদের দিকে তাকাল মার্কস, বুঝতে পারল তলে তলে রাগ আর লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে ছেলে দুটো। কারসনের মুখে টাটকা আঘাতের চিহ্ন নজর এড়াল না, বুঝতে কষ্ট হল না আবার আক্রান্ত হয়েছিল ওরা।

'তোমাদের না হেডকোয়ার্টারে থাকতে বলে এসেছিলাম?' হালকা চালে ওদের জিজ্ঞেস করল মার্কস, 'নাকি তোমরা আবার বেশি বেতনের লোভে চাকরি

ছেড়ে আর কোথাও যাবার মতলব এঁটেছ?'

এবার সরাসরি কারসনের দিকে নজর ফেরাল ও।

কারসনও তাকাল মার্কসের দিকে। 'একদল চিপমুংকের খাঁচা হেফাজত করার মুরোদও বোধ হয় আমাদের নেই, পল,' বলল, 'আমাদের একেবারে নাকাল করে ছেড়েছে ওরা। সোজা অস্ত্র তাক করে রেখেছিল, কোন সুযোগই পাইনি। ওরা হুমকি দিয়ে বলল—'

'ওরা!' কর্কশ স্বরে বাধা দিয়ে বলল মার্কস, 'ওরা কারা?'

'ফ্লোরেনরা তিন ভাই আরও চারজন রাইডারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ওই তিনজনকে আমরা কেউই চিনি না। নিরুপায় অবস্থায় আমাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে ওরা প্রথমে, তারপর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে জেরা করতে শুরু করে। তুমি আর ডাস্টি কোথায় জানতে চায়। আমরা বললাম তোমরা এখানে। তখন আবার জানতে চাইল কোন্ সময় রওনা দিয়েছিলে। তা-ও বললাম-মাঝরাতের খানিক্ বাদে; তারপর ফের জিজ্ঞেস করল কি কারণে শহরে এসেছ।'

'পিট রোডসের ব্যাপারটা ওদের বলেছ তখন?' জিজ্ঞেস করল মার্কস।

'হ্যাঁ, গোপন করার দরকার আছে বলে মনে হয়নি আমার।'

'ঠিক। তাতে কোন লাভ হত না অবশ্য,' সায় দিল মার্কস। 'খবর শুনে ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল—একথা বোলো না যেন আবার!' ব্যঙ্গ ঝরল ওর কণ্ঠে। 'নির্ভেজাল ভান সেটা!'

'তা যদি হয়ে থাকে, স্বীকার করতেই হবে দারুণ অভিনেতা ওরা,' বলল জেড কারসন। 'তোমার মত আমার মাথায়ও একই চিন্তা এসেছিল, তাই ব্রেন্ট যখন ওদের সঙ্গে কথা বলছিল কড়া নজর রেখেছিলাম আমি গার্ড আর স্পেন্স ফ্লোরেনের ওপর। সত্যি যদি অবাক না হয়ে থাকে ওরা, বলতে হবে যাত্রাদলে নাম লেখালে ফাটাফাটি অবস্থা হয়ে যাবে নির্ঘাত—ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না কেউ!'

কথাটা মনে মনে একটু তলিয়ে দেখল মার্কস, তারপর বলল, 'তুমি মার খেলে কেন? ওদের কাউকে বোধ হয় খেপিয়ে দিয়েছিলে, ব্যস, একটা ডোজ দিয়ে দিয়েছে, নাকি?'

আবার রাগের ছাপ পড়ল কারসনের চেহারায়। 'কিছুই করিনি আমি!' বলল সে, 'জনের কাণ্ড! খামোকা হুট করে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সে, অ্যাল রেনিসনকে মেরেছি বলে টিটকারির সুরে কয়েকটা কথা বলেই ধাঁই করে ঘুসি মেরে বসে আমার মুখে। অবশ্য কাজটা করার জন্যে গার্ডের কাছে ধমক খেয়েছে সে। তা যা-ই হোক, আমাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে জেরা শেষ করার পর ঘোড়ার

পিঠে স্যাডল চাপিয়ে রাস্তা মাপার হুকুম দিল আমাদের। বলে দিয়েছে ইচ্ছা করলে তোমার কাছে বিচার দিতে পারি; র‍্যাঞ্চের দখল বুঝে নিয়েছে ওরা, ওখানেই থাকবে নাকি আপাতত। খানিকটা হুমকির সুরে গার্ড এ-ও বলে দিয়েছে, আমরা কেউ যদি ওদিকে ফের পা রাখি চিরদিনের জন্যে কবর দিয়ে দেবে আমাদের! কোনরকম দ্বিধা নাকি করবে না। আমি আর ব্রেন্ট অবশ্য একবার ওদের পরখ করার কথা ভেবেছিলাম, শেষে মত পাল্টেছি। আগে তোমার মতামত জানা দরকার ভেবে।'

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল পল মার্কস। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল কাপটা, তারপর নীরবে সিগারেট রোল করতে শুরু করল।

কারসন আর ফ্লেমিং কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে, ওরা বুঝতে পারছে পল মার্কস ওদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে।

শেষে আর ধৈর্য ধরতে পারল না ব্রেন্ট ফ্লেমিং, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলল।

'ধেত্তের, পল,' বলল সে, 'তোমার খারাপ লাগছে বুঝি, কিন্তু জেড আর আমার মনের অবস্থাও ভাল মনে কোরো না! আমরা তোমাকে হতাশ করেছি, সেজন্যে কেঁচোর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে হচ্ছে নিজেদের!'

ওদের দিকে তাকিয়ে এবার বাঁকা হাসল পল মার্কস, বলল, 'মনে দুঃখ নিয়ো না তোমরা। ওই রকম পরিস্থিতিতে কাউকে হতাশ করার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে! আসলে তোমাদের চেয়ে আমার দোষই বেশি!' একটু থেমে ও আবার যোগ করল, 'এমন কিছু যে ঘটতে পারে আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল আমার। তোমাদের যদি আরও সাবধান থাকতে বলে আসতাম! কি ধরনের বিপদ হতে পারে তার খানিকটা আভাস দিয়ে এলে আর এমন হতে পারত না!' সিগারেটে লম্বা করে একটা টান দিল মার্কস, কি যেন ভাবল, চেহারায় ভাঁজ পড়ল, নিষ্ঠুর কঠিন হয়ে উঠল। 'আচ্ছা, ব্যাপার তবে এ-ই!' বিড়বিড় করল আপনমনে। 'ঘটনা ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। আর রাখঢাক থাকছে না। ঠিক আছে, আমিও ওদের সঙ্গে এবার তাল মেলাব। প্রয়োজনে ওদের চেয়েও খারাপ হব! এখনও থাকার ইচ্ছা আছে আমার সঙ্গে?' ওদের জিজ্ঞেস করল।

'একেবারে নরক পর্যন্ত!' সাগ্রহে ওয়াদা করল দুই কাউবয়।

'ঠিক্ আছে,' খুশি হল মার্কস। 'ওয়েলডনের স্টোরে যাও,' বলল ওদের, 'একজোড়া নতুন পিস্তল কিনে নিয়ো ওখান থেকে। স্যামকে বলবে দামটা আমার নামে খাতায় লিখে রাখতে। স্টোর থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিমে ফ্লোরেন হেডকোয়ার্টারের পথ ধরবে তোমরা। তবে সরাসরি র‍্যাঞ্চহাউসে যেয়ো না যেন।

গোপনে, গা ঢাকা দিয়ে ওখানকার অবস্থা যাচাই করবে। ওরা কাউকে পাহারায় রেখে গিয়ে থাকলে লোকটা কে জানার চেষ্টা করবে, বুঝেছ? সব জানার পর ঠিক একই রকম নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে আসবে। শহরে ফিরে রিপোর্ট করবে আমার কাছে।'

তরুণ কাউবয়দের নির্দেশ দিয়ে এবার ডাস্টি এলিয়টের দিকে ফিরল পল মার্কস।

'সমভূমির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ো তুমি, কাউবয়,' বলল ও, 'ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইলের সঙ্গে দেখা করবে। এখানকার পরিস্থিতি খুলে বলবে ওদের। লেযি-এম হেডকোয়ার্টার থেকে বিতাড়িত হবার কথা বলবে, এ-ও বলবে আবার র‍্যাঞ্চটা দখল করে নিতে যাচ্ছি আমরা, দরকার হলে বাঁকা পথ ধরব। ওরা যদি আমাদের সাহায্য করতে আসে খুব খুশি হব। ওদের বলবে—অস্ত্র চালাতে পারে, বারুদের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত, এমন আট-দশজন রাইডার পাঠালেই চলবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' মাথা দুলিয়ে বলল ডাস্টি এলিয়ট। 'কিন্তু ঠিক কি করতে যাচ্ছ তুমি?' জানতে চাইল।

পল মার্কসের দুচোখের কোণে কুঞ্চন সৃষ্টি হল। ঠোঁটজোড়া যেন লম্বা একটা রেখার মত হয়ে গেল। 'কিছু না, শুধু কয়েক জায়গায় নিজের চেহারাটা একবার দেখাব,' বলল ও, 'এছাড়া আর উপায় নেই এখন। সাবধানে থাকবে তোমরা সবাই। কোন কিছুকে খাট করে দেখতে যেয়ো না—যত ছোট ব্যাপারই হোক। যাচ্ছেতাই ঘটে যেতে পারে যখন-তখন!'

মার্কস যখন আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল তখন সূর্য উঠে গেছে। বাস স্পারজনের লিভারি কোরাল থেকে স্টেজ কোচ বের করে এগিয়ে আসছে গিল ল্যাম্বি, স্টারলাইট হোটেলের দিকে। হ্যাক ব্রীড বেরিয়ে এল হোটেল থেকে, কয়েক মুহূর্ত আলাপ করল ওরা দুজন। তারপর ঘোড়ার দলটাকে চট করে ঘুরিয়ে নিল গিল ল্যাম্বি; ফোর্ট ডেভলিনগামী রাস্তা বরাবর স্থির করল; হাতের চাবুক সামান্য উঁচু করল সে, নামাল সাঁই করে; ছুটতে শুরু করল স্টেজ। মার্কসকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল ল্যাম্বি। বালির ঝড় উঠল রাস্তায়, কয়েক মুহূর্ত ভেসে থাকল ধুলোর মেঘ, তারপর আবার থিতিয়ে এল আস্তে আস্তে।

জ্যাক পয়ারের আগমন ঘটল এবার, রাস্তা ধরে গদাইলস্করি চালে এগিয়ে এল সে, স্যাম ওয়েলডনের স্টোরের দরজার পাশে বেঞ্চে তার প্রিয় জায়গায় বসল যথারীতি, সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ছে ওখানে।

সিগারেটের অবশিষ্টাংশ রাস্তার ধুলায় ফেলে বুটের গোড়ালি দিয়ে পিষে

নেভাল মার্কস, তারপর এগিয়ে গেল পয়ারের দিকে।

বিড়বিড় করে ওকে শুভেচ্ছা জানাল পয়ার। 'মর্নিং, পল। তোমার মনের অবস্থাও আমার মত কি-না ভাবছিলাম,' বলল।

'কি অবস্থা তোমার?' জানতে চাইল মার্কস।

বিশাল হাত নেড়ে পরিচিত রাস্তাটার দিকে ইশারা করল জ্যাক পয়ার। 'দেখো, সেই আগের মতই আছে রাস্তাটা, শহরের চেহারাও বদলায়নি—অথচ তারপরও দুটোই যেন এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে, কারণ একজন ভাল মানুষকে আর কোনদিন দেখা যাবে না এই পথে, এই শহরে। আমরা পিট রোডসকে আর কোনদিন দেখতে পাব না। জঘন্য একটা ব্যাপার!' শুষ্ক কণ্ঠে বক্তব্য শেষ করল সে।

আরেকটা সিগারেট বানাতে শুরু করল মার্কস। 'আচ্ছা, জ্যাক, বলতে পারো হতচ্ছাড়া রেঞ্জটার হঠাৎ কি হল?' জিজ্ঞেস করল।

'মানুষই আসল,' সংক্ষেপে জবাব দিল পয়ার। 'জগতে মানুষ ছাড়া আর সবই ঠিক থাকে, কেবল মানুষই বদলে যায়! কিছু খারাপ লোকের বদমায়েশির কারণে নষ্ট হয়ে যায় সবকিছু। অন্যের সর্বনাশ করতে না পারলে যেন এই লোকগুলো স্বস্তি পায় না। লোকের ঘাড় মটকে বড় হতে চায় তারা। সবাইকে বোঝাতে চায় তারা বিরাট কিছু, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার সাধ্য নেই দুনিয়ার কারও। এখানে বসে বসে আমি ওদের আসা-যাওয়া দেখি আর সব সময় ভাবি কেন এমন করে ওরা! আজও জুৎসই কোন জবাব পাইনি।' থামল পয়ার।

'জীবনযাপন কঠিন হওয়া একটা কারণ হতে পারে, জ্যাক,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল মার্কস।

'কঠিন মনে করলেই কঠিন,' বলল জ্যাক পয়ার, 'আসলে তো সামান্য কিছু খাবার, মাথা গোঁজার মত ঘর আর রোদ পোহানোর জন্যে একটা জায়গা হলেই জীবন কাটিয়ে দেয়া যায় অনায়াসে। কষ্ট হবার কথা নয়! সহজ সরলভাবে জীবনযাপনের মত সুখ আর কোথায় আছে!'

'রোদ কড়া হয়ে উঠতে পারে,' বিড়বিড় করে বলল মার্কস।

'আমার বেলায় রোদকে কখনোই কড়া মনে হয়নি,' জানাল পয়ার। 'এখনও আমার মনে আছে ক্যাভালরিতে থাকতে কি রকম ঠাণ্ডার মোকাবিলা করতে হয়েছিল একবার। একদল নেয্ পারশে রেনিগেডকে ধাওয়া করছিলাম আমরা, চীফ জোশেফের নেতৃত্বে ছিল ব্যাটারা। আমাদের একেবারে বেকুব বানিয়ে ফেলেছিল চীফ জোশেফ। একদম অজানা-অচেনা উঁচু একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে যায় সে, কোন আশ্রয় ছিল না ওখানে, পৌঁছার পরপরই প্রবল তুষার ঝড়ের

কবলে পড়ে যাই আমরা। ঠাণ্ডায় জমে একের পর এক মারা যাচ্ছিল আমাদের দলের লোকগুলো। আমিও মনে মনে মৃত্যু-প্রহর গুনছিলাম। যা হোক, শেষ পর্যন্ত কপাল জোরে বেঁচে গেছি! সেই হীমশীতল দিন আর রাতের কথা মনে হলে এখনও গায়ের রক্ত হিম হয়ে যেতে চায়। হাজার বছর রোদ পোহালেও ওই অনুভূতিটা যাবার নয়। সকালে হুইস্কিতে চুমুক না দিলে অনেকে নড়াচড়া করতে পারে না বলে শুনেছি। কিন্তু আমার বেলায় সূর্যের আলোই যথেষ্ট, আর কিছু লাগে না।'

জ্যাক পয়ারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘোড়া বের করার জন্যে বাস স্পারজনের লিভারি বার্নের উদ্দেশে পা বাড়াল পল মার্কস। আস্তে ধীরে আস্তাবলের টুকটাক কাজ সারছিল বাস স্পারজন, সারারাত ঘুমোতে পারেনি সে, চোখজোড়া ফুলে রয়েছে, ঘোলাটে হয়ে গেছে দৃষ্টি। মার্কসের ঘোড়া বের করে দিল স্পারজন। ওটার পিঠে জিন চাপাল পল মার্কস, তারপর শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল, চেরোকি স্লোপ ট্রেইল বরাবর ঘোড়া নিয়ে এগোতে শুরু করল। লেযি-এম হেডকোয়ার্টার থেকে বেশ খানিকটা নিচে দিয়ে পুব দিকে এগিয়ে গেল ও, কিংফিশার ক্রিক অতিক্রম করল, তারপর ঢাল বেয়ে এগোতে এগোতে এক সময় ওঅর-হ্যাচেটগামী ট্রেইলে পৌঁছুল, দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে এগোল।

পরিচিত ট্রেইল। অগুনতিবার এপথে আনাগোনা করছে ও। তখন এই ট্রেইলের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো হেডকোয়ার্টারটা ছিল ওর আশ্রয়। কিন্তু এখন আর তা নয়!

সেইসব দিন এখন কত দূরের মনে হচ্ছে, আশ্চর্য, ভাবল মার্কস, সাধারণ হিসাবে মাত্র কয়েকদিন আগে ওঅর-হ্যাচেট থেকে চলে এসেছে ও; কিন্তু মানসিক দিক থেকে ভাবতে গেলে—নিজস্ব মত, আদর্শ ইত্যাদির আলোকে বিচার করলে ফারাকটাকে অনতিক্রম্য মনে হয়—এত বেশি যে আর কোনদিন হয়ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না। মাত্র কয়েক দিনে কত কিছুই না ঘটে গেছে, এবং ঘটনাগুলো ওর সব মোহ দূর করে দিয়েছে, তার জায়গায় জ্বলে উঠেছে শীতল আগুন। এমন একটা পথে নামতে বাধ্য করেছে ওকে যার শেষ মাথায় অপেক্ষা করছে বিপদ—বারুদের শ্বাসরুদ্ধকর গন্ধ!

গলাবাজি, তর্কাতর্কি কিংবা মেজাজ দেখানো পল মার্কসের স্বভাব নয়। প্রচণ্ড রাগ কি প্রবল শোকেও চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে এবং এ-কারণেই মানুষ হিসাবে ও বিপজ্জনক। এই মুহূর্তে ওর চোখে ধোঁয়াটে আর গম্ভীর দৃষ্টি যেন স্থায়ী হয়ে গেছে। চেহারায় বয়সের বলিরেখা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুখের প্রত্যেকটা বাঁক; টানটান হয়ে আছে সমতল জায়গাগুলো। একটু সামনে নুয়ে আছে ওর কাঁধ, অনেকটা অশ্বারোহী যোদ্ধার মত; হাত আর বাহু

খাঁচায় বন্দী ক্রোধের প্রবল তোড়ে যেন ফেটে পড়তে চাইছে। এতদিন কথাবার্তায় কৌতুক আর রসবোধের পরিচয় দিয়ে এসেছে ও, সবাই আমুদে লোক হিসাবে জেনেছে ওকে। কিন্তু এখন আর ওর মধ্যে কৌতুকের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই।

ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে জায়গাটাকে নির্জন বলেই মনে হল মার্কসের। বেশ শান্ত।

মার্কস রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামামাত্র খুলে গেল র‍্যাঞ্চ অফিসের দরজা, ঋজু ভঙ্গিতে পা রাখল বাইরে ম্যাট রেনিসন। এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি হল মার্কস।

সরাসরি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা এক মুহূর্ত। রেনিসনের চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করল মার্কস।

লোকটার দৃষ্টিতে এতদিন চাপা ঘৃণা আর বিদ্বেষ দেখে অভ্যস্ত ছিল মার্কস, এবারও রেনিসনের সেই একই দৃষ্টি দেখবে ভেবেছিল ও। কিন্তু ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছাড়াও আরও অনেক কিছু চোখে পড়ল ওর। এক ধরনের রুক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছে, দীর্ঘদিন আড়াল করে রাখা হয়েছিল এই চেহারা; এখন যেহেতু রেনিসনের চেপে রাখার চেষ্টা নেই, তাই মুখোশ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। রেনিসনের অসাধারণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা টিকতে পারছে না, ভেঙে পড়ছে বিশাল বাঁধ।

কর্কশ কণ্ঠে কথা বলে উঠল ম্যাট রেনিসন, ধমক দিল মার্কসকে। 'আমি তোমাকে এখানে ফিরে আসতে নিষেধ করেছিলাম!'

সোজাসাপ্টা জবাব দিল মার্কস। 'করেছিলে, তারপরেও এসেছি আমি, কারণ এই রেঞ্জটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে একটা চেষ্টা চালানো উচিত বলে মনে হয়েছে আমার। ইচ্ছা করলে এব্যাপারে আমার সঙ্গে হাত মেলাতে পারো তুমি।' প্রস্তাব দিল মার্কস।

'একা আর কুলিয়ে উঠতে পারছ না, না-কি?' বিদ্রূপের সুর ধ্বনিত হল ম্যাট রেনিসনের কণ্ঠে, 'কষ্ট লাগছে, অ্যাঁ?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' বলল মার্কস, 'কষ্ট হচ্ছে। পুরো ব্যাপারটাকে নোংরা মনে হচ্ছে আমার। আরও খারাপের দিকে যেতে পারে, কিন্তু আমি তা হতে দিতে চাই না। গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে রাজি আছো তুমি?'

কঠিন হাসল ম্যাট রেনিসন, নিষ্ঠুরের মত। 'তুমি আমাকে হাসালে, মার্কস, সত্যিই হাসালে! কত বড় বড় বুলি কপচালে আর এখন মার্বেল হারানো বাচ্চা ছেলের মত নাকে কাঁদছ! বোকা আর কাকে বলে! আমার জমি থেকে ভাগো এবার! যাও!'

র‍্যাঞ্চারের আপাদমস্তক জরিপ করল মার্কস। 'জানতাম এমন কিছুই বলবে

তুমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'আমার কথা আসলে বুঝতেই পারোনি। এবার তোমার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না আমার। একটা সুযোগ দিয়েছিলাম তোমাকে, রেনিসন, যদিও আমার ধারণা সুযোগটা পাওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই। কি ঘটতে যাচ্ছে এবার শোনো আমার কাছে। তুমি আর ফ্লোরেনরা মিলে যা শুরু করেছিলে তার সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি আমি। এখন আমি যে অবস্থানে রয়েছি তাতে করে শেষটা তেমন সুখকর হবে না নিশ্চিত থাকতে পারো। অবশ্য কায়দাটা তুমিই বের করেছ, তোমার নিয়মেই চলবে খেলা! লাশের স্তূপ সৃষ্টি হবে এবার ট্রেইলে। তোমার চাল শেষ হয়েছে—প্রথমে বিল মোরহেড তারপর পিট রোডস খুন হয়েছে। প্রচলিত আইনে হয়ত কোনদিনই ওদের খুনের বিচার মিলবে না। কিন্তু অন্য একটা আইন আছে—অনেক পুরনো আইন—রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ নেয়ার আইন। আছে না? সেই আইন চালু হবে এবার। আমার চাল দিতে যাচ্ছি আমি।'

'আবোল-তাবোল বকে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ,' বলল রেনিসন, 'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, পিট রোডসের কথা কি বললে?' জিজ্ঞেস করল সে।

কঠিন দৃষ্টিতে রেনিসনের দিকে তাকাল মার্কস, তার খোলস ভেদ করে দেখার প্রয়াস পেল। পিট রোডসের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে রেনিসন কি সত্যি কিছু জানে না? নাকি অভিনয় করছে?

'গতকাল রাতে অফিসে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে পিট রোডসকে,' জানাল তাকে মার্কস। 'লুট করা হয়েছে তার আয়রন সেফ। বিল মোরহেডের উইলটা, আমার পক্ষে পাহারা দিচ্ছিল রোডস, উধাও হয়ে গেছে। তারপর আজ ভোরের দিকে ফ্লোরেনরা বেশ কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে হামলা চালিয়েছে লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে, ব্রেন্ট ফ্লেমিং আর জেড কারসনকে অস্ত্রের মুখে তাড়িয়ে দিয়েছে র‍্যাঞ্চ থেকে, দখল করে নিয়েছে ওটা। এসব তোমার কাছে নতুন খবর বলবে না নিশ্চয়ই? নাকি বলবে, রেনিসন?' প্রশ্ন করল পল মার্কস।

ম্যাট রেনিসনের চোখে ওটা কিসের ঝিলিক দেখা গেল পলকের জন্যে? প্রশ্ন জাগল ওর মনে। বিজয়ের? নাকি বিদ্রূপ করল ওকে? নিমেষে আবার আগের মত নির্লিপ্ত হয়ে গেল রেনিসনের চোখজোড়া। নিশ্চিত হবার সুযোগ পেল না মার্কস। কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাট রেনিসন, তারপর নিরাসক্ত কণ্ঠে মার্কসের উদ্দেশে বলল:

'ফ্লোরেনরা লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে যাবে জানা ছিল আমার,' স্বীকার গেল, 'আমার পরামর্শ অনুযায়ীই কাজটা করেছে ওরা। তবে ওই উইলের কাহিনী মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করিনি আমি, মিস্টার মার্কস। কোথায় সেই উইল, আমি দেখিনি! কে কে দেখেছে? বেশ কয়েকজন হয়ত দেখার কথা বলবে, কিন্তু সে

কেবল তাদের আখের গোছানোর জন্যেই, আর কিছু না। নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি কিছু বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমার ধারণা লেযি-এম দখল করে নিয়েছ তুমি একটা উসিলা তুলে। তুমি পারলে অন্যদেরও তা করার ষোলআনা অধিকার আছে। আমি তোমার চলে যাবার অপেক্ষা করছি, মার্কস!' হঠাৎ সুর বদলাল র‍্যাঞ্চার, 'সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে—শেষ বারের মত!' হুঁশিয়ার করে দিল সে।

আবার ঝিলিকটা দেখতে পেল মার্কস, এবার আর কোন সংশয় রইল না। ম্যাট রেনিসন হাসছে ওর উদ্দেশে, বিদ্রূপ করছে! মার্কসের ধূসর চোখজোড়া রাগে প্রায় কালো হয়ে গেল, তিক্ত কণ্ঠে বলল:

'এখন থেকে ক্ষতির হিসাব কষতে শুরু করো, রেনিসন। অনেক খেসারত দিতে হবে তোমাকে। এক এক করে লাশগুলো পৌঁছে দেয়া হবে তোমার দরজায়, স্যাডলের ওপর আড়াআড়ি-ভাবে পড়ে থাকবে। তোমার আদরের ভাগ্নে ফ্লোরেনরাও রেহাই পাবে না। নিজের ছোট জগতে বিচরণে অভ্যস্ত বলে তোমার মাঝে এক ধরনের জড়তা দেখা দিয়েছে, এই জড়তা তোমার পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। যতক্ষণ ওঅর-হ্যাচেটের সীমানার মধ্যে তুমি তোমার রাজকীয় বোলচাল সীমিত রেখেছ কেউ কিছু বলেনি, পাত্তা দেয়নি। তোমাকে নিয়ে স্রেফ ঠাট্টা-মশকরা করেছে সবাই। কিন্তু এবার অনেক বড় এক দুনিয়ায় পা বাড়িয়েছ তুমি, এজন্যে প্রচুর দাম দিতে হবে তোমাকে, চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়বে তোমার জন্যে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রাখবে—তুমি নিজেই শুরু করেছিলে ব্যাপারটা, সব দায়দায়িত্ব তোমার একার!'

ঘুরে দাঁড়াল মার্কস, ঘোড়ার কাছে এসে উঠে বসল স্যাডলে।

সূক্ষ্ম অথচ শুষ্ক কণ্ঠে আবার কথা বলল ম্যাট রেনিসন, র‍্যাটল স্নেকের হিসহিসানির মত শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'একবার বোকা বলেছি তোমাকে। আবারও বলছি, তুমি একটা নিরেট গবেট! তোমাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল, সুযোগ দেয়া হয়েছিল প্রাণ বাঁচানোর! কিন্তু এবার—' ঘুরে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় হাঁক ছাড়ল সে, 'শাগরু!'

র‍্যাঞ্চহাউসের কোণ ঘুরে সহজ ভঙ্গিতে দৃষ্টিসীমায় উদয় হল এক লোক, ছোটখাট শক্তপোক্ত গড়ন তার, ভারি শরীরে থপ থপ শব্দ হচ্ছে হাঁটার সময়, পা দুটো সারাক্ষণ ফাঁক করে রেখেছে। লোকটার মাথাটা বিরাট, চওড়া গর্দানের ওপর যেন চেপে বসিয়ে দিয়েছে কেউ। সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা তার, ব্যক্তিত্বের কোন ছাপ পড়েনি সেখানে। এটুকু বোঝা যায় ওজনদার লোক সে আর তার মধ্যে এক ধরনের পশুসুলভ স্বভাবের অস্তিত্ব রয়েছে যার তল পাওয়া কঠিন। মার্কস বুঝল এলোক নিষ্ঠুর, হিংস্র-ভয়ঙ্কর! জোড়া পিস্তল ঝুলিয়েছে কোমরে, নিচু

করে বাঁধা হোলস্টারের ডগাগুলো; পিস্তলের বাঁট ছড়িয়ে আছে দুপাশে, বিশাল ঝুলন্ত হাতে নিমেষে উঠে আসার জন্যে প্রস্তুত।

ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিল মার্কস, ওটার দুকানের মাঝখান দিয়ে শাগরুর দিকে তাকাল। বিরস হাসল। 'এটাকে আবার কোত্থেকে আমদানি করলে, রেনিসন?' র‍্যাঞ্চারের উদ্দেশে প্রশ্ন করল। 'তোমার রুচিও দেখছি একেবারে বরবাদ হয়ে গেছে! বন্দুকের জন্যে কত টাকা ভাড়া দিচ্ছ লোকটাকে?'

মার্কস বুঝে গেছে শাগরু একজন ভাড়াটে খুনী, দেখলেই চেনা যায়। এ লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি ও, কিন্তু তার হাবভাবে পেশার চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে রয়েছে, মড়ার খুলির মার্কা দেয়া আছে যেন তার গায়ে। মার্কসের শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে, আস্তে আস্তে চোখের পেছনে ঠাঁই নিল অনুভূতিটা। সবগুলো ইন্দ্রিয় যেন টানটান হয়ে আছে উত্তেজনায়। অজানা বিপদের আগাম সঙ্কেত দিচ্ছে ওকে—সতর্ক করে দিতে চায়!

মার্কসের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শাগরুর সঙ্গে কথা বলল ম্যাট রেনিসন। 'এই লোকটাকে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল কোন অবস্থাতেই যেন সে আমার জমিতে আর পা না ফেলে। আমি ফালতু কথা বলেছি মনে করেছে বোধ হয়। কিন্তু ওর জানা উচিত ছিল আমি কখনও ফালতু কথা বলি না। বেশ, এবার-' কথাটা শেষ করতে পারল না র‍্যাঞ্চার, তাকে বাধা দিল মার্কস।

প্রায় কোমল কণ্ঠে ও বলল, 'ওর লাশ চাও নাকি তুমি, রেনিসন-নিজের বাড়ির দরজায়? আমার ওপর ওকে লেলিয়ে দিলে কিন্তু তা-ই হবে! আর কত নিচে নামবে তুমি, রেনিসন?' ভর্ৎসনার সুর বাজল ওর কণ্ঠে।

আসলে কথা বলে খানিকটা সময় আদায় করতে চেয়েছে মার্কস, দু-এক সেকেন্ডই যথেষ্ট। কারণ একটা শোডাউন হতে যাচ্ছে এব্যাপারে ওর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তবু ম্যাট রেনিসনের মনের কোন অজানা কোণে হয়ত ইনসাফের ছাপ আছে, তিল পরিমাণ মনুষত্ব হলেও অবশিষ্ট রয়েছে—এই রকম একটা বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে এখানে এসেছিল ও। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ভুল করেছে। লোকটা এখন ওসবের ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

বাম হাতে লাগাম ধরে রেখেছে মার্কস, ডান হাত ফেলে রেখেছে উরুর ওপর, হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁটের কাছাকাছি। শাগরুর ওপর স্থির ওর দৃষ্টি। লোকটার চোখে তার মনের ভাব ফুটে উঠেছে, স্পষ্ট পড়তে পারছে ও, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে তার।

'শাগরু!' আবার হাঁক ছাড়ল রেনিসন। চূড়ান্ত সঙ্কেত দিল সে গানম্যানকে।

গানম্যানের ঠোঁটজোড়া নিচু হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্য করল মার্কস, বুঝতে পারল সময় উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে স্পার দাবাল ও ঘোড়ার পেটে, আচমকা খোঁচা খেয়ে

হতচকিত ঘোড়াটা দীর্ঘ লাফ দিয়ে সোজা শাগরুর দিকে ধেয়ে গেল।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল শাগরু, এ-কাজের জন্যেই তাকে ভাড়া করা হয়েছে, নির্দেশও দিয়ে দিয়েছে রেনিসন, আর কিছুর তার প্রয়োজন ছিল না। প্রায় নির্লিপ্ত অনায়াস ভঙ্গিতে ড্র করতে গেল শাগরু, এধরনের লোকেরা চুলচেরা হিসাব কষে ড্র করে; মারাত্মক হতে পারত তার ড্র। কিন্তু হিসাব কষে সেটাকে কাজে পরিণত করার মাঝখানে সময়ের যে ব্যবধান, সেই এক লহমার মধ্যে নিশ্চল লক্ষ্যবস্তু থেকে ঘোড়ার পিঠে সচল নিশানায় রূপান্তরিত হল মার্কস। ওকে নিয়ে সোজা গানম্যানের দিকে তেড়ে যাচ্ছে এখন ঘোড়াটা, সংঘর্ষ অনিবার্য! ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেল শাগরু, নড়ে গেল সে, যদিও খুব সামান্য।

ধীরে ধীরে পল মার্কসের মনে দানা বাঁধছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। কাল রাতে পিট রোডসকে তার অফিসে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখেছে ও, আজ সকালে ফ্লোরেনদের লেযি-এম দখল করে নেয়ার সংবাদ সহ্য করতে হয়েছে; তারপর এখন ম্যাট রেনিসন নামের শীতল, একগুঁয়ে লোকটা নিষ্ঠুর আবেগহীন জল্লাদের মত ওকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে। সবকিছু মিলে খেপিয়ে তুলেছে ওকে। রাগে ফেটে পড়তে চাইছে ওর মন!

ঘোড়া সামনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছে মার্কস, ড্র শুরু করেছে।

শাগরুর গান-মায্‌লে অস্পষ্ট অগ্নিঝলক দেখা গেল। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হল মার্কসের। দমকা হাওয়ার ছোঁয়ায় যেন নেচে উঠল ওর ঘোড়ার কেশর। আবার গর্জে উঠল শাগরুর অস্ত্র, আতঙ্কে পিছু হটল ঘোড়াটা, ঘুরে গেল এক পাশে স্যাঁৎ করে। শার্টে হ্যাঁচকা টান অনুভব করল মার্কস, আঁচড় লাগল যেন পিঠের চামড়ায়।

এবার শাগরুর বুক লক্ষ্য করে গুলি চালাল ও। গুলির ধাক্কায় এক কদম পিছিয়ে গেল ভাড়াটে গানম্যান। প্রায় শূন্যে উঠে গেল, গোড়ালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে যেন; আতঙ্ক মেশানো মহাবিস্ময় ফুটে উঠল তার দুই চোখের দৃষ্টিতে। মারাত্মক আঘাত পেয়েছে শাগরু, কিন্তু এদের জীবন বেড়ালের মত, এখনও বিপজ্জনক চরিত্র সে, তৃতীয় বারের মত আগুন উগরাল তার অস্ত্র। অবশেষে তাকে পরাস্ত করল মার্কস। ওর দ্বিতীয় গুলিটা প্রথম ফুটোর চার ইঞ্চিরও কম দূরে জায়গা করে নিল। আঘাতের ফলে সব রকম রিফ্লেক্স আর কো-অর্ডিনেশন যেন হারিয়ে ফেলল শাগরু, সুতোয় ঝোলানো পুতুলের মত আধপাক ঘুরল সে, মাতালের মত টলোমলো পা ফেলে র‍্যাঞ্চহাউসের একপাশে চলে গেল, আবার ঘুরল এক পাক, তারপর চিতপটান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে!

পাগলের মত নাচছিল এতক্ষণ পল মার্কসের ঘোড়া, ওটাকে বাগে আনল সে,

পিস্তলটা নিচু করে ধরে রেখেছে ম্যাট রেনিসনের দিকে, এখনও ওটার মায্‌ল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

'দেখেছ, রেনিসন?' বলল ও, 'এটা এক নম্বর। আরও আসবে—একের পর এক!'

লাগাম গুছিয়ে নিল মার্কস, ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে এল। র‍্যাঞ্চ এলাকায় প্রতিধ্বনি তুলছে গোলাগুলির শব্দ, আর কেউ থাকলে অবশ্যই শুনতে পেয়েছে! কিন্তু কাউকে আসতে দেখল না মার্কস। সাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, দ্রুত সামনে বাড়াল, ওঅর-হ্যাচেট থেকে বেরিয়ে এল।

সোজা দাঁড়িয়ে আছে ওদিকে ম্যাট রেনিসন, পাথর হয়ে গেছে চেহারা, তাকিয়ে আছে ভাড়াটে গানম্যান আল শাগরুর দেহটার দিকে, মাংসের একটা পিণ্ডে পরিণত হয়েছে যেন লোকটা!

বারো

সোজা ওঅর্ম ক্রিকে ফিরে এল পল মার্কস। মেজাজ খাট্টা হয়ে আছে ওর, মন খারাপ। গানফাইটটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল ওর ওপর। যদিও জিতেছে, কিন্তু কোন আনন্দ বোধ করছে না ও। অনেকটা পাগলা কুকুর গুলি করে হত্যার মত ছিল ব্যাপারটা; তবে ম্যাট রেনিসনের নির্দেশই ঘটিয়েছে ঘটনাটা, শাগরুকে সে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। অবশ্য এমনটা তার পরিকল্পনা ছিল না। সে ভেবেছিল মারা যাবে মার্কস। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে চেরোকি প্ল্যাটো রেঞ্জের একচ্ছত্র অধিপতি হবার জন্যে কতখানি খেপে উঠেছে ম্যাট রেনিসন। নিষ্ঠুরতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে! এখানকার সবগুলো মাঠ, চূড়া আর ঢাল করায়ত্ত করার স্বপ্ন দেখছে সে। স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ বিস্মৃত হয়েছে, ফিরে আসার সবগুলো পথ বন্ধ করে দিচ্ছে একের পর এক। এরপর আর বিশ্রাম মিলবে না, আপসে বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। ম্যাট রেনিসনের বিজয় অথবা ধ্বংস, এছাড়া সমাধানের আর উপায় নেই। ম্যাট রেনিসনের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, লিয়া রেনিসন তাদের মধ্যে একজন। ঘটনাপ্রবাহ এখন যেদিকেই গড়াক, মেয়েটা আঘাত পাবেই, বুঝতে পেরে অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট বোধ করল মার্কস, যদিও জানে এখানে কিছুই করার নেই ওর। হঠাৎ করে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে সব।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করতে ম্যাট রেনিসনের কাছে একটা কারণেই গিয়েছিল মার্কস-লিয়া রেনিসন। ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে, সম্ভাবনা জোরাল যে, ম্যাট রেনিসনের বিরুদ্ধে হয়ত অস্ত্র ধরতে বাধ্য হবে ও। সেক্ষেত্রে লিয়া রেনিসনের সঙ্গে এক অনতিক্রম্য দূরত্ব সৃষ্টি হবে ওর, আর কোনদিনই কাছাকাছি যাবার সুযোগ মিলবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ন্যায়ের পক্ষে থাকলেও খুব একটা তারতম্য হবে না। চিরদিনের জন্যে ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাবে মেয়েটা, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

স্যাম ওয়েলডনের স্টোরের সামনে হিচর‍্যাকে ঘোড়া বাঁধল পল মার্কস, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে ভেতরে ঢুকে পড়ল, অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা কোণ বেছে নিয়ে একটা পেরেকের বাক্সের ওপর বসে পড়ল ধপ করে, সিগারেট বানিয়ে টানতে লাগল অন্যমনস্কভাবে। ভাবছে। অপেক্ষা করতে হবে ডাস্টি এলিয়ট, ব্রেন্ট ফ্লেমিং আর জেড কারসনের প্রত্যাবর্তনের।

চাপা শোক নিয়ে স্টোরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে স্যাম ওয়েলডন। মাঝে মাঝে এক আধজন খদ্দের আসছে, নিরাসক্ত-ভাবে তাদের চাহিদা মেটাচ্ছে, টুকটাক কাজ সারছে তারপর ফের পায়চারি করছে। খর্বাকৃতি স্টোর মালিক সত্যিই ভালবাসত পিট রোডসকে, প্রিয় বন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিহ্বল—শোকাভিভূত হয়ে গেছে সে।

মার্কসের সামনে এসে দাঁড়াল সে হঠাৎ, কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল:

'এখানে বসে আছ কেন? একটা কিছু করো! ও তো তোমারও বন্ধু ছিল! তোমার কাজ করতে গিয়েই তো বেচারাকে মরতে হল! হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ কেন?'

স্যামের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেছে মার্কস, তাই কোমল কণ্ঠে জবাব দিল ও। আবেগপ্রবণ লোক স্টোরকিপার, দুঃখজনক একটা ঘটনার পর নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যে একটা মাধ্যম খুঁজে ফিরছে সে, কিন্তু জানে না কি খুঁজছে।

'আসলে এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করার উপায় নেই, স্যাম,' শান্ত কণ্ঠে তাকে বলল মার্কস। 'কিছু করার আগে কয়েকটা ব্যাপার জানতে হবে আমাদের। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই জানতে পারিনি আমরা। একটু ধৈর্য ধরো, ফ্রেন্ড। কোন কিছুই বাদ রাখব না আমরা। খেলা মাত্র শুরু হয়েছে।'

চট করে আবার নিজেকে সামলে নিল স্যাম ওয়েল্ডডন। পল মার্কসের কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'জানি, পল,' বিড়বিড় করে বলল, 'দুঃখিত। আসলে কেমন যেন অস্থির লাগছে আমার কাছে। দিশা পাচ্ছি না যেন!'

দুপুরের দিকে শহরের দিকে আগুয়ান ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল

মার্কস, সতর্ক কান খাড়া করল, বুঝতে পারল দুটো ঘোড়া এগিয়ে আসছে। স্টোরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও।

জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিং ওকে দেখতে পেয়ে ঘোড়া নিয়ে হিচর্যাকের দিকে এগিয়ে এল। ওদের সঙ্গে যোগ দিল মার্কস।

'কি খবর?' জানতে চাইল।

'ফ্লোরেনদের হেডকোয়ার্টারে একজন লোককেই দেখতে পেয়েছি আমরা,' জানাল কারসন। 'দোআঁশলা বাবুর্চিটা।' একটু থেমে আবার যোগ করল, 'ক্যাভি-কোরালেও কোন ঘোড়া চোখে পড়েনি আমাদের।'

'ভাল,' বলল পল মার্কস। 'চলো, এ-ওয়ানে গিয়ে আগে খাবারটা সেরে নিই আমরা।'

মার্কসের দুচোখে ম্লান ছায়া লক্ষ্য করল ব্রেন্ট ফ্লেমিং, বলল, 'আমরা এখান থেকে যাবার সময় যেমন ছিলে তারচেয়ে অন্তত পঞ্চাশ ডিগ্রি টাফ দেখাচ্ছে তোমাকে এখন, পল। কোথাও বোধ হয় গিয়েছিলে তুমি এবং একটা টক্কর খেয়ে এসেছ নির্ঘাত। জেড আর আমার ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছা হচ্ছে!'

মুহূর্তের জন্যে ভাবল মার্কস, তারপর ওদের জানাল, 'ওঅর-হ্যাচেট র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলাম, ম্যাট রেনিসনকে অনুরোধ জানাতে যাতে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যাবার আগেই সে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। কিন্তু লাভ হয়নি কোন। রেনিসন স্বীকার গেছে যে ফ্লোরেনরা তার পরামর্শ মোতাবেকই লেযি-এম দখল করে নিয়েছে। লোকটাকে আর কখনও এরকম ক্রুদ্ধ আর বুনো চেহারায় দেখিনি আমি। অনেক দিন যাবৎ গোপন করে রাখা তার চরিত্রের আসল রূপ এখন খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং তা বর্ণনা করার মত নয় মোটেই। হতে পারে প্রয়োজনের তুলনায় খানিকটা বেশিই খুঁচিয়ে ফেলেছিলাম ওকে; কিন্তু আমি যখন ফিরে আসছিলাম তখন হঠাৎ একজন ভাড়াটে গানম্যানকে ডেকে আনে সে, কোত্থেকে তাকে জোগাড় করেছে খোদা মালুম। শাগরু বলে তাকে ডেকেছে রেনিসন।'

একটু থামল মার্কস, ওর চেহারা আরও গম্ভীর, কণ্ঠস্বর আরও ভরাট হয়ে এল।

'মানে,' জানতে চাইল জেড কারসন, 'ওখানে, ওঅর-হ্যাচেটেই তোমার ওপর একজন গানম্যান লেলিয়ে দিয়েছে রেনিসন?'

'হ্যাঁ, তাই। সে বোধ হয় মনে করেছিল আমাকে মঞ্চ থেকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দেয়ার এটাই মোক্ষম সময়,' বলল মার্কস গম্ভীর কণ্ঠে।

'কিন্তু সফল হয়নি!' চেঁচিয়ে উঠল কারসন। 'আস্ত ফিরে আসতে পেরেছ তুমি দেখতেই পাচ্ছি! কি ঘটেছে ওখানে, পল?' জিজ্ঞেস করল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল মার্কস, তারপর বলল, 'আগেই ড্র শুরু করেছিল শাগরু, কিন্তু আমি ওকে হত্যা করেছি!'

ওর গম্ভীর অকপট স্বীকারোক্তিতে অবাক হয়ে গেল কারসন আর ফ্লেমিং, বিস্ময়ের ছাপ পড়ল দুজনের দৃষ্টিতে। মার্কসের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

অবশেষে কথা বলল ব্রেন্ট, কঠিন শোনাল তার কণ্ঠ।

'ম্যাট রেনিসন তোমার বিরুদ্ধে এমন জঘন্য একটা কাজ করার চেষ্টা চালাতে পারল!' প্রশ্ন তুলল সে। 'যার জন্যে পাঁচ-পাঁচটা বছর অমানুষিক পরিশ্রম করলে, যার স্বার্থকে নিজের স্বার্থ হিসেবে জ্ঞান করলে, কোনদিন যার কোন ক্ষতি হতে দাওনি, সেই রেনিসন? এত কিছুর পরও তোমার ওপর গানম্যান লেলিয়ে দিতে দ্বিধা করল না—হত্যা করতে চাইল তোমাকে—পল, লোকটা দেখছি বদ্ধ উন্মাদ!'

'উন্মাদ না ছাই!' চেঁচিয়ে উঠল কারসন। 'আসলে শয়তানের চেয়েও খল। কাউকে পাগল আখ্যা দিয়ে তার বদমায়েশিকে জায়েজ করার পক্ষপাতী আমি নই। ম্যাট রেনিসনের মধ্যে আগাগোড়া বদমায়েশিটা ছিল। এতদিন সেটা প্রকাশ করার দরকার হয়নি, কারণ সমস্ত কিছু তার পছন্দসই চলছিল। কিন্তু যেই দেখল পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর সামলানো যাচ্ছে না, ব্যস, অমনি মুখোশ খুলে গিয়ে সব নীচতা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অনেক লোক আছে এরকম, পল। তোমার জায়গায় আমি থাকলে বোধ হয় আজ শাগরুর সঙ্গে ম্যাট রেনিসনকেও কতল করে আসতাম।'

'না, জেড,' শান্ত কণ্ঠে ভিন্নমত প্রকাশ করল পল মার্কস, 'আমার তা মনে হয় না।'

অস্থিরভাবে নড়ে উঠল কারসন। 'ঠিক বলেছ,' কর্কশ কণ্ঠে স্বীকার করল সে, 'আমি পারতাম না। কাজটা করার আগে লিয়া রেনিসনের কথা ভাবতে হত আমাকে!'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল পল মার্কস।

নীরবে খাবার পর্ব সারল ওরা। খিদে আছে দেখে খানিকটা বিস্মিত বোধ করল পল মার্কস। বাদামী পেশীবহুল ডানহাতে এখন খাবার কাটার ছুরি ধরে আছে ও, অথচ মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা আগে এহাতেই পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে একটা লোককে আজরাইলের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। হাতটা এখন ওর শূন্য পাকস্থলীর চাহিদা মেটাতে মাংস কাটছে ছুরি দিয়ে! কোথায় গেল, খানিকটা বিদ্রূপের সঙ্গে ভাবল মার্কস—মানুষের সভ্যতার সব তত্ত্বকথা? সভ্যতার ওসব মূল্যবোধ আসলে কাগজের মত পাতলা, কাঁচের মত ভঙ্গুর; সামান্য টোকা

লাগলেই সরে যায় পর্দাটা, আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে জঙ্গলের হিংস্রতা আর থকথকে অন্ধকার। যেখানে একমাত্র নীতি হচ্ছেঃ মারো কিংবা মরো! কেবল যোগ্যতম টিকে থাকবে! এটাই মোদ্দা কথা, আর সব ফাঁকা বুলি! রূঢ় কিন্তু এটাই সত্যি। জীবনের আদিম প্রবৃত্তিগুলো পৃথিবীর সব চমৎকার তত্ত্বের চাইতে অনেক বেশি শক্তি ধরে।

মাত্র খাবার শেষ করেছে ওরা, এমন সময় বুটের শব্দ তুলে ভেতরে ঢুকল ডাস্টি এলিয়ট আর ব্রেস স্টিগার।

'স্যাম ওয়েলডনের কাছে শুনলাম এখানে রয়েছ তোমরা,' সংক্ষেপে বলল এলিয়ট। 'ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইল তোমার পরিকল্পনা জানতে উদগ্রীব হয়ে আছে,' বলল।

'তোমাদের আমি হতাশ করেছি, ব্রেস,' স্টিগারকে বলল মার্কস। 'আমি বলেছিলাম লেযি-এমের মাটি কামড়ে পড়ে থাকব, কিন্তু ওয়াদা রাখতে পারিনি। শুনেছ নিশ্চয়ই?'

মার্কসের মুখের সামনে একটা হাত নাচিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিল ব্রেস স্টিগার, বলল, 'এরকম হতেই পারে, পল। এখানে তোমার কোন দোষ দেখছি না। দোষ কারও-ই নেই। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সবই আমাকে বলেছে ডাস্টি। অন্য কেউ হলেও এমন ঘটতে পারত। থাক গে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এবার কোন্‌দিকে যাব আমরা?' জানতে চাইল স্টিগার।

'সবার আগে ফ্লোরেনদের হেডকোয়ার্টারে যাব,' জবাব দিল মার্কস, 'উঠান থেকে ইঁদুর তাড়াতে হলে আগে ওগুলোর গর্ত সাফ করতে হয়! ওখানকার কাজ শেষ করে তারপর একটু চেহারা দেখাতে লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের দিকে যাওয়া হবে।'

মার্কসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ব্রেস স্টিগার, দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ দেখতে পেল ওর চোখে। মাথা দুলিয়ে সে বলল, 'ঠিকই বলেছ, পল। এগিয়ে যাও!' আবার মাথা দোলাল। 'জোরা সবাই খুশি হবে,' যোগ করল সে।

'তোমার রাইডারদের এখানে এসে খেয়ে নিতে বলো,' বলল মার্কস, 'এরপর বোধ হয় খাওয়ার আর ফুরসত মিলবে না খুব একটা!'

আধ ঘণ্টা বাদে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা দলবেঁধে। স্টিগার আর জো কার্লাইল প্রায় বারজন রাইডার নিয়ে এসেছিল সঙ্গে, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে তারা।

পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দলটা। ক্রমশ পশ্চিমে সরে যাচ্ছে ওরা। দ্রুত ফাঁকা জায়গাটা অতিক্রম করে এল, ঢুকে পড়ল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো গাছপালার মাঝে, গতি কমাল না।

গাছপালার ফোকর গলে তির্যকভাবে নেমে আসছে সূর্য রশ্মি, বর্শার ফলার মত, আলো-ছায়ার নানা রকম নকশা সৃষ্টি হয়েছে। উষ্ণ পরশ বোলাচ্ছে বাতাস; নেশা ধরানো রেজিনের সুবাস লাগছে নাকে। নীরবতা গ্রাস করে নিল ওদের। কেবল ঘোড়ার খুরের চাপা শব্দ শোনা যায়। এগিয়ে চলল ওরা। স্যাডল গিয়ারের শব্দ উঠছে ক্ষণে ক্ষণে, তারপর ফের নীরবতা।

অনেকগুলো মাইল পেছনে ফেলে এল অশ্বারোহী দলটা, রিমের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ফার্ন ছাওয়া, কুয়াশার আস্তরণ পড়া ওঅর্ম-ক্রিক পার হল, তারপর এগোল আবার, আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে এখন। ডাস্টি, কারসন আর ফ্লেমিং রয়েছে সামনে, স্কাউটিং করছে।

ফ্লোরেনদের হেডকোয়ার্টারটাকে অতিক্রম করে গেল ওরা প্রথমে, তারপর পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে এল আবার।

ঢেউ খেলানো দুটো গাছে ছাওয়া ঢালের মাঝামাঝি একটা খুদে বেসিনে ফ্লোরেন র‍্যাঞ্চ। একজোড়া কেবিন, কুক-শ্যাক, কোরাল আর ফীড-শেড-এই কটা দালানের সমষ্টি। গাছপালার ঠিক প্রান্তে সবাইকে থামার নির্দেশ দিল মার্কস, কিছুক্ষণ জরিপ করল চারপাশ।

কুক-শ্যাকের দরজায় হাজির হল এক লোক, একটা প্যান থেকে নোংরা পানি ফেলল সে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল আবার। জেড আর ব্রেন্ট ঠিকই বলেছিল— বাবুর্চি বাদে আর কেউ নেই র‍্যাঞ্চে। লাগামে ঝাঁকি দিল মার্কস।

'ঠিক আছে,' বলল, 'চলো, এগোনো যাক!'

ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা, সাবধানে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, বিপদের জন্যে তৈরি।

কুক-শ্যাকের প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে যাবার পর খুরের শব্দ পেয়ে আবার দোড়গোড়ায় উদয় হল বাবুর্চি, তাকিয়ে থাকল অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে। আর এক মুহূর্ত সময় পেলেই হয়ত লোকটা লুকিয়ে পড়ত, কিন্তু কর্কশ কণ্ঠে তাকে নির্দেশ দিল মার্কস। 'খবরদার!'

শুনে পাথর হয়ে গেল সে।

দোআঁশলা বাবুর্চির চেহারা খুবই খারাপ, নোংরা পোশাক আশাক; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে সে।

'চুপচাপ থাকো, তাহলে আর চোট পাবে না তুমি, 'তাকে বলল মার্কস, 'কিন্তু যদি বেচাল কিছু করো, খুন হয়ে যাবে!'

'কি ব্যাপার?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল দোআঁশলা, 'কেন এসেছ তোমরা? কি চাও?'

'তেমন কিছু না,' কায়দা করে বলল মার্কস, 'সামান্য দখলের ব্যাপার-

স্যাপার। ফ্লোরেনরা জোর করে আমাদের বাড়িটা দখল করে নিয়েছে, তাই ওদেরটা দখল করে নিলাম আমরা। এটা এখন আমার। কিন্তু র‍্যাঞ্চটাকে আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না—পৃথিবীর পবিত্র জমিনে কলংকের মত দেখাচ্ছে! তাই ঠিক করলাম—'

কথা বলার সময় স্যাডল ফর্ক থেকে রিয়াটা আলগা করছিল মার্কস, এবার ছোট করে একটা ফাঁস বানাল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল ঝাঁঝাল কণ্ঠে:

'সরে যাও!'

সুরসুর করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল বাবুর্চি।

ঘোড়া নিয়ে একটা কেবিনের কাছে এগিয়ে গেল মার্কস। ছাদের একটা খুঁটির মাথার দিকে ছুঁড়ে দিল ল্যাসোর ফাঁস, তারপর দড়ির অন্য প্রান্ত পেঁচিয়ে ফেলল স্যাডলহর্নের সঙ্গে। ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে আসতে শুরু করল এবার—টানটান হয়ে গেল দড়িটা।

স্বভাবসুলভ চড়া গলায় কথা বলে উঠল ডাস্টি এলিয়ট:

'হাহ্, বুঝেছি! এসো, জেড, ব্রেন্ট! হাত লাগাও!'

আরেকটা খুঁটির মাথায় ফাঁস পরাল ব্রেন্ট আর কারসন, অন্য একটা বেছে নিল ডাস্টি এলিয়ট।

রাইডারদের নিয়ে সামনে এগিয়ে এল ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইল, পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে একই কায়দায় ফাঁস পরাতে আরম্ভ করল। সবাই তৈরি হবার পর ঘোড়াগুলো পিছু হটিয়ে আনতে শুরু করল। টান পড়ল সবার দড়িতে। কড় কড় শব্দ উঠল স্যাডলহর্ন আর ল্যাটিগোতে।

প্রচণ্ড টানের বিরুদ্ধে কেবিনের খুঁটিগুলো প্রতিবাদ করে উঠল যেন, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারল না, ভেঙে পড়তে শুরু করল। কাটা খুঁটির ফোকর থেকে ধোঁয়ার মত ধূলিকণা বেরুল, ভাসতে লাগল বাতাসে। সম্মিলিত টানে ককিয়ে উঠল কড়িকাঠের জোড়াগুলো; নড়ে উঠল ছাদের পাটাতন, ভেঙে গেল। হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল যেন কেবিনটা। লুটিয়ে পড়ছে দেয়ালগুলো, সেই সঙ্গে লুটিয়ে পড়ছে ছাদটাও। মিনিটখানেকের মধ্যে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল কেবিনটা, আবর্জনার নিচে চাপা পড়ল সব জিনিস। দেখে কে বলবে একটু আগেও একটা ঘর ছিল এখানে!

দড়িতে ঢিল দিল পল মার্কস, আলগা করল ফাঁস।

'এবার আরেকটা!' দূরাগত কণ্ঠে বলল।

একই কৌশলের কাছে পরাস্ত হল দুনম্বর কেবিনটাও। তারপর ভাঙা হল কুক-শ্যাক। সবেশেষে ফীড-শেড আর কোরাল। প্রতিবার ঘর ভাঙার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল জায়গাটা।

র‍্যাঞ্চ ভূমিসাৎ করার পর চারপাশটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার জরিপ করল পল মার্কস, দড়িটা গুটিয়ে নিল আবার।

'এজায়গাটা আবার দেখলে মজা টের পাবে ওরা,' হিংস্র কণ্ঠে বলল ও, একটু থেমে আবার যোগ করল, 'অবশ্য যদি দেখার সুযোগ পায়!'

এবার বাবুর্চির দিকে এগিয়ে গেল মার্কস। ঘোর লাগা দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, হতভম্ব।

'এটা,' তাকে বলল মার্কস, অতীত 'থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত তোমার। এখন থেকে দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাবে ফ্লোরেনরা। মাথায় ঘিলু বলে কোন পদার্থ থাকলে সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করো একটু। অবশ্য আমার পরামর্শ হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়াই তোমার জন্যে মঙ্গলজনক।'

কথা শেষ হলে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল মার্কস, এগোতে শুরু করল পুব দিকে, 'এবার দুনম্বর কাজটা সারা যাক, চলো,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল।

ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল দোআঁশলা বাবুর্চি, যতক্ষণ না ওরা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হল চোখ ফেরাল না। অবশেষে হেডকোয়ার্টারের ধ্বংস স্তূপের দিকে নজর দিল, অশ্রাব্য সব খিস্তি বেরিয়ে আসছে তার মুখ দিয়ে। নিজের রাগ ঝেড়ে তারপর কুক-শ্যাকের আবর্জনার স্তূপের দিকে এগিয়ে গেল সে, ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে গোটা কয়েক ব্ল্যাঙ্কেট আর একটা পুরনো ওঅর-ব্যাগ উদ্ধার করল। কোনমতে একটা প্যাকেট বানাল ওগুলো দিয়ে, তারপর ঢাল বেয়ে রিমের উদ্দেশে হাঁটা দিল।

পায়ে হেঁটে চেরোকি পেরুনো কঠিন কাজ, দুর্গম পথ—কিন্তু তল্লাট ছেড়ে কেটে পড়ার জন্যে এরচেয়ে ভাল রাস্তা আর হয় না!

***

রক্তঋণ-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টার। পরিবেশে তিক্ততার ছোঁয়া। এখানকার প্রতিটি জিনিস যেন ম্লান হয়ে গেছে, অজ্ঞাত কোন রোগের সংক্রমণ ঘটেছে বুঝি! ভাঙনের শব্দ শোনা যাচ্ছে—খানখান হয়ে যাচ্ছে বাঁধন, চারদিকে ছিটকে পড়তে শুরু করেছে সবকিছু; কেবল রয়ে যাচ্ছে এক ধরনের শূন্যতা—সীমাহীন!

গুলির কানে-তালা-লাগানো শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেছে, পল মার্কস বিদায় নিয়েছে অনেকক্ষণ, তারপরেও আরও অনেক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ম্যাট রেনিসন, অ্যাল শাগরুর লাশের দিকে তাকিয়ে। জীবিত অবস্থাতেও মূল্যহীন ছিল লোকটা, এখন মৃত্যুর পরেও তা-ই রয়ে গেছে। লাশটাও দেখতে ইচ্ছা করে না! অপদার্থ! ভাবল রেনিসন।

ভাড়া করে আনা গানফাইটার পল মার্কসের অস্ত্রের কাছে দাঁড়াতেই পারেনি। এটা আশা করেনি রেনিসন, রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেছে, কারণ গানফাইটার হিসাবে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে জাহির করেছিল শাগরু কাজ নেয়ার সময়। অথচ শেষ পর্যন্ত, যখন যোগ্যতার প্রমাণ দেয়ার সময় হল, চিন্তা-ভাবনা, কৌশল এমনকি 'ড্র'তেও পল মার্কসের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল লোকটা। পলের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে সে। কিন্তু মার্কসকে কিছুই করতে পারেনি! বহাল তবিয়তে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে মার্কস, একটা আঁচড়ও লাগেনি তার গায়ে! শাগরুর প্রাণহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে যেন একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার চেষ্টা করল ম্যাট রেনিসন, ব্যর্থ হল; কি জবাব আশা করছে তা-ই জানা নেই!

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে লাশের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ম্যাট রেনিসন, পল মার্কসের গমনপথের দিকে তাকাল, এখন আর সাবেক ফোরম্যানকে দেখা যাচ্ছে না, র‍্যাঞ্চারের শীতল ভাবলেশহীন চেহারার আড়ালে দাউদাউ জ্বলে উঠল ক্রোধের আগুন, ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র অস্তিত্বে। লোকটার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত বিদায় নিল। তবে রাগের চেয়ে আরও মারাত্মক কিছু বুঝি জেগে উঠল তার মধ্যে। মনের অনেক গহীন থেকে এতদিন ধরে অতি সাবধানে আড়াল করে রাখা একরকম অস্বস্তি, আতঙ্কের একটা শিরশিরে অনুভূতি যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে, আটকানো যাচ্ছে না।

পল মার্কসের যোগ্যতা আর ক্ষমতা বিচার করতে গিয়ে খাট করে দেখেছিল তাকে, কি মারাত্মক ভুল হয়েছে বোঝা যাচ্ছে এখন! এধরনের একটা ভুলই যথেষ্ট, ভাবল রেনিসন; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে ভুল অনুমানের কারণে এখন পুরো রেঞ্জ কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে—অথচ কত সতর্কতার সঙ্গে কত যত্ন করে পরিকল্পনা খাড়া করা হয়েছিল! বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিল র‍্যাঞ্চার, সব তার দোষ!

চিন্তাটা মাথায় টোকা দিতেই অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে উঠল রেনিসন। ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল অশুভ চিন্তা, নিজের সীমাহীন অহংকারের নিচে চাপা দিল, তারপর ঘুরে ঢুকে পড়ল র‍্যাঞ্চহাউসে। অফিস কামরা অতিক্রম করে এল, ঢুকল ওপাশের বিশাল লিভিং রুমে। লিয়া আর অ্যালকে দেখতে পেল, পালা করে দুজনের দিকে একবার তাকাল সে।

সেন্টার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লিয়া রেনিসন, হাত দিয়ে ক্রমাগত চাপড় মেরে যাচ্ছে টেবিলের ওপর, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা, বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ, অচেনা দৃষ্টি ফুটে আছে সেখানে। আগে কখনও মেয়ের এই চেহারা দেখেনি রেনিসন। এমনভাবে ওর দিকে দৃষ্টি ফেরাল লিয়া যেন একেবারে অচেনা অজানা কোন লোককে দেখছে, মনে হচ্ছে বহুদূরের কোন জায়গা থেকে তাকিয়ে আছে। লিয়ার এই অদ্ভুত দৃষ্টি দেখে খেপে উঠল ম্যাট রেনিসন, রুক্ষতা চাগিয়ে উঠল তার মধ্যে, মেয়েটার মনে কি চিন্তা চলছে পরিষ্কার বুঝে গেছে। কর্কশ কণ্ঠে লিয়ার উদ্দেশে বলে উঠল:

'মার্কসের চেহারা দেখামাত্র—ঘোড়া নিয়ে তাকে র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে ঢুকতে দেখেই তোমাকে নিজের ঘরে চলে যেতে বলেছিলাম আমি!' রাগ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'আমার কথা শুনলে না কেন জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

কথা বলল লিয়া, তবে রেনিসনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের ভাবনাটাকেই ভাষা দিল সে সুযোগ পেয়ে, 'আর নয়!' বলল, 'নিজের সঙ্গে আর প্রতারণা করতে পারব না আমি! সবাইকে ফাঁকি দেয়া গেলেও নিজেকে বেশিদিন ফাঁকি দেয়া যায় না!'

'কি আবোল-তাবোল বকছ?' ধমকের সুরে জানতে চাইল ম্যাট রেনিসন, 'কি ফাঁকি দেয়ার কথা বলছ? নিজেকে ফাঁকি দেয়া যায় না মানে?'

এতক্ষণে সরাসরি বাবার সঙ্গে কথা বলল লিয়া রেনিসন। 'এতদিন অনেক অপকর্ম করেছ তুমি, ভবিষ্যতেও করবে এবং সব সময় এসব অপকর্মের পক্ষে নানা খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে যাবে—এ-কথাই বলছি আমি। আমার পক্ষে আর এসব মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এইসব ভণ্ডামি থেকে এবার মুক্তি পেতে চাই আমি!'

এ কথায় ম্যাট রেনিসনের আত্মমর্যাদা বোধে খোঁচা লাগল। রেনিসন

পরিবারের কাউকে তার কাজের জন্যে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না! চড়া গলায় কথাটা মেয়েকে বলল রেনিসন, আগুন ঝরল তার কণ্ঠে।

ক্লান্ত মাথা নাড়ল লিয়া রেনিসন। 'এসব বলে আর কোন লাভ নেই! এই রকম ভান করতে করতে কাহিল হয়ে গেছি। একটু আগে নিজের চোখেই সব দেখলাম, নিজের কানে শুনলাম। পল মার্কসকে এখানে আসতে দেখেছি আমি, শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছিল তোমাকে, যুক্তির পথে নেয়ার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তুমি তার কথায় আমল তো দাওইনি বরং তাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছ। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় মনে মনে ভিন্ন বুদ্ধি এঁটেছ! শয়তানও হার মানবে, বাবা, তোমার কাছে। তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক! পল মার্কসকে এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে দেয়ার ইচ্ছা ছিল না তোমার! ওই শাগরু লোকটাকে গা ঢাকা দিয়ে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলে আগেই। তোমার ডাকের অপেক্ষা করছিল সে। এবং শেষ পর্যন্ত তাকে মার্কসের ওপর লেলিয়ে দিতে দ্বিধা করোনি তুমি। এরপর আমাকে দিয়ে আর অভিনয় করাতে পারবে না তুমি! আমার পক্ষে আর তোমার সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করা সম্ভব হবে না! আমি চলে যাচ্ছি!'

কথা শেষ করে কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল লিয়া রেনিসন। কিন্তু চট করে ওর বাহু জাপটে ধরল ম্যাট রেনিসন। চেহারায় কোন পরিবর্তন হল না মেয়েটার, শুধু চোখ তুলে একবার তাকাল বাবার দিকে। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করল রেনিসন, আপ্রাণ চেষ্টা করল লিয়াকে পরাস্ত করার, কিন্তু পারল না! ব্যর্থ হয়ে রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল সে। মেয়েটা, তার আপন মেয়ে, কতই-বা বয়স, অথচ আজ যেন হঠাৎ অনেক দূরে সরে গেছে। তার ক্ষমতা আর প্রভাব যেন কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারছে না মেয়ের মনে। আজ যেন আকাশের সবচেয়ে দূরের তারাটার মত হয়ে গেছে লিয়া। লিয়ার বাহুর ওপর হাতের বাঁধন আলগা হয়ে গেল, ঠেলে হাতটা সরিয়ে দিল লিয়া, তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে ঋজু ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

এবার অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে উঠল অ্যাল রেনিসন। 'সব সময় মর্যাদার কথা বলো তুমি,' বিড়বিড় করে বলল ছেলেটা, 'বড়াই করো। অথচ এইমাত্র সত্যিকার মর্যাদা কি জিনিস তার নমুনা দেখতে পেলে তুমি, বাবা। জীবনে এই প্রথমবারের মত দুনিয়াটাকে বসবাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে!'

পাঁই করে ছেলের দিকে ফিরল ম্যাট রেনিসন। বোতলবন্দী সমস্ত রাগ আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভা-স্রোতের মত গলগল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। 'মার্কস আসার পর আমার কথামত বাইরে গেলে না কেন তুমি?' ঝাঁঝিয়ে উঠল

সে। 'নাকি সাহসে কুলোয়নি?'

ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল অ্যালের।

'কি রকম সাহসের কথা বলতে চাইছ তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল, 'একজন পেশাদার গানম্যানকে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রাখার সাহস? তার উপস্থিতির কথা জানে না এমন একজনের ওপর সেই গানম্যানকে লেলিয়ে দেয়ার সাহস? একে যদি সাহস বলো তুমি তাহলে তার কোন প্রয়োজন নেই আমার!' একটু চুপ থেকে সে আবার বলল, 'লিয়া শেষ পর্যন্ত এখান থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ওকে দোষ দিতে পারছি না আমি। আজ যা করেছ তুমি দুনিয়ার জঘন্যতম জোচ্চোরও এমন কিছু করার কথা ভাবতে পারবে না!'

চট করে অ্যালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাট রেনিসন। বেয়াদব ছেলেটাকে চড় কষার জন্যে একটা হাত তুলতে গেল সে।

উঠে দাঁড়াল অ্যাল রেনিসন, কিন্তু জায়গা ছেড়ে একচুলও নড়ল না। 'মারাত্মক একটা ভুল করবে,' সরাসরি বাবাকে সতর্ক করল সে, 'যদি গায়ে হাত তুলতে যাও! শোনো, কি ঘটতে যাচ্ছে জানা থাকলে অবশ্যই তোমার সঙ্গে তখন বাইরে যেতাম আমি। যদি জানতাম মার্কসকে হত্যা করার জন্যে শাগরু লোকটাকে লেলিয়ে দেয়ার মতলব এঁটেছো, ঠিকই বাইরে যেতাম আমি—চিৎকার করে সতর্ক করে দিতাম মার্কসকে। তোমার কাছে এখন আমার কথা অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কারণ আমার নিজের কাছেও তেমন মনে হচ্ছে! তবে আমি ভাল মানুষের অভিনয় করছি না। আমি কখনওই লিয়ার মত ভালমানুষ ছিলাম না, হতে পারবও না। বেশি ভাল বলেই এতদিন তোমাকে সহ্য করতে পেরেছে লিয়া, কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু আমি তোমার কথায় ওঠবস করেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তোমার অনুগত থাকাই আমার জন্যে সবদিক দিয়ে সুবিধাজনক, আমাকে পেটের চিন্তা করতে হয় না, আবার কোন কাজকর্ম করারও দরকার পড়ে না। এত কিছুর পরেও আমি হয়ত এখানেই থেকে যাব। তবে যা-ই হোক, কেন জানি আমার মনে হচ্ছে পল মার্কসকে অবশ্যই সতর্ক করা উচিত ছিল আমার। যদি পারতাম ধন্য মনে করতাম নিজেকে!'

'তোমরা ভাইবোন দুজনেই বোকার একশেষ!' শীতল ক্রোধে ধমকে উঠল ম্যাট রেনিসন, 'আমি যে এত কিছু গড়ে তুলেছি, কিসের জন্যে, কার জন্যে?' জানতে চাইল সে, 'দিনের পর দিন কি কারণে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছি বলে তোমার ধারণা? আমার নিজের জন্যে? মোটেই না! তোমার আর লিয়ার জন্যে—তোমাদের দুজনের নিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে করেছি এসব—রেনিসন পরিবারের সম্মানের স্বার্থে! তোমরা যদি তা বুঝতে না পারো অন্ধ ছাড়া আর কি বলা যায় তোমাদের!' ঝাঁঝ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাট রেনিসনের দিকে তাকাল অ্যাল, যথাসাধ্য যাচাই করার প্রয়াস পেল বাপকে, বিচার করল কথাগুলো, শেষে বলল, 'এব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারছি না, তোমার কথাগুলো সত্যি কিনা জানি না আমি। যদি হয়ও, তবু বলব ভুল করেছ। যেমন আমার কথাই ধরো। এমন কি আমিও একটা কথা বুঝতে শুরু করেছি এখন-এখানকার রেঞ্জের মালিক হওয়া আর সেখানে হাজার হাজার গরু পোষা ছাড়াও আরও অনেক কিছু পাবার আছে মানুষের জীবনে এবং সেগুলো অর্জন করার অনেক পথ আছে। সৎ পথে যদি সম্পদ অর্জিত না হয় তার কোনই মূল্য থাকে না। অনেক সম্পদের পাহাড় আর ঘনিষ্ঠ কয়েক জন বন্ধুর মধ্য থেকে যে কোন একটা বেছে নিতে বলা হলে আমি বরং বন্ধুত্বই পেতে চাইব। অনেক ভাল মানুষের ভালবাসা আর সম্মানই আমার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের কি তা আছে, কোন বন্ধু? কারও ভালবাসা কি আমরা পেয়েছি আজ পর্যন্ত? মনে তো হয় না! ফ্লোরেনরা ছাড়া আর কে আছে আমাদের সঙ্গে? কেউ না!' থামল এবার অ্যাল।

অ্যালের শেষের কথায় অসন্তোষ আর বিতৃষ্ণার একটা সুর ফুটে উঠেছিল, ফলে রাগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল ম্যাট রেনিসন।

'ভুলে যেয়ো না ওরা তোমার ফুপাত ভাই! পরিবারের ভাল-মন্দ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে ওরা। আজ লেযি-এম দখল করে নিয়েছে ছেলেগুলো, শেষ পর্যন্ত দখল করে রাখবেও। কিন্তু তুমি কি এমন রাজ্যটা উদ্ধার করেছ শুনি?'

'জীবনে প্রথমবারের মত মাথা খাটাতে শুরু করেছি আমি,' পাল্টা জবাব দিল অ্যাল। 'আর সেজন্যেই একটা নোংরা বিশ্রী ব্যাপার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছি আজ! এবার তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে, বাবা! তুমি যদি ফ্লোরেনদের সঙ্গে থাকতে চাও থাকতে পারো। তবে ওদের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি এখন লিয়ার মতই!'

চলে যাবে বলে পা বাড়াল অ্যাল রেনিসন।

'দাঁড়াও!' ধমকে উঠল তার উদ্দেশ্যে ম্যাট রেনিসন, 'শাগরুর লাশটা সরাতে তোমার সাহায্য লাগবে!'

'একটা ঘোড়াই ওটা সরানোর জন্যে যথেষ্ট,' বলল অ্যাল, 'অথবা একটা হুইল-বারো! আমাকে কি দরকার!'

'হুইল-বারোই নিয়ে আসো তুমি!' আবার নির্দেশ দিল ম্যাট রেনিসন, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে।

'আচ্ছা,' বলল অ্যাল, 'তবে আমি কাজটা করছি যাতে ওই লাশটা লিয়াকে দেখতে না হয়, আর কিছুর জন্যে নয়, বুঝেছো?'

হুইল-বারো আনার জন্যে বেরিয়ে গেল অ্যাল, খানিক বাদে ফিরে এল আবার, তারপর বাপের সঙ্গে একটা লাশ গুম করার বিশ্রী কাজে হাত লাগাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

র‍্যাঞ্চহাউসের নিজের কামরায় ক্রমাগত পায়চারি করে ফিরছে লিয়া রেনিসন। চোখজোড়ায় শুষ্কতা, চেহারায় কাঠিন্য। যতদূর মনে আছে এই কামরাটা ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে, জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ কেটে গেছে এখানেই! অনেকদিনের একান্ত আশ্রয় হয়েছিল কামরাটা, যেন অভয়ারণ্য! অথচ আজ এ-কামরা ছেড়ে চলে যেতে হবে ওকে—চিরদিনের জন্যে! আপনমনে ভাবল লিয়া।

পুরনো একটা গ্রিপস্যাক নিয়ে কাপড়-চোপড় গোছাতে শুরু করল ব্যস্ত হাতে। যেতেই যখন হবে দেরি করে কি লাভ!

গোছানো শেষ হলে বিদায় নেয়ার একটা সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল লিয়া।

আর ঝগড়া কিংবা বাকবিতণ্ডার মধ্যে যেতে চায় না ও, সবার অজান্তে বিদায় হয়ে যেতে চায়। যাবার সময় বাবার সামনাসামনি পড়ে গেলে আবার একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হবে অযথা। বাবাকে যদিও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে ও, তার সঙ্গে আর এক বাড়িতে বসবাস করা সম্ভব হবে না, কিন্তু কথাটাকে ম্যাট রেনিসন হয়ত আদৌ গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। না নেয়াই স্বাভাবিক।

স্বভাবগত কারণেই ওকে বাধা দিতে চাইবে ম্যাট রেনিসন। তার ইচ্ছার কিংবা মতের বিরুদ্ধে এখানে কিছু ঘটতে পারে, কথাটা অন্যের কাছে তো নয়ই এমনকি নিজের কাছেও কোনদিন স্বীকার যাবে না সে।

এখানে থাকা সম্ভব না বলে ছেলেমেয়েরা কোনদিন স্বেচ্ছায় এই খান্দানি বাড়ির নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে, অর্থহীন অহমিকার কারণে এটা মানতেই চাইবে না ম্যাট রেনিসন। কারণ, মেনে নেয়ার মানেই তো পরাজয় স্বীকার করা—যা রেনিসনের ধাতে নেই।

এই অহমিকা আর মেকি গর্ববোধ ভয়ানক একটা ব্যাপার, দুরারোগ্য ব্যাধি; এর কাছে ম্লান হয়ে যায় সমস্ত কিছু। সারাক্ষণ অহমের পরিচর্যা করতে হয়, সব বাদ দিয়ে সেটাকে বাড়িয়ে তুলতে হয় ক্রমশ। নিজস্ব কিছু আইন তৈরি করে নেয় বোধটা, নিজের তৈরি নিয়মের বেড়াজালে আটকা পড়ে যায় তখন মানুষ। সাদা-কালো, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান তিরোহিত হয়ে যায়। নিজের খেয়াল খুশিই সবকিছু বিচারের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

সব অসত্যের মত মূল্যহীন হলেও অনুভূতিটা মৃত্যুর মতই অপ্রতিরোধ্য।

লিয়া রেনিসনের পক্ষে আবার সেই অহমের সামনাসামনি হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব হবে না।

নিজের কামরার জানালার পাশে এসে বসল লিয়া। একের পর এক পেরিয়ে গেল ঘণ্টাগুলো, র‍্যাঞ্চহাউস ত্যাগ করার সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল মেয়েটা।

দুই

লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের দরজা থেকে মাত্র অল্প কয়েক গজ দূরে একটা শুগার পাইনের নিচে বসে আছে লোকটা, তার পাশেই গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখেছে একটা রাইফেল। আপনমনে সিগারেট ফুঁকে চলেছে সে, আর একের পর এক হাই তুলছে। নিজের কপালকে গালমন্দ করছে অবিরাম—ভর দুপুরে কিনা পাহারার ভার দেয়া হয়েছে তার ঘাড়ে! ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল রাইডার, আর সবাই কত ভাগ্যবান! কেবিনের শীতল ছায়ায় আরামে ঘুমাচ্ছে নয়তো মনের আনন্দে পোকার খেলছে! আর সে? একলা বসে আছে গাছতলায়! দিনের বেলায় পাহারা দেয়ার দরকারটা কি কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রাইডারের। রাত হলে একটা কথা ছিল—পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারে তখন, গাছপালার আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে এসে হামলা করে বসতে পারে শত্রুপক্ষ। কিন্তু দিন দুপুরে একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ না হলে ও-কাজ করবে না কেউ। আরে, কেবিনের ধারে-কাছে পৌঁছারই তো সুযোগ পাবে না। তার আগেই পরিষ্কার কচুকাটা হয়ে যাবে! কিন্তু এই সহজ-সাধারণ কথাটা কে কাকে বোঝাবে! পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! না, দিনেও পাহারা দিতে হবে! কি করা!

কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল গার্ড ফ্লোরেন। 'সব ঠিক আছে তো, রীডার?' জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই!' গজগজ করে জবাব দিল রীডার, 'ঠিক না থাকার কি আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল। 'দিন দুপুরে এখানে হামলা করতে আসবে কোন্ পাগল! আশপাশে কয়েকমাইলের মধ্যে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই!'

রীডারের কথা শেষ হওয়ামাত্র সে বুঝতে পারল মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। আচমকা বিনা নোটিসে কিনা 'ফ্ল্যাট' শব্দ তুলে তার গজখানেক তফাতে কি যেন আঘাত করল মাটিতে, পাইনের ঝরাপাতা আর বালি ছিটকে এল; তারপর শিসের মত একটা আওয়াজ শোনা গেল অস্পষ্টভাবে, মিলিয়ে গেল।

নাতিদীর্ঘ বেঞ্চল্যান্ডের সীমানা থেকে এবার রাইফেলের গর্জনের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

জীবনে আর কখনও এত দ্রুত নড়াচড়া করেনি প্রহরী রীডার। নিমেষে খপ করে রাইফেলটা জাপটে ধরল সে, পরক্ষণে প্রায় লাফিয়ে উঠে ছুট দিল কেবিনের দিকে, যেন আতঙ্কিত শূকরছানা মায়ের কাছে যাচ্ছে!

সীমাহীন আতঙ্কে গার্ড ফ্লোরেনকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে কেবিনের দরজা গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

ওদিকে গর্জে ওঠা রাইফেলের লিভার টানল ডাস্টি এলিয়ট, টাটকা শেল পাঠাল উইনচেস্টারের চেম্বারে, আবার ট্রিগার টানার জন্যে প্রস্তুত। ওর পাশেই ঘাপটি মেরে বসে পল মার্কস।

'ওদের সাবধান করে দেয়া হল,' বলল ও, 'ওরা জেনে গেল আমরা এসে গেছি। এবার দেখি সাধারণ বিচার বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় কিনা ওদের কাছ থেকে!'

'পাবে না!' পরিষ্কার বলে দিল ডাস্টি এলিয়ট। 'ফ্লোরেনদের মধ্যে কে কবে এ-জাতীয় ব্যাপার-স্যাপার দেখেছে যে এখন তার আশা করছো?' জানতে চাইল। 'ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে গিয়ে যদি সুযোগ দাও মারাত্মক ভুল করবে বলে দিলাম!' মার্কসকে সতর্ক করে দিল সে।

'মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ, ডাস্টি,' সায় দিল মার্কস, তারপর বলল, 'তবে তারপরও ওদের একটা সুযোগ দিতে হবে। আমাকে কাভার দাও তুমি। আমি কেবিনের দিকে যাচ্ছি। একান্ত প্রয়োজন না হলে গুলি কোরো না যেন!'

'তুমি,' ধৈর্য হারিয়ে প্রায় ধমক দিল ডাস্টি এলিয়ট, 'যদি হামাগুড়ি দিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে কেবিনের কাছে যাওয়ার কথা ভেবে থাকো তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি মহামূর্খ। তোমাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলবে ওরা। ওদের বিশ্বাস করার বদলে আমি বরং একটা অন্ধ র‍্যাটলস্নেককে বিশ্বাস করতে রাজি আছি!'

'দেখাই যাক না,' বলল পল মার্কস। 'আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ডাস্টি, হাতের মুঠোয় পেয়েও জেড আর ব্রেন্টকে অক্ষত ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। ইচ্ছা করলে খুন করে ফেলতে পারত, কিছু বলার থাকত না। সুতরাং ওদেরও একটা সুযোগ দিতে হবে এখন। যাচ্ছি আমি, কাভার দাও!'

নতুন করে আর যুক্তি দেখানোর কোন সুযোগ পেল না ডাস্টি এলিয়ট, তার আগেই রওনা দিল মার্কস। গাছপালার আড়ালে আড়ালে কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত। মাঝে মাঝে থেমে পরিস্থিতি বুঝে নিচ্ছে।

বিড়বিড় করে আপনমনে খিস্তি করতে করতে নড়েচড়ে এমনভাবে বসল

ডাস্টি এলিয়ট যাতে কেবিনটা আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, চোখ রাখতে সুবিধা হয়। তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল সে, রাইফেল তৈরি।

শুগার পাইন গাছের আড়ালে আড়ালে এগোতে গিয়ে পল মার্কস বুঝতে পারল হয়ত ঠিকই মূল্যায়ন করেছে ডাস্টি এলিয়ট। মুখের কথায় ফ্লোরেনরা লেযি-এম ছেড়ে যেতে রাজি হবে না হয়ত, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে ওর প্রয়াস। শেষ পর্যন্ত বাঁকা পথই বেছে নিতে হবে! কিন্তু তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে! নইলে মৃত মানুষের অতৃপ্ত আত্মারা আজীবন তাড়া করে ফিরবে ওকে!

প্রথম দিকে আড়ালের কোন অভাব হচ্ছিল না মার্কসের, কারণ নিবিড় হয়ে জন্মেছে গাছপালা ওদিকটায়। উবু হয়ে দৌড় দিয়ে অনায়াসে ঝটপট এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয়া যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে সামনে এগুতেও কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু কেবিনের কাছাকাছি গাছপালার সংখ্যা নেহাত কম, কথা বলার মত দূরত্বে আসার পর দেখা গেল আড়াল পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবার নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার আগে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা অতিক্রম করতে হচ্ছে; এতে করে যেটুকু সময় লাগছে সেই ফাঁকে কেবিনের কোণে কোন সাবধানী রাইফেলম্যান থাকলে অনায়াসে ওকে ঝেড়ে দিতে পারবে! যে কোন মুহূর্তে গুলি ছুটে আসার আশঙ্কা করতে লাগল পল মার্কস।

কেবিনের এদিকের দেয়ালে একটা জানালা রয়েছে। একটা গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে জানালাটা জরিপ করতে লাগল মার্কস। ওর অপেক্ষা ব্যর্থ হল না। খানিক বাদেই চকচকে ইস্পাতে সূর্যের আলো ঠিকরে যাবার আভাস পাওয়া গেল। লোক আছে জানালায়—সশস্ত্র! কেবিন থেকে এপাশের সর্বশেষ গাছটার দিকে তাকাল এবার মার্কস, তৈরি করে নিল নিজেকে, তারপর বিদ্যুৎ গতিতে পেরিয়ে গেল ফাঁকা জায়গাটা, একই সময়ে জানালার ওপাশের রাইফেলটা নেচে উঠল, তবে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল না। কারণ দ্রুত এগিয়েছে মার্কস, রাইফেলধারী তাই লক্ষ্য স্থির করার ফুরসত পায়নি; আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে ও।

নিজের অবস্থান থেকে এবার ডাস্টি এলিয়টও জানালার রাইফেলধারীর উপস্থিতি টের পেল, সতর্ক ছিল সে। জানালার ফোকর বরাবর অস্ত্র তাক করল, চৌকাঠের ঠিক ওপরে স্থির ওর নজর, আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, 'পল আরও সামনে যাবার চেষ্টা করলে জানালার বজ্জাতটা নির্ঘাত এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবে ওকে! সুতরাং আগেই ব্যাটার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে!'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। রাইফেলের কুঁদোর একপাশে গাল ঠেকাল, কাঁধের সঙ্গে ঠেসে ধরল ওটা, টানটান হয়ে উঠল তর্জনী, প্রস্তুত হয়ে গেল ট্রিগারে টান দেয়ার জন্যে।

কিন্তু আর সামনে যাবার চেষ্টা করল না পল মার্কস। হাঁপ ছাড়ল এলিয়ট।

ওখান থেকেই কথা বলতে পারবে পল, ভাবল।

হাত দুটো চোঙের মত করে মুখের সামনে ধরল মার্কস, তারপর গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, 'ফ্লোরেন! অ্যাই, গার্ড ফ্লোরেন!' আশপাশে প্রতিধ্বনি তুলল ওর কণ্ঠস্বর। 'আমি পল মার্কস। তোমার সঙ্গে কথা আছে, গার্ড! শুনে যাও!'

কয়েক মুহূর্ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

তারপর হিংস্র কণ্ঠে জবাব দিল গার্ড ফ্লোরেন।

'তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন কথা নেই, মার্কস!' জানাল। 'তুমি রাস্তা মাপতে পারো। র‍্যাঞ্চটা আমরা দখল করে নিয়েছি আর ছাড়ছি না! এখানে আর বলাবলির কিচ্ছু নেই!'

'আগে ভাল করে চিন্তাভাবনা করে তারপর কথা বলো,' সতর্ক করল মার্কস। 'আমি একা আসিনি এখানে। আমাকে সাহায্য করার জন্য লোকজন নিয়ে এসেছি! তোমরা যদি এখান থেকে আপসে বিদায় হও, কথা দিচ্ছি, ফুলের টোকাও পড়বে না কারও গায়ে। তোমরা জানো আমি ওয়াদার বরখেলাপ করি না! তবে যদি লড়াই করবে বলে মনস্থির করো তাহলে কিন্তু কপালে খারাবি আছে! আমার কথা পরিষ্কার। সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে তোমাদের পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি!'

'পাঁচ মিনিট অনেক লম্বা সময়, এক মিনিটেরও দরকার নেই!' আবার কর্কশ জবাব পাওয়া গেল গার্ড ফ্লোরেনের, উত্তেজিত মনে হল তাকে। 'তুমি আমাদের এখান থেকে তাড়াতে পারবে ভেবেছ, না? ঠিক হ্যায়, দেখা যাক কিভাবে সেটা করো! এ-ই আমাদের সিদ্ধান্ত, বুঝেছ?'

জানালায় ওত পেতে থাকা লোকটা এবার রাইফেল তাক করেই পটাপট তিনটা গুলি ছুঁড়ল। মার্কসের সামনের গাছটাতেই ঘ্যাচ করে বিঁধল একটা গুলি, বাকল তুলে নিয়ে কিনারা ঘেঁষে চলে গেল বাকি দুটো, শিস কাটল বাতাসে। কেঁপে উঠল গাছটা, পাতা ঝরে পড়ল। তবে গাছের আড়ালে নিরাপদই থাকল মার্কস।

এবার রাইফেলধারীর চিৎকার ভেসে এল—কর্কশ, ভারি। 'ওই গাছের আড়াল থেকে পালানোর চেষ্টা করে দেখো না!' বলল সে, 'দু কদম যাবার আগেই ঝেড়ে দেব! কসম খোদার! মাকড়সার জালে আটকা পড়ে গেছ তুমি, বাবাজী। কই—চেষ্টা করো!' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল।

আশপাশে নজর বোলাল মার্কস, বুঝতে পারল একেবারে খাঁটি কথা বলেছে আততায়ী। ভয়ঙ্কর সত্যি!

ওদের অজান্তে এগিয়ে আসার ব্যাপারটা ছিল এক রকম, আর ওর উপস্থিতি জেনে ফেলার পর এখন সতর্ক হয়ে আছে প্রতিপক্ষ, এই অবস্থায় নিরাপদে ফিরে যাওয়া বলতে গেলে অসম্ভব!

ডাস্টি এলিয়ট ঠিকই বলেছিল, ভাবল মার্কস।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল ও। পনেরো গজের মত যেতে পারলেই চলবে—কোনমতে একবার অতটা পেছনে চলে যেতে পারলে আর ভয় থাকবে না, নিরাপদেই আবার আগের জায়গায় পৌঁছুতে পারবে ও।

কিন্তু প্রথম পনেরো গজই তো সবচেয়ে দীর্ঘ আর বিপজ্জনক! কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক হবে না। বিপজ্জনক হোক আর যা-ই হোক এই গাছটার আড়াল থেকে সরে যেতে হবে। নইলে সারাদিন ওকে টিটকারি মারতে থাকবে ফ্লোরেন আর তাদের সঙ্গীরা। ঠাট্টা মশকরা করে ওকে খেপিয়ে ফাঁকায় নেয়ার চেষ্টা চালাবে!

'ডাস্টি,' বিড়বিড় করে বলল মার্কস, 'এদিকটায় নজর রাখলেই হয় এখন! পালাচ্ছি এবার আমি!'

হোলস্টার থেকে সিক্সগানটা বের করল মার্কস, গাছের আড়াল থেকে সামনে বাড়াল অস্ত্রটা, পরক্ষণে জানালাটা লক্ষ্য করে দ্রুত হাতে ট্রিগার টানতে শুরু করল, খালি হয়ে গেল পিস্তল। এবার পাঁই করে ঘুরল ও, এঁকেবেঁকে ঝেড়ে দৌড় লাগাল এলিয়টদের অবস্থানের দিকে।

সাপের ফণার মত নাচতে লাগল জানালার ওপাশের রাইফেলটা, নিশানা স্থির করার চেষ্টা চালাচ্ছে আততায়ী; ঠিক এই সময় সতর্ক এবং বিশ্বস্ত ডাস্টি এলিয়ট গাছপালার আরও গভীরে নিজের অবস্থান থেকে রাইফেলের ট্রিগারে টান দিল। লক্ষ্যভেদ করার মত সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না সে, কেবল একটা মানুষের মাথা আর কাঁধ আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিল, কেবিনের অভ্যন্তরে অন্ধকার, গা ঢাকা দিয়ে আছে লোকটা।

চাপা একটা শব্দ তুলল এলিয়টের বুলেট। পলকে উধাও হল জানালার অস্পষ্ট লক্ষ্যবস্তু। ঠক করে জানালার চৌকাঠের ওপর পড়ল রাইফেলটা, স্থির হয়ে থাকল মুহূর্তের জন্যে, তারপর উল্টে পড়ল জানালার এপাশে। কেবিনের ভেতর থেকে কর্কশ ভয়াল মরণচিৎকার ভেসে এল ওর কানে। চিৎকারটার মানে বুঝতে বেগ পেতে হল না। ডাস্টির খানিক পেছনেই ঘাপটি মেরে বসেছিল তরুণ ব্রেন্ট ফ্লেমিং, অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে, অজান্তেই।

চেম্বারে আরেকটা কার্তুজ পাঠাল ডাস্টি এলিয়ট, জানালার দিকে নিশানা স্থির রেখে সংক্ষেপে বলল, 'দাবা খেলতে এখানে আসিনি আমরা, কিড!'

এবার একসঙ্গে চারপাশে রাইফেলের গর্জন শুরু হয়ে গেল আচমকা। জানালার ফোকর বরাবর ধেয়ে যাচ্ছে বুলেটগুলো, ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে; দরজাটাও বাদ যাচ্ছে না; কেবিনের দরজায় গুলি লাগার শব্দ এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না গুলিবর্ষণ। কারণ কেবিনের চারপাশে অবস্থান নেয়ার জন্যে সঙ্গীদের পাঠানোর সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল মার্কস।

'চারদিক থেকে একসঙ্গে গুলি করে শুধু বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা ওদের ঘিরে ফেলেছি, ব্যস!' এভাবেই ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইলকে কথাটা বলেছিল।

গুলি বর্ষণের উদ্দেশ্য পূরণ হবার পাশাপাশি ডাস্টি এলিয়টের প্রাণসংহারী গুলির ফলে আরেকটা লাভও হল। নিবিড় গাছপালার নিরাপদ আড়ালে চলে আসতে সক্ষম হল পল মার্কস।

হাঁপাতে হাঁপাতে ধপ করে ডাস্টি এলিয়টের পাশে পিছলে বসে পড়ল ও।

'সময় মত গুলি করেছ বলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কাউবয়,' বলল, 'মনে মনে দোয়া করছিলাম যেন ওদিকে নজর থাকে তোমার। তুমি তৈরি থাকো! তা-ই করেছ, ফ্রেন্ড!' স্বস্তি ফুটে উঠল ওর কণ্ঠে।

টানটান নীরবতা নামল তারপর।

কিচকিচ ডাক ছাড়ল একটা ভাগলাস কাঠবেড়ালী, নীরবতা ছিন্ন হল, পাইনের মগডালে বসে আছে ওটা, ভয় পেয়েছে। আবার নীরব হয়ে গেল চারদিক।

রাইফেলের লোডিং গেট দিয়ে একজোড়া তাজা কার্তুজ ঢোকাতে ঢোকাতে কথা বলল ডাস্টি এলিয়ট।

'এখন নির্ঘাত ঘামতে শুরু করেছে ব্যাটারা! বেশি চালাক মনে করেছিল নিজেদের! আমাদের ছেলেদের তাড়িয়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চ দখল করে ভেবেছিল মাত্র চারজনের মোকাবিলা করতে হবে, কোন পাত্তাই দেয়নি! আমরা গো হারা হেরে গেছি ভেবেছিল শালারা! এবার বোঝ মজা। দান উল্টে গেছে এবার, উল্টে নিজেরাই ফাঁদে পড়ে গেছে। বাজি ধরে বলতে পারি, এই মুহূর্তে কেবিনের ভেতরে আমাদের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করা হচ্ছে—গালির তুফান বয়ে যাচ্ছে ওখানে!'

একটা সিগারেট বানাল পল মার্কস। 'চিন্তা করার মত একটা বিষয় পেয়েছে বটে,' বলল, 'আমার ধারণা অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা। তারপর অন্যভাবে চেষ্টা চালাবে। একসঙ্গে দলবেঁধে পালিয়ে যাবার চেষ্টা চালাতে পারে, আবার কাউকে চোরাপথে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে সাহায্য জোগাড়েরও চেষ্টা করতে পারে। আমার মনে হয় শেষেরটাই বেছে নেয়া হবে।'

'সাহায্যের জন্যে যাবেটা কোন্ চুলায়?' জানতে চাইল ডাস্টি এলিয়ট।

'ওঅর—হ্যাচেটে-আর কোথায়!' বলল মার্কস।

'পাবে?'

'অবশ্যই!' আবার বলল মার্কস, 'ওদের মতই এ ব্যাপারটাতে জড়িয়ে আছে

রেনিসন—বরং বলতে পারো তার স্বার্থই বেশি। অনেক বড় জুয়ায় নেমেছে—ব্যর্থ হলে অনেক কিছু হারাতে হবে তাকে। সুতরাং জয়লাভের আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে সে!'

'হয়ত,' বলল ডাস্টি, 'কিন্তু রেনিসন কাকে পাঠাবে?' জানতে চাইল, 'আমরা ওকে ছেড়ে চলে আসার পর আর লোক কই? ম্যাট রেনিসন নিজে, অ্যাল আর বুড়ো বাবুর্চি ডিফ ব্লেয়ার ছাড়া আর কেউ নেই এখন ওঅর-হ্যাচেটে। ডিফ ব্লেয়ার নিশ্চয়ই ম্যাট রেনিসনের পক্ষে তার পুরনো বন্ধুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না? বুড়ো ডিফ ব্লেয়ার তেমন মানুষই না! তাহলে?'

'শাগরুর কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, ডাস্টি,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল মার্কস, 'আমি ভুলিনি। কোনদিন হয়ত ভুলতে পারব না। আমাদের জায়গায় নতুন লোক নিতে শুরু করেছে রেনিসন, কাউবয়। শাগরুর মত একজনকে জোগাড় করতে পেরেছে যখন ওই জাতের আরও লোক পাওয়া তার জন্যে মোটেই কঠিন হবে না। ফ্লোরেনদের সঙ্গেও তো ওই জাতের লোকজন যোগ দিয়েছে!'

'হয়ত ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি,' স্বীকার গেল ডাস্টি এলিয়ট, 'তবে এখন কিন্তু দুজন লোকের ঘাটতি পড়ে গেছে ওদের। শাগরুকে নিকেশ করেছ তুমি। আর আমি খতম করেছি জানালার হারামজাদাকে। বাজি ধরতে পারি ওখানকার হায়ারড হ্যান্ডরা মনে মনে গ্যাঁড়া কলে পড়ে গেল কিনা সে চিন্তাই করছে এখন!'

ওদের পাশে চলে এল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। ব্রেন্টের দুচোখ আর ঠোঁটের চারপাশে উত্তেজনার ছাপ। মার্কস বুঝতে পারল একটু আগে নিহত কেবিনের লোকটার চিন্তা তার মাথা থেকে সরানো জরুরী হয়ে পড়েছে।

'তুমি একটা কাজ করো, কিড,' বলল ও, 'শহরের রাস্তা ধরো। ওখানে গিয়েই বাস স্পারজনের আস্তাবল থেকে একটা প্যাক হর্স ভাড়া করবে, তারপর স্যাম ওয়েলডনের স্টোরে যাবে, রসদপত্র কিনে বোঝাই করবে ওটা, তারপর সোজা ফিরে আসবে এখানে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো ওরা র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যেতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও করে বসে থাকতে হবে—এবং সেটা কতক্ষণ চলবে বলার জো নেই! তৈরি থাকাই ভাল!'

মাথা দোলাল ব্রেন্ট ফ্লেমিং, হামা দিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল।

মৃদু কণ্ঠে ডাস্টি এলিয়ট বলল, 'ব্রেন্ট আর জেড—দুজনই ভাল ছেলে, সাহসী। কিন্তু জীবনে এধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম তো, বারুদের গন্ধ সহ্য করতে পারছে না। তবে এটা নিশ্চিন্তে বলতে পারি একেবারে শেষ পর্যন্ত ঠিকই টিকে থাকবে ওরা।'

একটা গাছের সঙ্গে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল ডাস্টি, তারপর কাগজ তামাক বের করার জন্যে হাত বাড়াল। 'সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক বাকি,' বলল,

'সময় কাটানো মুশকিল হবে!'

'তাই বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ো না যেন,' তাকে সতর্ক করল পল মার্কস। 'আমি একটা চক্কর দিয়ে আসতে যাচ্ছি। সবাইকে টাইট হয়ে বসে থাকতে বলতে হবে। ওরা ধৈর্য হারালে বিপদে পড়ে যাব আমরা। এরপর স্কাউট করার জন্যে—একটু পুবে যাব আমি। এমনি সতর্কতার অংশ হিসাবে রেকি করা আর কি। রেনিসনকে দলবল নিয়ে আচমকা আমাদের ওপর চড়াও হবার সুযোগ দিতে চাই না, বুঝতেই পারছ!'

ব্রেস স্টিগার আর ওর রাইডারদের যথাস্থানেই পেল মার্কস, একটুও ঢিল দেয়নি ওরা সতর্কতায়। ফ্লোরেনদের সঙ্গে আপোস-রফার চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে তাদের জানাল মার্কস।

'এখন জিতে গেছে ভাবছে বটে,' গজগজ করে উঠল অভিজ্ঞ ক্যাটলম্যান, 'দিন দুই ব্যাটাদের ওখানে রাখার পর দেখো কি হয়!'

ওদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে ঘোড়াগুলো যেখানে রাখা হয়েছে সেদিকে এগিয়ে গেল মার্কস।

জেড কারসন ঘোড়া পাহারা দিচ্ছিল, ওর অবস্থান থেকে কেবিন দেখা না গেলেও গোলাগুলির আওয়াজ ঠিকই পেয়েছে। ব্যাপার কি জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল ছেলেটা।

'একটা কাজ দিয়েছ বটে!' মার্কসকে দেখে অনুযোগ করল সে, 'কিছুই করার নেই! খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল কামড়াচ্ছিলাম এতক্ষণ! আসল মজা যেখানে আমি সেখানে থাকতে চাই, পল!' চেঁচিয়ে বলল সে।

'এটা মজার ব্যাপার নয়, জেড,' সোজাসাপ্টা তাকে বলল মার্কস। 'এই মুহূর্তে ওই কেবিনে একটা লোক মরে পড়ে আছে!' জানাল।

'তাই নাকি?' আনন্দ প্রকাশ করল কারসন, 'আচ্ছা, আচ্ছা! বলতে চাইছ একটাকে—'

'হ্যাঁ। লাশ হয়ে গেছে, পড়ে আছে কেবিনে!'

'হুম,' বিড়বিড় করল কারসন, সিগারেট বানাতে শুরু করল। 'ব্যাপারটা কঠিন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কঠিন,' বলল মার্কস, নিজের ঘোড়াটা আলাদা করে নিল, স্যাডলে উঠে বসল।

বৃত্তাকারে লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের অনেকটা পেছনে চলে এল ও, তারপর কিংফিশার ক্রিকের উদ্দেশে এগোল। ক্রিক পেরিয়ে এল, সাবধানে কোনাকুনিভাবে ওঅর-হ্যাচেট র‍্যাঞ্চের দিকে ঘোড়া চালাল এবার। যতটা সম্ভব গাছপালার আড়ালে থাকল সে, মাঠগুলো এড়িয়ে চলল; কোন রিজের চূড়ায় উঠল

না। কারণ ম্যাট রেনিসনের কাছে নিজের মূল্য সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা নেই ওর। ওঅর-হ্যাচেটের কোন বিশ্বাস নেই এখন। শাগরুর সঙ্গে শোডাউনের পর মার্কস বুঝে গেছে ম্যাট রেনিসনের কাছে ওর জীবনের কানা কড়িও দাম নেই, তার যে কোন ভাড়াটে গানম্যান যখন-তখন যে কোন জায়গায় ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে হত্যা করার উদ্দেশ্যে!

অবশ্য এনিয়ে খুব একটা ভাবছে না মার্কস, কারণ পুরো ব্যাপারটায় জড়িয়ে গেছে ও, এখন আর পরোয়া করে না। এসবের জন্যে কোন দায়িত্ব নেই ওর, ও সৃষ্টি করেনি এই গোলমাল। বরং শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার বদলে গুলি আর বারুদের গন্ধ দিয়ে জবাব দেয়া হয়েছে ওকে। সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে। সুতরাং এখন থেকে সেভাবেই এগোবে সবকিছু—যতক্ষণ না একটা ফয়সালা হচ্ছে!

আবার লিয়া রেনিসনের কথা মনে পড়ে গেল মার্কসের। মেয়েটার জন্যেই মন খারাপ লাগছে, আর কিছু না!

গাছপালার আরেকটা সারিতে ঢুকল পল মার্কস, এগিয়ে গেল সামনে, শেষ প্রান্তে পৌঁছুল; ফাঁকায় বেরোতে যাবে, হঠাৎ ক্ষীণ একটা কম্পন লাগল যেন ওর স্নায়ুতন্ত্রে। নিজের অজান্তেই সতর্ক হয়ে উঠল সবকটা ইন্দ্রিয়। যেন হঠাৎ এক গামলা বরফ শীতল পানির ঝাপ্টা মেরেছে কেউ ওর মুখে!

ঘোড়ার রাশ টানল মার্কস, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল, নড়েচড়ে বসল স্যাডলে, তাকাল আশপাশে। প্রত্যেকটা গাছের ছায়া জরিপ করল ওর দৃষ্টি। সব কিছু নিথর। কাছেরই একটা গাছের ডালে নাচছে একজোড়া পাইন সিসকিন। কাছেপিঠে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

স্যাডল থেকে নেমে দাঁড়াল মার্কস, রাইফেলটা বের করে নিল স্যাডলবুট থেকে, তারপর নিঃশব্দে পা বাড়াল গাছপালার সীমানার দিকে। দেখবে বলে উঁকি দিল। একটা পেয়ালার মত মাঠ দেখা যাচ্ছে সামনে। পরক্ষণে জমে গেল ও বরফের মতো।

দুজন রাইডারকে দেখতে পেয়েছে! বড় জোর শদুয়েক গজ দূরে বসে রয়েছে লোক দুটো। যার যার স্যাডলে বসে মুখোমুখি আলাপ করছে। দূরত্বের কারণে তাদের কথা শোনা না গেলেও দুজনকে চিনতে পারছে পল মার্কস। না চেনার কারণ নেই।

ওদের একজন ম্যাট রেনিসন। অন্যজন জ্যাক পয়ার।

স্বভাবজাত ঋজু ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে ম্যাট রেনিসন—খাড়া, অনমনীয়। রেনিসনের তুলনায় বেশ খাট থলথলে শরীর নিয়ে ঘোড়ার পিঠে একটু কুঁজো হয়ে বসেছে জ্যাক পয়ার, রেকাবের ওপর দেহের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে

দিয়েছে।

কতক্ষণ এখানে আছে ওরা জানার উপায় নেই। কথোপকথন শোনার মত কাছাকাছি যাবারও জো নেই।

এখান থেকেই নজর রাখতে হবে, ভাবল মার্কস।

হঠাৎ বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটে গেল ওর চোখের সামনে।

আচমকা পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল ম্যাট রেনিসন, কিন্তু পরক্ষণে অবিশ্বাস্য-নৈপুণ্যের পরিচয় দিল জ্যাক পয়ার। ওঅর্ম ক্রিক শহরে স্যাম ওয়েলডনের দোকানের বারান্দায় অলস ভঙ্গিতে তাকে বসে থাকতে দেখে অভ্যস্ত চোখে এই দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু নিজের চোখে দেখেছে ও, অবিশ্বাস করবে কিভাবে! ফণা তোলা সাপের মত নড়ে উঠল পয়ার, চোখের পলকে পিস্তল উঠে এল তার হাতে। রেনিসনের পিস্তলটা হোলস্টার থেকে অর্ধেকও বের হয়নি, তার আগেই র‍্যাঞ্চারের দিকে স্থির হল পয়ারের পিস্তলের মায্‌ল।

রাইফেল তুলতে গেল মার্কস, নিজের অজান্তেই একটা গগনবিদারী গর্জন শোনার জন্যে তৈরি হয়ে আছে ও।

কিন্তু জ্যাক পয়ার গুলি করল না। ঘোড়ার পেটে হাঁটুর খোঁচা মেরে ম্যাট রেনিসনের কাছে চলে এল সে। হাত দুটো কান-সমান-উঁচুতে তুলে ধরল ম্যাট রেনিসন।

সামনে ঝুঁকল জ্যাক পয়ার, মুক্ত হাত বাড়িয়ে রেনিসনের হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল। র‍্যাঞ্চারকে একটা নির্দেশ দিল বলে মনে হল, পিস্তল নাচিয়ে আরও ভয়াবহ করে তুলল সে হুকুমটাকে।

হাত নামিয়ে নিল ম্যাট রেনিসন, লাগাম তুলে নিল, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে মাঠ বরাবর এগোতে শুরু করল পুবদিকে।

আনুমানিক একশো গজ দূরে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে কাভার করে থাকল জ্যাক পয়ার, স্থির বসে আছে স্যাডলে। এবার নিজের ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত ছুটতে শুরু করল, ঢাল বেয়ে উঠে বেরিয়ে এল মাঠ থেকে, নামতে শুরু করল নিচের দিকে; মার্কসের নিচ দিয়ে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

একবারের জন্যেও পেছনে তাকায়নি ম্যাট রেনিসন, লক্ষ করল মার্কস, তার ঘোড়াটা পুব দিকের নিচু রিম বেয়ে উঠে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

এখন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে পেয়ালা আকৃতির মাঠটা। চোখজোড়া পিটপিট করল পল মার্কস, বোঝার চেষ্টা করছে আদৌ কি অমন একটা ঘটনা ঘটছে মাঠটায় না-কি সবই ওর কষ্ট—কল্পনা? যদি সত্যি হয় তাহলে ঘটনাটার মানে কি? কিসের ইঙ্গিত বহন করছে ব্যাপারটা?

ম্যাট রেনিসনের পরিকল্পনায় জ্যাক পয়ার আসছে কোত্থেকে? আদৌ কি

কোন ভূমিকা আছে পয়ারের?

রেনিসন জ্যাক পয়ারের দিকে অস্ত্র তাক করার চেষ্টা করল কেন? আর পয়ারই বা কেন বাগে পেয়েও ছেড়ে দিল তাকে? সবচেয়ে বড় কথা বিশালদেহী লোকটা, যে কি না স্যাম ওয়েলডনের স্টোরের দরজার পাশে বেঞ্চে দিনভর বসে সময় কাটিয়ে দেয়, সে আবার কবে থেকে পাহাড়-পর্বতে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়ানো শুরু করল? পিস্তলে এমন অভাবনীয় নৈপুণ্যই বা অর্জন করল কিভাবে?

প্রশ্নের ঝড় বয়ে যাচ্ছে পল মার্কসের মাথায়, সন্তোষজনক কোন জবাবই মিলছে না। চিন্তিত চেহারায় একটা সিগারেট রোল করল ও, ধরাল, জায়গায় দাঁড়িয়েই শেষ করল ওটা, তারপর নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল, স্যাডলে উঠে লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের পথ ধরল।

সারা রাস্তা অনেক মাথা ঘামিয়েও কোন প্রশ্নের সদুত্তর পেল না মার্কস।

নতুন কিছু জানা গেল না ডাস্টি এলিয়টের কাছ থেকে। 'সব আগের মতই আছে, পল,' বলল সে, 'বোধ হয় তোমার অনুমানই ঠিক। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার অপেক্ষা করছে ব্যাটারা, তার আগে কিছু করবে না।'

কিছু বলল না মার্কস, ভাবছে।

তিন

রসদপত্র নিয়ে সন্ধ্যার আনুমানিক আধ ঘণ্টাটাক আগে লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল ব্রেন্ট ফ্লেমিং; ড্যান অরসন রয়েছে তার সঙ্গে। ক্লান্ত ডেপুটি শেরিফ, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে লক্ষ করল মার্কস, হতাশা যেন গ্রাস করেছে মানুষটাকে। অনেকটা কর্কশ কণ্ঠে পল মার্কসের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল সে।

'হতচ্ছাড়া রেঞ্জটার হল কি?' প্রশ্ন করল, 'একটু আগে ফ্লোরেনদের হেডকোয়ার্টারের দিকে গিয়েছিলাম। একটা কেবিনও আস্ত নেই ওখানে, একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সব! সাইক্লোনের কবলে পড়েছিল বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। এখন এখানে এসে দেখছি এমন কোন গাছ নেই যেটার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসা লোক নেই। আশ্চর্য! এখানে কি আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল!' খেদ প্রকাশ পেল তার বলার ভঙ্গিতে। 'মনে হচ্ছে সবাই যার যার খেয়াল খুশি মত নিজের হাতে আইন তুলে নিতে শুরু করেছে! তুমিও বাদ যাওনি, তাই না, পল?'

কাঁধ ঝাঁকাল পল মার্কস। 'এরচেয়ে ভাল কোন উপায় বাতলাতে পারো, ড্যান?' পাল্টা প্রশ্ন করল। তারপর আবার বলল, 'তোমার কিংবা আইনের বিরুদ্ধে

কিছুই করছি না আমরা, বোঝার চেষ্টা করো তুমি। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এছাড়া আর কি-বা আশা করতে পারো—বসে থাকব হাত-পা গুটিয়ে? তাহলে তো রেনিসন আর ফ্লোরেনরা মিলে অনায়াসে দেশছাড়া করবে আমাদের! আমরা নিশ্চয়ই তা হতে দিতে পারি না?'

'আহা, পল!' ক্লান্ত কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করল ডেপুটি ড্যান অরসন। 'তুমি ভাল করেই জানো সেকথা বলিনি আমি! তুমি কি করছ অথবা করার কথা ভাবছ সেটা কোন ব্যাপার নয় মোটেই,' বলল সে, 'তবে কথা হচ্ছে—এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে রয়েছি আমি, আমারই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা। অথচ এখন পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই সফল হতে পারিনি। ইতিমধ্যে দু-দুজন মানুষ খুন হয়ে গেছে এখানে; তাদের হত্যাকারীকে ধরার দায়িত্ব ছিল আমার, কিন্তু এখনও সামনে এগোনোর মতো কোন সূত্র উদ্ধার করতে পারিনি, যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। অনেক কিছুই আন্দাজ করা যায়, সন্দেহ করা যায় অনেককে, কিন্তু কারও বিরুদ্ধে আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ছাড়া আমি নিরুপায়!' একটু থামল সে, একটা হাত দিয়ে চোখ ডলল, তারপর যোগ করল, 'ব্রেন্টের কাছে সব কিছু শুনেছি। আজ সকাল বেলা ওঅর-হ্যাচেটে গিয়ে বিপদে পড়েছিলে তুমি, বলেছে ও। শাগরু নামে এক লোকের সঙ্গে নাকি ঝামেলা হয়েছিল। তাকে তোমার ওপর লেলিয়ে দিয়ে সন্দেহ নেই খুবই অন্যায় করেছে রেনিসন, খারাপ করেছে!'

'হ্যাঁ,' বলল পল মার্কস, 'আর এখনও একই রকম খারাপ একটা ঘটনা দেখতে পাচ্ছ তুমি, ড্যান। আজ সকালে ফ্লোরেনরা অস্ত্রের মুখে জেড আর ব্রেন্টকে লেযি-এম হেডকোয়ার্টার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই থেকে দখল করে রেখেছে। এভাবে দখল করে রাখার একটা মানেই হতে পারে, গায়ের জোরে সবকিছু জায়েজ করতে চায় ওরা। আমাদের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। এবার আমাদের পালা। লেযি-এম থেকে তাড়াব ওদের। তার জন্যে যদি এক সপ্তাহ কিংবা এক মাস সময় লাগে তবু হাল ছাড়ব না। কড়ায়-গণ্ডায় পাওনা মিটিয়ে দেয়া হবে ওদের। আমরা মরিয়া!' থামল মার্কস।

'আরও রক্তপাত ঘটার আগেই একটা মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে আমাকে যে করে হোক,' বলল ড্যান অরসন। 'কেবিনে যাচ্ছি আমি, ফ্লোরেনদের সঙ্গে আলাপ করব।'

'চেহারা দেখানোমাত্র ঠিক ঝেড়ে দেবে ওরা তোমাকে!' তাকে সতর্ক করল ডাস্টি এলিয়ট। 'পল-ও ওদের মুখের কথায় ভোলাতে পারবে মনে করেছিল তখন—অল্পের জন্যে গুলি খেয়ে মরার হাত থেকে বেঁচে গেছে! ওরা কথার মানুষ নয়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে!'

'পলের সঙ্গে আমার পার্থক্য আছে,' গজগজ করে জবাব দিল অরসন।

সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে খানিকটা। দুহাত মুখের সামনে চোঙের মত করে ধরে চিৎকার করে বলল:

'আমি ডেপুটি শেরিফ ড্যান অরসন! কেবিনে আসছি! কথা আছে! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

ডেপুটি অরসনের চিৎকারের প্রতিধ্বনি উঠে মিলিয়ে গেল।

এবার চাপা কণ্ঠের জবাব ভেসে এল কেবিন থেকে।

'আসো, অরসন! তবে একা আসবে!'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ড্যান অরসন, সরাসরি কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল তারপর।

নড়ে উঠল ডাস্টি এলিয়ট, খিস্তি করল। 'ওরা ড্যানের সঙ্গে বেঈমানি করতে পারে।'

'করবে না,' চট করে বলল মার্কস, 'অত সাহস নেই!'

নীলচে সন্ধ্যার মধ্যে আধো আলোয় কেবিনের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ড্যান অরসন। বিশালদেহী মানুষ নয় সে, আগের সেই বয়সও নেই, তবে একটা গুণ আছে তার—সাহস।

কেবিনের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে পড়ল অরসন।

এক এক করে পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল। তারপর আবার বেরিয়ে এল ডেপুটি। আগের মতই তার পদক্ষেপে ফিরে এল মার্কসদের কাছে।

'কেবিনে ওদের অবস্থা বিশেষ সুবিধার না,' জানাল অরসন। 'একটা লাশ পড়ে আছে ওখানে। প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে আছে সবাই। কেবিনের চারপাশে তোমাদের লোকসংখ্যা শোনার পর হাঁ হয়ে গেছে সবার মুখ। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে ওদের! ওদের যদি নির্বিঘ্নে বিদায় নিতে দিতে রাজি হও, পল, মনে হয় এখুনি বিদায় করতে পারব।' প্রস্তাব রাখল অরসন।

'চুপচাপ চলে গেলে আমি বাধা দেব না,' সায় দিয়ে বলল মার্কস, 'তবে ওদের সাফ বলে দিয়ো বেচাল কিছু করার চেষ্টা যেন না চালায়। আবার ফিরে আসার চেষ্টাও যেন না করে!'

মার্কসের বক্তব্য শোনার পর আবার কেবিনের দিকে পা বাড়াল ড্যান অরসন।

কর্কশ কণ্ঠে ডাস্টি এলিয়ট বলল, 'মনে হয় আপাতত এছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই, পল। তবে কি জানো, ওই তিন ফ্লোরেনের বাচ্চা যতদিন না মরছে ততদিন সত্যিকার শান্তি পাবো না আমি। শালাদের আসলে জবাই করা

উচিত! আমার তো মনে হয় না এত সহজে হার মানবে বজ্জাতগুলো! শিগগিরই দেখবে আবার ওদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে! ওরা হচ্ছে কুকুরের মত! আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?' জানতে চাইল শেষে।

'কেন যে ওরা জেড আর ব্রেন্টকে অক্ষত ছেড়ে দিয়েছিল এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না,' বলল মার্কস। 'সেজন্যেই একটা সুযোগ পাওনা হয়েছে ওদের। সুযোগ না দিলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতে হবে।'

কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে ফ্লোরেনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল ড্যান অরসন। আলাপ শেষে একপাশে সরে দাঁড়াল সে।

সবার আগে দুজন লোক বেরিয়ে এল কেবিন থেকে, একটা লাশ ধরে রেখেছে মাঝখানে। আরও চারজন তাদের পিছন পিছন বেরিয়ে এল। এদের মধ্যে তিনজন হচ্ছে ফ্লোরেন-গার্ড, স্পেন্স আর জন।

'জলদি!' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল মার্কস।

ডাস্টিকে সঙ্গে নিয়ে কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল ও। ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইল আর বেশ কয়েকজন রাইডার কেবিনের আশপাশ থেকে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল এবার। বিপর্যস্ত ফ্লোরেন আর তাদের ভাড়াটে খুনে দলটাকে গম্ভীর চেহারায় পাহারা দিতে লাগল ওরা।

ফ্লোরেনদের এক সঙ্গী গার্ডের দিকে তাকাল, তিক্ত চেহারা, তেতো কণ্ঠে বলে উঠল:

'তোমরা না বলেছিলে মাত্র চারজনকে সামলাতে হবে! বড়জোর ছয়জন থাকতে পারে! আরও বলেছিলে দুজন একেবারে দুধের বাচ্চা—সকালে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমরা। এখন একবার দেখো ওদের! গুণতে জানো তো? ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে কি দশা হত অনুমান করতে পারো? একেবারে মোরব্বা বানিয়ে ফেলত! বুঝেছ?'

'তোমাদের এমনি এমনি ছেড়ে দেয়ার পেছনে একটা কারণ আছে,' সংক্ষেপে বলল পল মার্কস। 'তোমরা আজ সকালে লেযি-এম দখল করার সময় ব্রেন্ট আর জেডকে অক্ষত ছেড়ে দিয়েছিলে, এটা তার প্রতিদান। তবে ফের এখানে ফিরে আসতে যেয়ো না, দারুণ বোকামি হবে সেটা! এরপর খতরনাক অবস্থা হয়ে যাবে!' সাবধান করে দিল মার্কস।

ফ্লোরেনদের আরেক সঙ্গী একবার লাশটার দিকে নজর ফেরাল।

'অবস্থা খতরনাক হতে আর বাকি আছে নাকি!' ঝাঁঝিয়ে উঠল সে।

রেগে কাঁই হয়ে আছে ফ্লোরেনরা, কোন কথাই বলতে পারছে না।

একটা ঘোড়ার স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে লাশটা ফেলে শক্ত করে বাঁধা হল। অন্য সবাই কোরাল থেকে যার যার ঘোড়া বের করে আনল, চেপে বসল

স্যাডলে, তারপর ঘনায়মান অন্ধকারে হারিয়ে গেল দূরে, দ্রুত।

পল মার্কসের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রেস স্টিগার, কর্কশ কণ্ঠে সে বলল, 'আজ যদি পরিস্থিতি উল্টো হত, ওরা কি এভাবে আমাদের ছেড়ে দিত, পল? মাঝে মাঝে মনে হয় এই দুনিয়ায় ভদ্রভাবে চলাফেরা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। সবাই দুর্বল ভাবে। টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ে! নাকি?'

প্রসঙ্গ বদলাল পল মার্কস। 'আচ্ছা, ব্রেস,' বলল, 'তোমাদের মানে—ফ্ল্যাট-কান্ট্রি কাউম্যানদের গরুর পাল কিংফিশার ক্রিকের ওপাশে সামার-রেঞ্জে নিতে রাউন্ড-আপ করার জন্যে কতদিন লাগতে পারে?'

'সপ্তাহ খানেক,' জানাল ব্রেস স্টিগার, 'বেশি হলে দশদিন। কেন বলো তো?' জিজ্ঞেস করল। 'সামার রেঞ্জে গরু নেয়ার চিন্তা ভাবনা শুরু করার জন্যে সময়টা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? আরও এক মাস কি দেড় মাস নিচের রেঞ্জে গরু চড়াতে পারতাম আমরা।'

'এ মৌসুমে কাজটা একটু আগেভাগে সেরে ফেললেই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' বলল মার্কস। 'উইলটা আমার হাতে থাকলে কোন অসুবিধা ছিল না, র‍্যাঞ্চের মালিকানার প্রমাণ ছিল ওটা, কেউ অস্বীকার করতে পারত না। আমরা আমাদের সুবিধাজনক সময়ে ট্রেইল ড্রাইভ শুরু করতে পারতাম। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে দখলদারিটাই আসল উপাদান হয়ে দাঁড়াবে। কিংফিশার ক্রিক ট্রেইল দিয়ে একটা গরুর পাল সামার-রেঞ্জে পাঠাতে পারলে আমাদের দাবি অনেকটা শক্ত ভিত্তি পাবে, বুঝতেই পারছ। তাহলে হয়ত ওরা বাধ্য হয়ে অনিবার্য ব্যাপারটাকে মেনে নেবে, আমাদের আর জ্বালাতন করতে আসবে না।'

'এবার কিন্তু নিশ্চিত হবার বদলে আশা করতে শুরু করেছ তুমি, পল,' এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল ডাস্টি এলিয়ট, এবার কথা বলল সে, 'আমার ধারণা সামার-রেঞ্জে গরু নিয়ে যাবার সিদ্ধান্তটা ঠিকই আছে তোমার। কিন্তু রেনিসন আর ফ্লোরেনরা সোজা পথে আসবে, ওই আশা করতে যেয়ো না! প্রশ্নই আসে না! কঠিন রাস্তাই বেছে নিতে হবে আমাদের শেষ পর্যন্ত, দেখে নিয়ো!'

'তোমার মত নৈরাশ্যবাদী মানুষ বোধ হয় দুনিয়ায় আর একটাও নেই!' ব্যঙ্গের সুরে বিড়বিড় করে বলল পল মার্কস। 'যাকগে, ব্রেস,' আবার স্টিগারের দিকে ফিরল ও, 'তুমি আর কার্লাইল জনা দুই লোককে এখানে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে চলে যাও, রাউন্ড-আপের জোগাড়যন্ত্র শুরু করে দাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গরুর পাল নিয়ে ফিরে আসো। এতে শত্রুর ওপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারব আমরা। তোমার কি ধারণা?' জানতে চাইল ও।

'ড্রাইভটা শেষ করব আমরা,' ঘোষণা দিল ব্রেস স্টিগার। 'আমি দমনগদ সমস্যাটার একটা ফয়সালা করার পক্ষপাতী,' একটু থেমে সে আবার যোগ করল,

'প্রত্যেকবার এক জিনিস নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটিতে যেতে চাই না আমি।'

ড্যান অরসনের দিকে তাকাল এবার মার্কস। 'আমাদের ধারণা, ড্যান,' বলল ও, 'আমরা এইমাত্র যাদের বিদায় নিতে বাধ্য করলাম তাদের মধ্যেই রয়েছে বিল মোরহেড আর পিট রোডসের খুনী—সম্ভাবনা প্রবল।'

'হ্যাঁ, ধারণা করা যায়—সম্ভাবনাও আছে,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল ডেপুটি অরসন, 'কিন্তু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অনুমানের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে চুপচাপ, আর কিচ্ছু করার নেই। যাহোক তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো একটা খবর আছে আমার কাছে, পল। লিয়া রেনিসন আজ স্টারলাইট হোটেলে এসে উঠেছে, এখন থেকে ওখানেই থাকবে।' জানাল সে।

'লিয়া রেনিসন স্টারলাইটে উঠেছে থাকার জন্যে! তুমি কি করে জানলে, ড্যান?' জানতে চাইল মার্কস, 'মানে ওখানেই থাকবে কিভাবে বুঝলে তুমি? হয়ত কয়েকটা দিন শহরে থাকার জন্যে এসেছে। তাও তো হতে পারে?'

'হ্যাক ব্রীডের কাছে যেভাবে শুনেছি সেভাবেই বললাম তোমাকে,' বলল অরসন। 'হ্যাক বলেছে এক মাসের আগাম ভাড়া দিয়ে একটা কামরা নিয়েছে লিয়া, অনেক মালপত্রও নাকি নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। মেয়েটার চোখের দৃষ্টি দেখে হ্যাকের নাকি মনে হয়েছে বাপের সঙ্গে একচোট হবার পর সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে সে, তার চালচলনেও নাকি অমন একটা ছাপ পড়েছে। ব্যাপারটা অবশ্য আমার কাছে স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। লিয়া দারুণ ভাল মেয়ে, কিন্তু ওর বাবা ম্যাট রেনিসন—' মাথা নাড়ল অরসন, তারপর আবার বলল—'বহুবার আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে মেয়েটা ওই রগচটা আত্মকেন্দ্রিক অহংকারী লোকটাকে দিনের পর দিন সহ্য করে যাচ্ছে কিভাবে? একসঙ্গে থাকাটাই তো অস্বাভাবিক। আর ওর ভাই অ্যাল—কোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে ওকে সহ্য করা আরও কঠিন! ছেলেটা ম্যাট রেনিসনের চেয়েও অসহ্য একটা চিড়িয়া!'

আবার একটা সিগারেট বানাল মার্কস। 'লিয়া যদি,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে এসে থাকে বুঝতে হবে এমন কোন কথা জেনে ফেলেছে ও যা আর সহ্য করতে পারেনি। কথাটা আমরা জানতে পারলে হয়ত অনেক প্রশ্নের জবাব মিলে যাবে। লিয়াকে চিনতে আশা করি ভুল হয়নি আমার,' একটু থেমে আবার যোগ করল, 'উড়নচণ্ডী ধরনের মেয়ে নয় ও। র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে আসার পেছনে বড় কোন কারণ থাকতে বাধ্য! কারণটা জানা গেলে যথেষ্ট উপকার হবে আমাদের।'

'ওকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়!' বলল অরসন।

'সেটাই করতে হবে,' জবাব দিল মার্কস।

চার

তারাগুলোকে এত বড় আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ওঅর্ম ক্রিকে। শহরে পৌঁছুল পল মার্কস আর ড্যান অরসন।

ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইল মার্কসের খুদে বাহিনীকে র‍্যাঞ্চ পাহারা দেয়ার কাজে সাহায্য করার জন্যে তাদের চারজন রাইডারকে রেখে চলে গেছে সমভূমিতে নিজেদের এলাকায়, বিদায় নেয়ার সময় স্টিগার বলেছে: 'এখন থেকে সাত কি দশ দিনের মাথায় আমাদের আবার দেখা হবে, পল। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারবে গরুর পাল নিয়ে আসছি আমরা।'

দলাইমলাই করে দানাপানি খাওয়ানোর জন্যে নিজের ঘোড়াটা বাস স্পারজনের হাতে তুলে দেবে বলে লিভারি আস্তাবলের উদ্দেশে এগোল ড্যান অরসন। আর ঘোড়া নিয়ে স্টারলাইট হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল পল মার্কস, হিচর‍্যাকে বাঁধল ওটাকে। হঠাৎ খেয়াল হল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে তিনবার ঘোড়া বদলাতে হয়েছে ওকে। এ পর্যন্ত দু-দুটো ঘোড়াকে কাহিল করে ছেড়েছে। এই মুহূর্তে ওকেও গ্রাস করে নিতে চাইছে রাজ্যের অবসাদ, পুরো শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাচ্ছে। আজ সারাদিন অনেক ধকল গেছে দেহের ওপর দিয়ে, মনটাও রেহাই পায়নি।

কত কিছুই না ঘটে গেল মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায়, বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না। অজ্ঞাতনামা আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে পিট রোডস; শাগরু নামে এক লোকের বিরুদ্ধে গান-ফাইটে নামতে বাধ্য করা হয়েছে ওকে, ম্যাট রেনিসনের ভাড়াটে গানম্যান ছিল লোকটা; ফ্লোরেনদের র‍্যাঞ্চটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে ওরা, তারপর বেদখল হয়ে যাওয়া লেযি-এম আবার উদ্ধার করেছে ফ্লোরেনদের কবল থেকে। সবই ঘটেছে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—আবার ভাবল মার্কস।

কিন্তু এত কিছুর পরও বিল মোরহেড আর পিট রোডসের হত্যারহস্যের কোন কূল-কিনারা করতে পারেনি ড্যান অরসন, এখনও কোন সূত্র পায়নি সে। এদিকে বিল মোরহেডের উইলটা গায়েব হয়ে গেছে। যেন হাওয়ায় উবে গেছে বেমালুম। ফলে না ঘরকা না ঘাটকা দশা হয়েছে মার্কসের। যতক্ষণ দখলে রাখতে পারবে কেবল ততক্ষণই লেযি-এমের ওপর নিজের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে ও। এবং এ লড়াই শেষ হতে এখনও অনেক দেরি—এ ব্যাপারে

একটুও সংশয় নেই মার্কসের মনে।

বিশাল বাহু আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল মার্কস, হাত দিয়ে মুখ মুছল, দূর করে দিতে চাইল সব ক্লান্তি আর অবসাদ। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

স্টারলাইটে ঢুকে পড়ল ও। পারলারে একটা ইজি-চেয়ারে বসে আছে হ্যাক ব্রীড, টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়েছে সে, চোখের সামনে *ফোর্ট ডেভলিন রেকর্ডারের* পুরনো একটা সংখ্যা মেলে রেখেছে, পাতার পর পাতা উল্টে চলেছে।

'ওরা তোমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে বলো না যেন!' মার্কসকে দেখেই বলে উঠল হ্যাক ব্রীড। 'লেযি-এমে তোমরা ঝামেলায় পড়েছ আমি খবর পেয়েছি। তা কি অবস্থা এখন?' জানতে চাইল সে।

'এই বেলা বেশ বড় একটা ঘোড়ার পিঠে চাপার চেষ্টা করেছিল ওরা,' জবাব দিল মার্কস শুষ্ক কণ্ঠে, 'টিকতে পারেনি!' এবার অনুরোধের সুরে বলল, 'আমি একটু লিয়া রেনিসনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, হ্যাক। সম্ভব?'

'নিশ্চয়ই,' মাথা দুলিয়ে বলল হ্যাক ব্রীড, 'তবে সে হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি না-ও হতে পারে, হয়ত কথাই বলবে না! আঠারো নম্বর কামরায় আছে ও। আসার পর একবারের জন্যেও বাইরে পা ফেলেনি মেয়েটা। এমনকি সাপারের সময়ও নিচে আসেনি, ঘরেই খাবার পাঠিয়েছি আমি।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল পল মার্কস, এগিয়ে গেল হলওয়ে ধরে। আঠারো নম্বর কামরার সামনে পৌঁছে টোকা দিল কবাটে। সাড়া মিলল না। আবার টোকা দিল ও।

ক্ষীণ বেসুরো গলায় সাড়া পাওয়া গেল এবার।

'কে?'

'আমি—পল মার্কস।'

পায়ের আওয়াজ পেয়ে মার্কস বুঝল এগিয়ে আসছে লিয়া। ক্লিক শব্দে খুলে গেল দরজার তালা, একপাশে সরে গেল কবাট।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লিয়া রেনিসন। মার্কস লক্ষ করল এখনও রাইডিং গিয়ারই পরে আছে মেয়েটা। কোটরের গর্তে বসে গেছে তার চোখজোড়া, বিষণ্ন দৃষ্টি সেখানে; ফ্যাকাসে বিমর্ষ চেহারা।

কামরার ভেতরে জানালার পর্দাগুলো টানিয়ে দেয়া, ল্যাম্প জ্বলছে, তবে আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে।

কথা বলতে গিয়ে একটু যেন অস্বস্তি বোধ করল পল মার্কস, লিয়ার এই চেহারা দেখতে হবে কখনও ভাবেনি।

'আমার এখানে আসা ঠিক হয়েছে কিনা জানি না, লিয়া,' বলল, 'তোমার আদৌ কোন উপকারে আসতে পারব কি না তা-ও জানা নেই। তবু মনে হল

তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার তাই চলে এলাম। তোমার কাছে আসতে ইচ্ছা করছিল খুব।'

মাথা দোলাল লিয়া রেনিসন, বলল, 'ধন্যবাদ, পল। এসো, ভেতরে এসো।' আমন্ত্রণ জানাল।

কামরায় পা রাখল মার্কস। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল লিয়া। চেয়ারে গিয়ে বসল মার্কস, হাতের ওপর অবিরাম ঘুরিয়ে চলেছে টুপিটা। একটু সামনে ঝুঁকল ও, ভুরুজোড়া কুঁচকে চিন্তিত চেহারায় জরিপ করল লিয়াকে। ওকে বসতে ইশারা করে বিছানার কিনারায় গিয়ে বসেছে মেয়েটা। সরাসরি মার্কসের দিকে তাকাল সে। হঠাৎ নিজে থেকেই কথা বলে উঠল।

'র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে এসেছি আমি, পল—চিরদিনের জন্যে!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' শান্ত কণ্ঠে বলল মার্কস, 'কথাটা শুনতে একটুও ভাল লাগল না আমার। নিশ্চয়ই মন থেকে বলোনি তুমি, লিয়া। নিজের বাড়ির মূল্য মানুষের কাছে সব সময়ই অন্যরকম—সুখের আশ্রয়!'

'অনেকের বেলায় হয়ত কথাটা খাটতে পারে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল লিয়া রেনিসন, 'কিন্তু আমার বেলায় নয়! তুমি আসলে বুঝতে পারনি। ওখানকার পরিবেশ আমার কাছে বিষাক্ত হয়ে গেছে!'

আচমকা উঠে দাঁড়াল লিয়া, নতুন কোন শক্তি যেন ভর করেছে তার ওপর, পায়চারি শুরু করল কামরার এমাথা থেকে ওমাথায়, প্রায় কর্কশ কণ্ঠে কথা বলতে লাগল।

'আমার—আমার মা মারা যাবার পর থেকে ঘর কি জিনিস আমি ভুলে গেছি, পল! হ্যাঁ—অনেক চেষ্টা করেছি আমি মানিয়ে চলার; ভান করেছি, সবাই যেন মনে করে ওখানে সুখেই আছি। গোটা ব্যাপারটা আগাগোড়াই অভিনয় ছিল। আর কেউ না জানুক আমি তো জানতাম! কিন্তু আমার পক্ষে আর ভান করা সম্ভব হচ্ছে না! হঠাৎ সবকিছুর ওপর একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি আমি। র‍্যাঞ্চটা আমার জন্যে এই হোটেলের মত একটা জায়গা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবু হয়ত কষ্ট করে মানিয়ে নিতে পারতাম, থেকে যেতাম ওখানে, যদি আত্মমর্যাদার কথা ভুলে থাকা সম্ভব হত। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, পারিওনি। ঘৃণায় অন্তর ভরে গেছে আমার—আর সহ্য করতে পারিনি!'

কথা বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল লিয়া রেনিসন, তবে পায়চারি থামাল না।

হাতের টুপিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল মার্কস, তারপর একটা সিগারেট রোল করল। অপেক্ষা করতে লাগল নীরবতায় ছেদ পড়ার।

রুমালে চোখ মুছল লিয়া, আবার কথা শুরু করল।

'আমার বাবা আর ভাই—দুজনই প্রায় অচেনা হয়ে গিয়েছিল—তারপরও

ওদের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিলাম। পাগলা কুকুরের মত সারাক্ষণ ঝগড়া করে চলেছে ওরা। মেজাজ দেখাচ্ছে সবার সঙ্গে—সবকিছুর ওপর; তাও সহ্য করে থাকতে পারতাম হয়ত বা, চেষ্টা করলে, যদি ওদের মধ্যে কুটিল স্বভাবটা না থাকত!'

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল লিয়া, বসল আবার। এতক্ষণ ওর দিকে তাকিয়েছিল পল মার্কস। মেয়েটার দুচোখে হতাশার ছাপ দেখে কষ্ট লাগল ওর। হাত তুলে কপাল আর গাল মুছল লিয়া।

'বুঝতেই পারছ, পল,' এবার অনেকটা স্পষ্ট স্বরে কথা বলল মেয়েটা, 'আমার মনে কেন যেন বদ্ধমূল একটা ধারণা জন্মেছে যে বিল মোরহেড আর পিট রোডসের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন কিছুই অজানা নেই বাবার। না—আমি বলছি না যে বাবাই চালিয়েছে গুলিটা কিংবা ছুরি চালিয়েছে নিজের হাতে। কিন্তু কাজগুলো কার বাবা জানে। এবং ঘটনাগুলো থেকে ফায়দা লোটার আশা করছে। তাহলে তুমিই বলো আসল খুনীর সঙ্গে বাবার আর পার্থক্য থাকল কোথায়? তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, সকালে বাবা খুনী শাগরুকে তোমার ওপর লেলিয়ে দেয়ার পর বাবার প্রতি যে সামান্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল তা-ও উবে গেছে একেবারে। আমি বুঝে গেছি এরপর আর বাবার সঙ্গে বসবাস করা আমার দ্বারা সম্ভব না। তাই চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অমন জঘন্য একটা কাজ বাবা কি ভাবে করতে পারল?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সুখকর ছিল না মোটেই,' শান্ত কণ্ঠে সায় দিল মার্কস। 'ঘটনাটা তোমার চোখের সামনে ঘটেছে বলে আমি দুঃখিত, লিয়া, আমার কোন উপায় ছিল না আসলে!'

'জানি—আমি একটুও দুঃখ পাইনি,' বলল লিয়া। শুনে বিস্মিত হল মার্কস। 'অনেকদিন যাবৎ,' আবার বলল লিয়া, 'অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করেছি। আরও আগেই নজর মেলে তাকানো উচিত ছিল আমার, তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে এতদিন লাগত না—অনেক আগে নিজের পথ বেছে নিতে পারতাম!'

'ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি ভাবছ এখন, লিয়া?' জানতে চাইল মার্কস।

কাঁধ ঝাঁকাল লিয়া রেনিসন। 'এখনও কিছু ভাবিনি,' বলল, 'আস্তে ধীরে স্থির করা যাবে। এক পা এক পা করে এগোতে চাই আমি। নতুন এক জগতে পা রেখেছি, ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে, তাড়াহুড়ো করলে গোলমাল হয়ে যাবে।'

অর্থহীন অনেক কথা ভিড় করল মার্কসের মনে, ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল যেন বেরিয়ে আসার জন্যে, কিন্তু জোর করে চুপ থাকল সে। মেয়েটাকে কিভাবে প্রশ্ন করা যায় বোঝার প্রয়াস পেল।

'একটু আগে একটা প্রশ্নের আংশিক জবাব দিয়েছ তুমি, লিয়া,' বলল মার্কস,

'কিন্তু পুরোপুরি মানসিক শান্তি ফিরে পেতে বাকিটুকুও বলা উচিত তোমার। বিল মোরহেড আর পিট রোডসের হত্যারহস্যের একটা জবাব নিশ্চয়ই আছে-না থেকে পারে না! শেষ পর্যন্ত যার ওপর দোষ বর্তাক তাতে কিছু আসবে যাবে না-জবাবটা আমাদের পেতেই হবে। তুমি বলছিলে তোমার নাকি বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে মোরহেড আর রোডসের হত্যাকারীর পরিচয় জানে তোমার বাবা। এমন ধারণা হবার কারণটা বলবে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল লিয়া, তারপর জবাব দিল, 'বাবার কোন কথা থেকে কিন্তু ধারণাটা আসেনি আমার মনে, বরং তার হাবভাবই সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। মৃত্যুসংবাদগুলো শোনার পর বাবা কিন্তু একটুও অবাক হয়নি কিংবা দুঃখ প্রকাশ করেনি। এমন কিছুই যেন আশা করেছিল সে। মনে হয়েছে আশা পূরণ হওয়ায় খুশিই হয়েছে!'

লিয়ার বলার ভঙ্গি আর শব্দচয়নে অপ্রিয় সত্যের ছোঁয়া টের পেয়ে হতবাক হয়ে গেল পল মার্কস। ম্যাট রেনিসনের হয়ে সাফাই গাইবার জন্যে মনে মনে কথা খুঁজে ফিরতে লাগল।

'একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে তোমার বাবা কঠিন চরিত্রের মানুষ, লিয়া,' শেষে বলল ও, 'সহজে তাকে বোঝা যায় না। ওর মনের অবস্থা কিংবা চিন্তাধারা প্রায় সময়ই বোঝা যায় না, চাপা পড়ে থাকে চেহারার আড়ালে। আমরা হয়ত খামোকা সন্দেহ করছি ওকে।'

একটা হাত তুলে মার্কসকে বাধা দিল লিয়া, প্রবল বেগে মাথা নাড়ল, কালো চুলগুলো দুলে উঠল তার।

'রক্ষা করো!' বলে উঠল সে, 'আর বলতে হবে না! আমিও সব সময় বাবার পক্ষে এই একই অজুহাত খাড়া করেছি। কিন্তু আর নয়! ওটা একটা খোঁড়া অজুহাত। যাহোক, তুমি—তুমি এখানে আসায় খুব খুশি হয়েছি আমি, পল, ধন্যবাদ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মার্কস, পা বাড়াল দরজার দিকে। 'শেষ পর্যন্ত যে কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানি না, লিয়া,' বলল ও, 'তবে তোমার যদি কখনও প্রয়োজন হয়, আমাকে জানিয়ো, তোমাকে সাহায্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি,' প্রতিশ্রুতি দিল।

অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লিয়া। 'একটা কাজ করলে বেশ উপকার হবে,' বলল সে। 'লড়াইটা চালিয়ে যাও। যা হবার হোক! কারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেই দ্বিধা কোরো না, কেননা ন্যায় আর সত্যের পক্ষে আছ তুমি—আর সত্যের বিজয় দেখতে পাওয়াটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার জন্যে! আমার—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

মাথা দোলাল মার্কস। 'অবশ্যই,' বলল।

আস্তে করে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল মার্কস, হলওয়ে বরাবর এগোল। আপনমনে গাল দিয়ে যাচ্ছে ম্যাট রেনিসনকে। ওই লোকটাকে আর কোনরকম ছাড় দেয়া যাবে না—কিছুতেই না।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নেমে হোটেল পারলারে পা রাখতেই থমকে দাঁড়াল পল মার্কস। অ্যাল রেনিসনের সামনে পিছু হটতে হটতে এগিয়ে আসছে হ্যাক ব্রীড, উত্তেজিত কণ্ঠে তর্ক করছে, বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে ছেলেটাকে।

'কোন লাভ নেই, অ্যাল,' বলছিল হোটেল কিপার। 'ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। কামরা ভাড়া নেয়ার সময়ই আমাকে দিয়ে ওয়াদা করিয়ে নিয়েছে লিয়া আমি যেন তোমাকে কিংবা ম্যাট রেনিসনকে ওর কামরায় যাবার অনুমতি না দিই। হয়ত ওই ধরনের ওয়াদা করে বোকামি করেছি, কিন্তু কথা যখন দিয়েছি আমাকে সেটা রক্ষা করতেই হবে। এই শেষবারের মত বলছি, অ্যাল, ওখানে যেতে পারবে না তুমি!'

অ্যাল রেনিসনের মুখে এখনও জেড কারসনের মারের চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে, লক্ষ্য করল মার্কস; জায়গায় জায়গায় ফুলে আছে ছেলেটার মুখ, কালশিটে পড়ে গেছে; কোথাও আবার হালকা নীলের ছোপ, মাত্র শুকিয়ে আসতে শুরু করেছে ক্ষতগুলো। হ্যাক ব্রীডের ওপর রেগে আগুন হয়ে আছে অ্যাল।

'আমি আমার বোনের সঙ্গে দেখা করব, তুমি ঠেকানোর কে?' রুক্ষ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'পথ ছাড়ো বলছি, ব্রীড! আমাকে খেপিয়ো না! তাহলে কিন্তু আমি—'

'কি করবে তাহলে, অ্যাঁ?' পাল্টা ধমক দিল হ্যাক ব্রীড। 'শোনো, অ্যাল, তোমার বোঝা উচিত কাউকে ধমক দেয়ার দিন ফুরিয়ে গেছে। আমি তোমাকে লিয়ার কামরায় যেতে দেব না। ওকে বিরক্ত করতে পারবে না তুমি! লিয়া আমার খদ্দের, ও যা বলবে সেটাই হবে এখানে, ব্যস!'

হ্যাক ব্রীডের মাথার ওপর দিয়ে তার পেছনে তাকাল অ্যাল রেনিসন; মার্কসের ওপর দৃষ্টি স্থির হল, বন্যতা ফুটে উঠল সেখানে। একটু যেন দিশেহারা হয়ে গেল ছেলেটা। সহসা যেন বুঝতে আরম্ভ করেছে জীবনটা কোন ধনী আর শক্তিশালী ক্যাটলম্যানের বখে যাওয়া ছেলের জন্যে ফুলবাগানের মত মনোরম নয়। সে নিশ্চিত হিসাবে ধরে নিয়েছিল এমন অনেক কিছুই এখন অন্যরকম চেহারা নিয়ে হাজির হতে শুরু করেছে তার সামনে। অধিকার হারানর পর তার মূল্য সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছে এখন।

'তুমি!' ভারি গলায় মার্কসের উদ্দেশে ধমকে উঠল অ্যাল, 'লিয়ার সঙ্গে দেখা করতে ওপরে গিয়েছিলে তুমি! লিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করেছে!' হ্যাক ব্রীডের দিকে আবার তাকাল সে, 'আর তুমি কিনা বলতে চাইছ আমার সঙ্গে কথা বলবে না লিয়া—আমি ওর আপন ভাই হওয়া সত্ত্বেও! তুমি একটা মিথ্যুক, ব্রীড! তুমি

একটা—'

নির্লিপ্ত চেহারায় অ্যালের দিকে এগিয়ে গেল মার্কস, চোখজোড়া ঘোলাটে হয়ে গেছে। ব্রীডের উদ্দেশে ও বলল: 'আমি সামলাচ্ছি ওকে, হ্যাক।' তারপর অ্যালের কাঁধের ওপর একটা হাত রাখতে রাখতে বলল, 'চলো, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি আমরা। কথা আছে তোমার সঙ্গে—অনেক কথা!'

ঝাঁকি দিয়ে কাঁধের ওপর থেকে মার্কসের হাত সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল অ্যাল, কিন্তু আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল মার্কসের আঙুলগুলো। জোর করে অ্যালকে ঘুরিয়ে ফেলল মার্কস, তারপর ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকার রাস্তায় নিয়ে এল।

'যদি মনে করতাম কাজ হবে,' কর্কশ কণ্ঠে তাকে বলল মার্কস, 'জেড কারসন যেখানে শেষ করেছিল সেখান থেকে আবার শুরু করতাম আমি। পিটিয়ে লম্বা করে ফেলতাম তোমাকে। কিন্তু তোমাকে হাজার পেটালেও মানুষ করা যাবে না। তাই আর সেপথে যাচ্ছি না। তবে কয়েকটা কথা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শুনলে ভাল করবে।'

অ্যালকে ধাক্কা মারতে মারতে বাস স্পারজনের লিভারি আস্তাবলের কাছে নিয়ে এল পল মার্কস। অবশেষে মেজাজ খানিকটা শান্ত হল ওর, বেশ শান্ত কণ্ঠে অ্যালের সঙ্গে কথা বলল।

'কোন কিছু পাওয়ার যোগ্যতা নেই তোমার, অ্যাল, কথাটা মেনে নিলে তোমার ভাল হবে। এরপর থেকে যদি কোন সুযোগ পেয়ে যাও নিজের ভাগ্যকে হাজারবার ধন্যবাদ দিয়ো, কারণ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সেটা পেয়েছ বলে ধরে নিতে হবে তোমাকে। নিজের বোনকে পর্যন্ত অতিষ্ঠ করে রেখেছিলে তুমি। তুমি এত স্বার্থপর, এতই খারাপ, নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাববার ফুরসত পাওনি কখনও। লিয়া কিভাবে আছে বা কি তার সুখ-দুঃখ কোনদিন কি তা নিয়ে ভেবেছ তুমি? আমার তো মনে হয় না! কোনদিনই তা করোনি। অন্তত একটু আগেও লিয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না তোমার। হোটেলে তোমার দৃষ্টিতে একটা জিনিস দেখেছি আমি, অ্যাল, বিভ্রান্ত দৃষ্টি ছিল তোমার চোখে। একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছ তুমি, তাই না, অ্যাল? হঠাৎ তোমার জীবন থেকে উধাও হয়ে গেছে জিনিসটা। তোমার বোন। একটু আগেও যাকে চিরস্থায়ী বলে ভেবেছিলে তুমি। অ্যাল—তুমি আগাগোড়াই একটা অপদার্থ!'

কাঁধের ওপর মার্কসের হাত থাকায় এখন আর আপত্তি করছে না অ্যাল, কোন প্রতিবাদ জানাচ্ছে না, বলছেও না কিছু। একটু আগে রাগে বিড়বিড় করছিল তা-ও থেমে গেছে এখন।

নির্দয় সুরে আবার কথা বলতে শুরু করল মার্কস। 'লিয়া যতদিন ওঅর-হ্যাচেটে ছিল ততদিন র‍্যাঞ্চটাকে প্রায় নিজের বাড়ির মত মনে হত, তাই না,

অ্যাল?' জানতে চাইল ও। 'তোমাকে আর তোমার বাবাকে ও যে কত কিছু দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই আর বিনিময়ে তোমাদের অত্যাচার সইতে হয়েছে বেচারাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারেনি ও। তোমাদের বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তোমরা ওর কাছ থেকে নিয়েই গেছ কেবল, বিনিময়ে দাওনি কিছুই। তাই তোমাদের ছেড়ে ও চলে এসেছে। ফলে তুমি ভয় পেয়ে গেছ, অ্যাল। তোমার জন্যে এক ধরনের অবলম্বন ছিল লিয়া, তাই না? নির্মলতার একটা প্রতীক! কিন্তু এখন তাকে হারিয়ে ফেলার পর বিরাট একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তোমার জীবনে।

'যা হোক, অ্যাল, এবার নিজের বাড়ির পথ ধরতে হবে তোমাকে। লিয়াকে একা থাকতে দাও। ওকে বিরক্ত করতে যেয়ো না। অনেক কিছু ভাবতে হবে এখন ওকে, নিজের মত করে অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব ও খুঁজে পেতে চাইছে। ওকে সুযোগ দিতে হবে। আবার কখনও তোমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হবে কিনা বলতে পারছি না, যদি হয়, তোমাকে খবর দেব আমি। আদৌ যদি কখনও দেখা করতে রাজি হয় নাকে খত দিয়ে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে আসলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবে। কারণ তোমার সঙ্গে দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে ওর।'

অ্যালের বাহু ছেড়ে দিল এবার মার্কস, সরিয়ে নিল হাতটা।

একটা কথাও বলল না অ্যাল রেনিসন। রাস্তা ধরে সোজা নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যাডলে উঠে বসল, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল শহর থেকে, রাতের অন্ধকারে মিশে গেল।

ড্যান অরসনের অফিসে আলো জ্বলছে দেখে সেদিকে পা বাড়াল মার্কস। ভেতরে ঢুকে দেখল ডেস্কে একা বসে আছে ডেপুটি শেরিফ, চেয়ারে প্রায় দেবে গেছে, ক্লান্ত চোখজোড়া প্রায় বুজে আছে, চিন্তিত চেহারা।

মার্কসকে দেখে মাথা হেলিয়ে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল অরসন, তারপর ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল।

'যদি কোন লাভ হত,' গজগজ করে বলল ডেপুটি অরসন, 'মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যেতাম! কিন্তু তা কি আর হয়! যাক গে, এসো, আমার সঙ্গে একটু গলায় ঢালো, পল,' আমন্ত্রণ জানাল। 'জীবনে আর কখনও নিজেকে এত তুচ্ছ এত নগণ্য মনে হয়নি আমার,' আবার বলল সে, 'একের পর এক ভাল মানুষগুলোর করুণ মৃত্যু ঘটছে অথচ কোন সূত্রই খুঁজে পাচ্ছি না আমি!' হতাশা প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে।

'আজ বিকেলে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম আমি,' আস্তে করে বলল মার্কস। 'সেই থেকে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু মেলাতে পারিনি। দেখা যাক তুমি কোন মানে খাড়া করতে পারো কিনা, ড্যান।'

কিংফিশার ক্রিকের অপর পারের পেয়ালা আকৃতির মাঠে ম্যাট রেনিসন আর

জ্যাক পয়ারকে একসঙ্গে দেখার কথা অরসনকে জানাল মার্কস।

'জ্যাক পয়ারকে ঘোড়া হাঁকাতে দেখে তাজ্জব বনে গেছি আমি,' বলল, 'ম্যাট রেনিসনের সঙ্গে আলাপ করতে দেখেও অবাক হয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি ম্যাট রেনিসন পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর পর পয়ারের ক্ষিপ্রতা দেখে-ড্রতে র‍্যাঞ্চারকে হারিয়ে দিয়েছে সে। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম রেনিসনকে মেরে ফেলবে পয়ার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর গুলি করেনি লোকটা। তার মানে মাথা খারাপ করে দেয়ার মত কোন রহস্য আছে ঘটনাটার পেছনে, ড্যান।' উপসংহারে বলল ও।

'সত্যিই ঘটনাটা দেখেছ তুমি?' চিন্তিত কণ্ঠে জানতে চাইল অরসন।

কঠিন হাসল মার্কস। 'তাই তো মনে হয়, ড্যান,' বলল। 'ঘটনাটা দেখার সময় আমার যা মানসিক অবস্থা ছিল তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হতে পারত অবশ্য। কিন্তু বেশ কয়েকবার চোখ কচলেছি আমি, খুব ভাল করে দেখেছি। একেবারে দিনের আলোর মত সত্যি ঘটনাটা।'

গ্লাসে সামান্য পরিমাণ হুইস্কি ঢালল ড্যান অরসন, তারপর তরল পদার্থের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে হাতের ওপর ঘোরাতে লাগল গ্লাসটা। খানিক পর বলল, 'আমি জ্যাক পয়ারকে যতটুকু জানি, স্যাম ওয়েলডনের স্টোরের দরজার পাশের ওই বেঞ্চে বসে সময় পার করে দিতেই আনন্দ পায় বলে আমার ধারণা। সবাই কিভাবে দিন কাটাচ্ছে সেটা দেখাই যেন তার সুখ। অবশ্য স্যাডলে চেপে সে বেড়াতে যেতে পারবে না এমন কোন আইন নেই, তাই না? হয়ত হঠাৎ করে রেনিসনের সামনে পড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু রেনিসন কি কারণে তার বিরুদ্ধে ড্র করতে গেল?' আপনমনে প্রশ্ন করল ড্যান।

'সেটাই তো,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল মার্কস, 'বুঝতে পারছি না আমি। তোমার কাছ থেকে শুনতে চাইছি জবাবটা।'

অস্ফুট একটা আওয়াজ করল অরসন, তারপর বলল, 'ওঅর-হ্যাচেট রেঞ্জে ঢুকে পড়েছিল পয়ার, রেনিসন বোধ হয় তাকে বেরিয়ে যাবার হুকুম দিতে যাচ্ছিল। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, রেনিসন হয়ত মনে করেছিল গোয়েন্দাগিরি করার বদ মতলবে ওখানে গিয়েছে জ্যাক পয়ার। ধুশ্ শালা! একবার মনে হচ্ছে এটা আবার মনে হচ্ছে ওটা—নানান কথা অনুমান করা ছাড়া আর কিস্যু করার নেই আমার!' হতাশ কণ্ঠে বলল অরসন।

'আমি বলি কি,' বলল মার্কস, 'জ্যাক পয়ারের সঙ্গে দেখা করে কারণটা তাকেই জিজ্ঞেস করি চলো।'

গ্লাসের পানীয়টুকু শেষ করল ড্যান অরসন, তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'তাই চলো!' বলল।

শহরের একপ্রান্তে ছোট একটা কেবিনে জ্যাক পয়ারের আস্তানা। ড্যান অরসন আর পল মার্কস যখন সেখানে পৌঁছুল অন্ধকারে ডুবে আছে কেবিনটা।

কয়েকবার দরজায় টোকা দিল অরসন। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দরজার নবে হাত রাখল এবার অরসন, ঘোরাতেই আপসে খুলে গেল কবাট।

চড়া গলায় হাঁক দিল ডেপুটি। 'পয়ার! অ্যাই, পয়ার!'

এবারও কোন সাড়াশব্দ মিলল না। একটা দেশলাই জ্বালল অরসন, এক হাতে বাতাস থেকে আড়াল করে চাগিয়ে তুলল জ্বলন্ত শিখাটা, তারপর কেবিনের একমাত্র টেবিলের পাশে গিয়ে সেটার ওপর রাখা ল্যাম্পটা জ্বালল।

ল্যাম্পের আলোয় দুজনে নজর বোলাল চারপাশে।

কেবিনটায় ইদানীং বসবাস করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে ভিন্ন একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে—মনে হচ্ছে কেবিনটা একটা খাঁচা এবং খাঁচা থেকে পাখি উড়াল দিয়েছে। বাঙ্কের ওপর কোন চাদর দেখা যাচ্ছে না; স্টোভের ওপরে গ্রাব-শেলফটা একদম ফাঁকা, তুচ্ছ ব্যবহারের অযোগ্য দুএকটা জিনিস পড়ে আছে ইতিউতি। পুরনো একটা ডিশপ্যান আর একটা গ্যালভ্যানাইজড বয়লার দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে। কিন্তু রান্নার বাসনকোসন সব উধাও।

'ব্যাপারটা,' বলল অরসন, 'খুবই আশ্চর্যজনক! অবিশ্বাস্য! আলামত দেখে মালুম হচ্ছে—জ্যাক পয়ার চলে গেছে ওঅর্ম ক্রিক ছেড়ে!'

'তাহলে,' বলল মার্কস, 'পায়ে হেঁটে যায়নি নিশ্চয়ই! চলো, বাস স্পারজনের সঙ্গে আলাপ করে দেখি ও কিছু বলতে পারে কিনা।'

লিভারি আস্তাবলে চলে এল ওরা।

হারনেস রুমে একটা বাঙ্কে বসে ছিল বাস স্পারজন, তার কনুইয়ের কাছে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তারই আলোয় একটা পশু চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা পড়ছে সে। মার্কসের প্রশ্নের জবাবে মাথা দোলাল স্পারজন, পত্রিকাটা নামিয়ে রাখল সে, তারপর বলল:

'হ্যাঁ, পল, কিছুদিন আগে একটা ঘোড়া কিনেছে পয়ার—মাস দুই-তিন হবে। আমার কাছ থেকেই কিনেছিল। রাইডিং গিয়ারসহ ঘোড়াটা এই বার্নেই থাকত। ও আমাকে বলেছিল এক নাগাড়ে বসে থাকতে থাকতে নাকি হয়রান হয়ে যাচ্ছে, আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা হচ্ছে। জানো তো, এক কালে ক্যাভালরি ট্রুপার ছিল জ্যাক পয়ার। আগে প্রায়ই সকালে কিংবা বিকেলের দিকে ঘোড়া নিয়ে বেড়াত। আমি তো মনে করেছি তোমরা এসব জানো।'

'না, জানতাম না,' বলল মার্কস, 'আজই প্রথম শুনলাম—মানে ঘোড়া নিয়ে তার বেড়ানোর কথাটা। আসলে পয়ারের ব্যাপারে কখনোই মাথা ঘামাইনি আমি, দরকারই মনে করিনি। ওকে আগাগোড়া টাউন-লোফার বলেই মনে হত আমার, সেটাই বিশ্বাস করেছিলাম। যদিও প্রায়ই আমার মনে প্রশ্ন জাগত পেট চালানোর

টাকাটা সে পায় কোত্থেকে?'

'রিটায়ার করার পর থেকে পেনশন জাতীয় কিছু পেয়ে আসছে হয়ত,' বলল অরসন। 'পুরনো সৈনিক হিসাবে পাবার কথা।'

এবার তীব্র চোখে ওদের দিকে তাকাল বাস স্পারজন, বলল, 'তোমরা দুজন হঠাৎ এত কৌতূহলী হয়ে উঠলে যে?'

'এমনি ভাবছি আর কি,' বলল মার্কস। 'আচ্ছা, ওর ঘোড়া আর রাইডিং গিয়ার কি এখনও আছে তোমার এখানে?'

মাথা নাড়ল বাস স্পারজন। 'নাহ্,' বলল সে, 'আজ বিকেলের দিকে ঘোড়াটা নিয়ে গেছে ও, এখনও ফেরেনি।' হঠাৎ চোখ কুঁচকে ওদের দিকে তাকাল স্পারজন। 'জ্যাক পয়ারের কিছু হয়েছে বোলো না যেন!'

'কি আবার হবে ওর?' বিরক্তির সঙ্গে বলল অরসন।

'আশ্চর্য—আমি কি জানি! বিল মোরহেড আর পিট রোডস খুন হবার পর কারও সাধ্য আছে কিছু অনুমান করার?' প্রশ্ন করল স্পারজন।

'তা অবশ্য ঠিক—কারও সাধ্য নেই,' বলল মার্কস। দরজার দিকে পা বাড়াল তারপর। 'অনেক উপকার করলে তুমি আমাদের, বাস।'

আস্তাবলের বাইরে অন্ধকার রাস্তায় নেমে একটা সিগারেট রোল করল মার্কস, চোখ কুঁচকে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকাল।

'আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, ড্যান, একটু ঘুমাতে হবে,' বলল ও। এখন আরও মাথা ঘামাতে গেলে ঠিক পাগল হয়ে যাব!'

'যাবার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও,' বলল ডেপুটি অরসন। 'ম্যাট রেনিসন আর জ্যাক পয়ার দুজনই সাবেক ক্যাভালরিম্যান—এখানে আসার আগে থেকেই কি ওদের জানাশোনা ছিল?'

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিল পল মার্কস, ঠোঁট ফাঁক করে ধোঁয়া উগরাল, অন্ধকারে দেখা গেল না। 'থাকলেও আমার জানার উপায় নেই,' ব্যলল ও, 'তোমার মত আমিও একই কথা ভাবছি!'

পাঁচ

ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারের কোরালের সীমানা বরাবর সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ক্লান্ত অবসন্ন ঘোড়াগুলোকে। এদিকে র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতরে ল্যাম্পের টিমটিমে আলোর নিচে বসে আছে ম্যাট রেনিসন, তার সামনে ফ্লোরেনরা, ভাড়াটে তিন গানম্যানকেও দেখা যাচ্ছে।

অস্থির পায়চারি করছে গার্ড ফ্লোরেন, একনাগাড়ে; চেহারা অন্ধকার, রেগে ভোম হয়ে আছে সে।

'বাড়ি ফিরে আমরা কি দেখলাম জানতে চাইছ?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে রেনিসনের প্রশ্নের উত্তরে। 'গিয়ে দেখি একদম কিচ্ছু নেই! মিসমার করে দেয়া হয়েছে সব। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে পরিষ্কার। বাবুর্চি লেফটি ব্যাটাও উধাও হয়ে গেছে, কোথায় খোদা মালুম! যদি জানতাম ওই শালারা আমাদের এত ক্ষতি করে তারপর ওখানে গেছে, জান গেলেও লেযি-এম থেকে বেরিয়ে আসতে রাজি হতাম না! গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মার্কস-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতাম! ওফ্, কি বোকা বানাল সে আমাদের!'

'লড়তে গেলে অ্যাল শাগরু আর বেন ফ্যাকটরের মত তোমাদেরও পটল তুলতে হত!' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল ভাড়াটে রাইডারদের একজন। 'এখানে এসেছি বেশিক্ষণ না হলেও একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে গেছি, নিজেদের বিরাট কিছু মনে করো তোমরা, বেশি আত্মবিশ্বাস দেখাতে চাও—তাই অনেক ছোট করে দেখেছিলে শত্রুকে—বিশেষ করে পল মার্কস লোকটাকে। অথচ সব ব্যাপারে তোমাদের চাইতে চিন্তা-ভাবনায় আগাগোড়া এক ধাপ এগিয়ে ছিল সে। তোমাদের একেবারে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে!'

হাওয়ার ওপর সজোরে একটা ঘুসি চালাল গার্ড ফ্লোরেন। 'লোকটার মাথায় অত বুদ্ধি নেই, ম্যাকস!' বলল, 'আসলে স্রেফ কপালগুণে টিকে আছে এখনও—আর কিছু না!'

'কপালগুণ না ঘোড়ার ডিম!' পাল্টা জবাব দিল ম্যাকস। 'আমি বলছি অনেক চালু মাল সে। ঠিকই আবার দখল করে নিয়েছে লেযি-এম র‍্যাঞ্চটা। আর তোমরা কি পেয়েছ শুনি? মাথা গোঁজার একটা জায়গাও তো নেই আর এখন! একটা কথা এখনই সাফ বলে দিই তোমাকে, ফ্লোরেন, এই লড়াইতে যদি আমাকে রাখতে চাও, এমন কারও সাহায্য নাও যার মাথায় সত্যি সত্যি কাজে লাগানোর মত বুদ্ধি আছে!'

ম্যাকসের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল স্পেন্স ফ্লোরেন। 'ব্যাপারখানা কি, ম্যাকস?' জিজ্ঞেস করল। 'সাহসে আর কুলোচ্ছে না? আমাদের ছেড়ে সরে পড়ার মতলব করছ?'

স্পেন্সের আপাদমস্তক জরিপ করল ম্যাকস। 'আমার সাহসের পরীক্ষা নিতে পারো তুমি,' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, 'যে কোন সময়, আমার আপত্তি নেই—মন চাইলে এখুনি করতে পারো! আমি সাহসের কথা বলিনি মোটেই। সহজ সাধারণ একটা কথা বলছিলাম, না বোঝার কিচ্ছু নেই এখানে। কাউকে যদি খতম করতে চাও আগে তাকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিতে হবে তোমাকে। আমার দলের লোকজন যতক্ষণ শত্রুপক্ষের মত বুদ্ধির পরিচয় দেবে ততক্ষণ বিপদ মাথা

পেতে নিতে রাজি আছি আমি, শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। কিন্তু আন্দাজে এক কদমও সামনে বাড়তে পারব না। সোজা কথা! নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এবার?'

গার্ড ফ্লোরেন বোধ হয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিল ম্যাট রেনিসন।

'ম্যাকস ঠিকই বলেছে,' স্পষ্ট অথচ শীতল কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার। 'প্রতিপক্ষকে খাট করে দেখেছি আমরা। মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। আমারও দোষ আছে, হয়ত তোমাদের চেয়ে বেশিই। পল মার্কসকে আমার র‍্যাঞ্চের এক তুচ্ছ কাউহ্যান্ড-হিসাবে দেখাটা বিরাট ভুল হয়েছে। এখানকার কর্মচারী ছিল সে, পাঁচ-পাঁচটা বছর তাকে আমার হুকুম তামিল করতে দেখেছি। ভেবেছিলাম লোকটা তেমন কঠিন নয়, সেজন্যেই তার আসল ক্ষমতা আন্দাজ করতে পারিনি। আসলে নির্বোধ নয় মার্কস, বরং প্রয়োজনে যে নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সে এখন বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। শাগরু কত ফাস্ট ছিল, তার ওপর সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল সে, তবু তাকে হত্যা করেছে মার্কস। নিজের চোখে দেখেছি, ভাগ্যের ব্যাপার ছিল না ওটা। আমাদের অবশ্যই এবার চিন্তাভাবনার ধরন বদলাতে হবে। পরিবর্তন করতে হবে লড়াইয়ের কৌশল। নইলে আর তার সঙ্গে পাল্লা দেয়া যাবে না।'

'এতক্ষণে,' বলল ম্যাকস, 'কাজের কথায় আসা গেছে!'

পাঁই করে ঘুরে ম্যাট রেনিসনের মুখোমুখি হল গার্ড ফ্লোরেন। 'তা লড়াইয়ের নতুন কোন কৌশল এসেছে নাকি তোমার মাথায়?' জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের শোনাও তাহলে?'

'হ্যাঁ, এসেছে,' বলল ম্যাট রেনিসন, 'এখন থেকে কিভাবে এগোতে হবে শোনো!'

একটানা প্রায় পনেরো মিনিট কোন রকম বাধা ছাড়াই কথা বলে গেল র‍্যাঞ্চার। চুপচাপ শুনল সবাই।

তার বক্তব্য শেষ হলে আবার কথা বলল ম্যাকস। 'হ্যাঁ, কাজের কথা বলেছ তুমি,' সায় দিল। 'আসলে কাজুবাদাম বাজি ধরে কোনদিনই বড় দাঁও জেতা যায় না—বাজি ধরতে হয় বড়!'

'ড্যান অরসন,' গজগজ করে উঠল গার্ড ফ্লোরেন, 'কিন্তু মার্কসের পথেই থাকবে বলে দিচ্ছি আমি। আগাগোড়া ওর দালালি করছে সে!'

'অরসনকে গোনায় ধরার দরকার নেই আমাদের,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল রেনিসন। 'সে যদি আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তারও অন্যদের ভাগ্য বরণ করতে হবে, কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না, সোজা হিসাব।'

দল বেঁধে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল লোকগুলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খসিয়ে ওগুলোকে কোরালে ঢোকাল প্রথমে, তারপর যার যার পছন্দসই

ঘুমোনোর জায়গা বেছে নিল।

এদিকে র‍্যাঞ্চহাউসে একা হবার পর লম্বা একটা কালো চুরুট বের করে ধরাল ম্যাট রেনিসন, অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সারা ঘরে, ল্যাম্পের আলোয় তার চেহারার কঠিন খাঁজ আর সমতল জায়গাগুলো ক্ষণে ক্ষণে আরও স্পষ্ট করে তুলছে। আস্তে আস্তে তার চঞ্চল চোখজোড়ায় এক ধরনের ক্রূর দৃষ্টি ফুটে উঠল। যেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, আর কোন দ্বিধা নেই এখন মনে।

কোন ব্যাপারেই হার মানার লোক নয় সে, কর্তৃত্ব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে বরদাশত করা কঠিন হয়ে পড়ে তার পক্ষে। সারা জীবন বিনা বাধায় সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছে সে, দাপট দেখানো তার অস্তিত্বের মূল উপাদান; তার সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির আসল উৎস। কর্তৃত্বহীন অবস্থায় তার পক্ষে টিকে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। যুক্তি বর্জিত অন্ধ অহমবোধের কাছে কর্তৃত্ব আর ক্ষমতা ছাড়া আর সবই তুচ্ছ, মূল্যহীন। অহমিকার কারণেই নিজেকে বিরাট ভাবতে শুরু করেছিল সে; এতদিন নিজের আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা পেয়ে এসেছে।

অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে, তার কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে আসেনি কেউ। ক্যাভালরির অফিসার থাকাকালে নিষ্ঠুর চরিত্র হিসাবে বদনাম ছিল তার, তখন অধীনস্থরা কখনও

তার কোন কথার পাল্টা জবাব দেয়ার সাহস করেনি, আতঙ্কে তটস্থ থাকত তারা প্রতিমুহূর্তে। তারপর বেসামরিক ক্যাটলম্যান হিসাবেও অনেক বছর সেই একই রকম অবস্থা বজায় রাখতে পেরেছিল সে, প্রায় সবাই তার ক্ষমতা আর প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছে। কিন্তু আজ সেই ক্ষমতার দুর্গে ফাটল ধরেছে যেন, অকস্মাৎ ভেঙে পড়তে শুরু করেছে!

ওর চোখের দিকে সরাসরি তাকানোর সাহস করেছে পল মার্কস, বিদ্রূপের হাসি হেসেছে মুখের ওপর! সরাসরি অস্বীকার করেছে ওর কর্তৃত্ব। আস্পর্ধার বলিহারি! বাকি কাউহ্যান্ডরাও একই রকম আচরণ করেছে তার সঙ্গে, তারপর পল মার্কসের পিছন পিছন ওঅর-হ্যাচেট ছেড়ে চলে গেছে। বেইজ্জতি করে দিয়েছে একেবারে!

তারপর এমন জায়গা থেকে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে যা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি সে কোনদিন। এবার তার আপন সন্তানেরা বেঁকে বসেছে! লিয়া তো এ বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ই ছেড়ে চলে গেছে, শহরের হোটেলে গিয়ে উঠেছে। তার ছেলে অ্যাল এখনও র‍্যাঞ্চে থাকলেও দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। শেষ দুটো সমস্যার সমাধান কি হতে পারে অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেল না ম্যাট রেনিসন। অপ্রত্যাশিত সমস্যা, এমন কিছু ঘটতে পারে, আগে থেকে জানার কোন উপায় ছিল না!

পল মার্কস সহ অন্য সবার বিরুদ্ধে নিজস্ব চিরাচরিত পদ্ধতিতে লড়াই চালানো যাবে, এবং চালাবেও, সন্দেহ নেই; কিন্তু লিয়া বা অ্যালকে নিয়ে কি করা? অ্যাল ছোকরাকে হয়ত শেষ পর্যন্ত সামলানো যাবে, কিন্তু লিয়া—

লিয়ার ঘর ছাড়ার ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবে, ঠেকানো যাবে না। এ ধরনের খবর রাষ্ট্র হতে খুব বেশি সময় লাগে না। ওঅর্মক্রিক শহরে গেলেই ওখানকার লোকজন বিদ্রূপ মেশানো দৃষ্টিতে তাকাবে তার দিকে, প্রকাশ্যে টিটকারি মারবে, ঠাট্টা-মশকরা করবে। চেরোকি প্ল্যাটো রেঞ্জে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে এতদিনের প্রয়াস চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। বেঁকে বসতে শুরু করবে সবাই। কারণ সবাই বুঝে যাবে নিজের বাড়িতে আর কোন ক্ষমতা নেই ম্যাট রেনিসনের। ওকে নিয়ে ফাজলামো করবে শহরবাসী, বিনাদ্বিধায়। কাউকে নিয়ে যখন ইয়ার্কি-ফাজলামো করা হয় তখন আর তার কোন মান-ইজ্জত বলে কিছু থাকে না। এ ধরনের ঘটনা একটা সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর জন্যে যথেষ্ট।

ভাবতে ভাবতে পরিণাম সম্পর্কে যতই নিঃসন্দেহ হল ম্যাট রেনিসন ততই তেতে উঠতে লাগল তার মেজাজ। মনের মধ্যে কড়া অ্যাসিডের নাচন শুরু হয়ে গেল যেন, কঠিন চেহারায় নিষ্ঠুর ভাঁজ পড়তে লাগল তার।

অ্যাল রেনিসন যখন কামরায় এসে ঢুকল তখনও পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ম্যাট রেনিসন।

কামরায় ঢুকে পেছনে দরজাটা আটকে দিল অ্যাল, তারপর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাপের দিকে।

হিংস্র চেহারায় ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার।

'কি—দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল অ্যালকে।

'নাহ্।' বেসুরো গলায় জবাব দিল অ্যাল রেনিসন। 'দেখা করতে পারিনি!'

'পারোনি মানে? কেন পারোনি?' আবার জিজ্ঞেস করল রেনিসন। 'দেখা করতেই তো গিয়েছিলে শহরে, তাই না?'

লম্বা একটা দম নিল অ্যাল। 'ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়নি তাই দেখা হয়নি!' বলল রুক্ষ কণ্ঠে। 'তোমার সঙ্গেও আর দেখা করবে না, বলে দিয়েছে লিয়া। হ্যাক ব্রীডকে বলে রেখেছে আমরা যেন ওকে বিরক্ত করতে না পারি সেদিকে নজর রাখতে—কড়া নজরই রাখছে ব্রীড!'

দাঁত কিড়মিড় করল ম্যাট রেনিসন। 'এর কোন মানে নেই!' বলল, 'কিছুতেই—'

'আমাদের চেহারা দেখতেও রাজি নয় লিয়া,' চট করে বাধা দিয়ে বলল অ্যাল, 'তোমার কাছে এর কোন মানে থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছুই আসে যায় না, বুঝলে! ও আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না—এটাই সার কথা! অবশ্য পল

মার্কসের সঙ্গে কিন্তু দেখা করতে রাজি হয়েছে সে, কথাও বলেছে। এর কি মানে হতে পারে, আন্দাজ করার চেষ্টা করো এবার।'

ম্যাট রেনিসনের চেহারায় এমন বিচিত্র একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল এবার যা এর আগে কোনদিনই দেখেনি অ্যাল রেনিসন। বাপের চেহারা দেখে দারুণ একটা ধাক্কা খেল যেন সে, রক্ত সরে সাদা হয়ে গেল ওর ঠোঁট জোড়া, ফ্যাকাসে হল চেহারা। বাবাকে যেন অচেনা কোন লোক বলে মনে হচ্ছে এখন। মানুষটা হঠাৎ দানব হয়ে গেছে, এখন তার মধ্যে ভাল বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই।

'নির্বোধ কোথাকার!' কর্কশ কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠল ম্যাট রেনিসন। 'লিয়া—আমার মেয়ে হয়ে এমনটা করতে পারল লিয়া—আশ্চর্য—নিজের বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াল? দাঁড়াও ওকে আমি—'

'না, ওকে কিছুই করতে পারবে না তুমি,' দেয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল অ্যাল, তারপর ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে এল সামনে। বাবার চেয়ে বেশ লম্বা সে, র‍্যাঞ্চারের সামনাসামনি হবার পর মনে হল ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে বুঝি তার মাথা।

অ্যালের মাঝে এক ধরনের দুর্বলতা ছিল এতদিন, কিন্তু এখন যেন হঠাৎ নতুন এক শক্তির আমদানি ঘটেছে তার বুকে, ঠোঁট আর থুতনিতে তার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। কোন রকম রাখঢাক না রেখে কথা বলতে শুরু করল আবার অ্যাল।

'লিয়ার যা ইচ্ছা করুক, ওকে ঘাঁটাতে পারবে না তুমি, ব্যস! কোন রকম হুমকি বা ধমক দিতে যেয়ো না ওকে। গালমন্দ করবে না, ভয় দেখানোর চেষ্টাও করবে না! ঠিক আছে? পল মার্কস মিথ্যা বলেনি, লিয়া আমাদের তুলনায় অনেক বড়, ওর ছায়া মাড়ানোর যোগ্যতাও আমরা রাখি না। আমাদের জীবনে মূল্যবান বলে যদি কিছু থেকে থাকে সেটা ছিল লিয়া। আমরা ওকে হারিয়ে ফেলেছি, আমাদেরই দোষে; লিয়ার কোন দোষ নেই। আমি চাই না তুমি ওকে কোন রকম বাজে কথা বলো, বাবা!'

বাপ-বেটা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে, পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, পরস্পরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছে আজ, কঠিন বাস্তবতার আলোয়। নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারের চিন্তা যদি ম্যাট রেনিসনকে অন্ধ করে না রাখত তাহলে হয়ত আজকের ঘটনার পর অ্যালকে নিয়ে গর্ব করতে পারত সে, সত্যিকার গর্ব কি বুঝতে পারত; কেন না বখে যাওয়া ব্যক্তিত্বহীন অপদার্থ ছেলেটা আজ সহসা প্রকৃত পুরুষ মানুষে পরিণত হয়েছে, এখন ওর দৃষ্টিতে কাঠিন্য, আতঙ্কের কোন অস্তিত্ব নেই সেখানে; গোটা পরিস্থিতি যেন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গেছে সে। নিষ্ঠুর কঠিন বাস্তব যাবতীয় দুর্বলতা দূর করে অ্যালকে সাহসী পুরুষে পরিণত করেছে। গভীর অন্ধকার কোন গহ্বর থেকে যেন উদ্ধার পেয়েছে সে, আপন মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু অ্যালের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে হতাশ হল ম্যাট রেনিসন, হালকা হয়ে গেল তার মন, নিজের কাছেই নিজেকে বুড়ো অথর্ব মনে হতে লাগল।

অ্যাল আবার র‍্যাঞ্চারকে বলল, 'লিয়াকে কোন কথাই বলতে পারবে না তুমি!'

ঘুরে দাঁড়াল সে, দরজা খুলে অবিচল পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

পরদিন বেশ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়ল অ্যাল রেনিসন। আসলে রাতে ভাল ঘুম হয়নি ওর। মাঝ রাত পর্যন্ত জেগেই ছিল বলতে গেলে। অনেক দিন যাবৎ ওর কাছে জীবনযাপন ছিল একেবারে সহজ স্বাভাবিক; কিন্তু সহসা তা কঠিন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে চোখের সামনে। হঠাৎ পরিবর্তনের একটা বাঁকে নিজেকে আবিষ্কার করেছে সে, সঠিক পথটা বেছে নেয়ার ওপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ওর ভবিষ্যৎ; পথ বেছে নিতে গিয়ে কোনরকম ভুল করা চলবে না, কারণ তাহলে আর কোনদিন ফিরে আসার উপায় থাকবে না।

ওর জন্যে হিসাব নিকাশের সময় ছিল রাতটা। সত্যি যত কঠিন আর তিক্ত হোক না কেন তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ওকে, পিছু হটা যাবে না, ব্যাপারটা ওর জন্যে অত্যন্ত জরুরি।

অন্ধকার কামরায় শুয়ে শুয়ে তা-ই করল ছেলেটা, অনেক ভেবে অবশেষে মনস্থির করতে পারল; ফলে অনেকটা স্বস্তি খুঁজে পেল মনে, ঘুম নেমে এল চোখের পাতায়।

ধূসর কুয়াশা-ভেজা সকালে কুক-শ্যাকে এসে ঢুকল অ্যাল রেনিসন, হাত মুখ ধুয়ে স্টোভের কাছে এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল। নীরবে ডিফ ব্লেয়ারের নাশতা তৈরির কাজ দেখতে লাগল।

তিন ফ্লোরেন যখন তাদের রাইডারদের নিয়ে কুক-শ্যাকে ঢুকল তখন টেবিলে বসে খাচ্ছিল অ্যাল।

এরা, ভাবল সে, বিশেষ করে ফ্লোরেনরা, এমন এক পরিকল্পনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত যেটাকে হঠাৎ করে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে ও। ওরা ফুপাত ভাই হয় ওর, অনেক পুরনো সঙ্গী, কিন্তু এখন সবকিছু নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে অ্যাল, তাই ফ্লোরেনরাও নতুন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হল চোখের সামনে। এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না আর। ফুপাত ভাই হয়েছে তো কি!

গার্ড ফ্লোরেন কঠিন স্বভাবের লোক, সবার ওপর মাতব্বরি ফলাতে চায়, তাকে সহ্য করা বেশ কঠিন; স্পেন্স শান্ত কিন্তু বিপজ্জনক, তার চোখে রাজ্যের শয়তানি খেলা করছে সর্বক্ষণ; জন অন্য দুভাইয়ের তুলনায় বয়সে অ্যালের প্রায় সমান, বড় ভাইদের ব্যর্থ অনুকরণের প্রাণান্ত চেষ্টা করতে গিয়ে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে দিনকেদিন, তাছাড়া ছেলেটার মধ্যে গুণ্ডামি করার একটা প্রবণতা

আছে!

হ্যাঁ, এখন ফ্লোরেনদের আসল চেহারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে অ্যাল রেনিসন। ও বুঝতে পারল লিয়া, ওর বোন, ওদের পছন্দ করে না কেন!

গার্ড আর স্পেন্স খুব একটা আমল দিল না অ্যালকে, ওদের তাচ্ছিল্য আর অসন্তোষভরা দৃষ্টি অ্যালের মনের আগুনকে আরও উস্কে দিল যেন।

কিন্তু এত অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারল না জন, ষণ্ডামির একটা প্রমাণ দিতে হবে না! অ্যালের পাশেই বেঞ্চে দুপাশে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল সে, তারপর ওর কাঁধে দুহাত রেখে সজোরে ধাক্কা মারল আচমকা।

'সরো তো, পেয়ারের ভাই আমার!' বলল সে, 'অনেক বেশি জায়গা নিয়ে বসে আছ তুমি!'

বেঞ্চের শেষ প্রান্তে বসেছিল অ্যাল, এধরনের কিছু ঘটতে পারে ভাবেনি, নিজেকে বাঁচানোর কোন সুযোগই পেল না, বেঞ্চ থেকে দড়াম করে উল্টে পড়ে গেল নিচে।

ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল জন ফ্লোরেন, ঠা ঠা হাসছে, সারা ঘর কাঁপছে তার হাসির ধাক্কায়!

অন্ধ ক্রোধে চট করে উঠে পড়ল অ্যাল, দাঁড়াল দৃঢ় ভঙ্গিতে, পরক্ষণে মুঠি পাকিয়ে জনের মুখ বরাবর ধাঁই করে একটা ঘুসি ঝেড়ে দিল। বেমক্কা মার খেয়ে টেবিলের ওপর পড়ে গেল জন, ওখানেই প্রায় বিহ্বল চেহারায় এক মুহূর্ত পড়ে থাকল সে নিশ্চল। আর হাসছে না, তার বদলে অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে টেবিল ছেড়ে ঝটপট সোজা হল আবার, ভুলে গেল বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়েছে, উল্টে পড়ে গেল ওটা, সেই সঙ্গে পড়ল জনও; চার হাত পায়ে ভর দিয়ে বসল সে, পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল আবার। রেগেমেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যালের ওপর। তার মোকাবিলায় এগিয়ে গেল অ্যাল রেনিসন; দুহাতে ঘুসি হাঁকাল।

পরস্পরকে ঝাপ্টে ধরল ওরা, ক্রমাগত প্রচণ্ড ঘুসি হানতে লাগল একে অপরকে। হঠাৎ অ্যালের গলা জড়িয়ে ধরল জন ফ্লোরেন, ধাক্কা মারার জন্যে ওর শরীরের নিচে নিজের নিতম্ব ঠেকানোর প্রয়াস পেল। নিচে ফেলে দিতে চায় অ্যালকে। কিন্তু তাকে ব্যর্থ করে দিল অ্যাল।

পাক খেতে লাগল ওরা, আগুপিছু করতে লাগল, তাল হারিয়ে ফেলেছে। কেউই খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। আচমকা দেয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা, ছিটকে সরে এল আবার। আলাদা হল পরস্পর থেকে।

ওপর দিয়ে একটা ঘুসি চালাল এবার জন ফ্লোরেন। অ্যালের ঠিক কপালে লাগল আঘাতটা। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল ও, ঝাঁকি খেল একটা, ব্যথাও পেল। সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে চট করে অ্যালের চোখের নিচে আরেকটা ঘুসি বসিয়ে দিল জন। আছড়ে পড়ল অ্যাল রেনিসন। বুনো শুয়োরের

মত আবার তেড়ে এল জন। সবুট লাথি মারতে গেল সে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করল ডিফ ব্লেয়ার, একটা আয়রন স্কিলেট তুলে নিল সে। কিন্তু বুট চালানোর কোন সুযোগ পেল না জন ফ্লোরেন। সহজাত প্রবৃত্তি যেন অ্যালকে বলে দিল কি করতে হবে। চট করে একটা গড়ান দিয়ে নিজেকে জনের বাড়িয়ে দেয়া পায়ের নাগালের বাইরে সরিয়ে নিল, মাঝপথে ঠেকিয়ে দিল জনের পাটা, মুচড়ে দিল; দড়াম করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জন ফ্লোরেন।

জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল অ্যাল।

হঠাৎ নিজের মধ্যে খুশির একটা জোয়ার অনুভব করে অবাক হয়ে গেল ও। জনের আঘাতগুলো মাটিতে ফেলে দিয়েছে ওকে, হাজার তারার নাচন দেখিয়েছে চোখে; কিন্তু তবু, আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর মনে তার কোন ছাপই পড়েনি; বরং মাথাটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আর কোন কিছুর ভয় করছে না সে, বরং সারা শরীরে সীমাহীন একটা শক্তির জোয়ার বইতে শরু করেছে যেন। ঝামেলা চুকিয়ে ফেলার জন্যে আর সময় নষ্ট করতে চাইল না অ্যাল।

আবার ওর কপালে আঘাত হানার জন্যে ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এল জন ফ্লোরেন, খেয়াল করল অ্যাল, বাউলি কেটে এড়িয়ে গেল আঘাতটা, সেই সঙ্গে শরীরের সব শক্তি জড়ো করে জনের মুখে মুখে বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি বসিয়ে দিল।

মার খেয়ে জায়গায় জমে গেল গুণ্ডাটা। অশ্রাব্য খিস্তি বন্ধ হয়ে গেল, যেন গ্যাস ভর্তি একটা বোতলের মুখে ছিপি এঁটে দেয়া হয়েছে।

জীবনে এত জোরে আর কাউকে মার দেয়নি অ্যাল রেনিসন। দারুণ চোট পেয়েছে জন ফ্লোরেন। মারের চোটে ঠোঁটজোড়া থেঁতলে গেল তার, রক্ত আর মাংসের একটা পিণ্ডে পরিণত হল চেহারাটা। দুকদম পিছিয়ে গেল সে এবার, মুহূর্তের জন্যে দুলল যেন সুতোয় বাঁধা একটা পুতুল, রবারের মত শিথিল হয়ে গেল তার পা দুটো।

নিজের ক্ষমতা আর সাফল্য আবিষ্কার করে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল অ্যাল রেনিসন। নিজের অজান্তেই লাফিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল ও, নিঃশব্দ আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে। শিকারির মত এসে দাঁড়াল জনের সামনে। বাম দিকে পা ফেলার ভঙ্গি করে ধাক্কা দিল জনকে, তারপরই মুখে ঘুসি মারার ভান করল, হাত তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে গেল জন। এই সুযোগে ঝুপ করে বসে পড়ল অ্যাল, জনের ঠিক পেট বরাবর ডান হাতে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। থরথর করে কেঁপে উঠল জনের পেটের পেশীগুলো, শিথিল হয়ে গেল। যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে উঠল জন, শুনতে পেল অ্যাল। সামনের দিকে ভাঁজ হয়ে গেল জনের শরীর। চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল অ্যাল, পটাপট দুটো আঘাত হানল প্রতিপক্ষের চোয়ালে। আর পারল না জন, লুটিয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। সারা ঘর থরথর করে কেঁপে উঠল।

ডিফ ব্লেয়ার এমনিতে বেশি কথা বলে না, কিন্তু এবার তীক্ষ্ণ চিৎকার করে

উঠল সে।

'পিষে ফেল ওকে, বয়!' বলল, 'একদম শেষ করে দাও! আরেকটু হলেই ও তোমাকে খুন করে ফেলত। উচিতশিক্ষা দিয়ে দাও!'

স্পেন্স ফ্লোরেন বাদে আর কেউ ডিফ ব্লেয়ারের কথায় কর্ণপাত করল না। পাঁই করে বাবুর্চির দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে, ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেছে হিংস্র ভঙ্গিতে; তবে তাতে মোটেও দমল না বুড়ো বাবুর্চি, বেপরোয়া ভঙ্গিতে নাচাতে লাগল স্কিলেটটা, আরও একবার চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওকে পিষে মারো, বয়!'

কিন্তু তেমন কিছু করতে গেল না অ্যাল রেনিসন। জন আবার উঠে দাঁড়ানোর অপেক্ষা করতে লাগল ও। কিঞ্চিৎ ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, হাঁটু দুটো সামান্য ভাঁজ হয়ে আছে, দুহাত মুঠি পাকানো, ঘুসি হানার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখাল না জন ফ্লোরেন। মেঝের ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে পড়েই থাকল। থুতনিটা ঝুলে পড়েছে তার, থলথল করছে; বাতাসের জন্যে রীতিমত হাঁসফাঁস করছে সে, খাবি খাচ্ছে যেন ডাঙায় তোলা মাছ! বিস্ফারিত চোখে অ্যাল রেনিসনের দিকে একবার তাকাল সে, ঘৃণায় কালো হয়ে গেছে চেহারা। এক হাঁটুতে ভর দিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল এবার, নিমেষে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে থাবা চালাল অ্যাল রেনিসন। খপ করে জনের কব্জি ধরে ফেলল, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি মারল, পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিল সশস্ত্র হাতটা। আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ করে উঠল জন ফ্লোরেন, হাতের মুঠি পিছলে পড়ে গেল পিস্তল। হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে সোজা করে দাঁড় করাল অ্যাল, পরমুহূর্তে এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দিল দেয়ালের দিকে, তারপর প্রথমবারের মত মুখ খুলল সে।

'হতচ্ছাড়া বাকোয়াজ! ডরপুক, হারামজাদা!'

বলেই ফের ঘুসি চালাল ও। দু-দুবার দেয়ালের কাছে থেকে সরে আসার প্রয়াস পেল জন ফ্লোরেন, দুবারই ঘুসি মেরে তাকে ফের আগের জায়গায় পাঠিয়ে দিল অ্যাল, দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে বুঝি! পাক খেতে শুরু করল জনের মাথা। দারুণ এক রকম অবসাদ ভর করল তার শরীরে, কেমন যেন শিথিল হয়ে আসতে শুরু করল সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

আবার তার মুখের ওপর আধমনি একটা ঘুসি হানল অ্যাল। শেষ হয়ে গেল মারপিট। দেয়াল ঘেঁষে পিছলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জন ফ্লোরেন। অসহায়ের মত গোঙাচ্ছে।

এবার ঘুরে কামরার অন্যদের মুখোমুখি হল অ্যাল রেনিসন। ওর নাক থেকে লাল একটা ধারা নেমে আসছে, রক্ত! একটা চোখ ফুলে উঠছে দ্রুত; জন যেখানে আঘাত করেছিল কপালের সে-যায়গাটা মারাত্মক রকম লাল বর্ণ ধারণ করছে খুব তাড়াতাড়ি। গার্ড ফ্লোরেন এমনভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে ,যেন অবিশ্বাস্য

একটা ব্যাপার এইমাত্র নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখে তাজ্জব বনে গেছে। চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে স্পেন্স ফ্লোরেন, ঘৃণা ঝরছে তার দৃষ্টিতে। আর আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ব্লেয়ারের মুখে।

গার্ড ফ্লোরেনের উদ্দেশে এবার অ্যাল বলল, 'তোমার ভাইটাকে বলে দাও এরপর আমার সামনে পড়লেই যেন টুপি খুলে বাউ করে!'

কথা শেষ করে কুক-শ্যাক থেকে বেরিয়ে এল অ্যাল রেনিসন।

ভোরের ধূসর রঙ বদলে গেছে, গাঢ় গোলাপি আর মুক্তোর মত ছাই বর্ণ হয়ে গেছে, পরিষ্কার হয়ে আসছে পুবের আকাশ।

আড়ষ্ট সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে এদিকে আসছিল ম্যাট রেনিসন।

'কি হয়েছে এখানে, অ্যাঁ?' ধমকের সুরে জানতে চাইল সে, 'কারও চিৎকার শুনলাম মনে হয়?'

'হ্যাঁ,' একইভাবে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল অ্যাল, 'শুনেছ।' জানাল। 'এইমাত্র পিটিয়ে লম্বা করে দিয়ে এলাম জন ফ্লোরেনকে!'

বাপকে পাশ কাটাল অ্যাল, সোজা এগিয়ে গেল কোরালের দিকে। কোরাল থেকে একটা ঘোড়া বের করে জিন চাপাল ওটার পিঠে। স্যাডলে চেপে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল। ক্ষত বিক্ষত মুখে কোমল পরশ বোলাচ্ছে ভোরের শীতল হাওয়া। ওঅর্মক্রিকের পথ ধরল অ্যাল।

ছয়

লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের কাজ কর্ম বেশ সন্তোষজনক গতিতে এগিয়ে চলেছে, মোটামুটি একটা নিয়মের মধ্যে পড়ে গেছে কাজের ধারা। তবে সবার মাঝে প্রতি মুহূর্তে এক ধরনের সতর্কতাবোধ কাজ করছে, বিপদের জন্যে তৈরি হয়ে আছে ওরা। ব্রেস স্টিগারদের রেখে যাওয়া রাইডাররাসহ প্রচণ্ড পরিশ্রম করে যাচ্ছে সবাই, ফলে দ্রুত এগোচ্ছে নতুন বাংকহাউস তৈরির কাজ। একের পর এক কাটা হচ্ছে গাছের গুঁড়ি, সাইজ করা হচ্ছে, তারপর দড়ি দিয়ে বেঁধে নির্মাণ-স্থানে নিয়ে আসছে ওরা; প্রয়োজনমাফিক ছিদ্র করা হচ্ছে কাঠে, বসিয়ে দেয়া হচ্ছে নির্ধারিত স্থানে। এইভাবে চলছে। অচিরেই দেয়ালগুলো খাড়া হয়ে গেল; কড়িকাঠ বানিয়ে জোড়া দেয়া হল; পেরেক দিয়ে স্প্লিট-শেকগুলোও লাগানো হল যথাস্থানে।

যখনই সময় পাচ্ছে পল মার্কস আর ডাস্টি এলিয়ট একসঙ্গে স্যাডলে চেপে রেঞ্জ টহলে বেরিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে কড়া নজর বোলাচ্ছে ওরা। বিপদের কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা বোঝার জন্যে সবগুলো ট্রেইল পরখ করছে দুজনে।

রাতের নিকষ অন্ধকার ঘণ্টাগুলো পালা করে পাহারা দিয়ে কাটানো হচ্ছে। অপ্রস্তুত অবস্থায় আবার আক্রান্ত হবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় পল মার্কস। আর কারও কাছে বোকা বনতে চায় না।

অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ছাড়াই একে একে দিনগুলো গড়িয়ে যেতে লাগল। জেড কারসন একদিন আশাবাদ প্রকাশ করে বলল, ম্যাট রেনিসন আর ফ্লোরেনদের সম্ভবত বোধোদয় ঘটেছে, সম্ভবত আর জ্বালাতন করতে আসবে না তারা। কিন্তু ওর কিশোরসুলভ আশার গুড়ে বালি মিশিয়ে দিতে দেরি করল না অভিজ্ঞ ডাস্টি এলিয়ট, কঠিন গলায় সে বলল:

'তেমন কিছু যদি আশা করে থাকো তাহলে কপালে ভোগান্তি আছে, আগেই বলে দিচ্ছি! যতক্ষণ বেঁচে আছে আর কেউ তার ঠ্যাংদুটো ভেঙে না দিচ্ছে ততক্ষণ এই দুনিয়া শাসন করার খায়েশ ছাড়বে না ম্যাট রেনিসন। এখনও বেঁচে আছে লোকটা, পা-ও আস্ত আছে, সুতরাং বুঝতেই পারছ তোমার আশা দুরাশামাত্র! আর যদি মনে করে থাকো ফ্লোরেনরা একেবারে সন্ন্যাসী বনে গেছে, তোমাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার, কিড। আমার ধারণা নতুন কোন ফন্দি আঁটছে ওরা। শিগগিরই জানা যাবে সেটা। আমাদের এক মুহূর্তের জন্যেও অসতর্ক হলে চলবে না। নজর খোলা রাখলে আখেরে কাজ দেবে, মনে রেখো।'

কয়েকবার ওদের সঙ্গে দেখা করে গেল ডেপুটি শেরিফ ড্যান অরসন। এখনও জ্যাক পয়ারের কোন হদিস করতে পারেনি সে। উধাও হয়ে গেছে লোকটা।

'একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন লোকটা,' গজগজ করে একদিন বলল ডেপুটি অরসন। 'ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না আমার। পয়ারের মত লোকেরা হঠাৎ বিনা কারণে পালিয়ে যায় না। আমার মনে হয় ম্যাট রেনিসনের সঙ্গে সেদিনের সেই ঘটনাটার পর বোধ হয় ভয় পেয়ে গিয়েছিল পয়ার, তাই তল্লাট ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—আর কোন জবাব তো পাচ্ছি না, আবার এই জবাবটাও মনে ধরছে না আমার। জ্যাক পয়ার আপনমনে থাকত, নিঃসঙ্গ মানুষ, কেউই ঠিক চিনে উঠতে পারেনি তাকে আজ পর্যন্ত। তবে আমি ওকে যতটা দেখেছি অন্তত এটুকু বুঝেছি সহজে ভয় পাওয়ার মত লোক নয় সে!'

'ওর সম্পর্কে আমারও একই ধারণা,' সায় দিয়ে বলল মার্কস। 'পয়ারের অদৃশ্য হবার ঘটনাটায় একটা সূত্র থাকতে পারে, ড্যান। হয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোন সূত্র। কোনভাবে একবার যদি সূত্রটা উদ্ধার করা যায় অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব আমরা। সেজন্যে অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত একটা না একটা সূত্র ঠিকই মিলে যাবে, দেখো।'

'তোমার কাজে লাগার মত একটা খবর দিচ্ছি,' বলল ড্যান অরসন। 'সেদিন

ওঅর-হ্যাচেটে গিয়েছিলাম, এমনি ঢুঁ মারতে আরকি। বাবুর্চি ব্লেয়ার ছাড়া কেউ ছিল না র‍্যাঞ্চে। ব্লেয়ারের সঙ্গে কফি খেলাম আমি, কথাবার্তা হল। অনেক কথা আমাকে বলেছে সে। ফ্লোরেনরা আর তাদের ভাড়াটে রাইডাররা নাকি ওঅর-হ্যাচেটেই থাকে এখন। ব্লেয়ারের ধারণা, বিশেষ কোন ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, তবে সেটা কি পরিষ্কার করে বলতে পারেনি সে। আরেকটা কথা বলেছে আমাকে ব্লেয়ার, সেদিন সকাল বেলা অ্যাল রেনিসনের সঙ্গে নাকি লাগতে গিয়েছিল জন ফ্লোরেন। তাকে মেরে একেবারে ভর্তা করে ছেড়েছে অ্যাল। শুনে অবাক হয়ে গেছি আমি। ব্লেয়ার বলল, অ্যাল রেনিসন এমন বেধড়ক মার মেরেছে জনকে যে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারেনি সে। একেবারে শেষ করে দিয়েছে জন ফ্লোরেনকে। ব্লেয়ার আরও বলল: অ্যাল তারপর আর বাপের কথায়ও আমল দেয়নি। হঠাৎ করে একেবারে ভাল ছেলেটি না হয়ে গেলেও তার মাঝে অন্তত লক্ষণগুলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে—দাবি করেছে ব্লেয়ার।'

'অ্যালের ভাল না হবার তো কোন কারণ নেই,' মাথা দুলিয়ে বলল পল মার্কস, 'লিয়া রেনিসনেরই তো ভাই সে। যদি বোনের ভাল গুণগুলোর ছিটে ফোঁটাও পেয়ে থাকে চেষ্টা করলেই ভাল হয়ে যেতে পারে সে আর সবার তুলনায়। আসলে এতদিনে পৃথিবীর আসল চেহারা দেখতে পেয়েছে অ্যাল, জীবনের আসল মানে বুঝতে শুরু করেছে। অ্যালের মত মানুষের বেলায় যখন এমনটা ঘটে তখন হয় সে একেবারে ফেরেশতা হয়ে যায় নয়ত বরবাদ হয়ে যায় পুরোপুরি। লিয়ার স্বার্থে আমি প্রার্থনা করি অ্যালের বেলায় যেন প্রথমটাই ঘটে।' আশাবাদ ব্যক্ত করল মার্কস।

হঠাৎ একদিন দূরে, নিচের সমভূমিতে দীর্ঘ অথচ মাটি-ছোঁয়া গাঢ় একটা ধুলোর রেখা সৃষ্টি হতে দেখা গেল। একনাগাড়ে ঢাল বেয়ে পাহাড়ী এলাকার দিকে এগিয়ে আসছে রেখাটা। ওই বালির মেঘের আড়ালেই রয়েছে কয়েক শো সাদামুখো গরুর এক বিশাল পাল। পয়েন্ট, ফ্ল্যাংক আর ড্র্যাগে রাইডাররা যার যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে ক্লান্তিহীন। আনুমানিক মাইলখানেক পুব দিয়ে ওঅর্ম ক্রিক শহরকে পাশ কাটিয়ে এল গরুর পালটা, তবে খুরের চাপা শব্দ ঠিকই শোনা গেল শহর থেকে। সবাই বুঝল সামার-রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সমভূমির গরু, এবার বেশ আগেভাগে!

পাহাড়ী এলাকার প্রথম চড়াইয়ের কাছে পৌঁছুল বিশাল পালটা, ঢাল বেয়ে ওপড়ে উঠতে শুরু করল, জলজ্যান্ত কোন নদীর মত, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে আকার।

রাইডারদের একজন তার ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে সামনে বাড়ল, অতিক্রম করল গরুর পালটা, তারপর দ্রুত এগোল লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের

উদ্দেশে। র‍্যাঞ্চে পৌঁছুল সে, পল মার্কসকে বলল, 'ব্রেস স্টিগার আর কার্লাইল প্রায় একহাজার গরু নিয়ে কিংফিশার ক্রিকের উদ্দেশে এগিয়ে আসছে। ট্রেইলটা এখনও খোলা আছে কিনা জানতে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে ওরা।'

'হ্যাঁ, এখনও খোলা আছে,' জানাল মার্কস, 'খোলাই রাখব আমরা,' তাকে আবার জানাল। 'ড্রাইভ শেষ করার কাজে সব রকম সহযোগিতা পাবে তোমরা—চিন্তা কোরো না!'

যেপথে এসেছিল সেপথেই আবার দ্রুত ফিরে গেল রাইডার।

পল মার্কস, ডাস্টি এলিয়ট আর লেযি-এমে অবস্থানরত সমভূমির চারজন রাইডার চটপট যার যার ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল, উঠে বসল তাতে। জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিংয়ের ওপর র‍্যাঞ্চ পাহারার দায়িত্ব দেয়া হল। ওদের দিকে তাকিয়ে অমায়িক হাসল মার্কস।

'দেখো, কিডস্, আবার গুবলেট করে ফেলো না যেন!' সতর্ক করল ও।

দুই তরুণ কাউবয় লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল যেন।

'এবার যদি জ্বালাতে আসে কেউ জন্মের শিক্ষা দিয়ে দেব!' ওয়াদা করল জেড কারসন।

সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেল পল মার্কস, গরুর পালের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে।

ড্র্যাগ থেকে সরে সামনে চলে এসেছে ব্রেস স্টিগার, তার পোড় খাওয়া চেহারায় পুরু ধুলোর আস্তরণ, গম্ভীর দেখাচ্ছে ক্যাটলম্যানকে।

'এখনও কোন ঝামেলা হয়নি,' বলল স্টিগার, 'তবে সামনে কি অপেক্ষা করছে কে জানে? কেন যেন এবার কু গাইছে আমার মন। ড্রাইভটার ভবিষ্যৎ সুবিধার মনে হচ্ছে না। আমরা সফল হলে ম্যাট রেনিসন আর ফ্লোরেনরা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, শিক্ষা হয়ে যাবে ওদের। তারমানে এখন আমাদের পিছু হটার জো নেই। মুহূর্তের জন্যেও থামা যাবে না।'

'লেযি-এম থেকে ওদের তাড়িয়ে দেয়ার পর থেকে আর কোনরকম সাড়া শব্দ পাইনি, ব্রেস,' বলল মার্কস। 'হয়ত ধরে নিয়েছে এখেলায় টেকা সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে, কিংবা কুটিল কোন ফন্দি আঁটছে বসে বসে—শিগগির বোঝা যাবে কোনটা।'

ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারে ব্যস্ত এখন সবাই। খেলা শুরু হয়ে গেছে। যার যার ঘোড়া ধরে স্যাডল চাপাচ্ছে রাইডাররা।

ক্লান্ত অবসন্ন একটা ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খসিয়ে আরেকটা তরতাজা ঘোড়ার পিঠে চাপানোর কাজে ব্যস্ত স্পেন্স ফ্লোরেন, কাজ করতে করতেই কাঁধের ওপর দিয়ে ম্যাট রেনিসনের দিকে তাকাল সে, যথারীতি সংক্ষিপ্ত চাপা কণ্ঠে

বলল:

'তুমি ঠিকই অনুমান করেছিলে। বিশাল এক পাল গরু নিয়ে আসছে ফ্ল্যাট-রেঞ্জ র‍্যাঞ্চাররা। আমার অনুমানে যদি ভুল না হয় কমসেকম হাজার খানেক গরু আছে ওই পালে,' জানাল সে, 'সন্দেহ নেই কিংফিশারের দিকে যাচ্ছে ওটা।'

ম্যাট রেনিসনের কঠিন বাদামী চোখে এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল। 'আরও অনেক আগেই এ ধরনের একটা কিছু করে ফেলা উচিত ছিল আমাদের,' বলল সে, 'কাজের কাজ বাদ দিয়ে খামোকা কথা খরচ করে দারুণ ভুল করেছি। আজ সেটা শোধরাব। গরুর পাল্টা বড় হওয়ায় আমি খুশি হয়েছি।' চাপা উল্লাস টের পাওয়া গেল তার কণ্ঠে।

'অত বড় একটা পাল ঠেকানো সহজ হবে না,' বলল রাইডারদের একজন। 'এক হাজার গরু একসঙ্গে দৌড় শুরু করলে, যদি খেপে যায়, ওদের ঘুরিয়ে দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সামলানো যাবে না।'

'ওপর দিকে না এসে নিচের দিকে দৌড়ালেই চলবে,' বলল রেনিসন, 'হাজার খানেক গরুর স্ট্যামপিডে পড়লে যদি পছন্দ করার সুযোগ পাও কোথায় থাকতে চাইবে তুমি—ওপরে না নিচে?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাঞ্চার।

'অবশ্যই ওপরে,' বলল রাইডার।

'ঠিক। আমরাও ওপরেই থাকব আর আমাদের শত্রুরা থাকবে নিচে!'

গতি মন্থর হয়ে এসেছে গরুর পালের, প্রতি পদক্ষেপে এখন ওপরে উঠতে হচ্ছে জানোয়ারগুলোকে। গরুর বিশাল পালটার আকার বদলে গেছে, ছোট হয়ে আসছে লম্বায়, আর ক্রমশ চওড়া হয়ে যাচ্ছে দুপাশে। গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ওগুলো, তাছাড়া আশপাশে ক্রিক থেকে বেরিয়ে আসা ছোটখাট অসংখ্য শাখা রয়েছে, তিরতির করে পানি নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, তৃষ্ণার্ত গরুগুলো পানি খাওয়ার জন্যে প্রলুব্ধ হচ্ছে; পাল ছেড়ে সরে যাবার চেষ্টা করছে ওগুলো; আবার কিছু কিছু গরু ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার খাটুনি থেকে বাঁচতে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ বাছতে গিয়ে ইতিউতি সরে যাবার পাঁয়তারা করছে, কোনাকুনিভাবে এগিয়ে খাড়া ঢাল এড়াতে চাইছে। ওদের সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রাইডাররা, প্রচণ্ড পরিশ্রমে ঘোড়াগুলোর দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

পয়েন্টে মাত্র দুজন রাইডার রয়েছে এখন, আর বাকি সবাই ফ্ল্যাংক আর ড্র্যাগে ব্যস্ত। গরুর পালের প্রতিবাদের আওয়াজ প্রবল হয়ে উঠেছে। গাছপালার নিচ দিয়ে রিজ বরাবর একটানা ডাক ছাড়তে ছাড়তে ওপরে উঠছে জানোয়ারগুলো। গরুর পালের নিরেট আকারটা ভেঙেচুরে যাচ্ছে দ্রুত, ছড়িয়ে পড়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখা তৈরি করে এগোতে শুরু করল ওগুলো। কোন বেঞ্চল্যান্ড বা কোন খুদে মাঠে পৌঁছে এক হয়ে যাচ্ছে, সরু রেখার

মতো এগিয়ে যাচ্ছে আবার গাছপালার ভেতর দিয়ে। ক্রমেই উঠে যাচ্ছে ওপরে।

গরুগুলোর প্রতিবাদ ছাপিয়ে রাইডারদের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। একটা গরুও যাতে খোয়া না যায় সে চেষ্টা করছে তারা। ঘর্মাক্ত পনিগুলো দিয়ে ধাক্কা মারছে সরে আসা গরুগুলোকে, রিয়াটার প্রান্ত ক্রমাগত আঘাত হানছে একগুঁয়ে জানোয়ারগুলোর পাঁজরে।

বেয়াড়া গরুগুলোকে লাইনে আনতে ক্ষণে ক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে রাইডার আর ঘোড়াগুলো। ক্রিকের পানিতে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দ হচ্ছে খুরের আঘাতে। এলাহি কারবার!

গাছপালার নিচে পুরু হয়ে জন্মেছে জংলী ছত্রাক, খুরের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে এসব জায়গায়; কিন্তু খাড়া রিজের ঢালের মাটি শক্ত, খুরের আওয়াজ প্রবল হয়ে যাচ্ছে ওখানে। ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে। মন্থর গতিতে গাছপালার পাতার ফোকর গলে নেমে আসা সূর্যের আলোয় হেঁয়ালী সৃষ্টি করছে ক্ষণিকের জন্যে, তারপর আবার থিতিয়ে যাচ্ছে।

কাউহ্যান্ডের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যখন প্রয়োজন হচ্ছে তখনই ফ্ল্যাংক কিংবা ড্র্যাগে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে পল মার্কস। যখনই দরকার হচ্ছে বাড়তি শ্রম দিচ্ছে।

এক সময় ও লক্ষ্য করল লেযি-এম আউটফিটের গরুও ব্রেস স্টিগারের ফ্ল্যাট-এস আর জো কার্লাইলের সি-ইন-আ-বক্স ব্র্যান্ডের গরুর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ওটা অবশ্য সাধারণ ঘটনা, জানে ও; যখনই বড় কোন পাল অন্য রেঞ্জের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এমন ঘটে থাকে। বড় পালের বোধ হয় এক ধরনের আকর্ষণী ক্ষমতা থাকে, ছড়ানো-ছিটানো গরুগুলোকে গিলে নেয়। আগেও এমন হতে দেখেছে মার্কস।

এ অঞ্চলে এটা কোন সমস্যা নয়। কারণ লেযি-এম স্টাফ মৌসুমে এলে আপনাআপনি উঁচু সামার-রেঞ্জের দিকে এগিয়ে যায় আস্তে আস্তে। কোন ব্যতিক্রম হয় না। আগামী ফল-এ রাউন্ড-আপ করার সময় ব্র্যান্ডগুলো আলাদা করে যার যার রেঞ্জে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আবার।

আসলে জরুরি কাজ হচ্ছে পালটাকে রিম পার করে ওধারে তাজা ঘাসে ঢাকা মালভূমিতে পৌঁছে দেয়া। কাজটা কঠিন। তাছাড়া এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। হঠাৎ কেন যেন এক ধরনের জরুরিত্ব অনুভব করল পল মার্কস, দ্রুত সারা দরকার কাজটা। কেউ যেন মনের ভেতর থেকে সাবধান করে দিতে চাইছে ওকে—জলদি, জলদি করো! তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর চেহারার ভাঁজগুলো।

এই পালটার অস্তিত্ব কিংবা গন্তব্য কোনটাই ম্যাট রেনিসনের অজানা থাকার কথা নয়। বছরের পর বছর এই মৌসুমে ড্রাইভটা বন্ধ করার চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে রেনিসন। সমভূমির গরু গ্রীষ্মে যাতে সামার-রেঞ্জে যেতে না পারে, এটাই

চায় সে। ব্যাপারটা অব্যাহত থাকলে ওঅর-হ্যাচেট আর ফ্লোরেন রেঞ্জ এক করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। আর সেটা করতে না পারলে চেরোকি রেঞ্জের ওপর জাঁকিয়ে বসার উদ্ভট স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না—অলীক এক স্বপ্নই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত! সুতরাং ড্রাইভটা ঠেকানোর চেষ্টা করাই তার জন্যে স্বাভাবিক এবং করবেও, ভাবল মার্কস। কিন্তু কখন?

বিল মোরহেডের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ম্যাট রেনিসনের সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্নের একটা সম্পর্ক না থেকে পারে না। পিট রোডসের বেলায়ও একই কথা খাটে। রেনিসন আর তার হতচ্ছাড়া ভাগ্নে ফ্লোরেনরা হাল ছেড়ে না থাকলে, রেঞ্জ দখল করার ইচ্ছাটা না মরে গিয়ে থাকলে এই ড্রাইভ ঠেকানোর জন্যে কিছু একটা করতেই হবে তাদের। আর রেনিসনের মত মানুষ হাল ছেড়ে দিয়েছে—একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না মার্কস। লোকটা মোটেও তেমন নয়। ফ্লোরেনরা দ্বিধান্বিত হয়ে উঠতে পারে, অসম্ভব নয়; দুর্বল হয়ে যেতে পারে তারা; কিন্তু রেনিসনের বেলায় তার প্রশ্নই আসে না। খ্যাপাটে লোক সে, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবে সে।

ব্রেস্ট স্টিগারকে খুঁজে বের করল মার্কস, নিজের অস্বস্তির কারণ জানাল তাকে।

'হয়ত ম্যাট রেনিসনকে একটু বেশি ভয় পাচ্ছি আমি,' বলল ও, 'আসলে হয়ত অতটা ভয়ঙ্কর নয় সে। আমি হয়ত একের পর এক অনেক অঘটন দেখে এখন ছায়া দেখেই চমকে উঠছি। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছি না, নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে রেনিসন। অবশ্য বলা যায় না, নিতেও পারে! এমনও হতে পারে লিয়া বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় আর অ্যাল বেঁকে বসায় হুঁশ ফিরেছে তার, হয়ত বুঝতে পেরেছে এত কিছু করে সে যা পাবার আশা করছে তার তুলনায় অনেক বেশি হারাতে হবে তাকে। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে এত সহজে লাইনে আসার বান্দা রেনিসন নয়। অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সে, বড় বেশি স্বার্থপর। রাজ্য দখল করা অথবা শেষ হয়ে যাওয়ার নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। আর একারণেই বিনাবাধায় আমাদের গরুর পাল রিম পার করে সামার-রেঞ্জে নিয়ে যেতে দেবে না সে। কারণ তার মানে হবে হার স্বীকার করে নেয়া। তাহলে সবার সমর্থন হারাতে হবে তাকে, এমনকি ফ্লোরেনরাও তাকে ছেড়ে চলে যাবে, শেষ হয়ে যাবে সে; কিন্তু রেনিসনের মত লোক কোনদিনই হার স্বীকার করবে না।'

মুখের ঘাম আর বালি মুছতে মুছতে রিমের চূড়ার দিকে তাকাল স্টিগার।

'প্রায় অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে এসেছি আমরা,' বলল সে। 'আর ঘণ্টা দুয়েক সময় পেলেই রেনিসনের আর কিছু করার থাকবে না। এতদিন ধরে হুমকি দিয়ে আসছে রেনিসন, তার কতটা আসল আর কতটা ভেজাল তা-ই ভাবছি। সত্যিকার

বিপদের সময় অমন অনেক কঠিন লোককেই ভেঙে পড়তে দেখেছি আমি। একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যায়। তবে সাবধান না হলে বোকামি হবে, পল,' আবার যোগ করল সে, 'সামনের দিকটা একটু রেকি করে আসলে বোধ হয় ভাল হত।'

'আমি তা-ই ভাবছিলাম,' মাথা দুলিয়ে বলল মার্কস। 'আমিই যাচ্ছি।'

লম্বা একটা বাঁক নিল মার্কস, গরুর পালের পয়েন্ট পেছনে ফেলে এল, তারপর দ্রুত সামনে হাঁকাল ঘোড়া। একটা রিজের কাঁধ বরাবর এগিয়ে চলল। গাছপালা ক্রমশ পাতলা হয়ে এসেছে এদিকে, গাছের ফোকর দিয়ে রিমটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ফানেলের মত পাস-টাও দেখা যাচ্ছে, রিমের মাঝখান দিয়ে মালভূমির চ্যাপ্টা চূড়ার দিকে চলে গেছে ওটা।

গাছপালার নিবিড় অরণ্য ভেঙেচুরে গেছে ওখানে, মনে হচ্ছে বনভূমি বুঝি জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে শেল আর স্লাইড-রক কান্ট্রির দিকে। চকচেরি আর অ্যাসপেন গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। রিমের নিচের অংশ দখল করে রেখেছে মেহগনির ঝাড়। আকাশ-ছোঁয়া ঋজু নিঃসঙ্গ রিমটা দাঁড়িয়ে আছে, সূর্যালোকিত আকাশের পটভূমিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে চূড়াটা; কিন্তু ওভারহ্যাংগুলোর নিচে নীলচে-কালো ছায়া দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অলস ডানায় ভর দিয়ে একটা শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে, জরিপ করছে চূড়াটা, কোন বাঁক কিংবা খাদ বাদ পড়ছে না ওটার নজর থেকে। সব কিছু দেখার অলৌকিক ক্ষমতা আছে যেন ওটার, ভাবল মার্কস।

ঘোড়া হাঁকিয়ে গাছপালার প্রান্তে চলে এল ও, কিছুই চোখে পড়ল না; কোন শব্দও ভেসে এল না ওপর থেকে। ওদিকে নিচ থেকে গরুর খুরের শব্দ ভেসে আসছে, কাউবয়দের তীক্ষ্ণ চিৎকারও কানে আসছে। দূরের ধোঁয়াটে গাছপালার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুরের ঘায়ে ওড়া ধুলোর মেঘ।

আতঙ্কের কোন কারণ নেই ভেবে স্যাডলে বসে একটা সিগারেট বানাল মার্কস। পরক্ষণে বুঝতে পারল ভুল হয়ে গেছে!

থ্যাচ করে কি যেন এসে আঘাত করল ওর ঘোড়াটাকে, টলে উঠল জানোয়ারটা, থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। ওর ডান হাঁটুর ঠিক সামনে ঘোড়াটার ঘর্মাক্ত কাঁধে একটা ফুটো সৃষ্টি হয়েছে, ফিনকি দিয়ে টকটকে লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে।

আচমকা লুটিয়ে পড়তে শুরু করল ঘোড়াটা, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওটার, যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে কোন কাঁচের পাত্র!

সাত

চেরোকি রিমের পাদদেশে শীতল সকালের ধূসর আবছা আলো ফোটার পর ঘুম ভাঙল জ্যাক পয়ারের, একটা চাদরের ওপর শুয়ে আছে, নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুলো সে, কিন্তু তাতে খুব একটা আরাম লাগল না আর; শেষমেশ তাই উঠে পড়ল ব্ল্যাঙ্কেট ছেড়ে, জুতো জোড়া টেনে নিয়ে পায়ে গলাল। তীক্ষ্ণ ছোবল হানছে শীতল হাওয়া, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার। আনমনে খানিকক্ষণ গাল বকল সে, তারপর আগের রাতের ক্যাম্প ফায়ারের ছাইয়ের গাদার মধ্যে গোটাকুয়েক জ্বলন্ত কয়লার টুকরো খুঁজে পেল, জড়ো করল ওগুলো: এবার অ্যাসপেনের খটখটে শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আনল আশপাশ থেকে, জড়ো করা কয়লার টুকরোর ওপর স্তূপ করল। এবার হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে ঠোঁট গোল করে ফুঁ দিতে লাগল কয়লার আগুনে, জ্বলজ্বল করে উঠল ওগুলো, তেতে উঠল, তারপর ধোঁয়া দেখা গেল ডালপালায়—অচিরেই আগুন জ্বলতে শুরু করল। আগুনটা ঠিকমত জ্বলে উঠতেই তাতে আরও কাঠ এনে ঠেসে দিল জ্যাক পয়ার।

এরপর বেশ কিছু সময় বসে রইল সে, আগুন পোহাতে লাগল, সামনে ঝুঁকে আছে, আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠল শরীরটা। কয়েকদিন দাড়ি গোঁফ না কামানোয় সারা মুখে যেন জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে; পাক ধরেছে তার দাড়ি-গোঁফে; তাই, দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি ছাই মাখিয়ে দিয়েছে। চাপা ভর্তি দাড়ি আর গোঁফের জঙ্গলের নিচে তার থলথলে মুখটা অনেক শুকিয়ে গেছে, শিথিল বলিরেখা দেখা যাচ্ছে কপালে। থুতনির চামড়াও ঝুলে পড়েছে, চোয়ালের মাংস বসে গেছে, ফলে তার নাকটা দেখতে হয়েছে পাখির ঠোঁটের মত, অদ্ভুত লাগছে।

কিন্তু চেহারার যা-ই হোক পয়ারের চোখজোড়া কিন্তু বদলায়নি, আগের মতই আছে, জ্বলজ্বল করছে সারাক্ষণ; এমনকি এই নির্জন পরিবেশেও, সবার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও, চোখের তারায় মনের ভাব ফুটে উঠতে দিচ্ছে না সে, গোপন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আবার সোজা হল জ্যাক পয়ার। উঠে দাঁড়াল। তারপর আগুনের আঁচে কালচে হয়ে যাওয়া একটা কফি পট হাতে নিয়ে কাছের একটা ওঅটর-সীপের উদ্দেশে এগিয়ে গেল, পানি নিয়ে আবার ফিরে এল আগুনের ধারে। পটের গা বেয়ে টুপ্‌টুপ্‌ করে পানি ঝরছে। আগুনের ওপর কফি পটটা বসিয়ে দিল জ্যাক পয়ার। এবার রসদ ভর্তি একটা গানিস্যাকের মুখ খুলে বড়সড় একটুকরো বেকন বের করল, পাতলা পাতলা কয়েকটা টুকরো কেটে নিল ওটা থেকে। পাশাপাশি

সযত্নে সাজাল ওগুলো ফ্রায়িং-প্যানে।

একটা অ্যাসপেন ঝোপের আড়ালে রয়েছে জ্যাক পয়ারের এই ক্যাম্পটা, গাছপালার সীমানা থেকে মৃদু চিঁহি শব্দ করল তার ঘোড়াটা, নিজের উপস্থিতির জানান দিল। গাছপালার সীমানা থেকে খানিকটা নিচুতে পড়েছে ক্যাম্পটা।

খুব সাবধানে ক্যাম্পের জন্যে জায়গাটা বাছাই করেছে জ্যাক পয়ার। ঠিক মাথার ওপর রিমের যে অংশটা পড়েছে সেখান থেকে না তাকালে তাকে দেখার উপায় নেই কারও; আর বছরের এরকম একটা সময়ে অত ওপরে কারও যাবার বা এদিকে তাকানোর আশঙ্কা নেই বললেই চলে। পুরোপুরি নিরাপদ অবস্থান। খটখটে শুকনো কাঠের আগুন জ্বেলেছে পয়ার, খুব একটা ধোঁয়া উঠছে না; যা-ও বা উঠছে, শূন্যে রিমের দিকে চলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে বাতাসে, কোন চিহ্ন থাকছে না আর। সুতরাং ধোঁয়া দেখে কেউ তার অবস্থান টের পাবে, তারও আশঙ্কা নেই।

নাশতা সারল জ্যাক পয়ার, তারপর আয়েশ করে কফি পান করল। পরপর দুটো সিগারেট বানিয়ে শেষ করল ওগুলো প্রচুর সময় নিয়ে। ইতিমধ্যে আগুনটা নিভে গিয়ে ছাইয়ের গাদায় পরিণত হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল পয়ার, পা টিপে-টিপে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরে ক্যাম্পের সীমানার দিকে এগিয়ে গেল। এখানে একটা সঙ্কীর্ণ চিমনি রিমের ঢাল বেয়ে বেশ অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। চিমনি বেয়ে যতটা সম্ভব উঠে এল পয়ার, তারপর জুত করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল নিচের সমভূমি, আস্তে আস্তে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। পুবাকাশে সূর্যের প্রথম ঝলকটা চোখে পড়ল জ্যাক পয়ারের, ক্রমশ গাছপালার মাথার ওপর উঠে এল ওটা; রাতের ভূতুড়ে অন্ধকার আর শীতল ছায়াগুলো ছোট হতে হতে শেষে উধাও হয়ে গেল একেবারে।

ইণ্ডিয়ানদের মত ধৈর্য ধরার পাশাপাশি সারা দুনিয়ার প্রতি এক ধরনের অবহেলা দেখানোর গুণ পেয়েছে জ্যাক পয়ার, কিভাবে কে জানে! ঘণ্টাকে ঘণ্টা চুপচাপ পড়ে থাকতে পারে সে অনায়াসে, অপেক্ষা করতে পারে অনেকক্ষণ। এবারও ঠিক সেরকম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল পয়ার, মনে মনে সমভূমির অধিবাসীরা এখন যে সমস্যাটা নিয়ে আলোড়িত হচ্ছে, হাবুডুবু খাচ্ছে অথৈ সাগরে সেটাই দেখতে লাগল উল্টেপাল্টে। আস্তে আস্তে তার চোখের কোণে এক রকম বিদ্রূপের ছাপ দেখা দিল। হিংস্র ভঙ্গিতে বেঁকে গেল তার ঠোঁটজোড়া। এখন পরিচিত কেউ ওকে দেখলে ভূত দেখার মত চমকে উঠত!

ম্যাট রেনিসনের অনমনীয় অহংকার আসলে মুখোশ মাত্র, ভাবছে পয়ার, তার ঔদ্ধত্যও; রেঞ্জটা দখল করে নিতে চাইছে সে, ক্ষমতার প্রতি লোকটার সীমাহীন লোভ; কিন্তু পল মার্কস ছেলেটা ঠিক তার মুখের ওপর একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, রেনিসনের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনায় বিরাট একটা বাধা হয়ে

দাঁড়িয়েছে সে; ফ্লোরেনরা অবশ্য একদল নিরেট অপদার্থ ছাড়া আর কিছু না, ম্যাট রেনিসনের নোংরা খেলায় ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; তবে সমভূমির র‍্যাঞ্চার ব্রেস স্ট্রিগার আর জো কার্লাইলরা কঠিন মানুষ, এই কঠিন দুনিয়ায় টিকে থাকার প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তারা অবিরাম। রেনিসনের সঙ্গে বিরোধ চলছে তাদের, মার্কস তাদের পক্ষ নিয়েছে। ওরা নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, আর কিছু চিন্তা করার ফুরসত পাচ্ছে না।

এবং ওরা সবাই এরকম একটা অন্তহীন বিরোধে লিপ্ত থাকায়, পরস্পরকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছে বলে একজন আরেকজনকে শেষ করে দিতে চাইছে; ফলে ফায়দা লোটার সবচেয়ে সহজ পথটা নজর এড়িয়ে গেছে আগাগোড়া।

কিন্তু জ্যাক পয়ার এ সুযোগটা ছাড়বে না, পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবে। শুরু থেকেই বড় বড় তাসগুলো নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সে সবার অজান্তে, এবার একটা একটা করে খেলবে, বিনা পরিশ্রমে অনেক টাকার মালিক বনে যাবে!

এ মুহূর্তে অবশ্য খানিকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, তবে সেটা তেমন মারাত্মক নয়, শেষতক সামাল দেয়া যাবে। ওর হাতেই আসবে মাখনটুকু, কেননা, লোকজনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার মত অবস্থানে নিজেকে স্থাপন করার চিকন বুদ্ধি কেবল তারই আছে। বুদ্ধিটা ঠিকমত কাজে লাগিয়ে হিসাব কষে এগোতে পারলেই কেল্লাফতে!

চেরোকি রিমের কঠিন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে নিচের রেঞ্জের ওপর নজর বোলাতে এসব কথা ভাবল জ্যাক পয়ার।

আরও উপরে উঠে এসেছে সূর্যটা। বেলা বেড়েছে। সবকিছু স্পষ্ট হয়ে এল জ্যাক পয়ারের কাছে। এখন আরও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সব।

প্রথমে অনেক নিচে সমতলের সীমানায় শেষ হয়ে যাওয়া অরণ্যের গাঢ় বেষ্টনীটা দেখল, ধুলো দেখা যাচ্ছে ওখানটায়, মিছিলের মত লাগছে।

ওই ধুলোর মানে বোঝার মত বুদ্ধি জ্যাক পয়ারের আছে বটে। একপাল গরু এগিয়ে আসছে এদিকে। প্রচুর সংখ্যক গরু! একটাই মানে হতে পারে এর: ফ্ল্যাট-রেঞ্জের গরু সামার-রেঞ্জে নেয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে ওখানকার র‍্যাঞ্চাররা।

সামান্য নড়ে উঠল জ্যাক পয়ার। অর্থাৎ, ভাবল সে, অ্যাকশন শুরু হতে আর দেরি নেই! উত্তেজনায় ছোট ছোট হয়ে গেল পয়ারের চোখজোড়া, ভাঁজ পড়ল কপালে। সহসা একটা জিনিস চোখে পড়তেই ঘুরে দাঁড়াল সে, সোজা হয়ে গেল উত্তেজনায়, টানটান—সতর্ক।

বেশ দূরে, পুবে অনেকটা ওপরে—গাছপালা যেখানে শেল—কান্ট্রিতে হারিয়ে গেছে—ওখানে, রিমের ঠিক নিচে গাছপালার বেষ্টনীর কাছে বেশ কয়েকটা ঝলক

দেখতে পেল জ্যাক পয়ার; ধাতুর ওপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে, বুঝতে পারল সে।

নিশ্চয়ই কয়েকজন রাইডার রয়েছে ওখানে—দশবার জন তো হবেই! অনুমান করল পয়ার।

রাইডারদের একটা রিজের চূড়ায় উঠে যেতে দেখল পয়ার, অ্যাসপেনে ছাওয়া একটা গালশে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা, আর দেখা গেল না।

নিজের অবস্থান ছেড়ে নিচে নেমে এল জ্যাক পয়ার, ক্যাম্পে ফিরে এল আবার, তারপর সীমানায় গিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে এল, স্যাডল চাপাল ওটার পিঠে। এবার ঘোড়া নিয়ে হাঁটতে শুরু করল, অত্যন্ত সাবধানে পথ বেছে পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে গেল সে, রিমের পাদদেশ বরাবর ঘন হয়ে জন্মানো গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল সতর্ক পদক্ষেপে। এভাবে ঝাড়া এক মাইল এগোল পয়ার, অবশেষে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল! রিমের পাদদেশ থেকে একটা গালশ্ গাছপালার প্রথম সারিটার দিকে সরু চিমনির মত নেমে গেছে। পায়ে হেঁটেই গালশের তলদেশের দিকে নামতে শুরু করল জ্যাক পয়ার। এক সময় গাছপালার আড়ালে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। স্যাডলে উঠে বসল, তারপর পুবদিকে অগ্রসর হতে শুরু করল, সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না ঘোড়ার খুরের।

একসময় সামনে নিচ থেকে প্রথম বারের মত ক্যাটলড্রাইভের অস্পষ্ট শব্দ কানে এল জ্যাক পয়ারের। গরুর পালের এগিয়ে আসার গুমগুম আওয়াজ আসছে, শোনা গেল রাইডারদের অবিরাম হাঁকডাক।

স্যাডল থেকে নেমে পড়ল জ্যাক পয়ার। নিবিড় হয়ে জন্মানো জ্যাক পাইনের একটা ঝোপে ঘোড়াটা লুকাল আগে, তারপর ওটার স্যাডলবুট থেকে বের করে নিল রাইফেলটা। এবার শিকারির মত পা টিপেটিপে এগোল আবার স্থূলদেহী বেঢপ গড়নের মানুষটা—বেহাল অবস্থা, অবিন্যস্ত পোশাক, টুপিটা টেনে নিচে নামানো। গায়ের রঙ-জ্বলা শার্টের নিচে অনবরত সুরসুর করে গড়িয়ে নামছে ঘামের ধারা, ভিজে যাচ্ছে শার্টটা, দাগ পড়ে যাচ্ছে।

হিসাবে গলতি না থাকলে, ভাবল জ্যাক পয়ার, ভুল হবার অবশ্য প্রশ্নই উঠে না—শিগগিরই একটা লড়াই বাধতে যাচ্ছে।

সমতলের গরু এগিয়ে আসছে ট্রেইল বরাবর; ওদিকে রেনিসন বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করছে ওপরে, ওটা রেনিসনেরই রাইডারদের দল, কোন সন্দেহ নেই পয়ারের; গরুর পালের ওপরে অবস্থান নিচ্ছে তারা; গরুর পালটাকে সামার-রেঞ্জ যেতে দেবে না, বাধা দেবে।

হ্যাঁ, যুদ্ধ করতে যাচ্ছে দুদল গবেট! কোন চালাক-চতুর লোক যদি এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটার সময় কাছেপিঠে থাকে, মাথাটা একটু খাটাতে পারলেই

কেল্লাফতে হয়ে যায়!

অবশেষে মনের মত একটা জায়গা খুঁজে পেল পয়ার। নিরাপদ জায়গা। গা ঢাকা দিল সে, নজর রাখতে লাগল তারপর।

গাছপালার একটা ঝোপের কিনারার কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছে সে, জুত করে বসে মুখের ঘাম মুছল ভেজা শার্টের হাতা দিয়ে। একটা সিগারেট রোল করল, আঙুলের ফাঁকে একটানা ঘোরাতে লাগল ওটা।

ক্রমশ আরও জোরাল হয়ে উঠল নিচের আওয়াজ, গরুর পাল ওপরে উঠে এসেছে অনেকখানি, বুঝতে পারল পয়ার।

হঠাৎ একজন রাইডারকে দেখতে পেল সে, একটা রিজের চূড়া বরাবর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে জন্মানো গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে এগিয়ে আসছে। এক সময় গাছপালার প্রান্তে পৌঁছুল রাইডার, ঘোড়ার গতি কমাল।

অন্তত চারশো গজ দূরে রয়েছে ঘোড়সওয়ার, তবু তাকে চিনতে কষ্ট হল না জ্যাক পয়ারের।

পল মার্কস।

লাগাম টেনে ধরেছে মার্কস, লক্ষ করল পয়ার; স্টিরাপে ভর দিয়ে উঁচু হল সে; নজর বোলাতে লাগল রিমের চূড়ার দিকে। তারপর আবার স্যাডলে স্থির হয়ে বসল যুবক। পরক্ষণে আচমকা লাফিয়ে উঠল তার ঘোড়াটা, কাঁপতে কাঁপতে লুটিয়ে পড়তে শুরু করল। একই সময় ওপরের ঢাল থেকে ভেসে এল রাইফেলের চাপা অথচ পরিষ্কার হিংস্র গর্জন, প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে!

আট

ঘোড়াটা লুটিয়ে পড়তে শুরু করামাত্র নিজেকে স্যাডল থেকে আলাদা করে নেয়ার প্রয়াস পেল পল মার্কস, আত্মরক্ষার জন্যে; সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নামার জন্যে ঢালের দিকটাই বাছল এবং ভুল হল সেখানেই, কারণ ওর ঘোড়াটাও ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, মার্কস প্রথম চেষ্টাতেই ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়তে সক্ষম হলেও ও মাটি স্পর্শ করামাত্র ঘোড়াটাও গড়িয়ে পড়তে শুরু করল, মার্কসের গায়েই আছড়ে পড়ল ওটা। একটা গড়ান দিল মার্কস, তারপর পানিতে ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ল গাছপালার প্রান্তের কাছে; একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে টক্কর লাগল মাথার একপাশে। ঘুরে উঠল দুনিয়াটা। জায়গাতেই পড়ে থাকল ও, প্রায় বিহ্বল হয়ে গেছে। চৈতন্যের ধার ভোঁতা হয়ে গেছে, তবু রাইফেলের গর্জনের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি অনুভব করতে পারল ও।

পল মার্কসের মনে হল না জানি কতগুলো যুগ এমনি অসহায়ভাবে পড়ে আছে এখানে, অবচেতন মন কিন্তু সতর্ক করতে লাগল ওকে: দ্রুত উঠে পড়া দরকার; শিগগির আত্মরক্ষার জন্যে একটা কিছু করতে হবে! গড়ান দিয়ে উপুড় হল মার্কস, দুপায়ের পাতা দাবিয়ে দিল মাটিতে তারপর এক ঝটকায় হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল। দুনিয়াটা যেন এখনও চরকির মত ঘুরপাক খাচ্ছে, ফের লুটিয়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু এক ধরনের জেদ আর শক্তি কাজ করল মার্কসের মাঝে, তারই বদৌলতে আবার হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর উঠে দাঁড়াল দ্রুত। এক হাতে গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলাল, পড়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেল।

ওদিকে পলের মাত্র কয়েক গজ ওপরে রয়েছে ওর ঘোড়াটা। পা ছুঁড়ছে এখনও। ওটার শরীরের নিচ থেকে রাইফেলের কুঁদোটা উঁকি দিচ্ছে, খেয়াল করল মার্কস। সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, জাপ্টে ধরল কুঁদোটা, হ্যাঁচকা এক টান মারল; এতই সহজে বেরিয়ে এল ওটা যে তাল হারাল মার্কস, একটা হাঁটুর সাহায্যে কোনমতে পতন ঠেকাল। তবে রাইফেলের স্টকটা হাতছাড়া করল না। ওটার দিকে তাকাল। লুটিয়ে পড়ার পর গড়ানোর সময় রাইফেলের কুঁদোটা পুরোপুরি আলগা হয়ে গিয়েছিল, তাই টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপসে হাত চলে এসেছে। তার মানে এখন বেল্ট—গান ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই ওর কাছে।

রাইফেলের ভাঙা বাঁটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মার্কস; তারপর ক্রল করে পিছিয়ে আসতে শুরু করল আবার—গাছে ঢাকা রিজের চূড়া বরাবর। একটা ঝোপের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ঝাঁপ দিল। কারণ মাথার ওপরের ঢাল থেকে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের প্রচণ্ড শব্দ আর রাইডারদের হিংস্র চিৎকার শুনতে পেয়েছে ও।

'জলদি নিচে চলো! জলদি!'

মার্কসের বড়জোর গজ বিশেক দূর দিয়ে দ্রুত বেগে চলে গেল ওরা। ওকে লোকগুলো দেখতে পায়নি কেন বুঝতে পারল না মার্কস। গার্ড, স্পেন্স আর জন-ফ্লোরেনরা তিন ভাই, ম্যাট রেনিসন আর কয়েকজন অচেনা রাইডারকে দেখতে পেল ও। মানুষ আর ঘোড়ার একটা ছোটখাট ধস যেন—এঁকেবেঁকে গাছপালার ভেতর দিয়ে পথ করে স্রোতের মত নেমে যাচ্ছে।

সহসা উধাও হয়ে গেল তারা, পেছনে রয়ে গেল পচা পাতার উস্কে দেয়া গন্ধ, এলোমেলো হয়ে গেছে ঝরাপাতার গাদা। ঘোড়ার ঘামের গন্ধও নাকে লাগল পল মার্কসের।

নিচে গরুর পালের পয়েন্টের দিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, মার্কস বুঝতে পারল, কেউ একজন সবাইকে সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা করছে। আচমকা বিরামহীন গুলির আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে গেল চিৎকারটা; তারপরই কানে এল অনেকগুলো কানে-তালা-লাগানো আওয়াজ: বন্দুকের গর্জন, আতঙ্কিত গরুর

আর্তচিৎকার আর রাইডারদের চেঁচামেচি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

রিজ থেকে দ্রুত নিচে নেমে যাবার প্রয়াস পেল পল মার্কস, যদি কিছু করা যায়। কিন্তু মাথার এক পাশের আঘাতটা সামান্য ছিল না মোটেই—নিচে নামার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড দপদপানি শুরু হয়ে গেল মাথায়, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল অচিরেই; খুলিটা ফেটে যাবার জোগাড় হল! দুচোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করল মার্কস, মতিভ্রম ঘটল। একবার গাছপালা দেখেছে ভেবে সেগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল কিচ্ছু নেই, ফাঁকা; আবার সামনে ফাঁকা মনে করে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি একটা গাছের সঙ্গে বেমক্কা একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল ও চিতপটান হয়ে। নিসাড় পড়ে থাকল মার্কস। পৃথিবীটা মাথার চারপাশে চরকির মত ঘুরছে তো ঘুরছেই। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না মার্কস।

কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল বোধ হয়, কারণ আবার যখন ঠিক মত চিন্তা করার ক্ষমতা ফিরে পেল মার্কস, তখন কাছেপিঠে কোনরকম সংঘর্ষের আওয়াজ নেই; অনেক অনেক নিচে থেকে আসছে এখন শব্দগুলো। মাঝেসাঝে এক আধটা গুলির আওয়াজ শোনা যায়, কানে আসে আর্তনাদ। ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া গরুর খুরের শব্দও শুনতে পেল মার্কস, যেপথে এসেছিল দ্রুত আবার সেপথেই ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে জানোয়ারগুলো।

কি ঘটেছে পরিষ্কার হয়ে গেল মার্কসের কাছে। জুয়ায় জিতে গেছে এবার ম্যাট রেনিসন, বিরাট বিজয় অর্জন করেছে সে। সমতলের গরুর পালটাকে ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে পুরোপুরি; ফিরতি পথ ধরতে বাধ্য করেছে ওগুলোকে। তারপর ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে কিংফিশার ক্রিক বরাবর পাঠিয়ে দিয়েছে নিচে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে গরুগুলো। দৌড় থামার আগেই বেশ দূরে চলে যাবে জানোয়ারগুলো। ওদের রাউন্ড-আপ করতে হলে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে, অনেকগুলো দিন, এমনকি কয়েকসপ্তাহও লেগে যেতে পারে! ভাবল মার্কস।

গরুর পালের সঙ্গে আগত রাইডারদের না জানি কি পরিণতি হয়েছে! ওরা কি বাঁচাতে পেরেছে নিজেদের? ডাস্টি এলিয়ট, ব্রেস স্টিগারসহ আরও অনেকে নিচের দিকে ছিল…

এবার বেশ মন্থর গতিতে রিজ বরাবর নিচে নামতে শুরু করল মার্কস। মাথার একপাশ কেমন যেন ভেজা ভেজা লাগছে। হাত তুলে জায়গাটা স্পর্শ করল মার্কস, আঠাল হয়ে আছে। হাত নামিয়ে চোখের সামনে আনতেই দেখল রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে! গাছের সঙ্গে টক্কর লাগার ফলে খুলিটা ফেটে দুভাগ হয়নি বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও। মাথায় মারাত্মক যন্ত্রণা শুরু হল হঠাৎ, প্রতিটা পদক্ষেপে আরও অসহনীয় হয়ে উঠছে!

হতাশা গ্রাস করে নিতে চাইছে ওকে। নিজের জন্যে তো নয়ই, অন্যদেরও কোন উপকারে আসতে ব্যর্থ হয়েছে ও পুরোপুরি। বড় গলায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বুলি কপচানোর সময় হিসাব রাখেনি; কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে দেখা গেল আসলে ওর কোন ক্ষমতাই নেই! ওয়াদা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে!

এমন কিছু ঘটতে পারে, আগেই বোঝা উচিত ছিল, প্রয়োজন ছিল সে মোতাবেক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার। যে অস্বস্তিবোধের কারণে স্কাউটিংয়ের জন্যে এগিয়ে এসেছিল ও, আরও আগেই দায়িত্বটা পালন করা উচিত ছিল। একেবারে ভিন্ন পথে সামাল দেয়া উচিত ছিল পুরো ব্যাপারটা—

আহত মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ল মার্কস। অনেক কিছুই করা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি! এখন আর অতীতের কথা ভেবে লাভ হবে না কোন। গতস্য শোচনা নাস্তি! বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে এখন, দেখতে হবে আর কোন ভুল যেন না হয়।

সবার আগে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুতে হবে ওকে, আরেকটা ঘোড়া নিয়ে—

একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল পল মার্কস, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল, আস্তে আস্তে গাছের পেছন থেকে উঁকি দিল নিচের সমভূমির দিকে, রক্তজবার মত লাল হয়ে আছে ওর চোখজোড়া। নিচের আবছা ঢালে নজর বোলাল ও, নড়াচড়া চোখে পড়ল; ঘোড়সওয়ার। গাছপালার মাঝে বাঁক নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে তিনজন রাইডার। ফ্লোরেনরা তিন ভাই! ফিরে আসছে আবার! কেন? প্রশ্নটা উঁকি দিল মার্কসের মনে।

জবাবটাও পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। প্রশ্নটার একটা জবাবই হতে পারে। ওকে খুঁজতে আসছে! ওর ঘোড়াটাকে লুটিয়ে পড়তে দেখেছিল ওরা, সন্দেহ নেই—ওদের কারও গুলিতেই বোধ করি ঘোড়াটা লুটিয়ে পড়েছিল তখন। তার মানে ওরা জানে এখন পায়ে হেঁটে চলতে হচ্ছে ওকে—হেডকোয়ার্টার থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে; এবার ওকে পাকড়াও করে আজকের বিজয়ের দিনটাকে মহিমান্বিত করে তুলতে চায় ওরা, বুঝতে পারল মার্কস।

ম্যাট রেনিসন আগেই সব কিছু ভেবে রেখেছে। এখন হয়ত সে তার অন্যান্য রাইডারকে লেযি-এমের নিচের ঢালের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওখানে যাবার পথগুলো আটকে দেয়ার জন্যে—আর ফ্লোরেনরা ফিরে এসেছে ও যেখানে ঘোড়া হারিয়েছে সেখান থেকে খোঁজ শুরু করবে বলে! মনে মনে রেনিসনের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না মার্কস। বড় জুয়ায় নেমেছিল আজ ম্যাট রেনিসন এবং এখন পর্যন্ত চালে কোন ভুল করেনি!

এই রিজ বরাবরই ওপরে উঠে আসছে ফ্লোরেনরা, যেন জানে ঠিক কোথায় খুঁজলে পাওয়া যাবে মার্কসকে। এখানে থাকা ঠিক হবে না আর, ভাবল মার্কস। একবার আড়াল না থাকা সত্ত্বেও ওকে দেখতে না পেয়ে চলে গিয়েছিল ওরা, তবে

তখন ওদের মাথায় ভিন্ন চিন্তা ছিল: গরুর পাল ছত্রভঙ্গ করে উল্টো দিকে পাঠানোটাই মুখ্য ছিল। কিন্তু এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। ওকেই খুঁজছে ফ্লোরেনরা···শুধুই ওকে···

কোন্ দিকে যাওয়া যায়? রিজের পশ্চিম দিকে গাছগাছালি আরও ঘন হয়ে জন্মেছে ওদিকে যাওয়া যেতে পারে; সত্যি বলতে কি মাত্র তিরিশ গজ নিচেই জ্যাক পাইনের একটা সারি দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর আড়ালে গিয়ে একবার গা ঢাকা দিতে পারলে—

আর সময় নষ্ট করল না মার্কস, চট করে উবু হয়ে গেল ও, রিজের চূড়ার বিশাল কাঠামোটাকে ফ্লোরেন আর নিজের মাঝখানে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল, প্রায় দৌড়ে পশ্চিম ঢাল বেয়ে নামতে লাগল নিচে। ওপর দিকে অগ্রসরমান রাইডাররা ঘোড়াসহ রিজের চূড়ায় পৌঁছার ঠিক আগ-মুহূর্তে জ্যাক পাইনের অরণ্যে ঢুকে পড়ল মার্কস। অনেক কাছে এসে গেছে ফ্লোরেনরা! এত কাছে যে তাদের কথোপকথন শুনতে কোন কষ্ট হল না মার্কসের।

'এই রিজটাই, স্পেন্স,' বলল গার্ড ফ্লোরেন, 'এটার চূড়াতেই ওর ঘোড়াটাকে তখন ঝেড়ে দিয়েছিলে তুমি। এক আছাড়েই বোধ হয় ব্যাটার দফারফা হয়ে গেছে! জন, তুমি এক কাজ করো, ওপরে চলে যাও জলদি, দেখে এসো। যদি অক্কা পেয়ে না থাকে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে বেশি দূরে যেতে পারবে না সে।'

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল গার্ড আর স্পেন্স, আর স্পার দাবিয়ে রিজের চূড়ার দিকে এগিয়ে গেল জন ফ্লোরেন। অ্যাল রেনিসনের আঘাতের চিহ্ন এখনও জ্বলজ্বল করছে তার চেহারায়, দেখতে পেল মার্কস, মার খাওয়ার স্মৃতি তাকে গম্ভীর আর প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছে! আঘাত হানার জন্যে জুতসই কিছুর সন্ধানে আছে সে এখন। স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেলটা ফেলে রেখেছে, মুহূর্তের মধ্যে গুলি চালানোর জন্যে প্রস্তুত।

রিজের ঢাল বেয়ে উধাও হয়ে গেল জন ফ্লোরেন। এবার স্যাডলে শরীর ঢিল করে বসল গার্ড ফ্লোরেন, একটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল। কিন্তু সতর্কতায় একরত্তি ঢিল দিল না বিষাক্ত স্পেন্স ফ্লোরেন, তার কঠিন চোখজোড়া অবিরাম নজর বুলিয়ে চলেছে চার পাশে।

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না আমার গুলিটা তখন মার্কসের গায়ে না লেগে তার ঘোড়াটাকে কেন ঘায়েল করল!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে। 'বোধ হয় ঢালের ওপরে থাকায় একপাশ থেকে আলো আসার কারণে ঘটেছে এমনটা, নাকি? গুলিটা তখন তার গায়ে লাগাতে পারলে আজকের দিনটাকে সত্যিকারের সফল বলতে পারতাম আমরা!'

'ওকে ঠিকই খতম করব আমরা!' নিশ্চিন্তে ভবিষ্যদ্বাণী করল গার্ড ফ্লোরেন। 'ব্যাটাকে এবার সাইজ করা হবে। ফ্ল্যাট-র‍্যাঞ্চারদের তো একটা শিক্ষা দেয়া

গেছে এবার! গরুর পালটাকে সামলানোর চেষ্টা করার সময় ওদের তিনজনকে আছড়ে পড়তে দেখেছি আমি নিজ চোখে! স্ট্যামপিডের পর, সন্দেহ নেই, আরও কয়েকটা অক্কা পেয়েছে গরুর পায়ের নিচে পড়ে—ড্র্যাগের ওপর দিয়েই তো ছুটে গেছে গরুগুলো!'

'কিন্তু যা-ই বলো, মার্কসকে কায়দা না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার কোন জো নেই আমাদের!' ককর্শ কণ্ঠে বলল স্পেন্স ফ্লোরেন। 'তাছাড়া হতচ্ছাড়া উইলটাও জোগাড় করা বাকি আছে, ওটা হাত করতে হবে! রেনিসন পায়নি ওটা। কিন্তু তাহলে গেল কার হাতে?' প্রশ্ন করল সে, তারপর নিজেই আবার জবাব দিল, 'রেনিসন বোধ হয় জানে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে গেলেই মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে!' স্পেন্সের মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা টোকা দিয়ে গেল। 'আচ্ছা,' বলল সে, 'এমনও তো হতে পারে, উইলটা এখন রেনিসনের কাছেই আছে? আমাদের সে হাতের সব তাস দেখায়নি হয়ত। দেখাবেই এমন কোন কথা তো নেই, তাই না? শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আমাদেরকেও বাদ দেয়ার ফিকির করছে সে, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আর দেরি করবে না!'

বিদ্রূপ মেশানো সুরে হাসল গার্ড ফ্লোরেন, তারপর বলল, 'আমাদের শ্রদ্ধেয় মামাজানকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছ বলো না যেন, স্পেন্স!'

জবাবে খিস্তি করল স্পেন্স ফ্লোরেন। 'তোমাকে আর নিজেকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না, গার্ড!' বলল জোর গলায়, 'এমনকি জনকেও না! জনের মধ্যে একটা কিছু দোষ আছে। নিজেকে কঠিন প্রমাণ করতে চায় সে সবসময়, কিন্তু অ্যাল রেনিসনের হাতে রাম প্যাঁদানী খাওয়ার পর এখন আমার কাছে আর কানাকড়িও দাম নেই ওর!'

স্যাডলে অস্থিরভাবে নড়েচড়ে বসল গার্ড ফ্লোরেন। 'আমরাই জিতব শেষ পর্যন্ত, স্পেন্স,' বলল সে, 'তুমি, আমি আর জন-আমরা তিন ভাই। ম্যাট রেনিসন আমাদের সঙ্গে ফেরেববাজির চেষ্টা করলে বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেব তার, তাকে কতল করা কোন সমস্যাই না! আমাদের পাওনা ঠিকই কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেব। এ নিয়ে মোটেই চিন্তা করো না তুমি, স্পেন্স। আমাদের বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে কিছুই আদায় করতে পারবে না রেনিসন, অচল হয়ে যাবে একেবারে, কথাটা তার চেয়ে ভাল করে আর জানে না কেউ।'

'এটা অবশ্য ভুল বলনি,' সায় দিয়ে বলল স্পেন্স ফ্লোরেন, 'তবে কথা হল আগামীতে এরচেয়ে আর কত বেশি আদায় করতে চাইবে সে? এবার যতটা চেয়েছিল নিশ্চয়ই তেমন কিছু আর পেতে চাইবে না। এমনও তো হতে পারে নিজেকে গুটিয়ে নিল সে, তাহলে আর আমাদের কাজে লাগানোর দরকারই হবে না তার। এখনই তো কেমন যেন হয়ে গেছে, আগের মত নেই আর। কিছু একটা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে মানুষটাকে। বোধ হয় ওর অপদার্থ মেয়েটা—লিয়াই সব

ঝামেলার গোড়া! ওই মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে খুব মানসিক চাপের মধ্যে আছে বেচারা রেনিসন। কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে তার চেহারা। স্বীকার করছি আজকের ঘটনাটা আগাগোড়া তার পরিকল্পনা-মাফিকই হয়েছে, ঠিক মতই কাজে লেগে গেছে বুদ্ধিটা—কিন্তু রেনিসনের মনের এখন যা অবস্থা কখন যে ভেঙে পড়বে সে বলার উপায় নেই, বুঝলে। অ্যাল তাকে এখন পরোয়াই করে না। কোন কাজে ছোকরা কোনরকম সাহায্য করছে না আমাদের। সেজন্যেই ঝামেলাটা একেবারে চুকে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না আমি। সবকিছু আমাদের আয়ত্তে চলে আসাটা খুবই জরুরি!'

রিজ বরাবর ঘোড়া নিয়ে দ্রুত ফিরে এল জন ফ্লোরেন, তার একহাতে রাইফেলের ভাঙা কুঁদোটা দেখা যাচ্ছে।

'মার্কসের মরা ঘোড়াটার পাশে খালি এটা পেলাম,' জানাল জন। 'এখন যেখানেই থাকুক না কেন সে, একটা সিক্সগান ছাড়া আর কিছু নেই তার কাছে। এবার কি করবে?' জানতে চাইল।

সিগারেটে সুখটান দিল গার্ড ফ্লোরেন, স্যাডলহর্নের ওপর পিষে নেভাল ওটা। 'ব্যাটা কোন্ দিকে যেতে পারে আন্দাজ করা যায় কিনা দেখি, এসো,' বলল সে। 'পুব দিকে যায়নি এটা নিশ্চিত, কারণ ওদিকে ওঅর-হ্যাচেট রেঞ্জ, ওখানে পা ফেলতে যাবে না সে; চেরোকি পেরিয়েও পালাবার উপায় নেই, কারণ পায়ে হেঁটে চলতে হচ্ছে তাকে; তাহলে তার পশ্চিমে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে, ওদিকে এগিয়ে তারপর নিচে নেমে গেছে ব্যাটা, এখন বোধ হয় আবার লেযি-এমে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা অবশ্য ম্যাকস সহ অন্য রাইডারদের লেযি-এমের চারপাশের ট্রেইলে নজর রাখতে পাঠিয়ে দিয়েছি এখানে আসার আগেই। ওরা পৌঁছে গেছে এতক্ষণে। এখন একসঙ্গে পশ্চিমে এগিয়ে যাব আমরা তিনজন, তারপর ছড়িয়ে পড়ে একেবারে লেযি-এম পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজব মার্কসকে, এক ইঞ্চি জায়গায়ও বাদ দেব না। ব্যাটা ধরা না পড়ে যাবে কোথায়?'

ওদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পল মার্কস নিজের অবস্থান থেকে, এতই কাছে যে প্রত্যেকের চেহারার অভিব্যক্তি পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। গার্ডের পরিকল্পনা মোতাবেক এগোনো শুরু করল তিনজন, নিচে নামার জন্যে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়াগুলো। মাত্র কয়েক গজ দূর দিয়ে মার্কসের আত্মগোপনের জায়গাটা পাশ কাটিয়ে গেল ওরা। মাটিতে ঝরাপাতার পুরু আস্তরণ, গাছপালার আড়ালে নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল মার্কস।

স্পেন্স ফ্লোরেনই ওকে দেখার কৃতিত্বের অধিকারী হল। সন্দেহপ্রবণ লোক সে, কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই—মহা বদ। স্পেন্স তার ঘোড়া নিয়ে রিজের ঢাল বরাবর অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা পল মার্কসের পায়ের ছাপের ওপর নজর আটকে গেল তার, ঢালের মাটিতে স্পষ্ট ফুটে আছে চিহ্নগুলো, সোজা

নিচের গাছপালার দিকে চলে গেছে।

'ওই যে, দেখ!' চেঁচিয়ে উঠল স্পেন্স ফ্লোরেন। 'কে যেন গেছে ওদিকে!'

স্যাডলে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল স্পেন্স, সামনের ঝোপের আড়ালে কি আছে দেখার চেষ্টা করল। পরক্ষণে খিস্তি করে হ্যাঁচকা টানে স্যাডলবুট থেকে রাইফেল বের করে আনল, চালাল গুলি—এতগুলো কাজ একসঙ্গে সারল সে। ওপর থেকে গুলি ছোঁড়ার কারণে আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তার গুলি। বুলেটটা মার্কসের কাঁধের ওপর দিয়ে শার্টে একটা আঁচড় কেটে চলে গেল, বাতাসে শিসের শব্দ শুনতে পেল মার্কস স্পষ্ট! এইবার সেরেছে—ভাবল ও।

হাতে ধরা সিক্স-গান চট করে সামনে বাড়িয়ে দিল মার্কস, দ্রুত ট্রিগার টানতে শুরু করল। ওর লক্ষ্যবস্তু ফাঁকায় থাকলেও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়, কারণ ঘোড়া আর অস্থির সওয়ারী ছুটছে পাগলের মত! লিভার টেনে রাইফেলের চেম্বারে তাজা কার্তুজ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে ঢাল বরাবর নামার চেষ্টা করছে স্পেন্স ফ্লোরেন। মার্কস জানে এর আগে দুবার ব্যর্থ হলেও এখন আবার গুলি চালানোর জন্যে তৈরি হয়ে গেছে সে, ব্যর্থ না-ও হতে পারে! স্পেন্সের রাইফেলটাকে প্রায় লাফ দিয়ে উঁচু হতে দেখল ও।

স্পেন্সের কাঁধ আর মাথা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মার্কস। লক্ষ্যবস্তুর ঠিক মাঝ বরাবর পিস্তল তাক করল ও, ট্রিগার টানল। গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় টলে উঠল স্পেন্স, পেছন দিকে ধাক্কা খেল একটা; কয়েক মুহূর্ত ওই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল সে, তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। আচমকা গুলির সঙ্গে আতঙ্কিত স্পেন্সের ঘোড়াটা যেন উন্মাদ হয়ে গেল, স্পেন্সের স্পারের খোঁচা খেয়ে খেপে উঠল আরও, প্রবল বেগে নাচানাচি শুরু করে দিল। ঝাঁকুনির চোটে স্যাডল থেকে পিছলে পড়ে গেল স্পেন্স, পাক খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঢালের ওপর; তারপর গড়িয়ে মাটির ঢেলার মত একটা পাইনের চারার ওপর উল্টে পড়ল সে, নড়ল না আর।

মার্কসের মুখ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে একটা চারা গাছ গুলির ঘায়ে ঠিক দুটুকরো হয়ে গেল। চমকে উঠল মার্কস। আরেকটা গুলি এসে থপ করে বিঁধল সামনে, মাটিতে ছিটকে উঠল ঝরাপাতা আর মাটি, চোখেমুখে ছিটা লাগল, অন্ধ হবার জোগাড় হল ওর।

জানে খানিকটা দূরে উন্মাদের মত চিৎকার করছে জন ফ্লোরেন, মরিয়া হয়ে রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। তাকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করল এবার মার্কস, চেম্বার খালি না হওয়া পর্যন্ত থামল না।

জনের গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে টের পেল মার্কস; ভয় পেয়ে গেছে তার ঘোড়াটা। জনের হাত থেকে রাইফেল খসে পড়েছে, মার্কসের গুলিতে তার ডান হাত চুরমার হয়ে গেছে, পঙ্গু হয়ে গেছে সে। স্যাডলের ওপর নুয়ে পড়েছে এখন।

ঘোড়াটা দ্রুত রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে।

গার্ডের কথা মনে পড়ল এবার মার্কসের। অন্য দুভাইয়ের তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে কাজ করে লোকটা, ভাবল ও। এখন হয়ত গা ঢাকা দিয়ে সাবধানে নিচের দিকে নেমে আসছে যাতে এক গুলিতেই ওকে পরপারে পাঠিয়ে দেয়া যায়।

আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে বেল্টের ল্যুপ হাতড়ে চলেছে পল মার্কস, তাজা গুলি বের করে নিচ্ছে দ্রুত, রিলোড করার চেষ্টা চালাচ্ছে পিস্তলটা, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ওর সময়।

গার্ড—কোথায় গার্ড ফ্লোরেন—?

অবশেষে তাকে দেখতে পেল মার্কস। ঢালের ওপর স্টিরাপে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অবিচল তার হাতের অস্ত্র, অদ্ভুত ভঙ্গিতে লক্ষ্যবস্তুর দিকে স্থির। গার্ডের চরিত্রই এমন, ভাবল মার্কস, আধা—খেঁচড়া কাজ করা তার ধাতে নেই, নিশ্চিত হতে চায় সে।

মাথায় গুলি খাওয়ার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে গেল মার্কস—এখুনি তেড়ে আসবে একটা বুলেট—

সহসা পেছনে, নিচ থেকে একটা রাইফেলের মৃদু গর্জন কানে এল। বুলেটের ধাক্কায় স্যাডল থেকে হাওয়ায় উড়াল দিল গার্ড ফ্লোরেন, বিশাল কোন থাবা যেন আঘাত করেছে তাকে! হঠাৎ মার্কসের খেয়াল হল একটা জ্যাক পাইন আঁকড়ে ধরে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে ও। এমনভাবে হাঁপাচ্ছে যেন বহু মাইল পথ একটানা দৌড়ে পার হয়ে এসেছে।

গুলিটা ওর প্রাণ রক্ষা করেছে! নিশ্চয়ই ডাস্টি করেছে গুলিটা—ওর প্রিয় লক্ষ্মী বন্ধু ডাস্টি এলিয়ট—ঠিক সময় মত হাজির হয়েছে!

টলতে টলতে ঝোপের নিচের সীমানা দিয়ে বেরিয়ে এল মার্কস, বিড়বিড় করে ডাস্টির নাম উচ্চারণ করে চলেছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে ভাগ্যকে।

কিন্তু না, ডাস্টি এলিয়ট না। স্থূলদেহী একলোক, সারা মুখে তার পাকা দাড়ির জঙ্গল, বিদঘুটে লাগছে দেখতে, তার মাথার টুপিটার অবস্থাও কেরোসিন!

লোকটার নাম জ্যাক পয়ার।

রাইফেল আবার কাঁধে ঠেকিয়েছে পয়ার, মাযল স্থির, লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পল মার্কসের বুক বরাবর।

চোখ কুঁচকে উঠল মার্কসের।

'আমাকে খাটো করে দেখতে যেয়ো না, পল!' সতর্ক করল পয়ার, 'আর আমার ভূমিকায় আশাবাদী হয়ো না। এই খেলায় আসলে আরেকটা পক্ষ আছে। আমি ধরে নিচ্ছি তোমার পিস্তলে গুলি নেই, তবু—ফেলে দাও দেখি!'

পয়ারের কণ্ঠস্বর কোমল, প্রায় অমায়িক-কিন্তু তার চোখে যেন শয়তানের

দৃষ্টি খেলা করছে!

জ্যাক পয়ারের দিকে হাবার মত তাকিয়ে আছে পল মার্কস। কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। বিভ্রান্ত।

'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বিড়বিড় করে কোনমতে বলল ও, 'এইমাত্র গার্ড ফ্লোরেনকে শেষ করে দিলে তুমি, আমার জীবন বাঁচালে, অথচ এখন আবার—'

'হ্যাঁ,' ওকে বাধা দিয়ে বলল পয়ার, 'গার্ডকে শেষ করে দিয়েছি আমি ঠিক, কিন্তু তোমার স্বার্থে নয় আমার নিজের স্বার্থে। আমার কাজের ধারাই এমন—নিজের দিকটাই দেখি সব সময়! পল, বন্দুকটা ফেলে দিতে বলেছি আমি তোমাকে!' শেষ কথাটায় হুমকির সুর ফুটে উঠল।

ঘন ঘন লম্বা কয়েকটা দম নিল পল মার্কস, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। গত কয়েক মিনিটের অবিশ্বাস্য ঘটনাপ্রবাহে বাঁচার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। জানবাজি রেখে লড়তে হয়েছে, হত্যা করেছে, তা না হলে নিজেকে মরতে হত—ওর সারা শরীরে এখনও সেই সংঘাতের ছাপ রয়ে গেছে। প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর উত্তেজনায় ফের দপদপানি শুরু হয়ে গেল ওর মাথায়। অদম্য সীমাহীন ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে মনে।

নিজেকে সামলে নিয়ে দুপা ফাঁক করে দাঁড়াল মার্কস। 'হায় খোদা, না!' কর্কশ কণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, 'এটা হতে পারে না, কিছুতেই না!'

ওর দিকে এগিয়ে আসছিল এতক্ষণ জ্যাক পয়ার, হঠাৎ বিদ্যুৎ গতিতে নড়ে উঠল স্থূলদেহী লোকটা, সে এমন কিছু করার ক্ষমতা রাখে শরীরের আকার দেখে বোঝার উপায় নেই, দীর্ঘ অথচ নিঃশব্দ পদক্ষেপে মার্কসের একেবারে কাছে চলে এল সে। তার রাইফেলের ব্যারেলটা ছোট কিন্তু মারাত্মক একটা বৃত্তচাপ তৈরি করে ঘুরল।

একটা হাত তুলে অনিবার্য আঘাতটা ঠেকানোর প্রয়াস পেল মার্কস, কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ হল; ঠিক চাঁদিতে লাগল রাইফেলের ব্যারেলটা; মুহূর্তের জন্যে চারদিকে আবার বিদ্যুতের ঝলকানি দেখতে পেল ও, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল দুনিয়াটা, অসীম অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল।

ওর কাছে এসে দাঁড়াল জ্যাক পয়ার, চেপে বসা ছোট ঠোঁটজোড়া হিংস্র ভঙ্গিতে বেঁকে গেল, যেন ভেঙচি কাটছে।

'গর্দভ কোথাকার!' হিসহিসিয়ে বলল, 'আমার স্বার্থ হাসিল করা ছাড়া তোমার আর কোন দাম আছে বলে ভেবেছ নাকি, অ্যাঁ?'

বিজয় আনন্দে নিঃশব্দে হাসতে লাগল সে এবার।

নয়

চেরোকি রিমের বিশাল ওভারহ্যাংয়ের ছায়ায় অনেক ওপরে বিকেলের মরা আলোয় পড়ে আছে পল মার্কস, সচেতন হলেও চোখ বুজে রেখেছে; হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, পায়ের গোড়ালির অবস্থাও তাই; তাছাড়া ছোট এক টুকরো দড়ির এক প্রান্ত ওর কজির বাঁধনের মাঝখানে আটকানো হয়েছে, তারপর অপর প্রান্ত বেঁধে দেয়া হয়েছে ছোট অথচ গ্রন্থিল একটা অ্যাসপেন গুঁড়ির সঙ্গে। নড়াচড়ার প্রায় কোন উপায়ই রাখা হয়নি।

এই মুহূর্তে অবশ্য তেমন কিছু করার চেষ্টা করছে না মার্কস, স্রেফ শুয়ে আছে, অনড় পড়ে থাকায় বরং মাথার দপদপানির হাত থেকে খানিকটা হলেও রেহাই মিলছে আপাতত, এটাই ওর জন্যে এখন অনেক। জ্যাক পয়ারের হাইডআউট ক্যাম্প এটা। পল মার্কসকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। লুক আউটে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে এখন জ্যাক পয়ার, নিচের রেঞ্জের দিকে নজর রাখছে।

অনেকক্ষণ পর একটু নড়ল মার্কস, আরেকটু আরামপ্রদ করার চেষ্টা করল নিজের অবস্থানকে। দু-দুবার মাথায় চোট পেয়েছে ও। প্রথমে ওর ঘোড়াটা গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ার সময় একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে টক্কর লেগেছিল; তারপর রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে বাড়ি লাগিয়েছে জ্যাক পয়ার। তবে আঘাতের চাপ এখন আস্তে আস্তে কমে আসতে শুরু করেছে।

কানের পর্দায় শোঁ-শোঁ একটা আওয়াজ হচ্ছিল এতক্ষণ, থেমে গেছে সেটা, বিভ্রান্তি কেটে যাচ্ছে। কিন্তু অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়, তবে ধীরে ধীরে চিন্তা করার ক্ষমতাটা আবার ফিরে পাচ্ছে ও।

স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে ফেলে ফ্লোরেনদের সঙ্গে সংঘর্ষস্থল থেকে হাইডআউটে নিয়ে এসেছে ওকে পয়ার। কিভাবে ওকে স্যাডলে তুলেছিল সে বলতে পারবে না ও। চেষ্টা করেও ওইটুকু ঘটনা মনে করতে পারছে না। তবে এখানে আসার সময়ই অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছিল, তাই স্যাডল থেকে নামানোর সময় টের পেয়েছে হাড়ে হাড়ে—নির্দয়ভাবে টেনে হিঁচড়ে ওকে এখানে নিয়ে এসেছে জ্যাক পয়ার, তারপর হাত-পা বেঁধে ফেলেছে। তখন থেকেই এরকম চুপচাপ পড়ে আছে পল মার্কস। মনের পর্দায় চেপে বসা অন্ধকার ছায়াগুলোকে পুরোপুরি দূর হবার অপেক্ষা করছিল। এখন আবার অনেকটা পরিষ্কারভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারছে তাই।

পুরো ব্যাপারটা মাথায় ঢোকানো বেশ কষ্টকর, প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। এখানে জ্যাক পয়ার আসছে কোত্থেকে? কি তার ভূমিকা? কেন ওর—পল মার্কসের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে গার্ড ফ্লোরেনকে হত্যা করল জ্যাক পয়ার, তারপর আবার ওকেই বন্দী করল? এখানে এনে বেঁধে ফেলে রেখেছে কেন? ও বেঁচে আছে এখনও—এছাড়া আপাতত আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এখন।

বুটের মচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনে পল মার্কস বুঝতে পারল আবার ক্যাম্পে ফিরে আসছে জ্যাক পয়ার। চট করে চোখ বন্ধ করে ফেলল, নিঃসাড় পড়ে থাকল আগের মত। অপেক্ষা করতে লাগল। আচমকা মাথায় ঝর্না থেকে আনা বাকেট ভর্তি পানির ঝাপটা মারল জ্যাক পয়ার। বিষম খেল মার্কস। প্রথম ঝাপটাটা খেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করতে ইচ্ছা হল ওর, কারণ মাথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল ওর। পিটপিট করে চোখের পাতার ওপর থেকে পানি ঝাড়ল মার্কস। জ্যাক পয়ারের দিকে তাকাল।

'অদ্ভুত আচরণ করছো তুমি, জ্যাক,' অসাড় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বলল মার্কস, 'এসবের একটা মানে আছে নিশ্চয়ই?'

'তা তো আছেই,' হিংস্র কণ্ঠে বলল জ্যাক পয়ার। 'তবে কথা হচ্ছে মানেটা যাই হোক তোমার কিন্তু তাতে কোন উপকার হবে না।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আচ্ছা, আন্দাজ করো দেখি, তোমার দাম এখন কত হতে পারে?'

'কিসের কথা বলছ বুঝতে পারছি না আমি,' বলল মার্কস, 'কত টাকার বিনিময়ে আমি মুক্তি পেতে রাজি আছি তাই কি জানতে চাইছ?'

পয়ারের হাসিতে বিদ্রূপ ঝরে পড়ল। 'তুমি কত দিতে রাজি আছ তা জানতে চাইনি,' বলল সে। 'অন্য একজন দেবে টাকাটা। আচ্ছা, বাদ দাও; তুমি বরং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুখস্বপ্ন দেখতে থাকো এখানে।' সামনে ঝুঁকে মার্কসের হাত পায়ের বাঁধন পরখ করল জ্যাক পয়ার, সন্তুষ্ট হল। তারপর আর কোন কথা খরচ না করে নিচের দিকে নেমে গেল, জিন চাপানো ঘোড়াটা ওদিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ল্যাটিগোর একটা ফাঁস তৈরি করল পয়ার, তারপর লাফিয়ে উঠে বসল স্যাডলে। রওনা হয়ে গেল অজ্ঞাত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

কান পেতে খুরের শব্দ শুনতে লাগল পল মার্কস, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল শব্দটা। নীরব হয়ে এল আশপাশ। জমাট ভারি নিস্তব্ধতা যেন চেপে বসতে চাইছে কানের পর্দায়। কোথাও কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে। সারা চেরোকি রিমে বুঝি ওই একমাত্র জীবিত প্রাণী! মাথার ভেতর হাজার মাইল বেগে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে মার্কসের।

যত ভাবছে ততই দ্রুত সতর্ক হয়ে উঠতে লাগল মার্কস। জ্যাক পয়ারের শেষের মন্তব্যটা যেন ওর চোখের সামনে থেকে টান মেরে একটা পর্দা সরিয়ে

দিয়েছে! নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি বেছে নেয়ার উপায় খুলে দিয়েছে; ফলে এবার এতক্ষণ যেসব ঘটনাকে দুর্ভেদ্য অর্থহীন বলে মনে হচ্ছিল সবই আস্তে আস্তে যৌক্তিক ভিত্তি পেতে শুরু করল, খাপে খাপে মিলে যেতে লাগল যেন সব কিছু।

সবগুলো ঘটনা পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে নিল পল মার্কস। সেই সঙ্গে এক ধরনের শীতল ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল মাথায়। সবগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল ও। এবার হাত পায়ের বাঁধন আলগা করার চেষ্টা শুরু করল; পাক খেল, টানাটানি করল দড়ি নিয়ে, শরীরের সব শক্তি খাটানোর চেষ্টা করল, তারপর হঠাৎ কেন যেন মুষড়ে পড়ল হতাশায়। কোন আশা নেই। বৃথা চেষ্টা! জ্যাক পয়ার ঠিক মতই বেঁধে রেখে গেছে ওকে!

একবার চিৎকার করার কথা ভাবল পল মার্কস, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। মহাবিশ্বের অসীম নিস্তব্ধতায় ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত দাঁড়াবে ব্যাপারটা, কেউ শুনতে পাবে না ওর চিৎকার!

পাক খেয়ে এবার কাত হতে শুরু করল মার্কস, ক্যাম্পের সেট-আপের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিল, দেখল কোথায় কি আছে। আবার ফিরে আসার ইচ্ছা রয়েছে জ্যাক পয়ারের বুঝতে পারল। কারণ সব জিনিসপত্র আশপাশে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় পড়ে আছে। এক কোণে অবিন্যস্ত অবস্থায় স্তূপ হয়ে রয়েছে ব্ল্যাঙ্কেটগুলো, আর ওদিকে কালো হয়ে থাকা ছোট জায়গাটা দেখে বোঝা যায় আগুন জ্বেলেছিল পয়ার, গোটা কয়েক কালি-পড়া বাসনকোসন টাল দিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে। পয়ার যেখানে লাকড়ি কেটেছে একটা কুড়াল পড়ে আছে সেখানে, এক টুকরো লাকড়ির গায়ে গাঁথা, হাতলটা বেশ ছোট ওটার।

ছাইয়ের গাদার কথা ভাবল মার্কস। এখনও হয়ত ছাইয়ের নিচে কয়েক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা থাকতে পারে। গড়িয়ে গড়িয়ে ওখানে যেতে পারলে, যদি একটা কয়লা খুঁজে নিয়ে দড়ির ওপর বসাতে পারে—চেষ্টা চালাল মার্কস, কিন্তু কব্জির বাঁধনের সঙ্গে আটকানো দড়িটার কারণে বেশি দূর যেতে পারল না ও। সব কিছুতেই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে জ্যাক পয়ার। গড়িয়ে কোথাও যাবার জো নেই। বেঁধে রাখা জানোয়ারের দশা হয়েছে ওর। যতটা সম্ভব এগোনোর পরেও ছাইয়ের গাদার অনেক দূরেই রয়ে গেল ও।

চেরোকি রিমের নিচে ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে ছায়াগুলো, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে দিনের আলো। আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সন্ধ্যা নামবে; এবং তারপরই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে দ্রুত। তারপর—তারপর কি? আপনমনে প্রশ্ন করল মার্কস।

আবার বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করল মার্কস। ও আর ড্যান অরসন এতদিন যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে মরছিল—হ্যাঁ, এবার সবগুলোরই জবাব পেয়ে গেছে। অথচ এখন কিচ্ছু করার উপায় নেই ওর। অসহায় অবস্থায় বন্দী হয়ে আছে সে।

হতাশায় ঠোঁট কামড়াতে শুরু করল মার্কস। আবার পাগলের মত বাঁধন আলগা করার চেষ্টা শুরু করল। প্রচণ্ড পরিশ্রমে ঘেমে নেয়ে উঠল, কিন্তু এতটুকু ঢিল হল না হাত পায়ের বাঁধন, বরং আরও চেপে বসল যেন। নিঃসাড় হয়ে গেল মার্কস, ক্লান্ত, হাঁপাচ্ছে হাপরের মত!

চারপাশে আরও একবার নজর বোলাল ও। কাঠের টুকরোর মত আড়ষ্ট হাত আর কব্জিতে ভর দিয়ে একটু উঁচু হল ও। হঠাৎ ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গেল ওর, ক্ষীণ একটা আশার আলো জ্বলে উঠল যেন দুচোখে। ও যতটা ভেবেছিল আসলেই কি ততটা চালাক জ্যাক পয়ার? চতুর, স্থূলদেহী হিংস্র শয়তানটা একটুকরো দড়ি আর একজন মানুষের সম্মিলিত দৈর্ঘ্যের কথা কি একেবারেই ভুলে গিয়েছিল?

কব্জির সঙ্গে বাঁধা দড়িসহ যতটা সম্ভব কুড়াল গাঁথা কাঠের টুকরোটার দিকে এগোতে শুরু করল পল মার্কস, টানটান হয়ে গেল দড়ির টুকরো। গড়িয়ে উপুড় হল ও। পা লম্বা করে দিল সামনে। অনেক কষ্টে বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল। গাছের গুঁড়িতে গাঁথা কুড়ালটা এখনও ওর পা থেকে ফুটখানেক দূরে রয়েছে! আচ্ছা-হাতদুটোকে কত দূর পর্যন্ত শাস্তি দিতে পারবে ও? ভাবল।

মাটির ওপর কাঁধের চাপ দিয়ে লিভারের মত ওটাকে ব্যবহার করে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে শরীরটাকে যথাসাধ্য লম্বা করে ফেলল ও কুড়ালটার দিকে। দড়ির ওপর টান পড়ায় পেছনে বেঁকে যেতে শুরু করল ওর দুবাহু আর কাঁধের পেশীগুলোও প্রচণ্ড চাপে টানটান হয়ে উঠল দ্রুত। বাড়িয়ে দেয়া পাজোড়া লাকড়িটার নাগাল পেল অবশেষে। কিন্তু আরেকটু এগোতে হবে ওকে! মাটির ওপর দিয়ে পিছলে এগোনোর চেষ্টা করল ও। ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল দুহাত। মাথা ঘুরিয়ে আর দেখতে পাচ্ছে না এখন। আন্দাজে অনুমানের ওপর নির্ভর করেই কাজ করতে হবে, উপায় নেই!

দুহাঁটু ভাঁজ করল এবার মার্কস, উঁচু করল একসঙ্গে বাঁধা পা দুটো, কুড়ালের হাতলটার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল। হাতলটা পেল। ওটাকে দুপায়ের মাঝখানে আটকাতে হবে এবার। কিন্তু চেষ্টা চালাতে গিয়ে যদি ঠেলা লেগে কুড়োলটা আলগা হয়ে যায়, গড়িয়ে পড়ে গুঁড়িটার ওপাশে, তাহলে সব আশা শেষ! দাঁতে দাঁত চেপে মাটিতে মুখ দাবাল মার্কস—সারা শরীর ঘামে ভিজে সপসপ করছে এখন—আরেকটু সামনে বাড়ল ও। মনে হচ্ছে দড়ির টানে দুহাতের জোড়া খুলে আসবে। সহ্য করল মার্কস। আবার হাঁটু ভাঁজ করল, তারপর বড়শীর মত ছুঁড়ে দিল কুড়ালটার দিকে। ওর দুপায়ের মাঝখানে ঢুকে গেল কুড়ালটার হাতল। নিচে নেমে এল পাদুটো, সজোরে; কুড়ালসহ উল্টে পড়ল গাছের গুঁড়িটা—সৌভাগ্যক্রমে মার্কসের দিকেই!

স্বস্তির সঙ্গে হাঁপ ছাড়ল মার্কস। হাঁপাচ্ছে রীতিমত। শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে ও। পরের কাজটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার। হাতের ওপর চাপ কমাল ও এবার, কুড়ালের নাগাল পাওয়া গেছে। লাকড়ির টুকরোয় শক্ত হয়ে গেঁথে রয়েছে ওটা, কিন্তু ওর পায়ের অবিরাম টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত খুলে এল ওটা। এবার বুটের ডগা দিয়ে টেনে মাটির ওপর দিয়ে কুড়ালটাকে নিজের দিকে নিয়ে আসতে শুরু করল মার্কস। শুরুর দিকে কয়েকটা মুহূর্ত যন্ত্রণাকর মন্থর গতিতে এগোল কাজটা, কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে অনেকখানি জায়গা পার করাতে সক্ষম হল ও। প্রতিবার একটু কাছে আনছে ও কুড়ালটা, তারপর বুটের ডগা মাটির ওপর চেপে রেখেই শরীরটাকে একটু একটু করে সরিয়ে আনছে আগের অবস্থানে। সময় নিয়ে এইভাবে কাজ চালিয়ে গেল ও, হাল ছাড়ল না মুহূর্তের জন্যেও।

হাতের ওপর চাপ আরও কমে এসেছে এখন। কুড়ালটাকে অল্প অল্প করে অ্যাসপেনের দিকে আনতে থাকল মার্কস, ওটার সঙ্গেই গরুর মত বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে।

অবশেষে সফল হল ওর প্রাণান্ত প্রয়াস। একেবারে কাছে চলে এসেছে কুড়ালটা।

ওটার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল এবার মার্কস, হাতে ওটার ফলার ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল। এমনকি প্রায় অসাড় হাতের আঙুলে ধরতেও পারল কুড়োলটা।

এবার বাকি কাজ।

উঠে বসল পল মার্কস, কুড়োলের ফলাটাকে ঘুরিয়ে এমনভাবে দাঁড় করাল যাতে ধারাল দিকটা ওপর দিকে থাকে। এবার হাতলের ওপর শরীরের ভর দিয়ে কুড়ালটাকে ওইভাবে স্থির করে রাখল ও। হাতড়ে হাতড়ে ধারাল ফলার ওপর দুহাতের কব্জিতে বাঁধা দড়িটায় ছোঁয়াল। সামনে-পেছনে করতে লাগল চাপ দিয়ে। কাটতে শুরু করল দড়িটা।

তবে শুধু দড়ি নয়, বেশ কয়েকবার হাতের চামড়ায়ও কুড়ালের ফলার ছোঁয়া লাগল। কেটে যাওয়া হাত থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করল, টের পেল মার্কস। কিন্তু অন্ধের মত কাজ চালিয়ে গেল ও, নাছোড়বান্দা! অবশেষে হাতের ওপর থেকে হঠাৎ সরে গেল শক্ত বাঁধন, মুক্তি পেল ওগুলো!

হাত ঘুরিয়ে চোখের সামনে এনে ধরল মার্কস, ঘামে ভেজা দৃষ্টিতে দেখল: ফুলে উঠেছে, রক্তাক্ত—কিন্তু মুক্ত! ঝটপট এবার পায়ের বাঁধন খুলতে শুরু করল ও। হাত দুটো যেন কাঠের টুকরো, অসাড় হয়ে গেছে, কোন জোরই পাওয়া যাচ্ছে না! হাত দিয়ে মেঝের ওপর আঘাত করতে শুরু করল মার্কস, আবার রক্ত চলাচল শুরু করার চেষ্টা—আচমকা ঝিঁঝি ধরে গেল দুহাতে—মার্কস বুঝতে পারল আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে, মনে হচ্ছে কয়েক হাজার সুচের খোঁচা দিচ্ছে বুঝি ওকে কেউ!

খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার বাঁধন খোলার কাজে হাত দিল ও। পাজোড়াও মুক্ত হল অবশেষে!

এবার উঠে দাঁড়াল পল মার্কস, মাতালের মত টলোমলো পায়ে হাঁটল কয়েক কদম—যেন গাছের গুঁড়িতে ভর দিয়ে হাঁটছে! তবে এতে এখন আর কিছু আসে যায় না, মাথার দপদপানিটাও এখন কোন চিন্তার বিষয় নয়, কারণ আনন্দের এক ধরনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ওর মনে! এখন ও মুক্ত! মুক্ত!

ওর কাছে অস্ত্র নেই, ঘোড়াও নেই। কিন্তু বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে সে—এ-ই যথেষ্ট!

রিমের নিচে হাইডআউট ক্যাম্পকে আড়াল করে রাখা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল পল মার্কস। নিচের দিকে নেমে গেছে ঢালটা, প্রাণহীন। আস্তে আস্তে গোধূলির ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে!

সূর্য ডুবে গেছে, পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নেমে আসতে শুরু করেছে হিমেল হাওয়া। বাতাসের ঝাপটা লাগল মার্কসের মুখে, আরাম পেল ও। বুক ভরে বাতাস টেনে নিল, নতুন শক্তি পেল আবার। প্রায় লাফাতে লাফাতে ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল মার্কস, মাথা আর চুল শুকনো রক্তে জমাট বেঁধে গেছে, চটচট করছে এখন। ওর মুখের রেখাগুলো এখন গাঢ় হয়ে উঠেছে, চোখজোড়ায় জ্বলছে শীতল আগুন।

একহারা গড়নের দীর্ঘদেহী যুবক প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। প্রতিশোধ ওকে নিতেই হবে! শাস্তি পেতে হবে মোরহেড আর রোডসের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে দায়ী লোকটাকে!

দশ

গাছপালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে এখানে, ফলে চলাফেরার উপযোগী দীর্ঘ পথ সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ী ঢালের নিচের দিকে। স্যাডলে বসে রয়েছে ম্যাট রেনিসন, অপেক্ষা করছে সে, বেশ কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে এভাবে, সময় যেন আর গড়াতে চাইছে না। স্লোপ-রেঞ্জে লোকজন ছড়িয়ে দিয়েছে রেনিসন, ওর মতই সতর্ক প্রহরায় রয়েছে তারা এখন।

ম্যাট রেনিসনের চেহারা ধূসর দেখাচ্ছে, একটা মুখোশ এঁটে দিয়েছে বুঝি কেউ তার মুখে। স্যাডলে বসার ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, কিন্তু চোখে এক ধরনের অস্থিরতার ছাপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। দৃষ্টিতে লোভের কোন ছায়া দেখা যাচ্ছে না এখন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যদিও লড়াইতে জিতে গেছে আজ কিন্তু

বিজয় আনন্দ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, বরং বিদ্রুপ করছে যেন সবকিছু। মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

এখন পর্যন্ত সবকিছুই একেবারে পরিকল্পনা মোতাবেক সাবলীলভাবে এগিয়েছে, কোন সমস্যা হয়নি। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে সে সমভূমির গরুর পালটার গতি রোধ করার জন্যে এবং সফল হয়েছে, ফিরতি পথ ধরতে বাধ্য হয়েছে জানোয়ারগুলো! আশপাশের সব চুরমার করে ঝড়ের বেগে নিচে নেমে গেছে ওগুলো। মারাত্মক হামলা ছিল ওটা, সময় মত হানা দিতে পেরেছিল সে এবং দারুণ সফল হয়েছে!

স্ট্যামপিডে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে রাইডাররা; পয়েন্ট রাইডাররা আক্রান্ত হয়েছিল—স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ে গেছে তারা; তবে ড্র্যাগ রাইডাররা হয়ত ঘোড়া হাঁকানোর দক্ষতার গুণে রেহাই পেয়ে থাকতে পারে—যদি তাদের ভাগ্য ভাল হয়—অবশ্য তাদেরও কয়েকজন নির্ঘাত ঘোড়ার খুরের নিচে চাপা পড়ে অক্কা পেয়েছে—অন্তত আহত তো হয়েইছে! গরুর ছুটন্ত পালটা যে কোথায় গিয়ে দৌড় থামিয়েছে, কখন থেমেছে খোদা মালুম! তবে একটা ক্ষেত্রে সংশয়ের কোনই অবকাশ নেই—গরুগুলোকে ফের রাউন্ডআপ করার জন্যে অনেক সময় দরকার হবে র‍্যাঞ্চারদের। তাছাড়া ওগুলোকে আবার চেরোকি রিম অতিক্রম করে ওপাশে সামার-রেঞ্জে নেয়ার চেষ্টা করার আগে প্রচুর মাথা ঘামিয়ে কর্মপন্থা স্থির করতে হবে তাদের। অবশ্য তার আগেই যদি একটা সমস্যা মিটিয়ে ফেলা যায়, অনায়াসে সে সম্ভাবনাটাও অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া যাবে। আর কোনদিন এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হবে না!

সমস্যাটা হচ্ছে পল মার্কস।

পল মার্কসের ঘোড়াটাকে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছিল তখন ম্যাট রেনিসন। সেই সময় একটু থেমে তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারত সে, অন্তত একটা চেষ্টা করা যেত; কিন্তু সেটা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে গেলে গরুর পালের ওপর হামলা চালানোর মোক্ষম সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যেত, মাঠে মারা যেত এত যত্নে গড়া পরিকল্পনাটা। তাছাড়া গরুর পালটাকে ঠেকানোই ওই মুহূর্তে সবচেয়ে-বরং বলা উচিত একমাত্র—গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। সেটাই সারতে হয়েছে।

কাজটা শেষ করা গেছে এখন। এবার মার্কসকে সরিয়ে দিতে হবে দুনিয়া থেকে, ওটাই এখন জরুরি। কারণ ম্যাট রেনিসনের হিসাব বলছে: ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইল যদি স্ট্যামপিডের পর জানে বেঁচে থাকে দারুণ হতাশায় মুষড়ে পড়বে তারা, এরকম একটা বিপর্যয়ের পর আবার নিজের চেষ্টায় মালভূমির সামার-রেঞ্জে গরু নিয়ে যাবার চেষ্টা করারই সাহস পাবে না। পল মার্কস যদি আবার ট্রেইল ড্রাইভের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে আশপাশে না থাকে তাহলে এ নিয়ে

আর চিন্তাই করতে হবে না তাকে, চিরদিনের জন্যে পিঠটান দেবে ফ্ল্যাট-রেঞ্জ র‍্যাঞ্চাররা।

ফ্লোরেনরা ওর ভাড়াটে গানম্যানদের চেয়ে এলাকাটা অনেক ভাল করে চেনে, তাই উঁচু ঢালে আঁতিপাঁতি করে খোঁজার জন্যে ওপরে চলে গেছে তিন ভাই। পল মার্কসের ঘোড়ার লুটিয়ে পড়ার জায়গাটা আগে খুঁজে বার করবে তারা, তারপর ওখান থেকে মার্কসের ট্রেইল খুঁজতে শুরু করবে। যদি চলাফেরা করার মত অবস্থায় থাকে মার্কস, ভাবল রেনিসন, আবার লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে চায় র‍্যাঞ্চে পৌঁছার আগেই তাকে পাকড়াও করতে, আগেই সরিয়ে দিতে হবে দুনিয়া থেকে! কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার শিকারের কোন নিশানা পাওয়া যায়নি; ফ্লোরেনরাও কোন খরব নিয়ে ফিরে আসেনি!

নিচের গাছপালার ওপাশ থেকে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে দেখা গেল একজন রাইডারকে। ভাড়াটে গানম্যান ম্যাকস। খিস্তি করতে করতে নিজের ব্যর্থতার ফিরিস্তি দিল সে রেনিসনকে।

'শালার লেযি-এমে কারা যেন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে!' বলল সে, 'ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করছে না তারা—কোন রকম ঝুঁকিই নিচ্ছে না! স্রেফ অপেক্ষা করে আছে। আমি ভাল করে দেখার জন্যে গা ঢাকা দিয়ে যতটা পারা যায় হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। খোদা বাঁচিয়েছ, শালার আরেকটু হলেই যেত আমার মাথাটা!' কথা শেষ করে মাথা থেকে টুপি নামাল ম্যাকস, ওটার চূড়ায় একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে, ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে রেনিসনকে দেখাল।

গম্ভীর চেহারায় মাথাটা একবার দোলাল ম্যাট রেনিসন। 'ওদের অপেক্ষা করতে দাও,' বলল, 'আমরা পল মার্কসকে একবার কায়দা করতে পারলে বাকি কাজে আর কোন সমস্যাই হবে না!'

'আমার এক রাইডারের কাছে খানিক আগে শুনলাম সে নাকি রিমের চূড়ার দিকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে,' জানাল ম্যাকস। 'কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায় কতখানি ওপরে আওয়াজটা হয়েছে বলতে পারল না সে। বিরাট এলাকা, তার ওপর এত গাছপালা—আওয়াজ শুনে ঠিক করে বলা প্রায় অসম্ভব। কোনটা আসল আওয়াজ আর কোনটা প্রতিধ্বনি আলাদা করা যায় না। আচ্ছা, ফ্লোরেনরা ফিরে আসেনি এখনও?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কই, নাহ্!' বলল রেনিসন। 'আমরা এদিকটায় পাহারা দিতে থাকি, এসো। আরও অপেক্ষা করতে হবে। রাত নামার আগেই যদি আমরা মার্কসকে খুঁজে বের করতে না পারি তাহলে তার নাগাল পাওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে!'

ডান দিকে বেশ খানিকটা দূর থেকে প্রায় অস্পষ্ট একটা চিৎকার কানে এল ওদের। স্যাডলে পাঁই করে ঘুরল ম্যাকস, তাকাল আওয়াজটা যেদিক থেকে

এসেছে সেদিকে। 'এইবার তবে—'

অপেক্ষা করতে লাগল দুজন, তাকিয়ে আছে, কান খাড়া করে শব্দ শুনে ব্যাপার কি আঁচ করার প্রয়াস পাচ্ছে।

অচিরেই এক রাইডার ঢাল বরাবর দ্রুত এগিয়ে এল। রেনিসনের নয়া আমদানি করা বুনো ক্রুর একজন সদস্য।

ম্যাকস বলে উঠল, 'ডোব হিগিনস! নিশ্চয়ই কোন ঘটনা ঘটেছে!'

রাশ টানল হিগিনস, পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল তার ঘোড়াটা। সরাসরি রেনিসনের দিকে তাকাল সওয়ারী। 'জলদি চলো ওদিকে!' বলে উঠল চড়া গলায়, 'ফ্লোরেনরা বিপদে পড়েছে। সবচেয়ে ছোট ভাইটা—জন—এইমাত্র ফিরে এসেছে, তার একটা হাত অচল হয়ে গেছে। ভয়ের ঠেলায় একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে ছোকরার চেহারা, নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে খালি বলছে গার্ড আর স্পেন্স নাকি আর বেঁচে নেই!'

তীব্র এক ধাক্কায় ম্যাট রেনিসনের সমগ্র অস্তিত্ব যেন কেঁপে উঠল, স্যাডলে একেবারে খাড়া হয়ে গেল সে। প্রমাদ গুনছে মনে মনে। ধূসর একটা ছায়া পড়ল তার চোখে, অন্যসব অভিব্যক্তি মিলিয়ে গেল নিমেষে। চরকির মত সাঁই করে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল সে, সজোরে ছোটাল সামনে। আসল ঘটনা জানতে হবে জলদি। এক ধরনের আকুতিবোধ করছে সে।

মাটিতে চিত হয়ে পড়ে আছে জন ফ্লোরেন, অন্য একজন ভাড়াটে রাইডার ঘামে চটচটে একটা রুমাল দিয়ে তার অচল হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার চেষ্টা করছে। ক্রমাগত গুঙিয়ে চলেছে জন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

লাফ দিয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ম্যাট রেনিসন, হাঁটু গেড়ে চট করে বসে পড়ল জন ফ্লোরেনের পাশে।

'জলদি করে বলো আমাকে!' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল সে। 'কি হয়েছিল?'

জন ফ্লোরেনের মনে অতীতে কোন কালে যদি কাঠিন্য থেকেও থাকে এখন আর তার কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার ম্যাট রেনিসনের দিকে তাকাল সে।

'মার্কস!' ফুঁপিয়ে বলল তারপর, 'ওর ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম আমরা। স্পেন্স—স্পেন্সকে সবার আগে শেষ করেছে লোকটা! আমার হাতের বার বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছে! আর গার্ড—ওর কি হয়েছে বলতে পারব না আমি! আরও কে একজন ছিল ওখানে—তার চেহারা দেখতে পাইনি—আচমকা লড়াইতে যোগ দেয় সে। বোধ হয় তার হাতেই ধরা খেয়েছে গার্ড!' আবার ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'আসল ঘটনা জানার জন্যে আর অপেক্ষা করোনি তুমি, তাই না?' জানতে চাইল ম্যাকস। তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'গুলি খেয়েই সোজা লেজ গুটিয়ে কেটে পড়েছে ওখান থেকে, না! ভীতুর ডিম কোথাকার!'

ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাকসের দিকে তাকাল ম্যাট রেনিসন।

'হয়েছে, চুপ করো!' ধমক দিল সে। 'ওকে ঘোড়ার পিঠে তুলতে সাহায্য করো আমাকে!'

ধরাধরি করে জনকে আবার স্যাডলে ওঠানো হল।

নীরব ঢলের দিকে একবার তাকাল রেনিসন, সবকিছু যেন ভেঙচি কাটছে ওকে!

'ম্যাকস,' আবার বলল সে, 'সবাইকে ডেকে পাঠাও, তারপর জনকে ব্যাকট্র্যাক করে ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে খুঁজে পাও কিনা দেখো। কিছু পাওয়া গেলে ওঅর-হ্যাচেটে নিয়ে এসো!'

'কিছু' শব্দটার কোন ব্যাখ্যা দিল না সে।

'মার্কসের কি ব্যবস্থা হবে?' জানতে চাইল ম্যাকস।

'এখানে অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা,' কাষ্ঠ কণ্ঠে বলল ম্যাট রেনিসন। 'আচমকা যদি সামনাসামনি না পড়ে যাও তাহলে আপাতত ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যেয়ো না। আর দেখা যদি হয়ে যায়—কি করতে হবে জানো তোমরা!'

ধীর গতিতে প্রচুর সময় নিয়ে ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল ওরা। আসার পথে আহত জন ফ্লোরেনকে স্যাডলে টিকিয়ে রাখতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ম্যাট রেনিসনকে।

ওঅর-হ্যাচেটে পৌঁছে রেনিসন দেখল ডেপুটি শেরিফ ড্যান অরসন বাবুর্চি ডিফ ব্লেয়ারের সঙ্গে আলাপ করছে। এক কানে শোনে না ব্লেয়ার, তবে অন্য কানটা ঠিকই আছে তার, শোনে।

জন ফ্লোরেনকে স্যাডল থেকে নামানোর সময় সাহায্য করল ওরা দুজন। বাংকহাউসে নিয়ে আসা হল ছেলেটাকে, একটা বাংকে শুইয়ে দিল ওরা।

ম্যাট রেনিসনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল তারপর ড্যান অরসন।

'রেঞ্জ-ওঅর জাতীয় ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, রেনিসন,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ডেপুটি, 'কিন্তু খুন-খারাবী সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এখনও তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমার হাতে আসেনি, কিন্তু আমি যেভাবে এগোচ্ছি, সবই আগাগোড়া একটা দিকেই ইঙ্গিত করছে। প্রমাণ হাতে আসার অপেক্ষা করছি আমি। নিশ্চিত হওয়ামাত্র তোমার দোরগোড়ায় হাজির হব, কোন কিছুর পরোয়া করব না। তোমার পেছনে প্রতি মুহূর্তে আমি যেন বিল মোরহেড আর পিট রোডসের ছায়া দেখতে পাচ্ছি, রেনিসন!' হেঁয়ালির সুরে বলল অরসন।

ডিফ ব্লেয়ারের দিকে তাকিয়েছিল ম্যাট রেনিসন, ডেপুটির কথা তার কানে গেছে কিনা বোঝা গেল না।

'ঘোড়ায় জিন চাপাও, ব্লেয়ার,' হুকুম দিল রেনিসন, 'তারপর ডাক্তার হ্যামেলকে ডেকে আনতে শহরের রাস্তা ধরো। জলদি!'

জন ফ্লোরেনের জন্যে একটুও করুণা বোধ করছে না ড্যান অরসন, কিন্তু মানবতা বোধ রয়েছে তার মধ্যে। 'পেটে গুলি খেলেও অমন করে না কেউ—হাতে চোট পেয়ে যা করছে ছেলেটা!' গজগজ করে বলল সে। 'যাহোক, আমিই যাচ্ছি শহরে, ডাক্তার হ্যামেলকে পাঠিয়ে দেব। তার আগে বলো—জনকে গুলি করল কে?' জানতে চাইল।

'আর কে—তোমার পেয়ারের দোস্ত পল মার্কস!' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাট রেনিসন।

নিজের ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল ড্যান অরসন, ঘাড়ের ওপর দিকে একবার তাকিয়ে আবার বলল, 'পল মার্কস সত্যিকারের ভাল লোক। সহজে হাল ছাড়বে না সে। অনেক লম্বা আয়ু নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে, সহজে মরবেও না!'

প্রচুর পরিমাণে হুইস্কি গেলানোর পর খানিকটা শান্ত হল জন ফ্লোরেন।

বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল ম্যাট রেনিসন। নিজের আর জনের ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খসিয়ে ওগুলোকে ক্যাভি-কোরালে ঢোকাল সে। ধীর মাপা পদক্ষেপে চলাফেরা করছে র‍্যাঞ্চার, এখনও নিজেকে পুরোপুরি সামলে রাখতে সক্ষম হয়েছে সে, তবে তার চির পরিচিত ভাবলেশহীন চেহারায় এখন এক ধরনের হতবিহ্বল ছাপ ফুটে উঠেছে, মলিন দেখাচ্ছে তাকে। বারবার জনের কণ্ঠস্বর বাজছে যেন কানের পর্দায়:

'স্পেন্সকে শেষ করে দিয়েছে! গার্ড—ওর কি হয়েছে জানি না আমি!'

র‍্যাঞ্চহাউসে নিজের অফিস কামরায় এসে ঢুকল ম্যাট রেনিসন। অফিস কামরাসহ সারা বাড়ি এখন পুরোপুরি ভূতুড়ে চেহারা নিয়েছে—নীরব, নির্জন!

লিয়া চলে গেছে এবাড়ি ছেড়ে, অ্যালও নেই। এবাড়িতে সে একা। আর কেউ নেই! তার দুর্গ ছিল বাড়িটা, অথচ এখন খাঁ খাঁ করছে; কিছু স্মৃতি রয়ে গেছে শুধু!

র‍্যাঞ্চহাউসে ঘুরে বেড়াতে লাগল ম্যাট রেনিসন, কোন জায়গা বাদ দিল না। কান পেতে শব্দ শুনতে চাইল, কিন্তু কানের পর্দায় ধাক্কা দিল শুধুই নিস্তব্ধতা। লিয়ার মৃদু অথচ দ্রুত ঘুরে বেড়ানোর শব্দ ছিল—কিন্তু এখন কোথায়?

বছরের পর বছর, হিসাব রাখেনি কোন, প্রায় পাগলের মত সীমাহীন এক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সোনার হরিণের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছে সে-কতদিন হবে?-স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে হেন কৌশল নেই যার আশ্রয় নেয়নি সে, দ্বিধা করেনি কখনও। অন্ধ অহমিকা, সীমাহীন অথচ ঠুনকো গৌরব টিকিয়ে রাখতে আর আপন ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করার জন্যে কিনা করেছে সে! কুৎসিত সব জিনিসকে প্রশ্রয় দিয়েছে, পাথেয় করেছে চলার পথের। এবং সেটা করতে গিয়ে কখন যে আপন সত্তাকে খোদ শয়তানের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে জানতেও পারেনি!

আবার অফিস কামরায় এসে ঢুকল ম্যাট রেনিসন, টেবিলের পেছনে চেয়ারে বসল। চেহারায় রাগ ফুটে থাকলেও তলে তলে শেষ হয়ে যাচ্ছে সে হতাশায়।

সারাদিনের উত্তেজনাপূর্ণ ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলোকে এখন সহসা যেন সুদূর অতীতের বলে মনে হচ্ছে—কোনই মূল্য নেই আর। সমতলের গরুর পালটা ছত্রভঙ্গ করে আসলে কতখানি লাভ হয়েছে তার? আপনমনে প্রশ্ন করল রেনিসন। এখন বাংকহাউসে পড়ে রয়েছে জন ফ্লোরেন, তার একটা হাত বুলেটের আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে, সারাক্ষণ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে সে। স্পেন্স আর গার্ড ফ্লোরেন প্রাণ হারিয়েছে—হ্যাঁ, ওদের যে মৃত্যু ঘটেছে কেন যেন এ ব্যাপারে আর কোন সংশয় বোধ করছে না র‍্যাঞ্চার। লিয়া আর অ্যাল চলে গেছে এবাড়ি ছেড়ে। ওর জীবন থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়ে গেছে। কারণ ওর মধ্যে-নিজের বাবার চরিত্রে এমন কিছু আবিষ্কার করেছিল ওরা যেটা সহ্য করে এখানে বসবাস করা আর সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে! বাবাকে আর ক্ষমা করতে পারেনি তারা। তীক্ষ্ণধার একটা ছুরি মাখনের টুকরোর ওপর পড়লে সেটা যেমন দুভাগ হয়ে যায় তেমনি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে যেন ম্যাট রেনিসনের সমগ্র অস্তিত্ব! অনেক কিছু পেয়েও আসলে শূন্য হাতই রয়ে গেছে তার—কিছুই অর্জন করতে পারেনি সে—কিচ্ছু না!

অস্তাচলগামী সূর্যের আলোয় লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে সবকিছুর; ম্যাকস আর তার সঙ্গীরা স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে ফেলে রাখা একজোড়া লাশ নিয়ে এমনি সময় ফিরে এল ওঅর-হ্যাচেটে। একটুও অবাক হল না ম্যাট রেনিসন।

ওগুলো গার্ড আর স্পেন্স ফ্লোরেনের লাশ, বলে দেয়ার দরকার করে না। ওরা কি নিয়ে ফিরে আসবে কিভাবে যেন আগেই বুঝে ফেলেছিল রেনিসন। কিংফিশার ট্রেইলে মরে পড়ে ছিল দুজনই। দুটো প্রাণহীন দেহ যেন রেনিসনের ক্ষতির দিকটাকে আরও ভয়াবহ রূপ দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে তাকে। ক্ষমতার জন্যে লড়াই আর তার ফলাফলকে বিদ্রূপ করছে যেন লাশ দুটো।

অফিস থেকে বেরোল না ম্যাট রেনিসন। অফিসে রিপোর্ট করতে আসবে ম্যাকস, অপেক্ষা করতে লাগল।

ম্যাকস এসে জানাল: 'মার্কসের কোন চিহ্নই পাইনি আমরা। পিছলা লোক, তার ওপর আবার বড় কঠিন। তবে তার সঙ্গে আবার আমাদের মোলাকাত হবেই!'

'আমার হবে!' বেসুরো গলায় শুধরে দিল ম্যাট রেনিসন, 'তোমার সঙ্গে নয়! যাও, গার্ড আর স্পেন্সের লাশ স্যাডল-শেডে নিয়ে ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে ঢেকে রাখো, তারপর জিনিসপত্র গোছগাছ করে মজুরি বুঝে নেয়ার জন্যে আবার এসো এখানে। তোমাকে—তোমাদের সবাইকে বিদায় করে দিচ্ছি আমি!'

সবিস্ময়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাকস।

'এই সময় হাল ছেড়ে দিচ্ছ তুমি, রেনিসন?' জানতে চাইল সে। 'হায় খোদা-সবাইকে তল্লাট ছাড়া করেছি আমরা, আমাদের কব্জায় এসে গেছে এখন সবকিছু-আর এরকম সময় হার মানতে যাচ্ছ তুমি! আরে, আমরা ঠিকই মার্কসের ব্যবস্থা করতে পারব, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো! গার্ড আর স্পেন্সকে হারিয়েছ তুমি, ঠিক, কিন্তু ওদের জায়গায় দরকার হলে আরও দশজন কঠিন লোক জোগাড় করে দিতে পারব আমি। মাত্র দশটা দিন সময় দাও আমাদের, দেখবে পুরো রেঞ্জটা তোমার হাতে তুলে দিয়েছি আমরা-যত জায়গা ইচ্ছা হাতিয়ে নিতে পারবে তুমি!'

ইতিমধ্যে ভাড়াটে গানম্যানদের মজুরি হিসাব করে চেক বই বের করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ম্যাট রেনিসন। 'যা বললাম তাই করো, যাও,' বলল সে। 'আগামী আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের সবার চেক লিখে দিচ্ছে আমি। চেক নিয়ে চলে যাবে তোমরা।'

'কি মুশকিল!' ঝাঁঝিয়ে উঠল ম্যাকস। 'আমি তো বুঝতে পারছি না—'

'না,' বাধা দিয়ে বলল রেনিসন, 'তোমার বোঝার দরকার নেই। আমি নিজেও এতক্ষণ ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। খানিক আগে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে—' মাথা নাড়ল রেনিসন—মগজে ঘুরপাক খাওয়া অশুভ চিন্তাগুলোকে দূর করে দিতে চাইল। এখন তার চেহারা আবার আগের মত হয়ে গেছে, ফিরে এসেছে রাজকীয় কাঠিন্য। 'তোমাকে আর কিছু বলার নেই আমার, ম্যাকস!' নাকচ করে দিল সে রাইডারকে।

আবার যখন ফিরে এল ম্যাকস, তখন সবগুলো চেক লেখা হয়ে গেছে রেনিসনের। চেক বুঝে নিল ম্যাকস, তারপর ঘনায়মান অন্ধকারে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল রাইডারদের ঘোড়ার খুরের শব্দ। ডেস্কে ছেড়ে এবারও নড়ল না ম্যাট রেনিসন, শুনতে লাগল মিলিয়ে যাওয়া শব্দগুলো।

সন্ধ্যার খানিক বাদে হন্তদন্ত হয়ে র‍্যাঞ্চে হাজির হল ডাক্তার হ্যামেল, তাকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এল রেনিসন। প্রয়োজনের সময় গম্ভীর হয়ে যেতে পারে ডাক্তার হ্যামেল, এবারও তাই হল।

'স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি আমি, রেনিসন,' বলল ডাক্তার, 'কিন্তু পেশাগত দায়িত্ব বলে একটা কথা আছে—এ পেশায় ঢোকার সময় শপথ করতে হয়েছিল আমাকে—সেই শপথের মূল্য দিতে বাধ্য হয়ে এসেছি; তোমার কিংবা ফ্লোরেনদের প্রতি আমার তিলমাত্র শ্রদ্ধা বা দুর্বলতা নেই। তবে পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেটা কোন ব্যাপার নয়। তা ছেলেটা কোথায়?'

পথ দেখিয়ে ডাক্তার হ্যামেলকে বাংকহাউসে নিয়ে এল ম্যাট রেনিসন।

ঝটপট আহত জনকে পরীক্ষা করল ডাক্তার, তারপর শার্টের হাতা গোটাতে

শুরু করল। 'মনে হয় হাতটা বাঁচানো যাবে,' বলল সে, 'তবে ওটা আবার আগের মত সোজা হবে কিনা তার নিশ্চয়তা দিতে পারব না আমি। আশপাশে থাকো তুমি। তোমাদের সাহায্য লাগতে পারে আমার!'

এগারো

ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারটা যে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে সেটার এক প্রান্তে একটা গাছে-ছাওয়া রিজ রয়েছে, মাঠের এপাশে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে রিজটা, খাড়া নেমে এসেছে নিচে।

রিজের চূড়ায় গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে জ্যাক পয়ার, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সে অনেকক্ষণ ধরে, নজর রাখছে র‍্যাঞ্চের দিকে, কিছুই বাদ যাচ্ছে না তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে। গার্ড আর স্পেন্স ফ্লোরেনের লাশ নিয়ে ম্যাকসরা ফিরে আসার খানিক আগে এখানে এসে পৌঁছেছে জ্যাক পয়ার। লাশগুলো এত তাড়াতাড়ি ওরা খুঁজে পেল কিভাবে, ভেবেছে সে একবার।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ম্যাকস আর তার সঙ্গীদের বাংকহাউস থেকে ওঅর-ব্যাগ বের করে যার যার স্যাডলে বাঁধতে দেখেছে পয়ার, ওঅর-হ্যাচেট থেকে ওদের বেরিয়ে যাবার কায়দা দেখেই বুঝতে পেরেছে—লোকগুলোকে বিদায় করে দিয়েছে ম্যাট রেনিসন।

এটাও অবাক করেছে তাকে, অনেক ভেবেও কোন মানে বের করতে পারেনি। ম্যাট রেনিসনের কি কিছু হয়েছে? গরুর পালটাকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্যে সরাসরি হামলা চালাতে গিয়ে গুলি খেয়েছে সে? সেজন্যেই ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছে ওঅর-হ্যাচেট? আপনমনে প্রশ্ন করেছে পয়ার।

না, তেমন কিছু না ব্যাপারটা, রেনিসন ওখানেই আছে—নিজের অফিস কামরায়, হলদে আলোয় দেখেই বোঝা যাচ্ছে—যদি না অ্যাল ছোকরা র‍্যাঞ্চটা দখল করে নিয়ে থাকে। তবে সেরকম কিছু হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কারণ অ্যাল রেনিসনকে যতখানি চেনে পয়ার তার জানা আছে এমন কিছুই করবে না ছেলেটা যার ফলে হুট করে তার মাথার ওপর একসঙ্গে বিরাট দায়িত্ব চেপে বসতে পারে!

ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারে এখন কয়জন লোক আছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল জ্যাক পয়ার। ওখানে গেলেই অবশ্য জানা যাবে জবাবটা। ও নিয়ে এমুহূর্তে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই খুব একটা। কারণ সবকটা দামী কার্ডই এখন তার হাতে রয়েছে। ওর ইশারাতেই নাচতে হবে রেনিসন বাবাজীকে! সন্তোষের সঙ্গে ভাবল

জ্যাক পয়ার।

পুরোপুরি অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল জ্যাক, তারপর সতর্কতার সঙ্গে এগোতে শুরু করল র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে।

কোরালের এককোণে আড়াল নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে পয়ার এমন সময় ওঅর-হ্যাচেটে পৌঁছুল ডাক্তার হ্যামেল। বাংকহাউসের দরজায় একটা লণ্ঠন ঝুলছে, সেটার আলোয় ডাক্তার হ্যামেল, ম্যাট রেনিসন আর ডিফ ব্লেয়ার—তিনজনকেই চিনতে পারল পয়ার। একসঙ্গে বাংকহাউসে ঢুকতে দেখল তাদের। খানিক বাদে ডিফ ব্লেয়ার বেরিয়ে এল, কুক-শ্যাকের দিকে চলে গেল। বেশ কয়েকবার আসা যাওয়া করল বাবুর্চি, বারবার গামলা ভর্তি গরম পানি নিয়ে যাচ্ছে সে বাংকহাউসে।

নজর রাখতে রাখতে পাক্কা চারটি ঘণ্টা পার করে দিল জ্যাক পয়ার। অবশেষে বিদায় নিয়ে চলে গেল ডাক্তার হ্যামেল। এরপর ম্যাট রেনিসনের খাড়া ঋজু কাঠামোটাকে মুহূর্তের জন্যে অফিসের দরজা গলে বেরিয়ে আসা আলোয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, পরক্ষণে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল জ্যাক পয়ার। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। যা জানবার জেনে গেছে সে। বাংকহাউসে পড়ে থাকা লোকটা যেই হোক না কেন সে বাদে ওঅর-হ্যাচেটে এখন ম্যাট রেনিসন আর ডিফ ব্লেয়ার ছাড়া আর কোন লোক নেই। আর বুড়ো ডিফ ব্লেয়ারকে নিয়ে তেমন একটা মাথা ব্যথা নেই জ্যাক পয়ারের!

প্রায় অনায়াসে দরজা খুলে অফিস রুমের ভেতরে পা রাখল সে, মুক্ত হাতে একটা পিস্তল ধরে রেখেছে। 'এবার যেন মাথা গরম কোরো না, রেনিসন!' ধমকের সুরে বলল। 'অনেক কথা আছে আমাদের। তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু আলাপ সারতে হবে। মিটিয়ে ফেলতে হবে আমাদের সমস্যাটা। আরে, বললাম না-সাবধান!' আবার ধমক দিল সে।

মাত্র আবার নিজের চেয়ারে বসেছিল ম্যাট রেনিসন, মুখ তুলে একবার তাকাল সে। আর কোন প্রতিক্রিয়া হল না তার মধ্যে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে শেষে র‍্যাঞ্চার বলল, 'বেশ তো, অসুবিধা কি? আজ তো দেখছি অনেক সমস্যাই মিটে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে দিনটাকে সমস্যা মিটানোর জন্যে স্থির করে দিয়েছে কেউ! বলো কি বলতে চাও!'

এদিকে বাংকহাউসে অস্বস্তিতে ভুগছিল ডিফ ব্লেয়ার। অনেকদিন যাবৎ ওঅর-হ্যাচেট আউটফিটের বাবুর্চির কাজ করছে সে, কিন্তু ম্যাট রেনিসনকে আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি, তার বেতনভূক কর্মচারী হলেও এনিয়ে অবশ্য কোন মাথা ব্যথা ছিল না। ওঅর-হ্যাচেটের অনেক কিছুই ব্লেয়ারের পছন্দ নয়, আবার কিছু কিছু জিনিসকে ভালবেসে ফেলেছিল সে। প্রথম থেকেই লিয়া রেনিসনের

ভক্ত ছিল সে, ভক্ত ছিল অ্যালেরও। বুড়ো ডিফ ব্লেয়ারের কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, তাই আপন ছেলেমেয়ের মত দেখত ওদের। অ্যালের বাড়াবাড়িকে ক্ষমাসুন্দর চোখেই দেখেছে সে আগাগোড়া, তার বিশ্বাস ছিল আরেকটু বয়স হলেই এসব ত্রুটি কাটিয়ে উঠে সত্যিকার ভাল ছেলেতে রূপান্তরিত হবে অ্যাল। সেদিন সকালে অ্যাল যখন ওর চোখের সামনে মেরে জন ফ্লোরেনের বারটা বাজিয়ে দিয়েছিল, ব্লেয়ার বুঝতে পেরেছিল সেই সুসময় সমুপস্থিত।

কিন্তু তারপর এতসব তিক্ত ঘটনা ঘটে গেছে যে ওই সামান্য শুভ পরিবর্তন দিয়ে সে ক্ষতি পূরণ হবার নয়। ফোরম্যান পল মার্কসসহ ওঅর-হ্যাচেটের পুরনো রাইডাররা বেশ কয়েক দিন আগেই চলে গিয়েছিল, ম্যাট রেনিসনের নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। তারপর চলে গেছে, লিয়া, সবশেষে চলে গেছে অ্যালও। এখন লড়াই আর মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। স্যাডল-শেডে ফেলে রাখা হয়েছে দুই ফ্লোরেনের লাশ, আর এখানে শুয়ে আছে জন, মারাত্মক চোট পেয়েছে সে একটা হাতে।

মুখ তুলে একবার জন ফ্লোরেনের দিকে তাকাল ডিফ ব্লেয়ার। ঘুমের ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ছেলেটা, বাংকহাউসের পরিবেশ আইয়োডোফর্মের গন্ধে ভারি হয়ে আছে। জন ফ্লোরেন কিংবা তার অন্য দুভাইকে কখনই পছন্দ করত না ব্লেয়ার। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কথা মনে এল না তার। অন্য কথা ভাবতে শুরু করেছে ব্লেয়ার: রেনিসন লোকটার অশুভ প্রভাব বলয়ে যাই এসেছে হয় ধ্বংস হয়ে গেছে, নয়ত হারিয়ে গেছে! ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে ডিফ ব্লেয়ার। বিশেষ করে লিয়া রেনিসন শহরে থাকবে বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর থেকেই মন খারাপ হয়ে গেছে তার। হঠাৎ ব্লেয়ার ভাবল এবার তারও চলে যাওয়া উচিত এখানে থেকে। কোথায় যাবে বুঝতে পারল না, এতদিন চাকরি করে বেশ কিছু টাকা জমাতে পেরেছে, বিদায় নেয়ার এটাই যথার্থ সময়, একদিকে হাঁটা দিলেই হবে! কারণ ওঅর-হ্যাচেটে ওকে আকৃষ্ট করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই! মনস্থির করে ফেলল ডিফ ব্লেয়ার, কথাটা এখুনি ম্যাট রেনিসনকে জানিয়ে দিতে হবে, ভাবল সে।

বাংকহাউসের দরজার দিকে পা বাড়াল ডিফ ব্লেয়ার, সঙ্গে সঙ্গে একটা লোকের অবয়ব দেখতে পেল, ম্যাট রেনিসনের অফিসের দরজা খুলে চোরের মত ভেতরে ঢুকছে ছায়ামূর্তিটা। লণ্ঠনের আলোয় মুহূর্তের জন্যে তার হাতে একটা জিনিস ঝলক দিয়ে উঠতে দেখল ব্লেয়ার। ওটা পিস্তল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না!

দ্রুত, খুব সাবধানে অফিসের দরজার দিকে এগিয়ে গেল ডিফ ব্লেয়ার। দরজার কাছে পৌঁছে ভাল কানটা কবাটে ঠেকাল সে, শোনার চেষ্টা করল।

কথা বলছিল ম্যাট রেনিসন।

'সেদিনও তোমাকে বলেছি আমি, পয়ার, ওই উইলের জন্যে কোন টাকা-পয়সা দিতে পারব না আমি। এখন আর কোন আগ্রহ নেই আমার ওটার প্রতি। আসলে আমার আগ্রহ জন্মাতে পারে এমন কিছুই আর তুমি এনে দিতে পারবে না!'

'আচ্ছা-আচ্ছা! আমি অবশ্য এব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, রেনিসন,' টিটকারির সুরে বলল জ্যাক পয়ার, 'জোর গলায় তাই কিছু বলতেও পারছি না! আচ্ছা, মনে করো, আমি যদি এখন বলি পল মার্কসের কল্লাটা তোমার হাতে এনে দিতে পারি—তোমার কাছে ওটার দাম কত হবে তাহলে?' জানতে চাইল সে।

'এক পয়সাও না,' বলল রেনিসন, 'এখন আর আগ্রহী নই আমি। তা—মার্কসকে কি খুন করে ফেলেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাঞ্চার।

ঠা ঠা হাসল জ্যাক পয়ার। 'তাহলে খানিকটা হলেও তোমার আগ্রহ আছে। দেখা যাচ্ছে—নাহ্! না মারিনি, এখনও বেঁচে আছে সে,' জানাল, 'তবে এমন এক জায়গায় রেখে এসেছি, আমি ছাড়া আর কেউ তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। যাকগে, এবার আসল কথায় আসা যাক, রেনিসন। লেযি-এম পেতে চাও তুমি। আগাগোড়াই ওটা দখল করার চেষ্টা চালিয়ে আসছ। তো তোমার জন্যে বিল মোরহেডের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম আমি, বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকাই আমাকে দিয়েছিলে তুমি। তারপর বিল মোরহেডের উইলটাও হাত করলাম আমি—যেটার কারণে সবকিছুর মালিকানা মার্কসের হাতে চলে গিয়েছিল; যদিও লোকজনকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে তুমি বলে বেড়াচ্ছিলে যে ওই উইলটার কোন গুরুত্বই নেই। কিন্তু আসল কথা ঠিকই জানা ছিল তোমার। তুমি জানতে উইলটা আবার পল মার্কসের হাতে গেলে জন্মের মত লেযি-এমে পা ফেলার অধিকার হারাতে হবে তোমাকে। এমনকি আমরা পল মার্কসকে মেরে ফেলার পর তার কাছ থেকে উইলটা উদ্ধার করতে না পারলেও লেযি-এম হাতাতে পারতে না তুমি কোনদিন, কিছুতেই দখল বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারতে না, কারণ আইন তার লম্বা নাকটা গলিয়ে দিত তখন। মোদ্দা কথা, উইল ছাড়া মার্কসের যেমন কোন দাম নেই আমাদের কাছে তেমনি মার্কস বাদে উইলটাও মূল্যহীন। সেদিন উইলটা সাধতে গেলে এভাবেই কথাটা বলেছিলে তুমি আমাকে, রেনিসন। এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। এবার উইল আর মার্কস—দুটোই তোমার হাতে তুলে দিতে পারি আমি। তাই তো চাও তুমি, তাই না?'

'অবস্থা এখন পাল্টে গেছে বললে না,' বলল রেনিসন, 'একেবারে খাঁটি কথা বলেছ,' পাথরের মত কঠিন শোনাল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ, অবস্থা আসলেই বদলে গেছে। আমি আবারও বলছি আমার আগ্রহ জাগানোর মত কিছুই দেখাতে

পারবে না তুমি—কিচ্ছু না! বুঝতে পেরেছ?'

'না,' চট করে মুখের ওপর জবাব দিল জ্যাক পয়ার, 'বুঝতে পারিনি। হাতের কাছে পেয়ে হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন জিনিস হাতছাড়া করার মানুষ তো নও তুমি, রেনিসন। আমার কাছে ফেরেশতা সাজার চেষ্টা করতে যেয়ো না। তোমাকে অনেক আগে থেকেই চিনি আমি—খুব ভাল করেই চিনি। এক সঙ্গেই তো ক্যাভালরিতে ছিলাম আমরা, সবই মনে আছে আমার। তুমি তখন সেনাবাহিনীর উদীয়মান তরুণ অফিসার আর আমি ছিলাম স্রেফ জ্যাক পয়ার, সাপ্লাই সার্জেন্ট। সেই সময় অনেক মাল কামিয়ে ছিলাম আমরা, তাই না, রেনিসন? তুমি রসদপত্রের জন্যে রিকুইজিশন দিতে আর সেগুলো আসার পর আমি বিক্রি করার ব্যবস্থা করতাম। তারপর দুজনে ভাগাভাগি করে নিতাম টাকাটা। কিন্তু হঠাৎ তদন্ত শুরু হবার কথা জানতে পেরে আগেভাগে চাকরি ছেড়ে কেটে পড়েছিলাম আমরা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর তদন্ত হয়নি। তবে চোরের পরিচয় সবসময়ই চোর, রেনিসন—আমরা সেই চোরই আছি এখনও—তুমি এনিয়ে গর্ব করো, আমি করি না, এই যা! যাকগে, এসো এবার আসল কাজটা সেরে ফেলা যাক, ভাল মানুষ সাজার চেষ্টায় ক্ষান্ত দাও একটু। উইল আর মার্কস এখন আমার হাতে। দুটোর বিনিময়ে কত দিতে রাজি আছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল পয়ার।

ম্যাট রেনিসনের মুখে কেউ যেন একটা মুখোশ এঁটে দিয়েছে—ফ্যাকাসে, নিষ্প্রাণ, অভিব্যক্তিহীন চেহারা হয়েছে; শুধু তার ধূসর চোখদুটোকেই জীবন্ত মনে হচ্ছে, রাজ্যের দুঃখ বাসা বেঁধেছে সেখানে। আড়ষ্ট ঠোঁটে আবার কথা বলে উঠল সে।

'গত কয়েক ঘণ্টায় অনেক দিন পর আবার নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ পেয়েছিলাম আমি, পয়ার; যা দেখেছি সুস্থ কোন লোকের পক্ষে সেটা সহ্য করা মোটেই সম্ভব নয়! কিন্তু তারপরও তোমার তুলনায় এখনও ঢের ভাল আছি আমি। টাকার লোভে বিল মোরহেডকে খুন করেছ তুমি, উইলটা হাতানোর জন্যে ছুরি মেরে হত্যা করেছ পিট রোডসকে! আমি এখনও বুঝতে পারনি সেদিন মার্কসের কাছে উইলটা আছে মনে করেও কেন তাকে মেরে ফেলোনি তুমি—কেবল পিস্তলের বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলে এসেছিলে। কেন, তখন কে বাধা দিয়েছিল তোমাকে?' জানতে চাইল রেনিসন।

আবার হাসল ম্যাক পয়ার, হাসিতে যেন শয়তানির সুর। 'কারণ তোমাকে বিশ্বাস করিনি আমি, আমার পাদ্রী বন্ধু!' বলল সে। 'তোমার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোর জন্যে মার্কসকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিল আমার, নইলে সামলানো যেত না তোমাকে। এখনও আমার হেফাজতেই আছে সে, বহাল তবিয়তেই বলা যায়—এখনও তাকে কাজে লাগাতে পারব আমি। আমাকে বোকা

বানানোর আর বৃথা চেষ্টা করো না। আমি টাকার লোভে খুন করেছি বটে, কিন্তু খুন করার জন্যে টাকাটা এসেছে তোমার হাত থেকে। এতে যদি তুমি আমার চেয়ে ভাল মানুষ হয়ে গিয়ে থাকো আমার কিছু বলার নেই, যদিও আমার মাথায় ঢুকছে না কিভাবে তা হয়! আমি ভাবছি এসব কথা যদি তোমার মেয়েটার কানে ওঠে সে কি মনে করবে? এমন কি অ্যাল ছোকরাটাও বোধ হয় ভিরমি খেয়ে যাবে!'

এবার চেয়ারে সোজা হয়ে বসল রেনিসন। 'আমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথা বলতে যাবে না, পয়ার!' কর্কশ কণ্ঠে শাসাল র‍্যাঞ্চার। 'ওদের এসবের মধ্যে জড়াতে যেয়ো না!'

চোখ কুচঁকে রেনিসনের দিকে তাকাল জ্যাক পয়ার। বিদ্রূপ ঝরে পড়ছে তার দৃষ্টিতে।

'চমৎকার একটা বুদ্ধির জোগান দিলে তুমি, রেনিসন,' বলল পয়ার। 'তুমি বলছিলে উইল কিংবা মার্কসের বিনিময়ে টাকা দিতে রাজি নও—কিন্তু নিদারুণ সত্যি কথাগুলো যাতে লিয়া আর অ্যালের কানে না যায় সেটা নিশ্চিত করতে নিশ্চয়ই কিছু টাকা হাতছাড়া করতে আপত্তি থাকবে না তোমার? তা কত দিতে রাজি আছ তুমি? কত, রেনিসন?'

ম্যাট রেনিসনের অস্তিত্ব থেকে কিছু যেন উধাও হয়ে গেল। কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল সে, কেঁপে উঠল থরথর করে।

'নিশ্চয়ই অমন কাজ করবে না তুমি?' প্রায় গোঙানির মত শোনাল প্রশ্নটা।

'তাই!' মৃদু কণ্ঠে বলল জ্যাক পয়ার, 'করব না মনে করেছ তুমি! আমি তোমাকে যেভাবে চিনি আমাকে সেভাবে চিনতে পারোনি তুমি, রেনিসন। আমার মনে দয়ামায়ার বালাই নেই। সেদিন আমার বিরুদ্ধে পিস্তল তাক করার চেষ্টা চালানোর পরেও তোমাকে হত্যা করিনি, ছেড়ে দিয়েছিলাম; সেটা তোমার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে বলে নয়, ফ্রেন্ড, বরং আমার কাছে তুমি টাকা কামানোর একটা উপায় বলে। এবার বিরাট একটা দাঁও মারব আমি, তোমার কাছে অনেক বেশি দাম হাঁকতে যাচ্ছি। তোমার জীবনের আসল কাহিনী আদরের ছেলেমেয়ের কানে যাক, যদি না চাও, যেখান থেকে যত টাকা সম্ভব জোগাড় করে দিতে হবে আমাকে। প্রয়োজনে ভিক্ষা করবে, ধার-কর্জ করবে; চাইলে আবার চুরিও করতে পারো! অনেক টাকা দিতে হবে তোমাকে, রেনিসন!'

আবার চেয়ারে হেলান দিল ম্যাট রেনিসন। 'হ্যাঁ,' কম্পিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল সে, 'এবার দামটা সত্যি অনেক বেড়ে গেছে, পয়ার!'

কিন্তু তার ডান কাঁধটা হঠাৎ নিচু হয়ে যাওয়ায় ধরা পড়ে গেল রেনিসন। পিস্তলে কোনকালেই ক্ষিপ্র ছিল না সে। ডেস্কের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাক পয়ারের দিকে পিস্তল তুলে গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু স্থূলদেহী অথচ ক্ষিপ্র

লোকটার কাছে হেরে গেল পরিষ্কার। এবং এবার আর রেনিসনকে নিস্তার দিল না পয়ার, কারণ র‍্যাঞ্চারের ফ্যাকাসে চেহারায় ফুটে ওঠা মরিয়া ভাবটা ঠিকই দেখতে পেয়েছিল সে। এইবার শেষ দেখে ছাড়ত রেনিসন! তাই রেনিসনের পিস্তলের মায্‌ল ডেস্কের কিনারা ছাড়িয়ে উঠে আসামাত্র তাকে লক্ষ্য করে পরপর দুবার গুলি চালাল পয়ার, অবিচল হাতে।

ডেস্কের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রথমে রেনিসন,তারপর পিছলে পড়ে গেল নিচে, আলুথালু অবস্থায় পড়ে রইল চেয়ারে।

কবাটে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকা ডিফ ব্লেয়ার চিৎকার ছাড়ল একটা, সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই তার, তবু দরজার ওপর হামলে পড়ল সে, ধাক্কা দিতে শুরু করল।

সাপের মত ক্ষিপ্র জ্যাক পয়ার, নিমেষে লণ্ঠনটা নিভিয়ে ফেলল, পরক্ষণে অফিসরুম থেকে র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতরে যাবার দরজা গলে পিছলে উধাও হয়ে গেল। কতজন লোক চিৎকার করেছে ঠাহর করতে পারেনি সে, হয়ত তার আন্দাজের তুলনায় অনেক বেশি লোক ছিল বাংকহাউসে, কিংবা নতুন কেউ হাজির হয়েছে এইমাত্র। হতে পারে…

র‍্যাঞ্চহাউসের অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পেছন-দরজার কাছে চলে এল জ্যাক পয়ার, কবাট খুলে পা রাখল বাইরের অন্ধকারে। র‍্যাঞ্চহাউসের অফিস কামরায় রেনিসন হাঁদাটার সঙ্গে নরকে চলে গেছে তার এত যত্নে গড়া পরিকল্পনা! দৌড়ের ওপর খিস্তি করতে লাগল পয়ার।

পায়ে হেঁটে ঢাল বেয়ে চেরোকি রিম থেকে নিচে নামা এমনিতেই বিরাট একটা শাস্তির মত। তার ওপর পল মার্কসের মত শারীরিক অত্যাচার সহ্য করার পর যদি কাজটা করতে হয় তাহলে তো কথাই নেই! কিন্তু এই মুহূর্তে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে পল মার্কসের মাথায়, তাছাড়া প্রকৃতি অনেক শক্তি দিয়েছে ওকে, এতদিন যেন ঘুমিয়ে ছিল এই শক্তি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত।

অন্ধকারে লেযি-এম হেডকোয়ার্টারের একেবারে কাছে পৌঁছে গেল পল মার্কস। এখন একটা মাঝারি চিৎকার দিলেই ওখানে যারা আছে শুনতে পাবে। র‍্যাঞ্চহাউসে কোন আলো দেখতে পাচ্ছে না মার্কস। তবে পোড়া কাঠের গন্ধ এসে লাগছে ওর নাকে। কেউ না কেউ আছে ওখানে; কিন্তু কে বুঝতে পারল না মার্কস। জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিং হয়ত এখনও আশায় বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করে আছে কিংবা রেনিসন আবার জোর করে তাদের বের করে দিয়ে র‍্যাঞ্চটা দখল করে নিয়েছে—দুটোই হতে পারে; নিশ্চিত হবার একটা উপায়ই আছে! ওখানে যদি আদৌ ওর শত্রুপক্ষের লোকই থাকে, অন্ধকারে সহজে ওর নাগাল পাবে না তারা। গলা ছেড়ে চিৎকার দিল মার্কস, কর্কশ আর খানিকটা রাগী শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো—দ্য কেবিন!' বলল ও, 'কে আছে ওখানে?'

খানিক নীরবতার পর জবাব পাওয়া গেল। জেড কারসনের গলার আওয়াজ শুনে হাঁপ ছাড়ল মার্কস।

'কে?'

'আমি মার্কস, জেড!' বলল মার্কস, 'ভেতরে আসছি!'

'পল! ম্যান—আরে, চলে এসো! অ্যাই, ব্রেন্ট—ডাস্টি-কই তোমরা? —পল এসেছে!' মহাখুশি হয়ে উঠল ছেলেটা।

ওর সঙ্গে যোগ দিতে দল বেঁধে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সবাই, স্বস্তির ছাপ সবার চেহারায়।

'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম ওরা তোমাকে শেষ করে দিয়েছে, ফেলাহ্!' ভারি গলায় বলল ডাস্টি এলিয়ট। 'এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ ছিল না আমার। আজ প্রায় সারাটা দিন আমাদের ঘেরাও করে বসেছিল ওরা, তারপর কেন কে জানে চলে গেছে। সন্ধ্যার খানিক আগে একবার চক্কর দিতে বেরিয়েছিলাম আমি, যদি তোমার কোন খোঁজ পাওয়া যায়, এই আশায়। আগামীকাল দিনের আলোয় পুরো ঢালে একবার নজর বোলানোর কথা ভাবছিলাম আমরা। ম্যান, তুমি ফিরে আসায় ভাল হল-খুব ভাল!' আগুনের মত গরম কফি ঢালা হল কাপে, তাতে হুইস্কি মেশানো হল। একটা বাঙ্কে সটান শুয়ে পড়ল মার্কস। ওর হাত দুটোর পরিচর্যা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডাস্টি এলিয়ট। গরম পানি নিয়ে সযত্নে ধুলো প্রথমে, তারপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল শক্ত করে। এবার টেবিলে গিয়ে বসল মার্কস, গরম গরম খাবার খেল প্রায় রাক্ষসের মত। খাওয়ার পর ওর চেহারা থেকে কয়েকটা কুঞ্চন মিলিয়ে গেল, নতুন করে শক্তি পেল আবার ও দেহে। খেতে খেতে ডাস্টি এলিয়টের মুখে গরু আর রাইডারদের পরিণতি শুনল।

'পয়েন্টের তিনজন রাইডারকে হারিয়েছে স্টিগার আর কার্লাইল,' জানাল এলিয়ট। 'স্রেফ কপাল জোরে বেঁচে গেছে জো কার্লাইল, একটা পা শুধু ভেঙেছে ওর। ছুটন্ত গরুর একটা দলের সামনে পড়ে গিয়েছিল সে, ধাক্কার চোটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় তার ঘোড়াটা, তখন কিভাবে যেন গাছের একটা নিচু ডাল ধরে ঝুলে পড়েছিল, তাই মোরব্বা হবার হাত থেকে বেঁচে গেছে এযাত্রা। স্টিগার আর ওদের ক্রুরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ওঅর্মক্রিকে নিয়ে গেছে ওকে। হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়েছে ওরা। আমরা মার খেয়েছি, পল!'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল পল মার্কস। 'মার ওরাও খেয়েছে।' এবার ফ্লোরেনদের সঙ্গে শোডাউন আর জ্যাক পয়ারের সঙ্গে মোলাকাত হবার কথা খুলে বলল ও।

জ্যাক পয়ারের কথা শুনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কারসন আর ব্রেন্টের মুখ।

হিংস্র কণ্ঠে গাল বকল ডাস্টি এলিয়ট। 'ওই লোকটা করেছে এতসব!' বলল সে। 'ব্যাটাকে কোনদিন বুঝতে পারিনি আমি, অবশ্য তাকে কখনও বিশ্বাসও করতে পারিনি। কি খেলা খেলছে সে, পল?'

'বিরাট খেলা, ডাস্টি,' বলল মার্কস, 'ড্যান অরসনকে বোকা বানিয়েছে সে—বোকা বানিয়েছে আমাকেও—একটু আগে পর্যন্ত। সারাক্ষণ আমাদের চোখের সামনেই ছিল—অনেক প্রশ্নের মূর্তিমান জবাব—অথচ বুঝতে পারিনি। এখন আবার তার খোঁজে বেরোব আমি। আমাকে একটা ঘোড়া তৈরি করে দাও তোমরা। বন্দুকও লাগবে আমার।'

'আজ রাতে বাদ দাও,' আপত্তি জানাল এলিয়ট। 'যথেষ্ট ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে, পল। বিশ্রাম প্রয়োজন তোমার। আগামীকাল আমরা সবাই মিলে—'

'না,' ওকে বাধা দিয়ে বলল মার্কস। 'এখুনি আমাকে বেরুতে হবে। তাছাড়া হেডকোয়ার্টার খালি ফেলে আমাদের সবার একসঙ্গে এখান থেকে যাওয়া ঠিক হবে না। খেলাটা শেষ হয়নি এখনও। রিমের নিচে ক্যাম্পটা ঠিক কোথায় জানা আছে আমার, ওখানেই আবার ফিরে যাচ্ছি, নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। বিশ্রাম পরেও নেয়া যাবে। আগে কাজ শেষ করি। তোমরা ঠিক আছ জানতে পেরে স্বস্তি পেয়েছি আমি। আর পেটে খাবার পড়েছে তাই আবার ওখানে যাবার শক্তি পেয়ে গেছি। ব্রেন্ট, যাও তো, একটা ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে দাও!'

বেরিয়ে গেল ব্রেন্ট ফ্লেমিং।

জেড কারসন এবার শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ফ্লোরেনরা তাহলে ঘায়েল হয়েছে, না?'

'গার্ড আর স্পেন্সের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই,' মাথা দুলিয়ে বলল মার্কস। 'জন লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে, তবে সেও চোট পেয়েছে!'

'এবার খানিকটা নরম হতে পারে ম্যাট রেনিসন,' বলল কারসন, 'কারণ সে বুঝতে পারবে লড়াই অব্যাহত রাখলে দুপক্ষেরই ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে, এছাড়া আর কোন লাভ হবে না। পুরো ব্যাপারটাকে একেবারে রক্তারক্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে লোকটা। কিন্তু কথা হচ্ছে সে নিজে কি কোন ক্ষতি স্বীকার করে নিতে রাজি হবে?'

'ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত তাকেও স্পর্শ করবে,' পাথুরে কঠিন গলায় বলল মার্কস, 'এটাই দুনিয়ার নিয়ম।'

দশ মিনিট পর আবার স্যাডলে চাপল পল মার্কস, গাছপালার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলল। চেরোকির ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল ঘোড়াটা। ওর হাঁটুর কাছে স্যাডলবুটে একটা রাইফেল রয়েছে, কোমরে ঝুলছে পিস্তল।

এই ট্রেইলটা যেখানে শেষ হয়েছে আরেকটা রক্তাক্ত অধ্যায় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখান থেকে পিছু ফেরার কোন উপায় থাকবে না!

বারো

ঘোড়াটা তরতাজা, শক্তিশালী; দীর্ঘ সময় কোরালে বন্দী ছিল বলে দ্রুত ছোটার জন্যে প্রায় খেপে উঠেছে। মার্কস বাধা দিল না ওটাকে, বরং সর্বশক্তিতে ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার সুযোগ দিল। দ্রুত ছুটছে ঘোড়া। হাতে সময় নেই খুব একটা, তাড়াতাড়ি করতে হবে। জ্যাক পয়ার কতক্ষণের জন্যে হাইডআউট ক্যাম্প ছেড়ে গেছে বলার উপায় নেই, অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা। তবে একটা ব্যাপারে মার্কসের কোনই সন্দেহ নেই—পয়ার ক্যাম্পে ফিরবেই। পল মার্কস ভাবল, একবার ভাগ্য সাহায্য করেছে ওকে, আরও একবার কি মুখ তুলে তাকাবেন ভাগ্যদেবী?

জীবনের অনেকটাই কত নগণ্য জিনিসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে সময় সময়, ভাবল ও, ওর বেলায় যেমন হয়েছিল। ঠাণ্ডা মাথার হিংস্র লোকটা সামান্য ভুল করে লাকড়িতে গাঁথা কুড়ালটার দিকে নজর দেয়নি, অথচ অমন ভুল হবার কথা ছিল না তার; তাছাড়া মার্কসের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে পড়েছিল কুড়ালটা, ওটার সাহায্যে মুক্তি পেয়েছিল ও; লাকড়িটা আর আধ ফুট দূরে থাকলেই সেরেছিল—

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মার্কস, ওটা এখন অতীত, বিপদ কেটে গেছে অনেকক্ষণ; সামনে হয়ত নতুন বিপদ অপেক্ষা করে আছে ওর জন্যে। ফলাফল শেষ পর্যন্ত কোন্ দিকে যাবে সেটা পুরোপুরিই সময়ের ওপর নির্ভর করছে। জ্যাক পয়ার ওর আগেই হাইডআউট ক্যাম্পে ফিরে গেলে, দেখবে যাকে নিশ্চিন্তে বন্দী অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিল সে উধাও হয়ে গেছে-তাহলে ওর সামনে অনেক লম্বা পথ—জানবাজি রেখে পিছু ধাওয়া করতে হবে পয়ারকে, কারণ ওই লোক শেয়ালের মত ধূর্ত, মার্কসকে না পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে যাবে সে, যতটা সম্ভব দূরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। লোকটা বুঝে যাবে প্রতিশোধ নিতে আবার আসবেই মার্কস। চলার পথে ট্রেইল গোপন করার সবরকম কৌশল অবলম্বন করবে পয়ার, হারিয়ে যাবে দূরে কোথাও। সারাক্ষণ ব্যাক ট্রেইলে সতর্ক নজর রাখবে, প্রয়োজন হলে যে-কোন মুহূর্তে আড়াল থেকে পিছু ধাওয়াকারীকে অ্যাম্বুশ করে হত্যা করার জন্যে তৈরি থাকবে, কোন দ্বিধা করবে না!

ড্যান অরসন এখন ওর সঙ্গে থাকলে খুবই সুবিধা হত, ভাবল পল মার্কস। কারণ এ ধরনের কাজ পুরোপুরি অরসনের এখতিয়ারে—আইনের ব্যাপার এটা। কিন্তু এই মুহূর্তে অরসনকে খুঁজে বের করার সময় নেই ওর হাতে। সুতরাং আর

কোন উপায় নেই, একাই এগিয়ে যেতে হচ্ছে ওকে। ঘোড়ার আগ্রহ দেখে ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল মার্কস।

কেমন যেন ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে আকাশটাকে, জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো; আবছা আলোয় আশপাশের গাছের চূড়াগুলোয় যেন একটা আভা লেগেছে। কিন্তু ডালপালা ভেদ করে এই আলো মার্কসের চলার পথে পৌঁছুনোর সুযোগ পাচ্ছে না। নিচে প্রায় অন্ধকার। সারাক্ষণ ঘোড়াটাকে আপন ইচ্ছায় এগোতে দিচ্ছে মার্কস, ইচ্ছামত বাঁক নিচ্ছে ওটা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে পথ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ওর ঘোড়া। যতক্ষণ খাড়া ওপরে উঠছে ততক্ষণ মোটামুটি সন্তুষ্টই থাকতে পারে মার্কস।

শারীরিক সব রকম কষ্টের কথা বেমালুম ভুলে গেছে এখন পল মার্কস, কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে ও, মনটা পড়ে আছে হাইডআউট ক্যাম্পে, ভাবছে ওখানে গিয়ে কি ফাঁকা অবস্থাতেই দেখতে পাবে। ওখানে পৌঁছে কি করবে ও? পয়ারের আগেই হাজির হতে পারবে? নাকি পয়ারই আগে পৌঁছে যাবে ওখানে?

সামনের দিকে গাছপালা সহসা পাতলা হতে শুরু করল, সংবিৎ ফিরে পেয়ে বর্তমানে ফিরে এল মার্কস। রিমের নিচে তারার আলোয় শেল-কান্ট্রিতে ঝোপঝাড়ে একটা ফোকর দেখা যাচ্ছে।

হেডকোয়ার্টার ছাড়ার পর এই প্রথম রাশ টেনে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল পল মার্কস। স্টিরাপে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, নজর বোলাল চারদিকে, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। ওপরে তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে কঠিন, কালচে চেরোকি-রিমের আঁকাবাঁকা কাঠামোটা দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে শেয়ালের ডাক, আর অনেক ওপরে কোথাও নিঃশব্দ ডানায় ভর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা নাইট-হক, ওটার শীতল শিসের আওয়াজও কানে আসছে মাঝে সাঝে। এছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও, সব নীরব, নিথর; শেয়ালের দূরাগত ডাকটা কেমন যেন অপার্থিব মনে হচ্ছে।

ঘোড়াটাকে আবার সামনে বাড়াল মার্কস। কোনাকুনিভাবে পশ্চিম দিকে উঠতে শুরু করল এবার। পয়ার পুবদিক থেকেই ক্যাম্পে ফিরে আসবে, কারণ ওঅর-হ্যাচেট রয়েছে ওদিকেই—এবং তার সঙ্গে ট্রেইলে সামনাসামনি হতে চায় না মার্কস। মুখোমুখি না হলে আর পয়ার সতর্ক হয়ে পালানোর চেষ্টা করবে না। তাহলেই তাকে ধরার জন্যে ফের ধাওয়া করারও দরকার হবে না।

ঝোপঝাড়ের বেষ্টনীর তিন চতুর্থাংশ পার হয়ে আসার পর স্যাডল থেকে মাটিতে নামল পল মার্কস। তারপর পায়ে হেঁটে এগোল সামনে। এবার আর শরীরের দিকে নজর না দিয়ে পারল না ও। শুরুতেই আড়ষ্ট পা দুটো বাধা হয়ে দাঁড়াল, অবশ্য ওপরে উঠতে উঠতে আড়ষ্টতা কেটে গেল অনেকটা। রিমের

আকৃতি দেখে হাইডআউট ক্যাম্পের অবস্থানটা শনাক্ত করতে পারল মার্কস। শরীরের অবশিষ্ট সব শক্তি জড়ো করে এবার বাকি দুশো গজের মত উচ্চতা অতিক্রম করার প্রয়াস পেল ও। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোনোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

ক্যাম্পের ভেতরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আক্ষরিক অর্থেই শেষের কয়েক গজ চার হাত পায়ে ভর দিয়ে এগোতে হল পল মার্কসকে। তীব্র উত্তেজনা আর মানসিক চাপে সতর্ক হয়ে উঠল ওর সবগুলো ইন্দ্রিয়। অন্ধকারে চারদিকের পরিবেশ বুঝে নেয়ার চেষ্টা করল। ক্যাম্পটা খাঁ খাঁ করছে, নীরব। হয় পয়ার আগেই এসে আবার পালিয়েছে নয়ত এখনও পৌঁছুতে পারেনি। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হবার কোন রাস্তা নেই। হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল মার্কস, ছাইয়ের গাদাটা খুঁজে পেল, তার পাশে বাসনকোসনের অস্তিত্বও টের পেল, এবার পয়ারের ব্ল্যাঙ্কেটের উদ্দেশে হাত বাড়াল—আছে!

স্বস্তির একটা স্রোত বয়ে গেল পল মার্কসের সারা শরীরে। পয়ারের আগেই ফিরে আসতে পেরেছে!

পয়ার ওর আগেই যদি এসে আবার চলে যেত তাহলে তার বাসনকোসন আর ব্ল্যাঙ্কেট পাওয়া যেত না এখানে। এবার সমস্যাটা চিরদিনের জন্যে মিটিয়ে ফেলার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরে, ভাবল মার্কস।

রিমের পাদদেশের কাছাকাছি একটা জুতসই জায়গা বেছে নিল পল মার্কস, তারপর আসন পেতে বসল। দরকার হলে রাত জেগে পাহারা দেবার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে আছে ও। সঙ্গে করে আনা রাইফেলটা একপাশে নামিয়ে রাখল, বেল্টগানটা বের করে কোলের ওপর নামিয়ে রাখল। রাতের হিমেল বাতাস সুচের মত বিঁধছে গায়ে, গা বাঁচাতে উবু হয়ে গেল ও।

একটি সিগারেট খেতে পারলে হত, ভাবল পল মার্কস, কিন্তু তা সম্ভব নয়। এই কুয়াশা ভেজা রাতের হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো তামাকের গন্ধ জ্যাক পয়ারের মত লোককে তীব্র চিৎকার দিয়ে সাবধান করার কাজটাই করে দেবে। ভাবনাটাকে গলা টিপে হত্যা করল ও।

যতটা ভেবেছিল তার তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত হল অপেক্ষার পালা। পল মার্কস নিজের অবস্থানে স্থির হয়ে বসার পর বড়জোর মিনিট পনেরো অতিক্রান্ত হয়েছে, তার পর-পরই কারও এগিয়ে আসার আভাস পেল ও। শেল-কান্ট্রির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়া, খুরের অস্পষ্ট শব্দ কানে আসছে।

সরাসরি ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে জ্যাক পয়ার। গম্ভীর চেহারা তার, হিংস্র হয়ে উঠছে লোকটা। এত যত্ন আর পরিশ্রমে খাড়া করা পরিকল্পনাটা একেবারে মাঠে মারা গেছে, কোন কাজই হয়নি—ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারে সৃষ্ট অচলাবস্থাটাই এরজন্যে দায়ী। সে যতটা ভেবেছিল আসলে ততখানি চিনতে পারেনি ম্যাট রেনিসনকে—চূড়ান্ত বিজয় হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া সত্ত্বেও

রেনিসন আচমকা এভাবে ভেঙে পড়বে, পিছিয়ে যাবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি পয়ার।

জ্যাক পয়ারের অবশ্য বোঝার কথাও নয়, কারণ সবকিছুকে আপন মনের ভয়ঙ্কর কঠিন রূপের আলোতে দেখেই অভ্যস্ত সে। তার মনে কোমলতার কোন বালাই নেই। ম্যাট রেনিসনকেও একই রকম মানুষ হিসাবে ভেবে নিয়েছিল সে। সবার ওপর ক্ষমতা ফলানো, সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা স্বপ্ন রেনিসনকে দীর্ঘদিন তাড়া করে ফিরছিল; কোন কিছুই তাকে বিরত রাখতে পারবে না, এটা বিশ্বাস করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল জ্যাক পয়ারের কাছে। মোরহেডের উইল আর পল মার্কসের কল্লাটা হাতে পেতে ও যা দাম হাঁকবে একটু গাঁইগুঁই করে রেনিসন তাতেই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যাবে বলে ভেবেছিল পয়ার। কিন্তু সহসা কি যেন বিদায় নিয়েছে লোকটার অস্তিত্ব থেকে। রাজি হয়নি রেনিসন। তারপর পয়ার যখন অন্য কৌশল অবলম্বন করতে গেল তখনই বোকার মত পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা, পুরো খেলাটার বার বাজিয়ে দিল। তাকে হত্যা করা ছাড়া পয়ারের উপায় ছিল না।

এখন পয়ারের হাতে কিছুই নেই। সর্বস্ব বাজি ধরেছিল সে জুয়ায়, খুইয়েছে। ওঅর-হ্যাচেট থেকে ফেরার সময় পল মার্কসের সঙ্গে একটা আপস রফায় আসা যায় কিনা চিন্তা করেছিল সে—বিল মোরহেডের উইলসহ মার্কসকে ছেড়ে দিয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর প্রস্তাব দেয়ার কথা ভেবেছে; কিন্তু চিন্তাটা স্থায়িত্ব পায়নি তার মনে, নাকচ করে দিয়েছে; তার জানা আছে মার্কস বুলেট ছাড়া অন্য কিছুই বিনিময়ে রাজি হবে না ওর সঙ্গে—যদি সুযোগ দেয়া হয়!

কিন্তু তাকে তেমন কোন সুযোগ দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই জ্যাক পয়ারের। নিজের করণীয় পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। আর কোন পথ খোলা নেই জ্যাক পয়ারের সামনে। মেরে ফেলতে হবে পল মার্কসকে, চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে তার মুখ; তারপর পালিয়ে যাবে সে দূরে কোথাও—দ্রুত! গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিছুদিন, তারপর একসময় নতুন কোন জায়গায় সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে মিশে যাবে আবার জনারণ্যে। আর কোনদিন কেউ তার খোঁজ পাবে না!

সফল হবার সম্ভাবনা অনেক, ভাবল পয়ার। ওর পিছু নেয়ার আগে অনেকগুলো জট খুলতে হবে আইনকে। আর পল মার্কসের পরিণতি জানাজানি হতে হতে এমনকি কয়েক মাস পেরিয়ে যেতে পারে—আদৌ যদি জানাজানি হয়! বিশাল এলাকা এটা, এখানে একটা লাশ গুম করা পানির মত সহজ। সকালের আলো ফোটার আগেই চেরোকি রিম পার হয়ে উধাও হতে পারবে বলে আশা করল জ্যাক পয়ার। পেছনের ট্রেইলটা চমৎকারভাবে চাপা দিয়ে যাবে, খোঁজ পাবে না কেউ! না, এদিক থেকে তার আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু নিজেকে একেবারে শূন্য হাতে আবিষ্কার করার ব্যাপারটাই কুরে কুরে খাচ্ছে যেন

পয়ারকে; কোথায় মনে করেছিল ম্যাট রেনিসন ঝাঁপি ভরে টাকা তুলে দেবে তার হাতে!

যা হবার হয়েছে, এখন জলদি করে এখানকার ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলতে হবে। কথাবার্তা, বাকবিতণ্ডা কিংবা অন্য কোনভাবে ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রাখার আর কোন প্রয়োজন নেই। মার্কস যেখানে পড়ে আছে সোজা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, গুলি করবে লোকটাকে, তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে তল্লাট ছেড়ে। তার আগে ইচ্ছা করলে এক কাপ কফি তৈরি করে খাওয়া যেতে পারে, মনটা তেতো হয়ে গেছে, বিস্বাদ ঠেকছে মুখের ভেতরটা, কফি খেলে হয়ত খানিকটা আরাম মিলবে।

অ্যাসপেনের সীমানার শেষ প্রান্ত পেছনে ফেলে এল জ্যাক পয়ার। ঘোড়া থামিয়ে এক লাফে নামল স্যাডল থেকে, লাকড়ির স্তূপের পাশ দিয়ে এগোল সামনে।

'ওয়েল, মার্কস,' বলল সে, 'রেনিসন টাকা দিতে রাজি হয়নি। তোমার দুর্ভাগ্য! তোমাকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না আমি—আবার ছেড়ে দেয়ারও উপায় নেই। তবে একটা কথা বোঝার চেষ্টা করো, তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই, কোন বিদ্বেষও ছিল না। পুরো ব্যাপারটা স্রেফ একটা ব্যবসা ছিল, প্রয়োজনের খাতিরেই কাজটা করতে বাধ্য হচ্ছি!'

কথা শেষ করেই পিস্তল ড্র করল জ্যাক পয়ার, হ্যামার টানল, ক্লিক করে সেফটি-ক্যাচ অফ হয়ে গেল।

মাটির কাছে কালো অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, পা দিয়ে মার্কসকে খুঁজে বের করার প্রয়াস পেল জ্যাক পয়ার। কিছুই ঠেকল না তার জুতোয়।

জমাট বেঁধে গেল পয়ার, দম আটকে ফেলল; এক মুহূর্ত, তারপর আস্তে করে দম ছাড়ল সে, যেন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'মার্কস!' ডাকল সে।

পেছনের মাথার একটু ওপর থেকে যেন সাড়া এল। 'এই যে আমি, জ্যাক! কুড়ালটা অত কাছে ফেলে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার,' বলল মার্কস।

পয়ারের আগমনের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল পল মার্কস। অন্ধকারে মাত্র দুটো জিনিসের ওপর নির্ভর করে গুলি চালানো সম্ভব: এক—শব্দ; অথবা, দুই—গুলির ঝলক; এ দুইয়ের মধ্যে শব্দ আবার টার্গেট হিসাবে কঠিন। ইচ্ছা করেই ঝুঁকি নিয়েছে পল মার্কস।

পয়ারকেই প্রথম ছোবল হানার সুযোগ দিতে হবে, তারপর গুলি করতে হবে এই আশায় যে পয়ারকে ঘায়েল করতে পারবে।

তাই করল জ্যাক পয়ার। পাঁই করে ঘুরল সে, পরপর দুবার গুলি বেরিয়ে এল তার পিস্তল থেকে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল; রিমের প্রাচীরে বাড়ি খেয়ে

প্রতিধ্বনি তুলল গুলির শব্দ, চারদিক গমগম করতে লাগল।

জীবন জুয়ায় জিতে গেল পল মার্কস। কোন গুলি লাগল না ওর শরীরে, কিন্তু অগ্নিঝলক দেখে জ্যাক পয়ারের অবস্থান জেনে ফেলল ও। ঠাণ্ডামাথায় পাল্টা গুলি চালাল সঙ্গে সঙ্গে—একবার—দুবার—তিনবার!

পয়ারের পতনের শব্দ কানে এল। ছটফট করছে লোকটা, অক্সিজেনের অভাবে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে; অবশেষে লম্বা শিসের মত একটা আওয়াজ শুনে মার্কস বুঝতে পারল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে লোকটা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, গুলির ঝলকানিতে ধাঁধা লেগে গেছে চোখে, দৃষ্টি সইয়ে নেয়ার জন্যে সময় দরকার। এখন যত ইচ্ছা অপেক্ষা করা যায়, সময়ের কোন অভাব নেই, তাড়াহুড়োর কিছু নেই আর, ওর দায়িত্ব শেষ হয়েছে।

পল মার্কস আবার যখন লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে তখন। জ্যাক পয়ারের ঘোড়াটা ওকে অনুসরণ করে আসছে, স্যাডলের ওপর তার মনিবের লাশটা আড়াআড়িভাবে ফেলে রাখা।

ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় ওর সঙ্গে যোগ দিতে বেরিয়ে এল ডাস্টি এলিয়ট, মার্কসকে দেখে স্বস্তি বোধ করলেও বেশি কথা বলতে গেল না সে।

'তাহলে নাগাল পেয়েছ ওর!' মন্তব্য করল।

'ওর আগেই ক্যাম্পে পৌঁছতে পেরেছিলাম,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল মার্কস। 'শোডাউনেও হেরে গেছে সে আমার কাছে! বিল মোরহেড আর পিট রোডসের খুনের বদলা নিয়েছি আমরা, ডাস্টি!'

'ম্যাট রেনিসনেরও, পল,' বলল ডাস্টি এলিয়ট।

স্যাডল থেকে মাত্র নেমেছে পল মার্কস, ঝট করে সোজা হয়ে গেল। 'ম্যাট রেনিসনেরও মানে?' জানতে চাইল।

'রেনিসন খুন হয়েছে, পল,' জানাল এলিয়ট। 'পয়ার ওকে হত্যা করেছে। ডিফ ব্লেয়ার জানে পুরো ঘটনাটা। তুমি বেরিয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই কাঁদতে কাঁদতে এখানে এসে হাজির হয়েছে ব্লেয়ার। তারপর ড্যান অরসনকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে জেড কারসন। ড্যানও এখানেই আছে এখন। এবার অনেক জট খুলতে হবে আমাদের, পল।'

কেবিনে নীরবতা বিরাজ করছে, গম্ভীর হয়ে আছে সবাই। আগুনের মত গরম আর কড়া কফি ভর্তি একটা কাপ মার্কসের হাতে তুলে দিল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। কাপটা দুহাতের তালুতে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে স্টোভের কাছে চলে এল পল মার্কস। ডিফ ব্লেয়ারের দিকে তাকাল। একটা বাঙ্কের কিনারায় জবুথুবু হয়ে বসে আছে ওঅর-হ্যাচেট বাবুর্চি।

'তারপর, ডিফ,' বলল মার্কস, 'বলো দেখি আমাকে ব্যাপারটা!'

'আমার মাথাটা ঠিকমত কাজ করছিল না, নইলে হয়ত খুনটা ঠেকাতে পারতাম,' বিড়বিড় করে বলল ব্লেয়ার। 'অফিস রুমে ছিল রেনিসন, পয়ারকে হঠাৎ চোরের মত দরজা গলে ওখানে ঢুকতে দেখে ফেলি আমি, তারপর কাছে গিয়ে আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করি। এমন সব কথাবার্তা শুনেছি যে মাথাটা আর ঠিক রাখতে পারিনি। আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে বুঝতেই পারিনি একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। জ্যাক পয়ার বলছিল সে আর রেনিসন ক্যাভালরিতে থাকার সময় কিভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা কামাত—রেনিসন রিকুইজিশন দিয়ে রসদপত্র আনাত আর পয়ার সেসব বিক্রি করার ব্যবস্থা নিত, তারপর টাকাটা ভাগাভাগি করে নিত ওরা নিজেদের মধ্যে। তবে এটা ঘটনার একটা দিক মাত্র।'

একটা কফির কাপ ব্লেয়ারের হাতে, খালি হয়ে গেছে, ওটায় আবার কফি ঢেলে দিল ব্রেন্ট ফ্লেমিং। সুড়ুৎ করে কফিতে চুমুক দিল ডিফ ব্লেয়ার, তারপর আবার বলতে শুরু করল।

'কোন কথাটা কে বলেছিল ঠিক মত মনে নেই এখন, তবে ব্যাপারটা মোটামুটি এরকম: বিল মোরহেডকে হত্যা করার জন্যে জ্যাক পয়ারকে টাকা দিয়েছিল ম্যাট রেনিসন, কিন্তু তারপর বিলের উইলটা তাদের পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ওটা হাতানোর ফন্দি আঁটে পয়ার, পিট রোডসকে ছুরি মেরে হত্যা করে সে।'

ডাস্টি এলিয়ট বলল, 'কে সেদিন তোমার মাথায় বাড়ি মেরে পকেট হাতড়েছিল এখন বোঝা যাচ্ছে, পল।'

মাথা দোলাল মার্কস। 'সে আগেই বুঝে গেছি আমি,' বলল ও। 'সন্দেহ নেই পয়ারেরই কাজ ছিল ওটা, সে মনে করেছিল উইলটা আমার কাছে আছে। কিন্তু ওটা আমার কাছে না পেয়ে বুঝতে পারে পিট রোডসের সেফেই পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, বলে যাও, ডিফ!' বাবুর্চির উদ্দেশে আবার বলল মার্কস।

আবার কফির কাপে চুমুক দিল ব্লেয়ার, তারপর খেই ধরল। 'তো এরপর ওদের একটা বিরোধ নিয়ে কথা শুরু হল! রেনিসন বোধ হয় শুধু উইলের বিনিময়ে পয়ারকে টাকা দিতে রাজি ছিল না; আমার ধারণা রেনিসন বুঝে গিয়েছিল তুমি যতক্ষণ মুক্ত আছ ততক্ষণ খালি উইল কব্জা করে ফায়দা হবে না। তারপরই বোধ হয় তোমাকে নাগালে পাবার জন্যে মাঠে নামে জ্যাক পয়ার। রেনিসনকে সে বলছিল তোমাকে নাকি বন্দী করেছে সে, যে কোন সময় রেনিসনের হাতে তুলে দিতে পারবে, উইলসহ, বলছিল নিরাপদ জায়গাতেই রেখেছে তোমাকে। কিন্তু তারপরও টাকা দিতে রাজি হল না রেনিসন, সে শুধু বলছিল আর কোন ব্যাপারেই তার আর আগ্রহ নেই। তখন অন্য পথ ধরল পয়ার। ভয় দেখাতে শুরু করল রেনিসনকে—লিয়া আর অ্যালকে রেনিসনের অতীতের কথা বলে দেবে, কিছুই বাদ দেবে না, যদি রেনিসন তার সর্বস্ব জ্যাক

পয়ারের হাতে তুলে না দেয়। এটা শোনার পর মনে হয় নিজেকে আর সামলাতে পারেনি রেনিসন, হাত বাড়িয়েছিল পিস্তলের দিকে। তো তারপরই পর পর দুটো গুলির শব্দ শুনতে পাই আমি, দিশা হারিয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে, দরজার গায়ে বাড়ি মারতে শুরু করলাম পাগলের মত। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল পয়ার, তারপর র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতর দিয়ে গিয়ে পেছন দরজা গলে পালিয়ে যায় সে। তার আর চেহারা দেখিনি আমি। খানিক পর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলে সাধারণ কায়দাতেই দরজটা খুলতে পারলাম। ভেতরে ঢুকে আবার বাতি জ্বাললাম আমি। দেখলাম ম্যাট রেনিসন লুটিয়ে পড়ে আছে তার চেয়ারে, মৃত; পাশেই মেঝের ওপর দেখতে পেলাম তার পিস্তলটা। তবে ওটা দিয়ে গুলি চালানোর ফুরসত পায়নি রেনিসন। পয়ারের কাছে হেরে গিয়েছিল। এই হল ব্যাপার।' বলে চুপ করল ব্লেয়ার।

'ঠিকই আছে,' বলল ডাস্টি এলিয়ট, 'ড্যান বলেছে জন ফ্লোরেন নাকি এখন আহত অস্থায় ওঅর-হ্যাচেটের বাংকহাউসে পড়ে আছে, হাতে চোট পেয়েছে সে। ওকে র‍্যাঞ্চে নেয়ার সময় উপস্থিত ছিল ড্যান, ও-ই ডাক্তারকে খবর দেয়ার জন্যে ওঅর্ম ক্রিকে ফিরে গিয়েছিল তখন।'

'গার্ড আর স্পেন্স ফ্লোরেনের পরিণতি ততক্ষণে জানা হয়ে গিয়েছিল রেনিসনের,' বলল ড্যান অরসন। 'লোকটার চেহারা দেখে যেন মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি তার কোন অঙ্গ হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে!'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল পল মার্কস। 'রেনিসন বুঝতে শুরু করেছিল যে তার অবাস্তব একটা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে আসলে কিভাবে আশপাশের সব কিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে সে। আপন সন্তানেরা তাকে ছেড়ে গেছে—লাশ হয়ে গেছে ভাগ্নেরা! আমাদের দৃষ্টিতে ফ্লোরেনরা মন্দ লোক ছিল বটে, রেনিসনের কাছে তো ওরা আপন ভাগ্নে, তাই না? এখন আমি বুঝতে পারছি জ্যাক পয়ারের সঙ্গে কেন আপসরফায় যেতে রাজি হয়নি রেনিসন। কারণ তখন আর তার আগ্রহ জন্মাবার মত কিছুই দেয়ার ছিল না পয়ারের। জ্যাক পয়ার তাকে যা-ই এনে দিক না কেন তার কোন মূল্য থাকত না, কারণ আগেই তার প্রিয় সব জিনিস হারাতে হয়েছে তাকে। ইশ, এমন সময় লোকটার সুমতি হল যখন আর পিছু ফেরার উপায় নেই, সত্যি খুবই দুঃখজনক ব্যাপারটা!'

'পয়ারকে খতম করার সময় যদি তোমার পাশে থাকতে পারতাম আমি, পল!' বলল ড্যান অরসন, 'আমার কাজ ছিল ওটা।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মার্কস। 'জানি, ড্যান,' বলল ও, 'আবার পয়ারের হাইডআউট ক্যাম্পে যাবার পথে কথাটা ভেবেওছি। কিন্তু তখন আর তোমাকে খোঁজার সময় ছিল না যে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমি জানতাম পয়ার যদি আমার আগে ওখানে ফিরে যায় তাহলে আমাকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে যাবে,

পালাবে সঙ্গে সঙ্গে, আর কোনদিনই তার নাগাল পাওয়া যাবে না। আসলেও খুব একটা আগে পৌঁছুতে পারিনি আমি। ওখানে যাবার বোধ হয় মিনিট পনেরোর মধ্যেই হাজির হয়েছিল লোকটা।'

'ঠিক আছে,' বলল ড্যান অরসন, 'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। এবার একটা বিশ্রী কাজ করতে হবে আমাকে। লিয়া রেনিসনকে ওর বাবার মৃত্যুসংবাদটা জানাতে হবে। নিশ্চয়ই অনেক দুঃখ পাবে মেয়েটা। কিন্তু কি করা, আমাকেই পালন করতে হবে দায়িত্বটা!'

'হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কে করবে,' বলল পল মার্কস। সবার ওপর এবার নজর বোলাল সে। 'আমরা কয়েকজন বাদে ম্যাট রেনিসনের নোংরা অতীতের কথা আর কেউ জানে না,' বলল, 'তোমাদের ওয়াদা করতে হবে, এই গল্প অন্য কারও কানে উঠবে না। লিয়া নির্বোধ নয়, জানি, নির্বোধ নয় অ্যালও; ওরা অনেক কিছুই অনুমান করার চেষ্টা করে, দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর চেষ্টাও করবে। কিন্তু আমাদের কারও কাছ থেকে যেন কথাটা শুনতে না হয় ওদের। ব্যক্তিগত কি একটা বিরোধের জের হিসাবে জ্যাক পয়ারের হাতে খুন হয়েছে রেনিসন, ব্যস, এর বেশি আর কিছু জানি না আমরা, ঠিক আছে? আমরা তার হত্যার বদলাও নিয়েছি।'

'অবশ্যই,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল ডাস্টি এলিয়ট। 'আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি, পল! আসল কথাটা এই চার দেয়ালের মধ্যেই আটকা পড়ে থাকবে আজীবন।'

ড্যান অরসন এবার জানতে চাইল, 'মোরহেডের উইলটার কি হল, পল?'

একটা পকেটে টোকা দিল পল মার্কস, বলল, 'আমার সঙ্গেই আছে ওটা। পয়ারের কাছে ছিল। এটা আর আমার দরকার হবে কিনা বুঝতে পারছি না। হতচ্ছাড়া উইলটার জন্যে অনেক দাম দিতে হয়েছে আমাদের!'

'ওভাবে দেখো না, ব্যাপারটাকে, পল!' শান্ত কণ্ঠে বলল ড্যান অরসন। 'উইলটা তোমার কাছে ন্যায় পথেই এসেছে। এখন হাল ধরে বসে থাকো। এই মুহূর্তে হয়ত খারাপ লাগছে তোমার, নিজেকে একটু সময় দাও। আজ থেকে মাসখানেক পর দেখবে সব কিছু ভিন্ন মনে হচ্ছে তোমার কাছে। যাক গে, এবার আমাকে শহরের পথ ধরতে হয়, দেখা করতে হবে লিয়া রেনিসনের সঙ্গে—মৃত্যুসংবাদ দিয়ে ব্যথা দিতে হবে ওকে। আমাকে যদি তার বদলে চাবুক-পেটা করত কেউ হাসি মুখে মেনে নিতাম!' খেদ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। দরজার কাছে গিয়ে একবার থামল সে, 'ডেপুটি শেরিফ হিসাবে আমি একেবারে অযোগ্য! আগাগোড়া কানাগলিতে ঢুঁড়ে মরলাম, একবারও ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটায় হাজির থাকতে পারলাম না! তবে চেষ্টা করিনি, এটা বলতে পারবে না কেউ!'

বেরিয়ে গেল অরসন। অল্প সময়ের জন্যে নীরবতা বিরাজ করল কেবিনে।

অবশেষে জেড কারসনের মৃদু কণ্ঠস্বর নীরবতা ভাঙল, 'তারপরও অরসনের প্রতি আগের মতই থাকবে আমার সমর্থন!' বলল সে।

তেরো

প্রচুর কাজ জমে ছিল, তবে কাজের চাপ আশীর্বাদের মত মনে হল পল মার্কসের কাছে। পরবর্তী দশটা দিন বলতে গেলে স্যাডলের ওপরই কাটিয়ে দিল ও। বিশ্রী একটা দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে ওদের লেযি-এম আর ওঅর-হ্যাচেট হেডকোয়ার্টারে। মাটির সঙ্গে আবার মিশে গেছে জ্যাক পয়ার, গার্ড আর স্পেন্স ফ্লোরেন—বিনা আপত্তিতে ওদের বুকে তুলে নিয়েছে পৃথিবী। মাটির কাছে আদি-কাল থেকেই সাধু আর ডাকাতের কোন পার্থক্য নেই।

ড্যান অরসনের সঙ্গে ওঅর-হ্যাচেটে এসেছিল অ্যাল রেনিসন, ফিউনারেলের জন্যে ওঅর্ম-ক্রিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ম্যাট রেনিসনের লাশ, সৎকারের ব্যবস্থা করেছে সে। কেমন যেন গম্ভীর আর চুপচাপ হয়ে গেছে এখন অ্যাল, বয়স যেন বেড়ে গেছে তার, তবে কাজ কর্মে আগের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি আর পরিপক্বতার পরিচয় দিচ্ছে।

ডাস্টি এলিয়ট, জেড কারসন আর ব্রেন্ট ফ্লেমিংদের সঙ্গে নিয়ে সমতলে গিয়ে ওখানকার রাইডারদের সঙ্গে ব্রেস স্টিগার আর জো কার্লাইলের ছড়িয়ে পড়া গরুগুলোকে আবার জড়ো করার কাজে সাহায্য করেছে পল মার্কস। ওগুলোকে ফের চেরোকি রিম অতিক্রম করার জন্যে নিয়ে আসা হবে শিগগিরই, এবার বাধা দেয়ার কেউ নেই।

কর্মময় দীর্ঘ দিনগুলো ওদের মন আর আত্মাকে যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তুলছে আবার; আর রাতে প্রচণ্ড পরিশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ছে ওরা বিশ্রামের জন্যে, অসীম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে সারারাত। পল মার্কসের চেহারা থেকে আস্তে আস্তে কুঞ্চনগুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে, আবার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে আসছে ওর চোখে। ড্যান অরসনের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে। সত্যিই সময়ের মত চিকিৎসক আর নেই!

ক্যাটলড্রাইভ শেষ হবার কয়েক দিন পর নতুন বাংকহাউসটা বানানো শেষ হল ওদের, এছাড়া লেযি-এমের টুকটাক আরও কিছু কাজও শেষ করল ওরা। এরপর নিজের গরুর একটা হিসাব নিতে রেঞ্জে চক্কর দিতে বের হল মার্কস। কাজটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় একদিন অ্যাল রেনিসন এল লেযি-এম হেডকোয়ার্টারে। শান্ত গম্ভীর চেহারা তার, দুচোখে স্থির দৃষ্টি—নিজের চাহিদা

সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলেই মনে হল তাকে।

'আমি আর লিয়া আবার বাড়ি ফিরেছি,' মার্কসকে জানাল অ্যাল, 'আমার সম্পর্কে তোমার মনে ভাল ধারণা জন্মাতে পারে এমন কিছু কখনও করেছি বলে আমার মনে পড়ে না, তবে আশা করছি এখন থেকে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারব আমরা। তুমি যদি ওদের আটকে রাখতে না চাও আমি আমাদের পুরনো রাইডারদের কয়েকজনকে আবার ফিরিয়ে নিতে চাই।'

'প্রস্তাবটা তোমার দিক থেকে আসায় খুশি হলাম, অ্যাল,' আন্তরিক কণ্ঠে তাকে বলল মার্কস। 'আসলে তিনজন ক্রু রাখার মত তেমন বিরাট নয় এই র‍্যাঞ্চটা, আমি নিজেও তো কিছু কিছু কাজ করছি, ওরাও বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। আমার মনে হয় জেড আর ব্রেন্ট সানন্দে ওঅর-হ্যাচেটে ফিরে যেতে রাজি হবে। আর আমি জানি অনেকদিনের চেনা কুক-শ্যাকের জন্যে ডিফ ব্লেয়ারের মন কাঁদছে, সে-ও যাবে। তবে ডাস্টিকে ছাড়ব না আমি। আমরা দুজনে মিলে ভালই চালিয়ে নিতে পারব এখানকার কাজ। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই!' বলল অ্যাল রেনিসন, 'এরচেয়ে ভাল আর কিছু আশা করা যায় না! তোমার যদি কখনও প্রয়োজন হয়, খবর দিয়ো, সবাই চলে আসব আমরা। যে কথা বলতে চাচ্ছি আমি সেটা হল এখন থেকে কিংফিশারের আর বিশেষ গুরুত্ব নেই, ওটাকে আর পাঁচটা ক্রিকের মতই দেখব আমরা, কোন কিছুর সীমানা হিসাবে বিবেচনা করব না!'

সামনে হাত বাড়িয়ে দিল পল মার্কস। 'জীবনে কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে এত আনন্দ পাইনি বোধ হয়, অ্যাল,' বলল ও।

কাগজ তামাক বের করে একটা সিগারেট রোল করল মার্কস, তারপর অ্যালকে দিল মাল-মশলা। ধীরে সুস্থে নিজের জন্যে সিগারেট বানাল অ্যাল।

'এই রেঞ্জের ওপর যেন একটা অভিশাপ নেমেছিল,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'কেন যেন আমার মনে হয় পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহে মানুষ ছাড়াও আর কারও ইশারা কাজ করে! আমি নিজে কাউকে বিচার করতে যাচ্ছি না, কারও প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি আবার সবকিছু ভুলে নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই, অতীতের কথা মনে রাখতে চাই না!' একটু থেমে আবার যোগ করল, 'জানো, লিয়া দয়া করে আমাকে আবার ভাই হিসাবে গ্রহণ করেছে! এটাই আমার জন্যে বিরাট পাওয়া। আর কোনদিন ও দুঃখ পায় এমন কোন কাজ করব না।' আবার কথা বলার আগে একটু যেন ইতস্তত করল সে। 'বাবার কথা—অনেক কিছুই হয়ত কোনদিন জানতে পারব না আমরা, জানতে চাইও না। তবে আমি এটা ভাবতে চাই যে শেষ মুহূর্তে বাবা নিজেকে ঠিক পথে আনার একটা চেষ্টা করেছিল।'

কথা বলার আগে সাবধানে শব্দ বাছাই করল মার্কস। 'তোমার বাবা একটা

মানুষরূপী সাপকে হত্যা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে, অ্যাল। এটুকু জানি আমি। এতেই তার সব দোষ কেটে গেছে বলে আমার ধারণা!'

সিগারেটের আগুনের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল অ্যাল। 'ধন্যবাদ,' বলল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে, থেমে আবার যোগ করল, 'লিয়াকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে তোমাকে, পল।'

দিন গড়িয়ে চলল। আবার পুরনো রুটিনে চলতে শুরু করেছে জীবনপ্রবাহ। একদিন ফোর্ট ডেভলিনে গিয়ে জাজ আর্থারের কোর্টে উইল সংক্রান্ত আইনগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে আর্জি পেশ করে এল মার্কস। উইলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের কোন অবকাশ নেই। পরিপূর্ণ স্বস্তি নিয়ে আবার ওঅর্ম ক্রিকে ফিরে এল পল মার্কস—আর কোন ঝামেলা ছাড়াই বিল মোরহেডের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে!

ওঅর্ম ক্রিকে ড্যান অরসনের অফিসে একবার ঢুঁ মারল মার্কস। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ফুঁকছিল ড্যান অরসন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মার্কস। 'পোজপাজ শুরু করেছ দেখছি?' জিজ্ঞেস করল, 'গলায় ঝোলানো দড়িটার অনেক দাম নিশ্চয়ই, তা বিষয়টা কি?'

হাসল অরসন। 'আমার দিকে আবার তাকাও, মনে করো একজন ক্যাটলম্যানকে দেখতে পাচ্ছ তুমি!'

'লজ্জা হওয়া উচিত তোমার,' বিদ্রূপ করল মার্কস, 'ইদানীং মদও ধরেছ!'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল অরসন, 'হ্যাক ব্রীডের সঙ্গে পার্টনার-শিপটা সেলিব্রেট করেছিলাম—কয়েক গ্লাস গিলেছি অবশ্য!'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওটার দুদিকে দুপা ছড়িয়ে দিয়ে বসল পল মার্কস, চেয়ারের পিঠে দুহাত রাখল আড়াআড়িভাবে। 'বলে যাও—শুনছি আমি।'

'ফ্লোরেনদের পুরনো লেআউটটা,' জানাল অরসন, 'কিনে নিয়েছি আমি আর হ্যাক ব্রীড। জন ফ্লোরেন চলাফেরা করার মত সুস্থ হয়ে উঠেছে, এখন বিদায় নিতে চাইছে সে এখান থেকে, এখানে থাকার আর কোন আগ্রহ নেই তার। হ্যাক আর আমি অনেক আলাপ—আলোচনা করে আমাদের হিসাব মোতাবেক ওকে ন্যায্য একটা দাম দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমাদের প্রস্তাব লুফে নিয়েছে সে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি—গরুর মালিকানা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার নিত্য ঝগড়া হচ্ছে!'

'বাজপাখির মত তোমাদের ওপর নজর রাখব আমি!' বলে হাসল পল মার্কস। 'দারুণ একটা খবর দিলে তুমি, ড্যান! আমি আরও ভাবছিলাম জন ফ্লোরেনকে নিয়ে কি করা যায়। যা-ই হোক সমস্যার চমৎকার একটা ফয়সালা হয়ে গেল। কিন্তু নতুন ডেপুটি শেরিফ কোথায় পাবো আমরা?' জানতে চাইল ও।

'তা বলতে পারব না আমি,' বলল অরসন, 'পরোয়া করি না!' তারপর আবার

যোগ করল, 'অনেকদিন তো পাবলিকের পয়সায় খেলাম, আর না; তাছাড়া আমার ধারণা, এখন থেকে ডেপুটি শেরিফের খুব একটা দরকার হবে না এখানে!'

'ফ্লোরেনদের লেআউট ভাঙার সময় হাত লাগিয়েছিলাম আমি,' বলল মার্কস, 'তো তোমরা দুজন আবার ওটা বানানোর সময় আমাকে খবর দিয়ো, তোমাদের সাহায্য করার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ওখানে গিয়ে হাজির হবো!'

'ন্যায্য কথা বলেছ তুমি,' সায় দিয়ে বলল ড্যান অরসন, 'এতেই চলবে। হ্যাক শহরেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগের মতই হোটেলের দেখাশোনা করবে সে, আর আমি হেডকোয়ার্টার আগলে বসে থাকব, আমার চাহিদাও থাকবে সামান্য।'

আরও কিছুক্ষণ নানান ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করল ওরা দুজন। তারপর বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে এল পল মার্কস, ঘুরে বেড়াতে লাগল শহরময়; এখানে ওখানে থামছে মাঝে মাঝে, আগের সেই বন্ধুত্বের ছোঁয়া পাচ্ছে আবার। কোথাও কোনরকম উত্তেজনার ছাপ নেই। শান্ত নীরব শহর। ঘুমন্তই বলা চলে। এরকমই পছন্দ মার্কসের—মানুষের জীবনে একটা স্থায়ী পরিচিত ল্যান্ডমার্ক।

স্যাম ওয়েলডনের স্টোরের কাছে আসতেই দরজার পাশের চির পরিচিত বেঞ্চটার দিকে নজর চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটু কঠিন হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্যে যেন আবার জ্যাক পয়ারকে দেখতে পেল চোখের সামনে; ওখানে বসে থাকত লোকটা, সারাক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকত, নিরাসক্ত চোখে দেখত মানুষের চলাফেরা, জীবনযাপন। জটিল একটা চরিত্র ছিল পয়ার, অন্ধকারময় ছিল তার অন্তর, মহা বিপজ্জনক। যাকগে, এখন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সে। যতই দিন যাবে আরও অনেক কথার সঙ্গে তার নামও একসময় মুছে যাবে সবার মন থেকে।

স্টোরের পোর্চের ওপর লেজের বাড়ি লাগার শব্দ হল, উবু হয়ে স্যাম ওয়েলডনের বুড়ো কুকুর বাস্টারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মার্কস, আনন্দে ডেকে উঠল বাস্টার।

এবার হালকা পায়ের আওয়াজ পেল মার্কস, মুখ তুলে তাকাল ও। লিয়া রেনিসন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

হোটেলে থাকবে বলে সেদিন রাতে লিয়া শহরে আসার পর এই প্রথম আবার তার সঙ্গে দেখা হল পল মার্কসের। পুরনো অনুভূতির পুনরাবৃত্তি ঘটল মার্কসের মধ্যে, ও বুঝতে পারল এই ব্যাপারটার পরিবর্তন হবে না কোনদিন। লিয়াকে আর কখনও এত সুন্দর লাগেনি, ভাবল মার্কস; আগে যখন ওরা একসঙ্গে নাচত, প্রাণখোলা হাসিতে ভেঙে পড়ত মেয়েটা, হয়ত তখন এমনি সুন্দর দেখাত ওকে; দৃষ্টি থেকে ঘোলাটে ভাব মিলিয়ে গেছে এখন, ঠোঁটজোড়ায় আবার কোমল স্বস্তির ছাপ ফিরে এসেছে; মনে হচ্ছে পৃথিবীটাকে আবার বাসযোগ্য বলে বিশ্বাস করতে

শুরু করেছে মেয়েটা।

সহজ কণ্ঠে কথা বলল লিয়া।

'হ্যালো, পল।'

রাইডিং গিয়ার পরে আছে লিয়া, শহর ছেড়ে যাবে বলেই বেরিয়ে এসেছে বোধ হয়।

মার্কস বলল, 'তুমি কি বাড়ি ফিরছ, লিয়া? তাহলে তোমার সঙ্গী হতে চাই আমি।'

'নিশ্চয়ই,' বলল লিয়া।

বাস স্পারজনের আস্তাবল থেকে নিজের ঘোড়াটা বের করে আনল মার্কস। পাশাপাশি একসঙ্গে ঘোড়া নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল দুজন, ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া ট্রেইল ধরল। এক সময় গাছপালার মাঝে পৌঁছে গেল, রেজিন-সুবাসিত ছায়া পাচ্ছে দুজনই। চুপ করে আছে, ক্রমে বেড়ে উঠল নীরবতার ব্যাপ্তি। কিভাবে জানে না, পল মার্কস বুঝতে পারল এটাই চাইছে লিয়া। নিজের কথাগুলো গুছিয়ে নেয়ার জন্যে সময় পেতে চায়। অবশেষে কথা বলতে শুরু করল মেয়েটা।

'চারদিকে এত গাঢ় অন্ধকার ছিল এতদিন যে আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম আর কোনদিন হয়ত আলোর মুখ দেখতে পাব না। ভুল করেছিলাম আমি, পল। আসলে মানুষের মনটা বোধ হয় একই সঙ্গে খুব কঠিন আবার একেবারে কোমল, বেঁচে থাকার একটা অদম্য ইচ্ছা সব সময়ই থাকে তার। সেজন্যেই বোধ হয় মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষের ধারণা প্রতি মুহূর্তে বদলে যায়। একদিক থেকে চিন্তা করলে যেটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেটাকেই আবার অন্যভাবে দেখলে তুচ্ছ বলে মনে হয়। সময়ে সবকিছুই বদলে যায়, আমরা আমাদের মত করে ব্যাখ্যা করি বিভিন্ন বিষয়। জীবনের কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় আমাদের। যাদের সামান্যতম বুদ্ধি আছে তারা অতীতের কথা বেমালুম ভুলে যাবার চেষ্টা করে, আর কখনও মনে করার চেষ্টা চালায় না। আচ্ছা, রেনিসন পরিবারের অতীত কতটা ভুলে যেতে পারবে তুমি, পল?' জানতে চাইল লিয়া।

'পুরোটাই, লিয়া,' শান্ত কণ্ঠে বলল পল মার্কস, 'খুব সহজে সবটা ভুলে যেতে পারি আমি। কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে একই ঘটনা ঘটতে হবে। অতীতের ঘটনাগুলো আমাদের কাউকেই নিস্তার দেয়নি, তাই না? ফ্লোরেনদের সঙ্গে আমার বিবাদের কথাটাই ধরো!'

'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠে বলল লিয়া, বিস্মিত হল মার্কস। 'তোমাকে সেদিন আমি কি বলেছিলাম মনে আছে, পল? বলেছিলাম, সত্যের জিত হচ্ছে দেখাটা আমার জন্যে খুবই জরুরি, তাই না? সেটাই হয়েছে। এখন যতদিন বাঁচি আমি আর কোন

কিছুকেই ভয় করব না, পল!'

ওদের পাশেই একটা পন্ডেরোসা পাইনের বাদামী কাণ্ডে সড়সড় শব্দ হল; একটা কাঠবেড়ালী চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, লেজ নাচাচ্ছে, বিরক্ত মানুষের অনাহুত আগমনে। মাথা কাত করে ওটার দিকে তাকাল লিয়া, হাসল।

'পুরনো সব কথা তাহলে বাদ,' ওর দিকে তাকিয়ে বলল মার্কস। 'কিন্তু ভবিষ্যৎ? এরপর আমরা কি করব, লিয়া?' জানতে চাইল।

ওর দিকে ফিরল লিয়া, তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, মার্কসের দৃষ্টি দেখে যেন বোঝার চেষ্টা করল মনের কথা, তারপর হাসতে হাসতে মাথা দোলাল। 'সে তো অনেকদিন আগেই স্থির হয়ে গেছে, পল!'

কাঠবেড়ালীটা আরও কিছুক্ষণ দাপাদাপি করার পর আবার সামনে এগোতে শুরু করল দুজন, হাতে হাত রেখে।

***